আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

জ্বালানি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে বিরোধ যেখানে

আল-জাজিরা: কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা আগামী সপ্তাহে একটি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ১৫ || সোমবার || পৌষ ২৫ || ১৪২৯ || জমাদিউল সাঃ ১৬ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 15 || 9 January || 2023 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

র‍্যাবের মতো নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা, দূতদের চিঠি, নানা আলোচনা

যুক্তরাষ্ট্রের 'নতুন নিষেধাজ্ঞা' সামালাতে ৭ দফা নির্দেশনা

ঢাকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা সরকারের জন্য অস্বস্তি তৈরি করে। নতুন করে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা রয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে ওয়াশিংটনের গভীর উদ্বেগ সরকারের জন্য নতুন এক অস্বস্তি সামনে এনেছে। নতুন করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির আশঙ্কা প্রকাশ করে তা ঠেকাতে এখনই যথাসম্ভব পদক্ষেপ নিতে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতদের জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। এ সংক্রান্ত দীর্ঘ এক চিঠিতে পররাষ্ট্র সচিব বলেছেন, আমাদের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব দেয় – জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ডিসি: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঢাকার সঙ্গে তাদের স্থায়ী অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অসাধারণ অগ্রগতির প্রশংসা করেছেন। "২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে, আমি বাংলাদেশের সাথে আমাদের স্থায়ী অংশীদারিত্বের বিষয়টিকে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

শতাব্দীর রেকর্ড ভাঙল ইউএস কংগ্রেস

১৫ বার ভোটের পর স্পিকার ম্যাকার্থি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান হলো। অবশেষে ইউএস কংগ্রেসের স্পীকার নির্বাচত হলেন রিপাবলিকান মাকার্থি। স্থানীয় সময় শনিবার মধ্যরাতে কংগ্রেসের ১৫ তম ভোটাভুটিতে স্পিকার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সমর্থন পেয়েছেন তিনি। টানা চারদিন ধরে স্পিকার হওয়ার জন্য ভোটে লড়েছেন **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

একদিনে ৬০০ ইউক্রেনীয় সেনা হত্যার দাবি রাশিয়ার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের ক্রামাতোরস্ক শহরের অস্থায়ী ব্যারাকে ভয়াবহ রকেট হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এ ঘটনায় দেশটির ৬ শতাধিক সেনাকে হত্যার দাবি করেছে রাশিয়া। রোববার ক্রামাতোরস্ক শহরের পৃথক দুটি ভবনে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

২৬৪ স্কুল ছুটি দিয়ে প্রতিমন্ত্রীর পুত্রের বিয়েতে শিক্ষকরা



ঢাকা ডেস্ক: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন এমপির পুত্র সাফায়াত বিন জাকিরের (সৌরভ) বিবাহোত্তর বৌ-ভাতের দাওয়াত **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

জ্বালানি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে বিরোধ যেখানে

আল-জাজিরা: কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা আগামী সপ্তাহে একটি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ১৫ || সোমবার || পৌষ ২৫ || ১৪২৯ || জমাদিউল সাঃ ১৬ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 15 || 9 January || 2023 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

র‍্যাবের মতো নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা, দূতদের চিঠি, নানা আলোচনা

যুক্তরাষ্ট্রের 'নতুন নিষেধাজ্ঞা' সামালাতে ৭ দফা নির্দেশনা

ঢাকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা সরকারের জন্য অস্বস্তি তৈরি করে। নতুন করে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা রয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে ওয়াশিংটনের গভীর উদ্বেগ সরকারের জন্য নতুন এক অস্বস্তি সামনে এনেছে। নতুন করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির আশঙ্কা প্রকাশ করে তা ঠেকাতে এখনই যথাসম্ভব পদক্ষেপ নিতে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতদের জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। এ সংক্রান্ত দীর্ঘ এক চিঠিতে পররাষ্ট্র সচিব বলেছেন, আমাদের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব দেয় – জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ডিসি: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঢাকার সঙ্গে তাদের স্থায়ী অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অসাধারণ অগ্রগতির প্রশংসা করেছেন। "২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে, আমি বাংলাদেশের সাথে আমাদের স্থায়ী অংশীদারিত্বের বিষয়টিকে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

শতাব্দীর রেকর্ড ভাঙল ইউএস কংগ্রেস

১৫ বার ভোটের পর স্পিকার ম্যাকার্থি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান হলো। অবশেষে ইউএস কংগ্রেসের স্পীকার নির্বাচত হলেন রিপাবলিকান ম্যাকার্থি। স্থানীয় সময় শনিবার মধ্যরাতে কংগ্রেসের ১৫ তম ভোটাভুটিতে স্পিকার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সমর্থন পেয়েছেন তিনি। টানা চারদিন ধরে স্পিকার হওয়ার জন্য ভোটে লড়েছেন **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

একদিনে ৬০০ ইউক্রেনীয় সেনা হত্যার দাবি রাশিয়ার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের ক্রামাতোরস্ক শহরের অস্থায়ী ব্যারাকে ভয়াবহ রকেট হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এ ঘটনায় দেশটির ৬ শতাধিক সেনাকে হত্যার দাবি করেছে রাশিয়া। রোববার ক্রামাতোরস্ক শহরের পৃথক দুটি ভবনে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

২৬৪ স্কুল ছুটি দিয়ে প্রতিমন্ত্রীর পুত্রের বিয়েতে শিক্ষকরা



ঢাকা ডেস্ক: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন এমপির পুত্র সাফায়াত বিন জাকিরের (সৌরভ) বিবাহোত্তর বৌ-ভাতের দাওয়াত **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs · Inquiries · Collections
Garnishment · Bankruptcy · Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 9 // 2023

তারেক-জোবায়দার সম্পদ ক্রোকের আদেশ

ঢাকা ডেস্ক: জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবায়দা রহমানের সম্পদ ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. আসাদুজ্জামান এ আদেশ দেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী মোশাররফ হোসেন কাজল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সাংবাদিকদের মোশাররফ হোসেন বলেন, দুদকের মামলায় তারেক ও তার স্ত্রী জোবায়দার বিরুদ্ধে ১ নভেম্বর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আদেশ দিয়েছিলেন আদালত। সম্প্রতি আদালতে প্রতিবেদন এসেছে-তারেক ও তার স্ত্রী পলাতক। এ নিয়ে আদালত ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী পলাতক আসামির সম্পদ ক্রোকের আদেশ দেন। ১৯ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন আদালত। আদালত সূত্র জানায়, সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারেক, জোবায়দা ও জোবায়দার মা সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানুর বিরুদ্ধে রাজধানীর কাফরুল থানায় মামলা করে দুদক।

শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন

নতুন শিক্ষাপদ্ধতির যুগে বাংলাদেশ

*শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়ন করা হবে সারা বছর ধরে * এসএসসিতে থাকবে না কোনো বিভাগ, পরীক্ষা শুধু দশম শ্রেণির লেখাপড়ায়*

ঢাকা ডেস্ক: নতুন শিক্ষা পদ্ধতির যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর থেকে একাধিকবার শিক্ষাক্রম পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাকে কখনোই মুখস্থ বিদ্যা আর পরীক্ষানির্ভর মূল্যায়ন থেকে বের করা যায়নি। পাশাপাশি পুঁথিগত মুখস্থ বিদ্যার কারণে শিক্ষাজীবনের বেশিরভাগ জ্ঞান কর্মজীবনে তেমন কাজে আসেনি। এমন পরিস্থিতিতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আর পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতির বাস্তবতা সামনে রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে ফেলা হয়েছে। প্রবর্তন করা হয়েছে নতুন শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি। নাম 'অভিজ্ঞতামূলক শিখন পদ্ধতি'। তবে নতুন এই পদ্ধতি জানুয়ারি থেকে প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে চালু করা হচ্ছে।

এ অবস্থায় স্বভাবত প্রশ্ন উঠেছে, এটাই যদি শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট পন্থা হবে, তাহলে এতটা বছর ধরে শিক্ষার্থীদের ওপর কেন ভুল শিক্ষানীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলো। কেননা, উন্নত দেশেগুলোতে বহু আগে থেকে কর্মমুখী ও গবেষণাধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

মাধ্যমিকের প্রতিটি শ্রেণিতে তাদের কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এর ফলে লেখাপড়া শেষ করে কাউকে বেকার থাকতে হয় না। এমন অর্থবহ ও কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা ২০-৩০ বছর আগে চালু করতে পারলে দেশের চেহারা পালটে যেত। শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির অভাব হতো না। দেশে চাকরির সংস্থান না হলে অনায়াসে বিদেশের শ্রম বাজারে ভালো বেতনে চাকরি হতো। এমনটিই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের কোর কমিটিতে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসাবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এম তারিক আহসান। বুধবার তিনি বলেন, 'নতুন শিক্ষাক্রমের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী দিক হচ্ছে- ক্লাসরুমে শেখা ও শেখানো। মূল্যায়নে পরীক্ষার বদলে সারা বছর ধরে নিরীক্ষা ও তদারকি (মূল্যায়ন) এবং ব্যতিক্রমী পাঠ্যবই।

পহেলা জানুয়ারি থেকে তিনটি শ্রেণির শিশুদের হাতে যে পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়েছে সেটা মুখস্থ বা কনটেন্ট (পাঠ) নির্ভর নয়। প্রত্যেকটি বই একেকটি রিসোর্সবুক। এতে পাঠের তথ্য শিক্ষার্থীরা কিভাবে সংগ্রহ করবে তা উল্লেখ আছে। শিক্ষকরা আগের মতো মুখস্থ গ্রহণ করবেন না। আবার শেখার জন্য শিশুকে শিক্ষকের কাছে বা নোট-গাইডের ওপর নির্ভর করতে হবে না। এর পরিবর্তে তারা নিজের সহপাঠী, পরিবার ও সমাজ থেকে শিখবে। শিক্ষক শুধু এখানে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন।'

তিনি আরও বলেন, 'নতুন এই পদ্ধতিতে কোনো কিছু না বুঝে পাশ করার জন্য শিক্ষার্থী তোতা পাখির মতো মুখস্থ করবে না। যা জানবে, তা মুখস্থ করবে না। সেটা বুঝে প্রয়োগ করবে। এর ফলে তার দক্ষতা বাড়বে। দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসবে। অর্থাৎ, কোনো কিছু বোঝার জন্য তা ইতিবাচকভাবে নেওয়া দরকার।

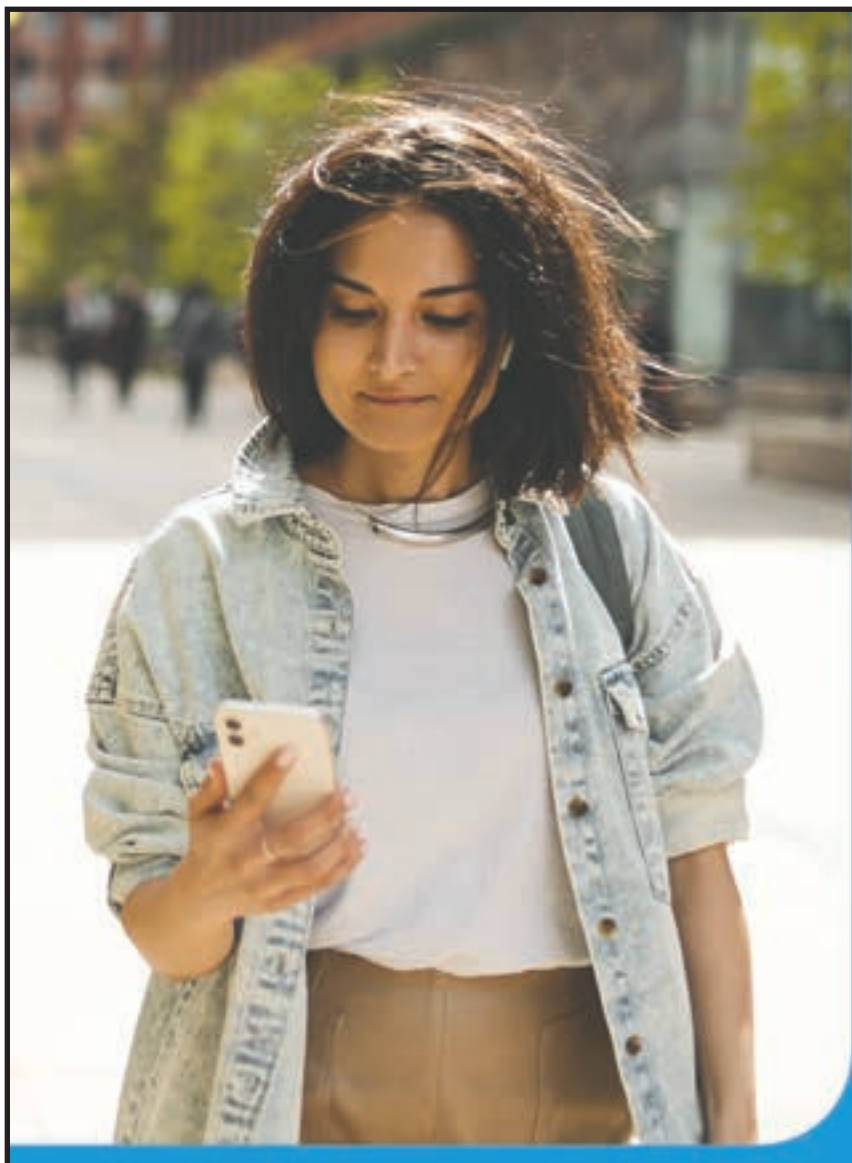
এই আবেগত সংযুক্তি তা ঘটানো হবে। এতে তার সার্বিক বিকাশ ঘটবে। এক কথায়, নতুন শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি সামাজিক, মানসিক, একাডেমিক বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এটি কর্মক্ষম মানুষ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।

সৃষ্টিশীল মানুষ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে, যাতে তারা আবিষ্কার বা সৃষ্টি করার মতো মানুষ হিসাবে বিকশিত হবে। এটি শিক্ষার্থীকে তার কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতেও ভূমিকা রাখবে। সবমিলে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মাত্রার জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা বিকাশে ভূমিকা রাখবে।'

সংশ্লিষ্টরা জানান, নতুন শিক্ষাক্রমে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে পরীক্ষা পদ্ধতিতে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণি এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে প্রথাগত পরীক্ষা থাকছে না। সারা বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে শিখন কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হবে। কোনো সামস্টিক বা অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হবে না। বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষা হয় নবম-দশম শ্রেণিতে দুই বছরে পাঠদানের ওপর।

কিন্তু নতুন শিক্ষাক্রমে শুধু দশম শ্রেণির লেখাপড়ার ওপর এসএসসি পরীক্ষা হবে। নবমে স্কুলেই মূল্যায়ন করা হবে। অপরদিকে এইচএসসি পরীক্ষা বর্তমানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির লেখাপড়ার ওপর করা হয়ে থাকে। কিন্তু নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী একাদশ ও দ্বাদশে দুবার পরীক্ষা হবে। দুটির ফল মিলিয়ে এইচএসসির ফল দেওয়া হবে।





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison

ত্রিমুখী চাপে বিপন্ন দেশ বিপর্যস্ত দেশের জনগণ

॥ ড. মোঃ মিজানুর রহমান ॥

বিভিন্ন সঙ্কটে বিপন্ন দেশ ও বিপর্যস্ত দেশের জনগণ। এর মধ্যে অর্থনৈতিক সঙ্কট, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ আরোপ- এই তিনটি অন্যতম। আজকের আলোচনায় আমরা এই তিনটি সঙ্কটের মাত্রা, দেশের ওপর তার প্রভাব ও সম্ভাব্য করণীয় নিয়ে আলোচনা করব।

বিধ্বস্ত অর্থনীতি, বিপর্যস্ত দেশ

ডন লুচ্চেসের বিখ্যাত উক্তি ছিল- 'অর্থনীতি একটি বন্দুক। রাজনীতি জানে, কখন ট্রিগার টানতে হবে।' উল্লেখ্য, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে অচলাবস্থা ও সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা থাকলেও অর্থনৈতিক সঙ্কট বাকি দু'টি সমস্যাকে ছাড়িয়ে বড় সঙ্কটের দ্বারপ্রান্তে। অর্থনীতি বিষয়টি জটিল। সাধারণ মানুষ এর হিসাব-নিকাশ খুব কমই রাখে; কিন্তু তাদের জীবনে এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় প্রতিদিন। সু-অর্থনীতি জনগণের জীবনে আনে সুখ ও সমৃদ্ধি। আর কু-অর্থনীতির দাপটে তাদের জীবন হয় দুঃখ ও কষ্টের। সামগ্রিকভাবে এর প্রভাবে অর্থনীতি হয় বিধ্বস্ত। দেশ হয় বিপর্যস্ত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতির সঙ্কটের মূল কারণ মূলত করোনা অতিমারী নয়। এমনকি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধও দেশের অর্থনীতির সঙ্কটের অন্যতম উৎস নয়; বরং এ যুদ্ধ কেবল সঙ্কটের মাত্রাকে বৃদ্ধি করেছে মাত্র। সঙ্কটের কারণগুলোর সূচনা হয়েছে আরো আগেই; তার একটি উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত যা একের পর এক জটিল সঙ্কটের মুখে। রাজনীতিবিদরাও স্বীকার করছেন, ব্যাংকিং খাত থেকে যে পরিমাণ অর্থ লুট হয়েছে, 'ব্রিটিশরাও এভাবে এ দেশ লুট করেনি'। শেয়ার বাজার লুট ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুতে দুর্নীতি ইত্যাদিও দেশের সঙ্কটের অন্যতম। শেয়ারবাজারে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের বাজার সম্পর্কে নিরাশ করে তুলছে। অর্থনৈতিক সঙ্কট সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠছে বৈদেশিক বাণিজ্য, লেনদেন ও বিনিময় হারের ক্ষেত্রে। অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি ৩৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছিল। এর প্রায় সবই অভ্যন্তরীণ সঙ্কট, বৈশ্বিক নয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে যে উত্তাপ-উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তা বিশ্বপরিস্থিতির ওপর প্রভাব ফেলছে; এ কথা সত্যি। দেশের ডলার ক্রাইসিস, জ্বালানি খাতে দুর্নীতি, সার আমদানি এবং গম সরবরাহের ওপর প্রভাব ফেলেছে এই যুদ্ধ। জ্বালানি খাত নিয়ে অতীতে সমালোচনা ও সাবধানবাণীকে ক্ষমতাসীনরা যেভাবে অগ্রাহ্য করেছে, তাতে তাদের কথিত উন্নয়নের কথাবার্তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, সরকারের উন্নয়ন-নীতির সুবিধাভোগীরাও এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলেন না। অথচ ২০২২ সালে এসে এসব খাত ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক খাত ২০২২ সালের শেষ প্রান্তিকে সবচেয়ে ভঙ্গুর অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষের ৪৫.৮ বিলিয়ন ডলার থেকে বৈদেশিক রিজার্ভ ২৬ শতাংশ কমে ৩৩.৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। নিট হিসাবে এই রিজার্ভ ২৫ বিলিয়ন ডলারের কোটায় এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ এর চেয়েও কম বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। ডিসেম্বরে অবশ্য অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মাত্র ১০ মাসে ডলারের বিনিময় হার ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ সবের প্রতিক্রিয়ায় সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ (আইএমএফ) বহুজাতিক আর্থিক সংস্থার দ্বারস্থ হয়েছে। কিন্তু গত ছয় বছরে বিদেশী ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়াও যে এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের একটি কারণ, তা উপলব্ধি না করলে এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান হবে, এমন আশা করা যায় না।

রেমিট্যান্সেও ভালো খবর নেই। ২০২০-এর ডিসেম্বরের তুলনায় ২০২২-এর ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স কমেছে ১৭ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের পাঁচ মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ৮.৮ বিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২.১ শতাংশ বেশি হলেও তার আগের বছরের চেয়ে ১৯ শতাংশের মতো কম। এই সঙ্কটেও বাংলাদেশের রফতানি আয় কিছুটা সন্তোষজনক। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ২৭.৩১ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় সাড়ে ১০ শতাংশ বেশি। তবে এই রফতানি আয়ের প্রবৃদ্ধি যতটা না পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তার চেয়ে বেশি পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৈদেশিক খাতের সঙ্কট ঘোচানোর জন্য শুরু থেকে আমদানি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এর ফলে চলমান অর্থবছরের প্রথম চার মাসে ২৭.৫ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় হয়, যা আগের বছরের তুলনায় ৬.৭২ শতাংশ বেশি। ২০২৩ সালে ৭০ থেকে ৭৫ বিলিয়ন ডলার হতে পারে আমদানি ব্যয়। আর রফতানি আয় হতে পারে ৫২ থেকে ৫৫ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্সের যে ধারা তাতে এটি ২০ বিলিয়ন ডলারের কোটায় থাকতে পারে। ফলে ২০২৩ সালে বৈদেশিক খাতের যে চাপ তা অব্যাহত থাকতে পারে। একই সাথে বাংলাদেশী টাকা ডলারের বিপরীতে আরো মান হারাতে পারে।



বৈদেশিক খাতে চাপ সৃষ্টির একটি বড় কারণ হলো সরকারি-বেসরকারি বৈদেশিক ঋণ। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ৯৯ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ রয়েছে ৮৩ বিলিয়ন ডলারের মতো। বাকিটা স্বল্পমেয়াদি ঋণ। মোট বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ২০২৩ সালে সরকারি খাতে ২.৫ বিলিয়ন ডলার ও বেসরকারি খাতের ১৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ শোধ করতে হবে।

ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটের মুখে সরকার তেল রফতানিকারক দেশ সৌদি আরব, কাতার ও কুয়েতের কাছ থেকে জ্বালানি তেল বিলম্বে পরিশোধের শর্তে সরবরাহ পাওয়ার চেষ্টা করছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে জ্বালানি তেল আমদানির নতুন ঋণপত্র স্থাপন ৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২.৬২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে এই খাতের ঋণপত্র নিষ্পত্তি ১১১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.৯৭ বিলিয়ন ডলারে। পেট্রোলিয়াম খাতের এভাবে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিনিময় হারের ওপর। রাশিয়ার কাছ থেকে বিলম্বে পরিশোধ অথবা পণ্য বিনিময় ভিত্তিতে জ্বালানি সংগ্রহের বিকল্পকে সামনে রাখা হচ্ছে।

ব্যাংক খাত ২০২২ সালের শেষার্ধে চাপে পড়ে যায়। বছরজুড়ে কয়েকটি ব্যাংকে বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা ঘটলেও শেষ দিকে এসে আলোচনায় স্থান পায় চারটি ইসলামী ব্যাংকের বৃহৎ কেলেঙ্কারি। শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলো থেকে নামে-বেনামে এমনকি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছে একটি প্রভাবশালী গ্রুপ। এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেয়া না হলেও দেয়া হয়েছে নানা ধরনের নীতিসহায়তা। এই সংবাদ প্রকাশিত হলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ব্যাপকভাবে আমানত উত্তোলন শুরু হয়। এভাবে ব্যাংকিং সেক্টরে আস্থার সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে।

দেশের খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকায়। কেবল ২০২২ সালের প্রথম ৯ মাসে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে ৩১ হাজার কোটিতে দাঁড়িয়েছে। তবে আইএমএফসহ অনেকেই মনে করে, অবলোপনকৃত ঋণ, মামলার মাধ্যমে নিয়মিত করে রাখা আদায় অযোগ্য ঋণ এবং কৃত্রিমভাবে নিয়মিত দেখানো ঋণ হিসাব করা হলে প্রকৃত খেলাপি ঋণ কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবচেয়ে মারাত্মক খবর হলো- এক লাখ ১৮ হাজার ৫৫৩ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ আদৌ আদায়যোগ্য নয়। ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বহুমাত্রিক সঙ্কট সৃষ্টি করছে, এর ফলে বিরাজমান ডলার সঙ্কট তীব্রতর হচ্ছে। এ দিকে, ব্যাংকগুলো ডলার সঙ্কটের কারণে ঋণপত্রের দায় শোধে অপারগ হয়ে পড়লে বৈশ্বিক রেটিং সংস্থা মুডিস ব্যাংকের ঋণমানের অবনয়ন শুরু করে।

দেশের গমের চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ এবং ভুট্টার এক-পঞ্চমাংশ আসে ইউক্রেন থেকে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যাতে সমস্যা হচ্ছে। বিশ্বের বেশির ভাগ সার রফতানি করে রাশিয়া ও বেলারুশ। রাশিয়ার ওপর রফতানি নিষেধাজ্ঞার কারণে সার সংগ্রহে সমস্যা হবে। ফলে এ বছর কৃষিপণ্য উৎপাদনে সমস্যা না হলেও আগামীতে কৃষককে সময়মতো সার সরবরাহে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। বাংলাদেশ থেকে রাশিয়া বছরে ৬৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি তৈরী পোশাক আমদানি করে। রাশিয়ার বেশ কয়েকটি ব্যাংককে বৈশ্বিক আন্তঃব্যাংক লেনদেন সংক্রান্ত সুইফট সিস্টেমে নিষিদ্ধ করায় বাংলাদেশের তৈরী পোশাক রফতানি হুমকির মুখে পড়েছে। যে সব তৈরী পোশাকের অর্ডার শিপমেন্ট হয়েছে তার পেমেন্ট পাওয়াও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

দেশের বর্তমান অর্থনীতির সঙ্কটের একটি খুব বড় কারণ দুর্নীতি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের অঙ্গীকার করেছিল। অথচ ২০১৪ সাল থেকে গত আট বছরে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তানের পর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তকমা অর্জন করে চলেছে। সব মিলিয়ে বিগত প্রায় ১৫ বছরে অর্থনীতিতে দুর্নীতি, অর্থপাচার ও নৈরাজ্যের চিত্র ভয়াবহ। এর মধ্যে মেগা প্রজেক্টের নামে মেগা দুর্নীতি অন্যতম। দুর্নীতির মহাস্মারক হিসেবে স্থাপিত পদ্মা সেতু। রূপকথাকে হার মানানো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের তেলেসমাতি। রামপাল কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র ও পায়রা বিদ্যুৎপ্রকল্পের অচিন্তনীয় দুর্নীতি। রেল ও সড়ক নির্মাণে বৈশ্বিক রেকর্ড সৃষ্টিকারী অপচয়। প্রতিটি কাজ ও টেন্ডারে হয়েছে লুটপাটকারীদের মহোৎসব। শেয়ার বাজারের মহাকেলেঙ্কারি। জ্বালানি সঙ্কটে মহাদুর্নীতি। গ্যাস ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি হয়ে জনগণের নাভিশ্বাস ওঠে। অনিয়মের আরেকটি উদাহরণ হলো দেশের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ও প্রশংসিত ইসলামী ব্যাংকের জবর দখল।

গোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) বলছে, বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ৭-৯ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। শুধু হুন্ডি প্রক্রিয়ায় দেশ থেকে বর্তমানে বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে। এর সাথে আমদানির ওভার ইনভয়েসিং, রফতানির আন্ডার ইনভয়েসিং ও রফতানি আয় দেশে ফেরত না আনা, ইত্যাদির কারণে প্রতি বছর কমপক্ষে দেড় লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। স্মর্তব্য, দেশ থেকে বছরে ১৫-১৬ বিলিয়ন ডলার পুঁজি বিদেশে পাচার হয়ে চলেছে।

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়েও কোনো ভালো পূর্বাভাস নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগ্রাসীভাবে চলতি বছরেই ছয়বার নীতি সুদের হার বাড়িয়েছে। তারপরও মূল্যস্ফীতি তেমন কমছে না। দেশের মূল্যস্ফীতি বর্তমানে হার ৯ দশমিক ১ শতাংশ। বর্তমানে ডলারের দর গিয়ে ঠেকেছে ১০৭ টাকায়। অধিকন্তু, বাজারে সরবরাহ ঠিক রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

অস্থিতিশীল দেশের রাজনীতি

প্রবাদ অনুযায়ী 'রাজনীতি জানে কখন অর্থনীতির বন্দুকে ট্রিগার টানতে হবে।' সঙ্গত কারণে প্রশ্ন জাগে, দেশের চলমান অর্থনৈতিক সঙ্কটে তাহলে কি রাজনীতিই একমাত্র সমাধান? ২০২৩ সাল দেশে জাতীয় নির্বাচনের বছর। নির্বাচনী সঙ্কটের সুরাহার কোনো আলামত রাজনীতিতে নেই। নির্বাচন নিয়ে প্রধান দুই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে মীমাংসা না হওয়ায় ভোট যতই এগিয়ে আসছে, ততই রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়ছে। সরকারি দল যেমন বর্তমান সরকারব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন করতে চায়, বিরোধী দল তেমন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করাতে চায়। এই লড়াইয়ে মিত্রের সংখ্যা বাড়াচ্ছে তারা। বিরোধী রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে সরকার একতরফা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিলেই চূড়ান্ত আন্দোলনে নামবে তারা। ফলে দেশের সঙ্কট নৈরাজ্যের দিকে ধাবিত হয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে আগানোর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

সরকারবিরোধী যেকোনো আন্দোলন শক্ত হাতে মোকাবেলার কথাই বারবার উচ্চারিত হচ্ছে সরকার দল থেকে। প্রশাসনের ওপর সরকার দলের শক্ত প্রভাব থাকায় আগামী দিনে বিরোধী দল নিয়ন্ত্রণ কৌশল হতে পারে তাদের দিয়েই। চলমান পরিস্থিতিতে সরকার ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা না হলে বাংলাদেশকে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। সাধারণ জনগণ সজ্ঘাতের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। একদিকে সরকার বলছে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে ২০২৩ সাল আরো কঠিন হতে পারে, অন্য দিকে জোরদার হচ্ছে- একটি রাজনৈতিক সজ্ঘাতের ঝুঁকি।

ক্ষমতাসীন বা বিরোধী দল সবাই জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও এখন ঘটনাচক্রে জনগণের মুখোমুখি হয়েছে। এ সময়ের বাস্তবতায় বিরোধী দল অনেকটা সুবিধাজনক জায়গায় আছে। সরকারি দল যে, কিছুটা অস্থিরতার মধ্যে আছে, তা তাদের কণ্ঠের শব্দমালা ও দেহভঙ্গিমায় বোঝা যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করা অনেকে নানা ক্ষেত্রে সরকারি দলের নেতা-নেত্রীর দাম্ভিক আচরণ, বিশেষ করে দুর্নীতি ও বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার জন্য সরকারি দলের কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক প্রভাব

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ে জাতিসঙ্ঘের রয়েছে উদ্বেগ। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট, বিশেষ করে রাজনৈতিক সঙ্কটের সুযোগে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর সুযোগ নিচ্ছে আন্তর্জাতিক মহল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর উন্নত বিশ্বের বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব খাটানোর চর্চা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই যেন বৈধতা পেয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সজ্ঘাতের সুযোগে তা অনেক বছর থেকেই বেশি মাত্রায় ছিল, এখন তা মাত্রা ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশকে নিয়ে বিশ্বের পরাশক্তি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে প্রকাশ্যে বাগযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। দুই পরাশক্তির পেছনেই নিজ নিজ বলয়ের দেশগুলোর সমর্থন রয়েছে প্রকাশ্যে। ইতোমধ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাব বাহিনী ও ওই বাহিনীর বর্তমান এবং অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সাত কর্মকর্তার ওপর অবরোধ আরোপ করেছে। আরো বড় ধরনের অবরোধ আসার আশঙ্কা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এতে আন্তর্জাতিকভাবে আস্থার সঙ্কটে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে দেশটির।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসঙ্ঘের আবাসিক সমন্বয়ক গিউয়েন লুইস আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র নেড প্রাইস বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করছি এবং একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের পছন্দের সরকার গঠন করতে পারবে।' তিনি আরো বলেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়া ও উদ্বেগ জানানো এবং কোনো ধরনের দমন-পীড়ন ও বাধা ছাড়াই বিরোধী দলগুলোর প্রচারণা চালানোর নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানাই।' গিউয়েন লুইস বলেন, 'গত মাসগুলোতে মানুষ আহত হয়েছেন, প্রাণও হারিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা উদ্বিগ্ন (কনসার্নড)।' এ পরিস্থিতি থেকে জনগণকে রক্ষা করতে প্রত্যেকটি দল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে জাতিসঙ্ঘ। তবে সরকার জাতিসঙ্ঘের এই কর্মকর্তার উদ্বেগ বিবেচনায় নিচ্ছে না বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

গিউয়েন লুইসের উক্তির উদ্বেগ শব্দ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার বলেন, 'কনসার্ন অনেক কঠিন শব্দ। গৃহযুদ্ধ অথবা যে ক্ষেত্রে প্রতিদিন অনেক মানুষ সহিংসতায় মারা যাচ্ছে তেমন অবস্থার ক্ষেত্রে কনসার্ন শব্দ প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে পরপর দু'টি সাধারণ নির্বাচন যেহেতু খুব ভালোভাবে হয়নি এবং দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে বলা যেতে পারে যে, এখানে অনিশ্চয়তা রয়েছে।' জাতিসঙ্ঘের আবাসিক প্রতিনিধির মুখ থেকে এই শব্দ ব্যবহারের একটি বার্তা আছে। আমার মনে হয়, তিনি এই শব্দ ব্যবহার করে সরকারকে একটি বার্তা দিতে চেয়েছেন যাতে ২০১৪ সালের নির্বাচনের মতো সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়; আবার পুলিশও যেন রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে।

বাংলাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতির দিকে নজর রয়েছে বহির্বিশ্বেরও। ২০২৩ সালে এই নজরদারি আরো বাড়তে পারে। বিগত দু'টি জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে প্রভাবশালী বেশ কিছু দেশ ও সংস্থা আগামীতে বাংলাদেশে একটি 'নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য' নির্বাচন দেখতে চায়। নির্বাচন নিয়ে সরকারের ওপর এক ধরনের প্রচ্ছন্ন চাপও ইতোমধ্যে তৈরি করেছে তারা। এই চাপ নতুন বছরের রাজনীতির গতিবিধিতে প্রভাব ফেলতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে পরাশক্তির মধ্যে যে বিরোধ তৈরি হয়েছে, তা সতর্কতার সাথে সামাল দিতে হবে। বাংলাদেশ যেন কোনোভাবেই পরাশক্তির 'শক্তি পরীক্ষার মাঠে' পরিণত না হয়।

সর্বোপরি বলতে হয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক এই তিনটি চাপেরই দেশের নিজ নিজ সেক্টরে বেনিফিশিয়ারি রয়েছে। তবে তিনটি চাপেরই আলটিমেট ভিকটিম দেশের অসহায় জনগণ এবং বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দেশের; সতর্ক হই, দেরি হওয়ার আগে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট



বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন ছুটি কেন নয়?

বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রীষ্মকালীন ছুটি, শীতকালীন ছুটি, ঈদুল ফিতরের ছুটি, ঈদুল আযহার ছুটি, পূজার ছুটির প রিমান একই রকম ও একই সময়ে হয় না। একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, তার স্ত্রী মাদ্রাসার শিক্ষক, তার এক ছেলে হাইস্কুলে পড়ে, এক মেয়ে কলেজে পড়ে গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন, ঈদের ছুটিতে ছেলে মেয়ে তাদের বাবা মায়ের সাথে মামা বাড়িতে বা কোথাও বেড়াতে যেতে চায়; কিন্তু তা কোনোক্রমেই সম্ভব হয় না। একজনের ছুটি শুরু তো আরেকজনের ছুটি শেষ।

কেন একই ক্যাম্পাসে গড়ে ওঠা বিভিন্ন শিক্ষাপ প্রতিষ্ঠানের গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন ছুটি ভিন্ন রক মের ও ভিন্ন সময়ে হয়? গ্রীষ্মকাল, শীতকাল, ঈদ কি একেক প্রতিষ্ঠানে একেক সময়ে আসে? সারাদেশে ভিন্ন সময়ে তো গ্রীষ্মকাল, শীতকাল, ঈদ আসে না ? এ বছর ২০২৩ সা লে ঈদুল আযহা হাইস্কুলের ছুটি ৯ দিন, গ্রীষ্মকালীন ১০ দিন আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঈদুল আযহা ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি এক ত্রে মাত্র ১২ দিন। শীতকালীন অবকাশ হাইস্কু লের ১১ দিন আর প্রাথ মি কে মাত্র ০৩ দিন। বি শেষভা বে লক্ষণীয় একই ক ্যাম্পা সে যেসব প্রতিষ্ঠান প্রথম থে কে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প রিচা লিত হয় তারা ৭৬ দিন, মাদ্রাসা ৬০ দিন, ক লেজ পর্যা য়ে ৭১ দিন আর পাশ্ববর্তী প্রাথ মিক বিদ ্যাল য়ে পড়া শিক্ষার্থীরা ৫৪ দিন ছু টি ভোগ কর বে। কেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সকল বিষয়ে এত বৈষম্য?

সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত নিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথ মিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণাল য়ের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী প্রাথ মিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, হাইস্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন ছু টি, শীতকালীন ছু টি, ঈদের ছু টি, পূজার এবং অন্যান্য সব ধরনের ছুটির অভিন্ন তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা সম য়ের দাবি। কি শোর কি শোরী দের নৈ তিকতা অবক্ষয় রো ধে সামাজিক ও পা রিবা রিক বন্ধন সুদৃঢ় কর তে প রিবা রের সা থে থাকা আবশ্যক তাই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠা নে অভিন্ন ছু টি হওয়া আবশ্যক।

এ ক্ষে ত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠা নের অভিন্ন ছুটিতে সরকা রের কোন বাড় তি অর্থের প্রয়োজন পড় বে না।

রাজনীতিতে এখন কোনো 'আদর্শ' আছে কি?

॥ ড. হাসনান আহমেদ ॥

বেশ কয়েকদিন থেকেই ব্যবসায়িক রাজনীতি ও রাজনীতির ব্যবসা শব্দগুচ্ছদ্বয় মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ হাড় কাঁপানো কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের দাপটে শব্দযুগল মাথার মধ্যে আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ দেশের রাজনীতির ধারা পরিবর্তনে শব্দযুগলের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এ পরিষ্কার ধারণা রাজনীতিকরাই দিতে পারেন। তারাই এ চলতি অবস্থার প্রবর্তক, ধারক ও বাহক। তবে একথা সত্য যে, এদেশের রাজনীতির বেশিরভাগটাই পচে নষ্ট হয়ে গেছে। এ দিগ্‌ভ্রান্ত-লক্ষ্যভ্রষ্ট রাজনীতি দিয়ে এ দেশের মুক্তিকামী শান্তিপ্রিয় মানুষের ভালো কিছু আশা করা পশ্চিম গগনে অন্ধবেগে ধেয়ে-আসা কালবোশেখি ঝড়ো মেঘের কাছে শ্রাবণঘন অবিরাম-ঝরা শ্রান্ত-মেদুর বর্ষা চাওয়ার শামিল।

রাজনীতি এ দেশের অনেক অনিষ্টের আঁতুড়ঘর। রাজনীতিকে সুষ্ঠু ধারায় নিয়ে আসা এ দেশের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ। মানুষের স্বভাব একবার নষ্ট হয়ে গেলে কদাচিৎ আবার ভালো পথে ফিরে আসে।

সামনে নির্বাচন। বাজারে রাজনীতির ধারা পরিবর্তনের কথা উঠছে। তাই আমার মাথায়ও বিষয়টি ঘুরপাক খাচ্ছে। সেদিন তো এক লেখায় ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেই ফেলেছি, এদেশে রাজনীতিই আমাদের মূল সমস্যা এবং দেশের জন্য একটা বিপদও বটে। কথাটা কিন্তু সর্বাংশে সত্য। 'রাজনীতি' একটা ভালো শব্দ, এটাকে আমরা পচিয়ে ফেলেছি। রাজনীতির বিষবাষ্প আমাদের সামাজিক শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, অফিস-আদালত-প্রশাসন, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, অর্থব্যবস্থাকে ক্রমেই ধ্বংস করে ফেলছে। একথা সবাইকে মানতেই হবে। এটা দলীয় তর্কের ঊর্ধ্বে। এটাকে আগে মেরামত করা দরকার। আমরা আগেভাগে বেশি কিছু বলতে গেলেই কমেডিয়ান কাজলের কৌতুকের মতো কেউ আবদার ধরে বসেন, 'কলা ছুললে ক্যানো, বুজিয়ে দেও'। কলার চোঁচা ছেলা ছাড়া যে খাওয়া যায় না, এটা আমরা কেউ কেউ বুঝতে চাই না। ছেলা কলা বোজানোও যায় না। আবার আমরা কখনো-সখনো এসব কথা বুঝেও না বোঝার ভান করি। এখানেই যত বিপত্তি। 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই।'

আসলে কথাটা 'ব্যবসায়িক রাজনীতি' নাকি 'রাজনীতির ব্যবসা' তা আমার কাছেও পরিষ্কার নয়। তাই এ দুটো শব্দগুচ্ছের অবতারণা। এ দেশে এসব কেন জানি গোলমেলে হয়ে গেছে। শব্দযুগল হতে পারে সমার্থক অথবা ভিন্নার্থক। এ নিয়ে মাথাটা আমি বেশি ঘামাতে চাচ্ছি না। শব্দগুচ্ছদ্বয়ের বাস্তব প্রয়োগ এ দেশে পুরোপুরি হচ্ছে দেখে উদ্বেগ বাড়ছে তাই।

সকালেই একটা পত্রিকায় খবরের হেডলাইনটা এরকম পড়লাম : 'সরকারি সার/৫৮২ কোটি টাকার সার আত্মসাৎ'। খবর থেকে জানলাম, সার আত্মসাৎকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক সাবেক সংসদ-সদস্য ও সার সমিতির সভাপতি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দাবি, তিনিই মূলত দেশে সারের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করেন। এ দেশে যাদের নিয়ে যত অর্থ কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির খবর পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ব্যবসায়ী। ব্যবসার সঙ্গে তারা জড়িত। সঙ্গে রাজনৈতিক পদ-পদবিও কখনো থাকে। রাজনীতি এখন ব্যবসার টাকার কাছে নতজানু হয়ে গেছে। রাজনীতি এখন টাকা কামানোর হাতিয়ার, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর রক্ষাকবচ। অনেক ব্যবসায়ী অবৈধ পথে ব্যবসা করছেন, আবার রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করছেন। রাজনৈতিক তরিকা মোতাবেক কাজ করছেন।

কোথাও কোথাও সরাসরি রাজনীতিও করছেন। আমি একথা বলছি না যে, ব্যবসায়ীরা রাজনীতি করতে পারবেন না। বিষয়টি হচ্ছে, অনেক ব্যবসায়ীই ব্যবসায় রাজনৈতিক পুঁজি খাটাচ্ছেন। অতি অল্প সময়ে অঢেল টাকার মালিক হচ্ছেন। রাজনৈতিক দাপট দেখিয়ে যা খুশি তা-ই করছেন। ভাবছেন না এতে কার লাভ, কার ক্ষতি। দেশের আর্থিক সুবিধাকে শুষে পকেটে ভরছেন। এদের বিচার-আচারও সহসা হয় না। খোদা-না খাস্তা, বিচারের আওতায় আনা হলেও বিষয়টি বিচারের দীর্ঘসূত্রতার ফাঁদে ফেলে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এটিও এক ধরনের প্রহসন।

আমার অনেক ছাত্র ব্যবসায়ী। আমি নিজেও ব্যবসা শেখাই। অনেক ছাত্র বলে, 'স্যার, এ দেশে ব্যবসার অবস্থা ভালো না। রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়া ব্যবসা ভালো চলছে না, রাজনীতি করে ব্যবসা আনতে হয়।' তাই ব্যবসায়ীরা রাজনীতি (?) শুরু করেছে। 'রথ দেখা কলা বেচা' দুটোই চলছে। ব্যবসায়িক রাজনীতির 'রৌদ্রছায়ার লুকোচুরির খেলা'র নাটক এ দেশে অবিরাম মঞ্চস্থ হচ্ছে। পত্রিকার মাধ্যমেই সব খবর পাচ্ছি। পত্রিকার উদাহরণ বেশি দিতে গেলে জায়গা সংকুলান হবে না।

এটাকে ব্যবসায়িক রাজনীতি বলব, নাকি রাজনীতির ব্যবসা বলব? কার লাভ পাঠকমহল ভালো জানেন। কার ক্ষতি এটাও প্রতিটা ভাত-খাওয়া লোক ভালো করেই বোঝেন। আবার দেশব্যাপী অধিকাংশ পণ্যের ভেজালের মহোৎসব চলছে। ব্যবসার মাঠে নীতি-নৈতিকতার বড্ড খরা চলছে। ব্যবসায়ীদের ইমান-আমান, মূল্যবোধ, হালাল পেশার অহংকার এ খরায় ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আমার প্রশ্ন, এভাবে কি একটা দেশ চলা উচিত?

আমার অনেক ছাত্র রাজনীতিতে ঢুকেছে। বেশ ভালোই করছে। তাদের কাছে অনেক কথাই শুনি। ছোটবেলা থেকে বইপত্রে পড়ে আসছি, রাজনীতি মানে জনসেবা, সমাজসেবা, দেশসেবা, নিজের স্বার্থকে মানুষের জন্য ত্যাগ করা-এমন অনেক কিছু। রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রেও হয়তো তা-ই লেখা আছে। ছাত্রদের অনেকেই খোলামেলা কথা বলে। রাজনীতির বাস্তবতা ভিন্নরূপ। রাজনীতি করতে হলে মিথ্যা বলা ও টাকা ছাড়া নাকি এক পাও এগোনো যাচ্ছে না। পদ পেতে গেলেও টাকা, নির্বাচনে প্রার্থী হতে চাইলেও টাকা, নির্বাচন করতেও টাকা। আবার নির্বাচনে পাশ করেও টাকা কুড়ানোর আম-ধরাধরির খেলা। বর্তমানে রাজনীতিই একটা টাকার খেলা। অঢেল টাকা কামানোর জন্য রাজনীতি কিংবা রাজনীতির জন্য টাকা-দুটো কথাই এ দেশে সমভাবে খাটে। এ নিয়ে আমার মতো চুনোপুঁটির কিছু করার নেই, তাই দু-এক কথা লিখে সান্ত্বনা খুঁজি। এ দেশের এমপিদের শতকরা কত ভাগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তার একটা খতিয়ান টিআইবি কয়েক বছর আগে গবেষণার ফল হিসাবে দিয়েছিল। সে হিসাব এক বছরে ভুলে গেছি। জানতে ইচ্ছে করে, এ দেশে রাজনীতি কি বর্তমানে একটা পেশা, নাকি ব্যবসা? নাকি ব্যবসা ও পেশা দুটোই? কোনো কোনো ছাত্র ব্যবসায়িক রসিকতা করে বিজ্ঞাপনের সুরে বলে, 'কী লবণ দেবেন? লবণের আবার রকম কীয়ের? ভালো-মন্দ দুইট্যাই আছে।' আরও জানতে ইচ্ছা করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইতে রাজনৈতিক দলের যে কার্যাবলি পড়েছিলাম, সেগুলো কি ভুলে যাব? আমি গ্রামের মানুষ। গ্রামে-গঞ্জে সব জায়গাতেই ছাত্রদের কথার সত্যতা পাচ্ছি, রাজনীতি একটা রমরমা ব্যবসা। মিথ্যার বেসাতি। লাঠিয়াল বাহিনী পোষার ব্যবসা। নিজের চোখ ও কানকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারিনে!

বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ ইত্যাদির ঢেউ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। এসব কিছুর জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে দেশের মুক্তবাজার অর্থনীতি ও 'জনকল্যাণবাদ'। এ দেশও মনে হয় অনেক 'বাদ'কে বাদ দিয়ে ফেলেছে। আমাদের দেশেও রাজনৈতিক দলের আদর্শের কথা দলীয় গঠনতন্ত্রে থাকলেও বাস্তবে প্রয়োগ নেই বললেই চলে। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় আমিও ওগুলো নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করতে পরামর্শ দিই। আমি বলি ভিন্ন কথা।

কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো দলীয় জোট নির্বাচনের আগে ক্ষমতায় গেলে তারা দেশের উন্নতি ও জনকল্যাণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেবে, কীভাবে নেবে-সবটুকুই এ দেশের নাগরিকদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখিত ও দফা আকারে জানাতে হবে। ভোটাররা সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবেন। ভোট দেবেন রাজনৈতিক আদর্শ দেখে নয়, কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি দেখে, সম্পদ লুটতরাজ করা লোকের কর্মসম্পৃক্ততা দেখে। রাজনীতিতে কি বর্তমান ধারাই থাকবে, নাকি নতুন কোনো ধারার প্রবর্তন করা হবে? জানা দরকার, ভোটব্যবস্থায় নিজের ভোট নিজে দেওয়ার সুব্যবস্থা থাকবে, না থাকবে না? অনেক কিছুই জানা দরকার। আমাদের যেহেতু কোনো ফোরাম নেই, পত্রিকার মাধ্যমেই আমরা প্রয়োজনীয় কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে পারি। দেশের মানুষ নির্বাচনের পরও কাজের সঙ্গে কথা মিলিয়ে দেখে পরবর্তী দিনের সিদ্ধান্ত নেবে।

সেক্ষেত্রে বিএনপির প্রকাশিত ২৭ দফার পরিবর্তে তাদের আরও বিস্তারিত কথা বলতে হবে। অনেক বিষয় আছে, যা না বলা রয়ে গেছে। দেশের সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে, ব্যবসায়িক রাজনীতির অস্তিত্ব থাকবে, নাকি ঢেলে সাজাতে হবে; রাজনীতিকরা আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবেন, নাকি দেশসেবা-সমাজসেবার ওল্ড মডেল (?) নীতি আঁকড়ে ধরে সামনে এগোবেন-সব কথা খোলামেলা জানাতে হবে। এ দেশের নিকষ-কালো রাজনীতিকে কীভাবে খোলনলচে বদল করে ভালো করা হবে সে কথাও লিখতে হবে। গলাটা একটু ঝেড়ে কাশতে হবে। সব কথাই লিখিতভাবে প্রকাশ করতে হবে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলও তাদের দেশ পরিচালনার নীতিমালা-কর্মসূচি নিয়ে জনগণের সামনে আসতে পারে। দলীয় কর্মপদ্ধতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তুলে ধরতে পারে। কীভাবে নির্বাচন করতে চায় তা আগে আগে বলতে পারে। দলীয় সংঘাত এড়িয়ে যেতে পারে। দলীয় রাজনীতির অধীনে নির্বাচন হলে সে নির্বাচন কেমন হবে-এটি সাধারণ মানুষের কাছে ওপেন সিক্রেট। 'আগুনে যার ঘর পুড়েছে সিঁদুর-রাঙা মেঘ দেখে তার ভয়।' এ নিয়ে অযথা তর্কাতর্কি ও বিবাদ-বিসম্বাদ না করাই ভালো। তারা অনেক অনেক অবকাঠামোগত উন্নতি করেছে, এগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে।

ফার্সি ভাষার নামকরা এক কবির একটা কবিতা পড়েছিলাম। সারকথাটা এরকম : বিড়ালের যদি পাখা গজাতে দেওয়া হতো, তাহলে ঘরের চালে বসবাসকারী শান্তিকামী চড়ুইপাখিগুলোর জীবনসংহার হয়ে যেত। এ দেশের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণের স্বার্থে বিড়ালের পাখা গজাতে দিতে আমরা রাজি নই। এ দেশের প্রতিটি সচেতন মানুষের এ বোধোদয় যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই সবার জন্য মঙ্গল। সব রাজনৈতিক দলীয়প্রধানের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন কোনোভাবেই বিড়ালের পাখা গজাতে না দেন।

লেখক: প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক

তাই যিশুখ্রিষ্টের জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা যখন বড়দিনের উৎসব পালন করি, তখন যেন এ ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষাটি গ্রহণ করি। মানুষকে মানুষ হিসাবে ভালোবাসতে পারি। বড়দিনে আমরা একে অন্যকে উপহার দিই। কিন্তু যিশুর শিক্ষা আমাদের আরও গভীরে নিয়ে গিয়ে একে অপরের জীবনে উপহার হয়ে ওঠার কথা বলে।

নামাজের সময়-সূচী

জানুয়ারি	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ফজর	৫.৫৯	৫.৫৯	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮
সূর্যোদয়	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৮
জোহর	১২.০৩	১২.০৪	১২.০৪	১২.০৫	১২.০৫	১২.০৫	১২.০৬
আসর	৩.০৬	৩.০৭	৩.০৮	৩.০৯	৩.১০	৩.১১	৩.১২
মাগরিব	৪.৪৭	৪.৪৮	৪.৪৯	৪.৫০	৪.৫১	৪.৫২	৪.৫৩
এশা	৬.০৮	৬.০৯	১.০৯	১.১১	১.১২	১.১৩	১.১৪

বিশেষ ঘোষণা

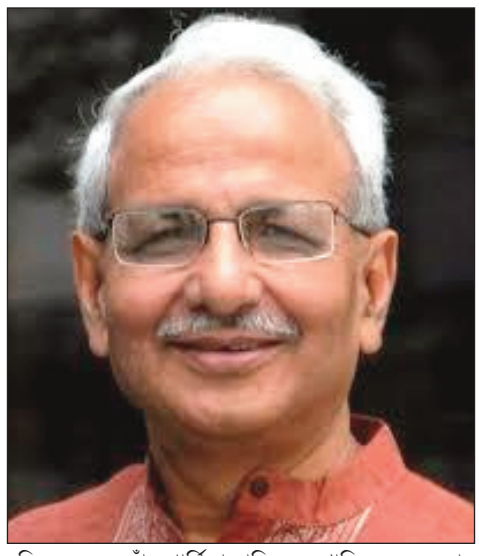
নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

গাইবান্ধা উপনির্বাচন যে বার্তা দিল

বদিউল আলম মজুমদার



বহুল আলোচিত গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি) আসনের পুনর্ঘোষিত উপনির্বাচন বুধবার সম্পন্ন হলো। সমকালসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমসূত্রে ইতোমধ্যে জানা গেছে- উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী হয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষে ভোটের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু উপনির্বাচন ঘিরে কিছু প্রশ্নের উত্তর এখনও মিলছে না।

দেখা যাচ্ছে, গাইবান্ধার দুই উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন নিয়ে গাইবান্ধা-৫ আসন। ৪ জানুয়ারির এই নির্বাচনে মোট ১৭ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দুজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া কয়েক প্লাটুন র‍্যাব, অস্ত্রধারী আনসার সদস্য ছাড়াও ১ হাজার ৩২০ জন পুলিশ সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছে। তাই উপনির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তেমন অবনতি কিংবা কেন্দ্র দখল বা সহিংসতার খবর আমরা পাইনি।

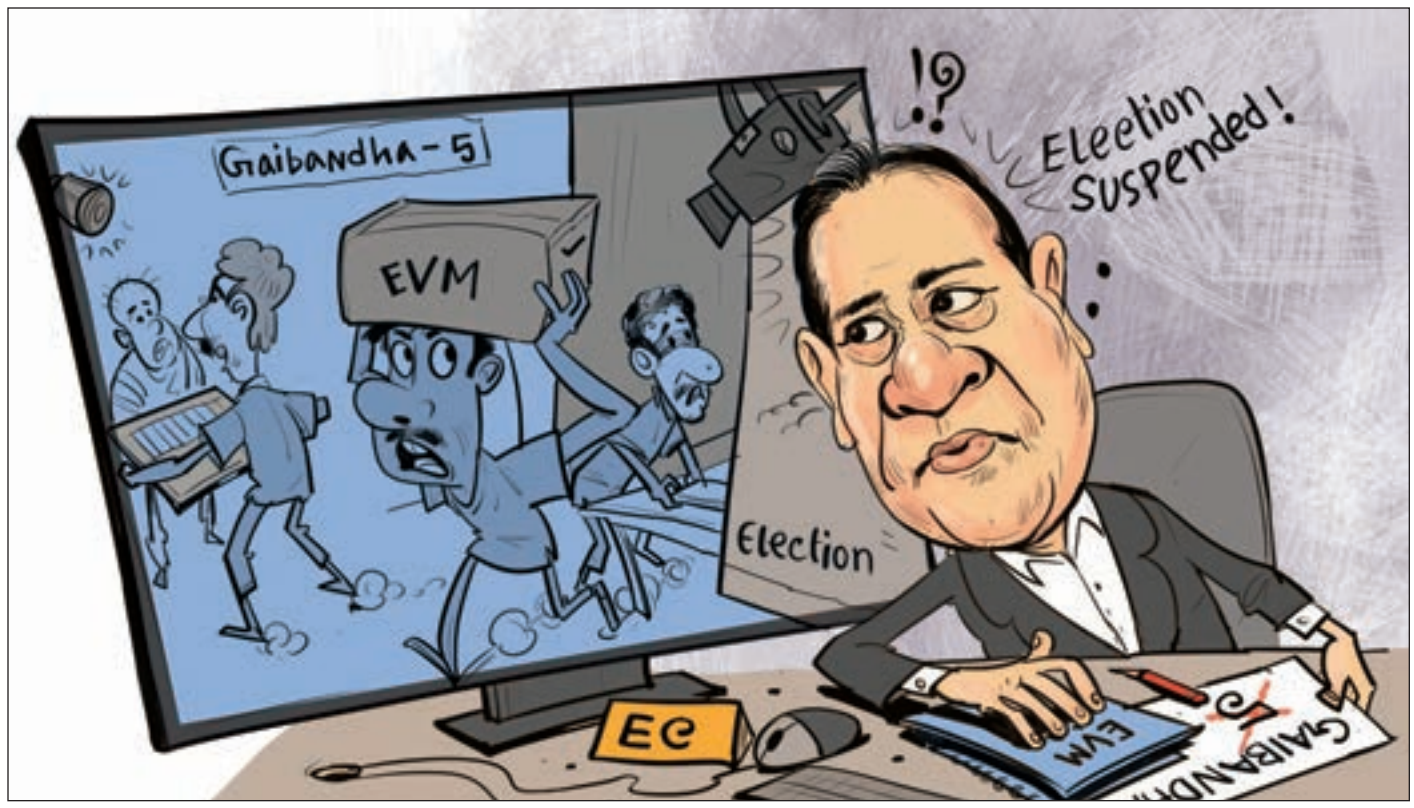
এ আসনে ইভিএমে ১৪৫টি কেন্দ্রে ৯৫২টি বুথে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ না থাকায় ৯টি কেন্দ্রে জেনারেটরের মাধ্যমে ইভিএম চালানো হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল। উপনির্বাচনে এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৯৮ জন। উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পাঁচ প্রার্থী ছিলেন- আওয়ামী লীগের মাহমুদ হাসান রিপন, জাতীয় পার্টির (জাপা) গোলাম শহীদ, বিকল্পধারার জাহাঙ্গীর আলম, স্বতন্ত্র নাহিদুজ্জামান ও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। ফলাফলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মাহমুদ হাসান রিপন জয়ী হয়েছেন। তবে স্বতন্ত্র প্রার্থী নাহিদুজ্জামান ভোট কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করে আগেই ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ঢাকায় নির্বাচন ভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল দাবি করেছেন, উপনির্বাচনে শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু ভোট হয়েছে।

এটা ঠিক, গাইবান্ধা-৫ উপনির্বাচনে খোলা চোখে প্রতিপক্ষের প্রতি হামলা-মামলা বা কেন্দ্র দখলের মতো ঘটনা আমরা দেখতে পাইনি। উপনির্বাচন ঘিরে সহিংসতাও হয়নি। স্বীকার করতেই হবে, এটা অবশ্যই ইতিবাচক দিক। সাম্প্রতিক বিভিন্ন নির্বাচন ও উপনির্বাচনে যে ধরনের চিত্র দেখা গেছে, গাইবান্ধায় তা অনুপস্থিত।

আমরা জানি, জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া এ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। গত বছরের ২৩ জুলাই তিনি মারা যান। এর পর নির্বাচন কমিশন এই আসনকে শূন্য ঘোষণা করে নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করে। গত ১২ অক্টোবর এই আসনে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ মাঝপথে বন্ধ করে দেয় নির্বাচন কমিশন। তখন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ভোট চলাকালে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে ৫১টি ভোটকেন্দ্রে ব্যাপক অনিয়ম দেখতে পেয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইসি। পাশাপাশি এই নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ১৩৪ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছিল কমিশন। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নির্বাচন মাঝপথে আটকে দেওয়ার নজির সৃষ্টি করে ইসি প্রশংসাও পেয়েছিল।

নতুন বছরের ৪ জানুয়ারি এই উপনির্বাচন ও এর ফলাফল ঘিরে যেসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটির উত্তর যদি না পাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে নির্বাচন ও ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একই পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

বিশেষভাবে এই কথাটি বলতেই হবে- উপনির্বাচনটিতে ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়েছিল ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও প্রভাব বিস্তারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে। কিন্তু যেসব অভিযোগ নিয়ে ভোট গ্রহণ বন্ধ হলো, সেগুলোর প্রতিকার কি পাওয়া গেছে? আমরা দেখছি, শুধু ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যে প্রার্থীর পক্ষে অনিয়মগুলো ঘটেছিল, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অথচ নির্বাচন কমিশন আইন অনুসারে কোনো প্রার্থী অনিয়ম করলে তাঁর প্রার্থিতা বাতিলসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে। এমনকি আসনটিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রার্থী আনুষ্ঠানিক অভিযোগও করেছিলেন। দৃশ্যত সেসব অভিযোগের ভিত্তিতেই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়েছিল। তারপরও কমিশনের তরফ থেকে ওই প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি।



আমরা এই উপনির্বাচনের দিকে তাকালে আরও কয়েকটি বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখি। যেমন শুরু থেকেই এই উপনির্বাচনটি বাতিল, নাকি স্থগিত- কমিশন তা পরিস্কার করেনি। বাতিল হলে ফের তপশিল ঘোষণা করতে হতো। আবার স্থগিত করলে প্রথমে যে ৫১টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছিল, সেই ভোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হতো। অর্থাৎ শুধু স্থগিতকৃত কেন্দ্রেই ভোট করতে পারত। তা না করে প্রথম দফা উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে জয়ী করে নিতে যে আয়োজন করা হয়েছিল, এবারও পরোক্ষভাবে যেন সেই ধারাই অব্যাহত রইল। এর পর এই উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৩৫ শতাংশের মতো। অর্থাৎ কমিশন ভোটারদের আস্থা পেতে ব্যর্থ হয়েছে। যার কারণে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কিংবা আগেই সবার জানা হয়ে গিয়েছিল- ভোট যেভাবেই হোক; আওয়ামী লীগ প্রার্থীই জয়ী হবেন। তাই ভোটার উপস্থিতি কম ছিল। আবার এই নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা নিয়ে বিড়ম্বনার খবর সামনে এসেছে।

গত ১২ অক্টোবর ভোট গ্রহণের মাঝপথে নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়ার পর ১৩ অক্টোবর ইসি সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের কমিটি করা হয়েছিল। কিন্তু কমিটি কী প্রতিবেদন দিল, সে সম্পর্কে দেশবাসী কিছু জানল না। যাঁদের দোষী করে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কমিশন চাইলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারত, কিন্তু তা দেখা যায়নি। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা বিধিমালা ১৯৯১ অনুযায়ী কমিশন চাইলে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। এখানে এমন কিছু ঘটেনি।

মোটা দাগে গাইবান্ধার উপনির্বাচন নিয়ে আমরা অপ্রাপ্তির দিকে যদি তাকাই, তবে বলতে পারি- এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন তার সামর্থ্য প্রমাণে আন্তরিকতা দেখাতে পারেনি। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে কমিশনের ব্যবস্থা নেওয়ার উপলক্ষ তৈরি হলেও, তা ঘটেনি।

তাই ভবিষ্যতে নির্বাচনের সময় কমিশনের সামর্থ্য বা ক্ষমতা কতটুকু প্রয়োগ করা হবে, তার সম্যক ধারণা পাওয়া গেল।

সবশেষে, নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের অযৌক্তিকতা ও অসারতার বিষয়টি আরও পরিস্কার হলো। অর্থাৎ ইভিএমের বিরুদ্ধে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ দখলে নিয়ে ভোটের ফলাফল প্রভাবিত করা, সাধারণ মানুষের ইভিএমে অভ্যস্ততা না থাকাসহ অন্যান্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে। আগামী নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারবিষয়ক সিদ্ধান্ত এখান থেকে পাওয়া সহজ হবে।

লেখক: সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)



হ্যারির আত্মজীবনী

নিছক দুই ভাইয়ের মল্লযুদ্ধ নয়

॥ গ্যাবি হিনস্লিফ ॥

আমার ছোট বোন যখন খুব অল্পবয়স্ক ছিল, তখন একদিন আমি তাকে ধাক্কা মেরেছিলাম। সৌভাগ্যবশত সে তখন প্রত্যাঘাত করার মতো শক্ত-সামর্থ্য ছিল না। তবে ওটা ছিল আমাদের মধ্যে মারামারির শুরু, সমাপ্তি নয়। আমরা পরস্পরকে চিমটি কাটতাম, চড় মারতাম, সামান্য কারণেই মারামারি শুরু করতাম। আমরা ভাইবোনেরা খেলনা নিয়ে, পুডিংয়ের বড় অংশের দখল নিয়ে মারামারি করতাম; নতুন জামাকাপড় নিয়েও আমরা পরস্পরের সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হতাম। বড় হয়ে ভুলেও গেছি ওই সব মারামারি আসলে কী নিয়ে ছিল। তবে একটু গভীরে গিয়ে ভেবে দিখেছি, ওইগুলো আসলে ছিল কে বেশি ভালোবাসা পাবে তা নিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের পরিবারে আমরা কেউ কারও প্রিয়পাত্র ছিলাম না; সম্ভবত যে কারণে আমরা বড় হয়েও এমনকি আমৃত্যু একে অপরকে ভালোবাসতে পেরেছি। কিন্তু প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্স হ্যারি আমাদের মতো ভাগ্যবান নন। এ কারণেই হ্যারির নতুন বই 'স্পেয়ার' অনুসারে; বইয়ের শিরোনামটিও কি সাংঘাতিক- তিন বছর আগেও যখন দুজনেই পূর্ণবয়স্ক তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছিলেন।

মারামারিটাও ছিল স্পষ্টতই হ্যারির স্ত্রী মেগানকে নিয়ে। হ্যারি বেশ ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন- তাঁর ভাই মেগানকে বলতেন অসুবিধাজনক ও বদমেজাজি ও বাতিলযোগ্য; অনেকটা আমরা কানাঘুষায় ইতোমধ্যে যা শুনেছি; সংবাদমাধ্যমেও যা এসেছে। তবে বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে যখন উইলিয়াম সিংহাসনের উত্তরাধিকার হিসেবে ভাব দেখাচ্ছেন বলে হ্যারি অভিযোগ তোলেন। উইলিয়াম এমন একজন, যাঁকে কেন্দ্র করেই সবকিছু আবর্তিত হবে। উইলিয়ামের বিরুদ্ধে হ্যারি যেসব অভিযোগ করছেন সেগুলো যে কোনো সহোদর যুগলের মধ্যেই ঘটতে পারে; তবে যে কারণে এসব একটা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে তা হলো, এর মাঝখানে আছে সিংহাসনের উত্তরাধিকার।

পছন্দ করুন বা না করুন, অথবা আপনি আর একমুহূর্ত এসব শুনতে না চাইতে পারেন; তবে এটা মানতে হবে, হ্যারি ও মেগান সাম্প্রতিক সময়ে এমন কিছু প্রশ্ন তুলেছেন, যেগুলো একটু বেখাপ্পা লাগলেও সত্যি সত্যিই জনস্বার্থবাহী। মিশ্র বর্ণের রাজকীয় এক বিয়ে সম্পর্কে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে তাঁরা দেশের সামনে একটা দর্পণ তুলে ধরেছেন। তাঁরা রাজপরিবারের সঙ্গে মিডিয়ার দীর্ঘ মাঝে মাঝে কুজ্ঝটিকাময় সম্পর্কের বিষয়েও কিছু তেতো সত্য তুলে ধরেছেন, যেখানে রাজপরিবারের কোনো কোনো বিষয়ে মিডিয়াকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনধিকার চর্চা করতে দেওয়া হয়েছে স্রেফ জনগণের কথা ভেবে, যারা রাজপরিবারটিকে সোনায় মুড়ে রেখেছে আর পরিবারটিও তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু হ্যারির বইটি তাঁকে এমন এক অসুস্থ পরিস্থিতিতে নিয়ে গেছে, যেখানে প্রকাশ্যে লিনেন কাপড় ধোয়াটাকে মোটেও পরিবর্তনের সম্ভাবনার স্মারক বলে মনে করা যায় না এবং রাজনীতিটা একেবারেই ব্যক্তিগত কিছু হয়ে যায়।



কিন্তু প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্স হ্যারি আমাদের মতো ভাগ্যবান নন। এ কারণেই হ্যারির নতুন বই 'স্পেয়ার' অনুসারে; বইয়ের শিরোনামটিও কি সাংঘাতিক- তিন বছর আগেও যখন দুজনেই পূর্ণবয়স্ক তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছিলেন।

প্রাসাদের এক কুটিরে দুই ভাইয়ের ঘুসাঘুসিটা দুঃখজনক সন্দেহ নেই; তবে তা হাস্যকরভাবে খুবই তুচ্ছ একটা বিষয়; কোনো ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই এমনটা বলা যায়। তাঁদের মায়ের মৃত্যুর সময় তাঁরা ছিলেন খুবই ছোট। তবে তখনও অন্তত এটুকু বলা যেত, তাঁরা একজন অপরজনের সঙ্গে যূথবদ্ধ। আর এখন আমরা বলতে পারি, আসলে তাঁরা তা ছিলেন না। হ্যারির কষ্টটা যে রয়ে গেছে তা বোঝা যায় যখন তিনি এ সপ্তাহে প্রচারিতব্য সাক্ষাৎকারের ট্রেলারে তাঁকে যেমনটা বলতে দেখা গেছে, তাঁর বাবা ও ভাইকে ফেরত পেতে চান। তবে তা যে হবে না, তাও বলে দেওয়া যায়। ছোট যুবরাজের ট্র্যাজেডি হলো, কোনো কিছু পাওয়ার জন্য তিনি যত কঠিন যুদ্ধ করছেন, বিষয়টা তাঁর পরিবারের মতো তাঁর বড় ভাইয়ের কাছেও গুরুত্ব পাওয়ার কথা, ততই তা হাত ফসকে দূরে চলে যাচ্ছে।

উইলিয়াম সবকিছু ঠিকঠাক চলছে এমন একটা ভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না; হ্যারিকেও শৈশব থেকেই রাজপরিবারের নিয়ম অনুসারে সব সমালোচনাকে নীরবে হজম করে আসতে হয়েছে, যেগুলো অন্যথায় তাঁর ভাইয়ের ওপর বর্তাতো। এসবের পেছনে উদ্দেশ্য একটাই- রাজপরিবারের অস্তিত্ব টেকানো; যে কোনো মূল্যে তা করতে হবে, এমনকি এর ফলে সেই অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ ছোট ভাই হ্যারি বাতিলের খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হলেও। হ্যারির জন্মই হয়েছে প্ল্যান বি বা মূল খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতিতে বিকল্প খেলোয়াড় হিসেবে। উপরন্তু, এ অবস্থানটাও তিনি ততদিন পেয়েছেন, যতদিন বড় ভাইয়ের কোনো সন্তান হয়নি। গত কয়েক শতাব্দী ধরে সেখানে দেখা গেছে এত কিছুর পরও রাজপরিবারের সদস্যরা মিলেমিশে থেকেছেন; কিন্তু ওই প্রায় সামন্ত রীতিনীতি হ্যারিকে রাজপ্রাসাদের স্থান করে দিতে পারেনি। হ্যারির এই দুঃখগাথা থেকে যদি আদৌ কিছু শিক্ষার নেওয়ার থাকে তা হলো, ক্ষমতার উত্তরাধিকার যেখানেই আছে সেখানেই গভীর অসুস্থ কিছু আছে; অন্তত অভিভাবকদের এ শিক্ষাটা মনে রাখতে হবে।

মনস্তত্ত্ববিদ ডরোথি রোই একবার লিখেছিলেন, সহোদরদের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেষ কথা হলো, একজন আরেকজনকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে মেনে নিচ্ছে কিনা। কারণ তারা এমন এক পরিবেশে বেড়ে ওঠে, যেখানে ক্ষোভ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জয়-লজ্জা, ভালোবাসা ও ঘৃণা সবই অমোচনীয় শিক্ষা হিসেবে পাওয়া যায়। এগুলো আরও তীব্র হয়ে ওঠে যখন কে কাকে অধিকারহারা করবে এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ বাধে; আর রাজমুকুটের মধ্যে যে অপরিসীম ক্ষমতা লুক্কায়িত থাকে তা নিয়ে এ যুদ্ধ বাধলে তো কথা নেই। সহোদরেরা সবকিছুর ওপর যা পেতে চায় তা হলো ন্যায্যতা; আরও সূক্ষ্মভাবে বললে, তারা চায় অন্যজন যাতে পিতামাতার মনোযোগের আকর্ষণের যুদ্ধে এগিয়ে না থাকে। যে কোনো সন্তানের জন্য অন্য সহোদরের চেয়ে কম ভালোবাসা প্রাপ্তি আসলেই বিপর্যয়কর। এর নেতিবাচক প্রভাব অনেক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। অন্য সব অতিরিক্ত সন্তানের জন্য যেমন, তেমনি হ্যারির জন্যও আমার প্রার্থনা তিনি যাতে শান্তি খুঁজে পান, যা তিনি স্পষ্টতই খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

লেখক: গার্ডিয়ান পত্রিকার কলামিস্ট; দ্য গার্ডিয়ান থেকে ভাষান্তরিত

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনতে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন জেলার মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ২ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplle@gmail.com, Web: www.k-lplle.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

চীন-আরব বিশ্বঃ বাইডেন শি

॥ মোঃ বজলুর রশীদ ॥

সৌদি আরব প্রথম আরব-চীন শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করল গত ৯ ডিসেম্বর ২০২২, যা মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের জন্য বেইজিংয়ের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও একটি বিরল ঘটনা। এই শীর্ষ সম্মেলন সমস্ত আরব রাষ্ট্র ও চীনকে একত্রিত করেছে। অনেক পর্যবেক্ষকই চীনের শি জিনপিংয়ের সাফল্যের কথা বলেছেন ও ছয় মাস আগে বাইডেনের মধ্যপ্রাচ্য, রিয়াদ সফরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। তখন বাইডেন ইসরাইলের পক্ষে লবিং করে সৌদি আরব সফর করেছিলেন।

দীর্ঘ দিন ধরে পশ্চিমা বিশ্লেষকরা বলে আসছেন, চীনা কূটনীতি কেবল মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সফল হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের কথা বলতে গেলে, বেইজিংয়ের এই অঞ্চলে তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

পশ্চিমারা শত বছর ধরে তথ্য-উপাত্ত ও রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে যে ছক ও পরিকল্পনা করেছে বেইজিং তা পারবে কেন? তারা মনে করেন, আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্কোন্নয়নও চীনের পক্ষে সম্ভব নয়, কৌশলগত বন্ধনের সম্ভাবনাও নেই। এমন একটি কাটছাঁট সিদ্ধান্ত ইদানীং সমাপ্ত হয়েছে।

চীনের বিষয়ে জো বাইডেন ট্রাম্পের চেয়েও আরো বেশি বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন বলে মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বলেছিলেন। ড. মাহাথির যুক্তরাষ্ট্রের একজন বড় সমালোচক। বিশেষত ইসরাইলকে সহায়তা করার জন্য তার এই সমালোচনা। তবে তিনি বাইডেনের প্রশংসা করে বলেন, তার সময় অনেক সম্পর্কের উন্নতি হবে যা ট্রাম্পের আমলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় ১২ বছর আগে, জো বাইডেন যখন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি তার নাতনী নাওমিকে নিয়ে দুপুরের খাবারের জন্যে 'চাওগান' রেস্টুরেন্টে ঢোকেন। চীনের এই রেস্টুরেন্টটি পর্যটকদের কাছে প্রিয়। শি জিনপিং তখন চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। বলতে গেলে তিনি সর্বক্ষণ বইডেনকে সঙ্গ দিয়েছেন, বাইডেনের হাসিমাখা ছবি অনেকবার চীনা পত্রিকায় ছাপা হয়। বাইডেন ২০১১ সালে ছয় দিনের চীন সফরে ছিলেন। ওবামা প্রশাসন লম্বা সফরের ব্যবস্থা করে যাতে শির সাথে বাইডেন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করতে পারেন। এই সফরে দু'ব্যক্তিত্ব ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটান বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। ছয় দিনের সফরে তিন দিন জো বাইডেন রাজধানীতে কাটান এবং শির সাথে দফায় দফায় কথা বলেন। পুরো সফরেই শি জিনপিং কাউন্টারপার্ট হিসেবে বাইডেনকে সময় দিয়েছিলেন। চীনের পত্র-পত্রিকায় তাদেরকে 'দুই বন্ধু' উল্লেখ করেও নিবন্ধ ও ছবি ছাপা হয়। আজ সময়ের পরিবর্তনে দু'জন দুপ্রান্তে। এখন কেউ কাউকে বন্ধু বলেন না।

শি জিনপিংয়ের মধ্যপ্রাচ্যে সফর ও সৌদি আরবের নেতৃত্বের সাথে খোলাখুলি বৈঠক অনেক বিস্মিত প্রতিফলনকে মুছে দিয়েছে। আরব বিশ্বের অবিসংবাদিত আঞ্চলিক নেতা, সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের আমন্ত্রণে চীন-আরব রাষ্ট্র শীর্ষ সম্মেলন ও চীন-উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি রিয়াদ ভ্রমণ করেন। ধনী আরব বিশ্বে প্রভাব সম্প্রসারণ ও প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেও পশ্চিমাদের বিশাল প্রাচীর ভেঙে চীন প্রবেশ করতে পারছিল না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে প্রথম বিদেশ সফরে সৌদি আরব গিয়েছিলেন। মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল। বাইডেনও গুরুত্বপূর্ণ সফরে সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন কিন্তু প্রিন্স সালমানের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়। বিশ্বের মোড়লদের প্রচুর কালো সোনা দরকার। তাই সৌদি আরব ও তেল সংস্থাগুলোর সাথে বন্ধুত্ব করা পররাষ্ট্রনীতির একটি বিশেষ দিক। কিছু অমিল হলেই সবাই এই সোনায় হাত দেয়; ফলে এই অঞ্চল বহু দশক ধরে বিরোধ ও সশস্ত্র সঙ্ঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে আছে।

কিছু কিছু বিশ্লেষক অনেক দিন ধরে বলে আসছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অপরিশোধিত তেল দখলের লড়াই। এমনকি ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর পার্ল হারবারে আমেরিকান নৌঘাঁটিতে জাপানি বিমানের ব্যাপক আক্রমণ, যে প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের সূচনা করেছিল, সেটিও তেলের কারণের সাথে যুক্ত। ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের তেলসমৃদ্ধ দ্বীপগুলো দখল করার জাপানের আকাঙ্ক্ষা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশকে যুদ্ধ বলয়ে টেনে আনে। এটি আশ্চর্যজনক নয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তার সম্প্রসারণকে এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করার চেষ্টা করেছিল যে, তেল যেকোনো দেশের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই মূল্যবান সম্পদ যথেষ্ট ছিল না। ২০১০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বিদেশী বাজারে তার তেলের প্রায় ৬০ শতাংশ কিনেছিল।

মার্কিন তেল ও গ্যাস শিল্পে শেল এই ইস্যুতে গুরুতর সমন্বয় সাধন করেছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই বিশ্ব বাজারে তেলের বৃহত্তম সরবরাহকারী হয়ে ওঠার পরে বা পারস্য উপসাগরে মার্কিন নির্ভরতা হ্রাসের পরে ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ও এই অঞ্চলের দেশগুলোর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমর্থন হ্রাস করতে শুরু করেন। এর ফলে ধীরে ধীরে প্রথমে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে এবং পরে জো বাইডেনের আমলে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কমতে শুরু করে।



চীনা দক্ষতার সাথে এই পরিস্থিতির সুযোগ নেয়। বিশেষ করে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'নতুন যুগে চীন-আরব সহযোগিতা' শীর্ষক বিশাল প্রতিবেদনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে জোর দেয়া হয়েছে, চীন ও আরব রাষ্ট্রগুলো ইতোমধ্যে সার্বভৌমত্বের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা, অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ও ক্ষমতার রাজনীতি এবং আধিপত্যবাদ প্রতিরোধের অনুরূপ অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে কার্যত কৌশলগত পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করা গেছে।

এটি উল্লেখ করা উচিত, চীন বেশ দীর্ঘ সময় নিয়ে আস্তেধীরে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদ ধারণার বিরুদ্ধে কাজ করেছে। আর তাই, আরব দেশগুলোর সাথে একত্রে আমেরিকার কর্তৃত্ব প্রতিহত করার ওপর বেইজিংয়ের বিশেষ জোর আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে চীনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করেছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনের ওপর সাম্প্রতিক তীব্র আক্রমণ এবং আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের নানাবিধ নির্দেশনায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর উন্মুক্ত প্রত্যাখ্যান, চীনের এগিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে।

এ পরিস্থিতিতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যপ্রাচ্য সফর ও সর্বশেষ চীন-আরব যোগাযোগ স্পষ্টতই প্রমাণ করে, চীন দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে আসতে চেয়েছে এবং এসেছে। অচিরেই বাস্তবায়নের জন্য বেইজিং যে যৌথ প্রকল্প প্রস্তাব করেছে তা কেবল আর্থিক ও বাণিজ্য সহযোগিতাই নয়, একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্বও এর মধ্যে রয়েছে। যেমন- সৌদি আরব বেশ কয়েকটি বড় চীনা উচ্চ-প্রযুক্তি সংস্থার জন্য তার বাজার উন্মুক্ত করছে, বিশেষত হুয়াওয়ে, যা সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাপ ও সীমাবদ্ধতার ভেতর রয়েছে। সৌদি আরবের পক্ষ থেকে এ ধরনের উন্মুক্ততা বেইজিং ও পারস্য উপসাগরের দেশগুলোর, বিশেষ করে রিয়াদের মধ্যে উচ্চ স্তরের বিশ্বাস কাজ করছে।

আরো উল্লেখযোগ্য হলো- বেইজিং ও রিয়াদের যৌথ নিরাপত্তা আলোচনা, যা দীর্ঘদিন ধরে রিয়াদ ও ওয়াশিংটনের মিথস্ক্রিয়ায় চলমান ছিল। ছোটখাটো থেকে বড় বড় ঘটনা এই বন্ধনে আঘাত করেছে। কিছু দিন আগে সৌদি কয়েক শ' নৌ-ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ শিবির থেকে ওয়াশিংটন বের করে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। সৌদি আরবকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তা নতুন মোড় নিতে চলেছে। বেইজিং মধ্যপ্রাচ্যে এ ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশ নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, প্রথমবারের মতো চীনের সীমানার বাইরেও এই ধরনের গ্যারান্টি দিতে তারা প্রস্তুত।

সৌদি আরব ছাড়াও ধুঁকে ধুঁকে চলা ইরাক চীনের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে আগ্রহ ও প্রস্তুতি দেখিয়েছে। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল সুদানি প্রথম চীন-আরব রাষ্ট্র শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে রিয়াদে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাথে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় উভয় দেশের নেতারা শুধু দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কই নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতা ও টেকসই অংশীদারিত্বের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসার মত প্রকাশ করেছেন এবং উপায় নিয়েও প্রাথমিক আলোচনা করেছেন।

রিয়াদে অনুষ্ঠিত প্রথম চীন-আরব শীর্ষ সম্মেলনের সময়, স্থানীয় কর্মকর্তারা ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ ও এর জনগণের সমস্যা শেষ করতে অর্থনৈতিক এবং মানবিক সহায়তার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য চীনের কাছে সাহায্যের অনুরোধ করেছিলেন। এটি স্পষ্টতই বেইজিংয়ের আঞ্চলিক কর্তৃত্বের স্বীকৃতিকেই প্রমাণ করে না; বরং চীনের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ও এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করে। তবে এটিও সঠিক যে, ইয়েমেনে কার্যক্রমে চীনকে শিয়াইজম ও ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারেস্টের মোকাবেলা করতে হবে।

যদিও ওয়াশিংটনে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কৌশলগত যোগাযোগের সমন্বয়কারী জন কার্বির একটি অত্যন্ত স্পষ্ট বিবৃতিতে, বেইজিংয়ের মধ্য প্রাচ্যের নীতির তীব্রতা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছিল, তবুও রিয়াদে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনার দিকটি আরব বিশ্বে বেইজিংয়ের কর্তৃত্ব ও প্রভাবের নিঃশর্ত পরিবৃদ্ধির প্রমাণ করে। শুধু চীনই নয়, পারস্য উপসাগরীয় আরব দেশগুলো সম্প্রতি আত্মবিশ্বাসের সাথে পারস্পরিক পুনর্মিলনের জন্য তাদের পদক্ষেপ আরো জোরদার করার দিকে অগ্রসর হয়েছে, সহযোগিতার জন্য নতুন অংশীদারদের সন্ধান করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবেও সঙ্ঘাত তীব্রতর করেছে। তথাকথিত 'আরব ন্যাটো' হালে পানি পায়নি। ওয়াশিংটন নিজেই দ্রুত বর্ধনশীল তরুণ জনগোষ্ঠীকে চাকরির সুযোগ দিতে আগ্রহী। তদুপরি, তারা তাদের নিজস্ব অধিকারে একটি স্বাধীন মেরু হিসেবে বিবেচিত ও সম্মানিত হতে চায়। এমতাবস্থায় বৈশ্বিক প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে এবং চীনের সাথে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে নিতে হবে।

আরব-চীন সম্পর্ক খুব কৌশলগত এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। আরবরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিষ্কার দৃষ্টিসম্পন্ন; তারা ইতোমধ্যে তাদের কৌশলগত দিক নির্ধারণ করেছে। তারা পুরোপুরি বুঝতে পারে, বর্তমান শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যরা তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যা-ই ভাবুক না কেন, আরবরা কৌশলগতভাবে স্বায়ত্তশাসিত থাকার জন্য এবং বৃহৎ ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের ক্ষমতার সব কিছু করবে। তারা কাউকে তাদের নিজস্ব ভূ-রাজনৈতিক লাভের জন্য একটি বন্ধনী বা যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেবে না।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার



যদিও ওয়াশিংটনে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কৌশলগত যোগাযোগের সমন্বয়কারী জন কার্বির একটি অত্যন্ত স্পষ্ট বিবৃতিতে, বেইজিংয়ের মধ্য প্রাচ্যের নীতির তীব্রতা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছিল, তবুও রিয়াদে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনার দিকটি আরব বিশ্বে বেইজিংয়ের কর্তৃত্ব ও প্রভাবের নিঃশর্ত পরিবৃদ্ধির প্রমাণ করে। শুধু চীনই নয়, পারস্য উপসাগরীয় আরব দেশগুলো সম্প্রতি আত্মবিশ্বাসের সাথে পারস্পরিক পুনর্মিলনের জন্য তাদের পদক্ষেপ আরো জোরদার করার দিকে অগ্রসর হয়েছে, সহযোগিতার জন্য নতুন অংশীদারদের সন্ধান করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবেও সঙ্ঘাত তীব্রতর করেছে। তথাকথিত 'আরব ন্যাটো' হালে পানি পায়নি।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

জানুয়ারী ২০২৩ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জানুয়ারী ২০২৩ সালের প্রকাশিত ভিসা বুলেটিন। নিম্নে জানুয়ারী এর পারিবারিক ভিসার প্রাপ্যতা প্রকাশ করা হলো।

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ ডিসেম্বর ০১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানেরা এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা।

এঃ (এফ-২এ) পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরাঃ চলতি।

বিঃ (এফ-২বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের পুত্র ও কন্যাগণ (২১ বছর বয়সী বা তদুর্ধ বয়সের পুত্র ও কন্যাঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) বয়স্ক ইউএস সিটিজনদের ভাই বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭

ইমিগ্রেশন কেস ফাইল করার ব্যাপারে আবারো আপনারা অনেকেই আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন। যদিও আমরা প্রয়োজন অনুভব করে নিকট অতীতে এ ব্যাপারে কিছু তথ্যা প্রকাশ করেছি। আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে আবারও কিছু প্রকাশ করা হলো।

উপযুক্ত ফরমঃ

ইমিগ্রেশন ফরম সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার পরই কেবল কেস শুরু হতে পারে। প্রতিটি কেসের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ফরম পূরণ করতে হবে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ প্রায়ই ফরম সংশোধন করে থাকে। নতুন ভার্সন প্রবর্তন করার পর পুরাতন ভার্সনের ফরম আর গৃহিত হয় না। পুরাতন ফরম ব্যবহার করলে তার কেস গৃহীত হবে না। অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হবে। ফরম পূরণ করার জন্য প্রত্যেক ফরমেই নির্দেশনাবলী দেয়া থাকে।

প্রত্যেক ফরমের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা রয়েছে। নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট পাওয়া না গেলে বিকল্প ডকুমেন্টের কথাও বলা হয়েছে।

তারপর প্রত্যেক ফরমের সঙ্গে প্রসেসিং ফি লাগবে। ইমিগ্রেশন আবেদন তখনই গ্রহণ করবে যখন সঠিক ফি প্রদান করা হবে। যদি নির্দিষ্ট ফি এর বেশি প্রদান করা হয় তখন আবেদন ফেরত পাঠিয়ে দেবে। আবেদন করার সময় ফি চেক করে নিতে হবে। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে ফি সম্পর্কে জানা যাবে।

কোথায় আবেদন ফাইল করতে হবে?

ইমিগ্রেশন মেইলের মাধ্যমেও আবেদন গ্রহণ করে। কোনর কোন ক্ষেত্রে অন লাইনেও আবেদন করা যায়। তবে নিশ্চিত হতে হবে যে সঠিক ঠিকানায় আবেদন মেইল করা হয়েছে কিনা। ইউএস সিআইএস'র ওয়েব সাইটে সঠিক ঠিকানা পাওয়া যাবে। আপনার নিজ ঠিকানা অনুযায়ী আবেদন করার ঠিকানা নির্ধারিত হবে। ইউএস পোস্ট অফিস অথবা এক্সপ্রেস মেইলেও আবেদন করা যাবে। অনেক সময় এক্সপ্রেস মেইলের



ঠিকানার ইউএস পোস্ট অফিসের ঠিকানা থেকে পৃথক হয়। আর একটি এনভেলাপে একটি করে আবেদন পাঠানোর পরামর্শ থাকবে আমাদের। যেমন একজন ইউএসসিটিজেন তার মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে চান। সেক্ষেত্রে তাকে দুটি আই-১৩০ ফরম পূরণ করতে হবে। এবং ইমিগ্রেশন ফি এর জন্য দুটি পৃথক চেক পাঠাতে হবে। এক সঙ্গে দুটি ফরম মেইল করতে চাইলে উভয় ফরম আলাদা করে পাঠানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

অধিকাংশ ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ করা সহজ এবং সাধারণ। কিন্তু প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো। ফরম, ফি এবং মেইলিং ঠিকানা নির্দিষ্ট থাকে না। মাঝে মাঝে ঠিকানা পরিবর্তন হয়। আর প্রয়োজনে অভিজ্ঞ প্রশেনালের সঙ্গে পরামর্শ করলে ভুল পদক্ষেপ এবং সময় থেকে মুক্ত থাকা যায়। এক্ষেত্রে ইউএসসিসআইএস'র ওয়েব সাইটে সাধারণ তথ্য এবং ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায়। তবে প্রয়োজনে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য আমরা বলে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে এম, চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমার ২ সন্তান ও আমি গ্রিনকার্ডধারী। আমার ২ সন্তানসহ এদেশে এসেছিলাম। তারপর তাদের নিয়ে দেশে চলে যাই। তারপর আমি সময়মতো এদেশে ফিরে এসেছি কিন্তু আমার সন্তানদের সময়মতো এদেশে ফিরে আসেনি। আমার সন্তানেরা এখন এদেশে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু তারা তো বিনা অনুমতিতে বছরের বেশি সময় বাংলাদেশে অবস্থান করে তাদের গ্রিনকার্ড নষ্ট করে ফেলেছে। এ ব্যাপারে এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে তাদের এদেশে আনার কোন উপায় আছে কিনা?

এম, চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার সন্তানেরা বিনা অনুমতিতে ২ বছরের বেশি সময় বাংলাদেশে অবস্থান করেছে। একজন পার্মনেন্ট রেসিটেন্টকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে। ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএসএ'র বাইরে এক বছরের কম সময় অবস্থান করতে পারেন। পুনঃ প্রবেশের অনুমতি নিয়ে এদেশের বাইরে গেলে অনুমতি ইস্যু হবার তারিখ থেকে ২ বছর পর্যন্ত এটা বৈধ থাকে। গ্রিনকার্ড বৈধ থাকবে যদি এটা ধরে রাখা যায়।

সাধারণত একজনর গ্রিনকার্ডধারী ৬ মাসের কম সময় এদেশের বাইরে অবস্থান করে ফিরে আসার সময় ইমিগ্রেশন অফিসার কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেনা।

আপনার সন্তানেরা তাদের গ্রিনকার্ডের স্ট্যাটাস হালিয়ে ফেলেছে। আমাদের পরমার্শ হচ্ছে গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে আপনি আপনার সন্তানদের জন্য আবার আবেদন করতে পারেন। গ্রিনকার্ডধারী তাদের অবিবাহিত সন্তানদের জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি তো একজন গ্রিনকার্ডধারী সে কারণে আপনি আপনার সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন। গ্রিনকার্ডধারীরা তাদের বিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন না। তবে ২১ উর্ধ্ব অবিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য প্রয়োজন বোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

নতুন বছরে বৈশ্বিক মন্দা কি সত্যিই বাড়বে?

॥ জেফরি ফ্র্যাঙ্কেল ॥

২০২২ সালে বিশ্ব মন্দায় পড়ার উপক্রম হয়েছিল বটে। তবে কেউই নিশ্চিত ছিলেন না, আদৌ যদি মন্দায় পড়ে তবে কবে পড়বে। এখন বিগত বছর শেষে এবং নতুন বছরের শুরুতে আরেকটি অনুমান উদ্ঘাটনে আদাজল খেয়ে লেগেছেন অর্থনীতিবিদরা। তা হলো, মন্দায় পড়বে না তো ২০২৩ সাল?

বিশ্বের নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদরা ২০২২ সালের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন একটি কাজে। সেটি হচ্ছে, ২০২২ সালের ঠিক কোন সময়টায় অর্থনৈতিক মন্দায় পড়বে পৃথিবী তা অনুমানে।

২০২২ সালে বিশ্ব মন্দায় পড়ার উপক্রম হয়েছিল বটে। তবে কেউই নিশ্চিত ছিলেন না, আদৌ যদি মন্দায় পড়ে তবে কবে পড়বে। এখন বিগত বছর শেষে এবং নতুন বছরের শুরুতে আরেকটি অনুমান উদ্ঘাটনে আদাজল খেয়ে লেগেছেন অর্থনীতিবিদরা। তা হলো, মন্দায় পড়বে না তো ২০২৩ সাল?

ধারণাটি বিশ্লেষণ করা যাক। ২০২২ সালের শুরুতে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মন্তব্য করেছিলেন, মন্দা চলছে যুক্তরাষ্ট্রে। তবে একাধিক গবেষণানির্ভর প্রতিবেদন থেকে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মার্কিন শ্রমবাজার যে মাত্রায় দৃঢ় তাতে করে এমনকি বছরের প্রথমার্ধেও আমেরিকার অর্থনীতি মন্দায় পড়তে পারে, তেমন আশঙ্কা ক্ষীণ।

আমি মনে করি, চলতি বছরও মার্কিন বাজারের তেমন হেরফের হবে না। ফলে অনেকে যদিও মনে করেন একটি পতন অবশ্যম্ভাবী, আমি বিশ্বাস করি, মার্কিন অর্থনীতির মন্দায় পড়ার আশঙ্কা কম। আমার বরং ধারণা, ফেডারেল রিজার্ভ এবং অন্যান্য বড় ব্যাংক যে হারে দ্রুত সুদের হার বাড়াচ্ছে, তাতে করে মন্দা যদি হয়ও ২০২৩ সালে মন্দার আশঙ্কা আধাআধি; তবে পরবর্তী দুই বছরের (২০২৪-২০২৫ সাল) যে কোনো সময়ে হতে পারে মন্দা।

ইউরোপীয় অর্থনীতি বর্তমানে শক্ত ধাক্কা খেয়েছে ক্রমাগত জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে। পরপর দুই কোয়ার্টার ক্রমবৃদ্ধির বদলে ক্রমহ্রাস হয়েছে ইউরোপের জিডিপি। ফলে ২০২৩ সালে মন্দায় পড়তে পারে তারা। এদিকে আমি মনে করি, ইউরোপের যতটা না খারাপ অবস্থা তার চেয়ে বেশি কাহিল চীন।

ইউরোপীয় অর্থনীতি এখন যেসব সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, একই সমস্যা রয়েছে চীনা অর্থনীতিরও। তবে চীনের একটা বাড়তি সমস্যা হচ্ছে, চীনের আবাসন খাত বিপর্যয়ের মুখে রয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। এদিকে নতুন করে ক্রমাগত কোভিড রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিও বেইজিংয়ের বড় মাথাব্যথার কারণ; বিশেষত টিকার মাধ্যমে কোভিড নিয়ন্ত্রণে কর্ণপাত না করে তারা পুনরায় উন্মুক্ত করতে চাচ্ছে অর্থনীতি।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, চার দশক ধরে চীন যে অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল, ২০২৩ সালে তার প্রবৃদ্ধি হবে ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে কম। তবে সেক্ষেত্রেও ২০২৩ সালের প্রথম দুই কোয়ার্টারে চীনা অর্থনীতি সংকুচিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

কারণ, ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটকালেও চীনের জিডিপি প্রবৃদ্ধি যখন ৮ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছিল, তখনও চীনের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সেভাবে কমতে দেখিনি আমরা। বর্তমান সূত্র হচ্ছে-কোনো অর্থনীতি পরপর দুই কোয়ার্টার নেতিবাচক জিডিপি প্রবৃদ্ধির শিকার হলে ওই অর্থনীতিটি মন্দায় পড়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়। এ সূত্রে কিন্তু চীনকে মন্দায় ফেলা কঠিনই হবে।

এটা বাস্তব যে, এরই মধ্যে অর্থনৈতিক ঝামেলায় পড়েছে বেশকিছু দেশ। আমার দৃষ্টিতে সেগুলো যতটা বৈশ্বিক অর্থনীতির নানা শক্তির প্রভাবে, তার চেয়ে বেশি অভ্যন্তরীণ নীতি প্রণয়নে ত্রুটির কারণে। এসব ত্রুটির বিষয়ে কিন্তু আগে থেকে সতর্কও করা হয়েছিল কিছু দেশকে।

উদাহরণ হিসাবে বলি, ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত অপ্রয়োজনে ইউরোপ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে রুশ গ্যাসের ওপর। ফলে ক্রেমলিন যখন ইউক্রেনে আক্রমণ চালায়, দুর্বল হয়ে পড়ে ইউরোপীয় অর্থনীতি। আবার চীনের জিরো-কোভিড নীতি যদি মান্ধাতার আমলের হয়, কোভিড নীতি বলে কোনো বস্তু ছিল না ইউরোপে। ফলে ইউরোপের সংযম নীতিকৌশল মৃত্যুর সংখ্যা থামিয়ে রেখেছিল সাময়িকভাবে। এর প্রভাব অর্থনীতিতে স্পষ্ট হয় ২০২১-২২ সালে।

যুক্তরাষ্ট্রের কথা যদি বলি, ২০২২ সালে অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে অসংখ্য ভুল রয়েছে তাদের। দেশটি ইচ্ছাকৃতভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় গত বছর। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে উপেক্ষা করে প্রকাশ্যে। অথচ এ সংস্থাটিকেই কার্যকর করে তুলতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাঠামোর উন্নয়নে কয়েক দশকের উল্লেখযোগ্য পরিশ্রম ছিল তাদের। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি ভুল ছিল।

অথচ সেটি সংশোধনের তেমন কোনো উদ্যোগই নেননি জো বাইডেন। তিনি অবশ্য মোক্ষম বাণিজ্য অস্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন ইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্টকে। তবে আমার সমালোচনা হচ্ছে, আইনটি একদিকে ইউরোপের বাজারে অস্থিতিশীলতা বাড়াবে; একই সঙ্গে খর্ব করবে বিশ্ব বাণিজ্যের একাধিক শক্ত কাঠামোকে। এখনো হয়তো ফেডের সুদের হার বৃদ্ধির প্রভাব তেমন প্রতিভাত নয়, তবে লক্ষণ বলে এটি বুদবুদ এবং বেশিক্ষণ টিকবে না।

২০২২ সালের জানুয়ারিতে ওয়ালস্ট্রিট চূড়ায় ছিল। স্টক বাজার সেখান থেকে নামতে শুরু করে মার্চের পর। এদিকে বন্ড, আবাসন এবং অন্যান্য বাজার সম্পদ যেগুলো রয়েছে, সেগুলো আগামী বছরও তেমন ভালো করতে পারবে না মুদ্রানীতির কারণে। আবার ডিসকাউন্ট রেট কম হওয়ায় এবং সুদের হার শূন্যের নিচে চলে যাওয়ায় ভবিষ্যৎ আয়ের ওপর পড়বে নেতিবাচক প্রভাব। শেয়ারবাজারে ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো বিপজ্জনক সম্পদ যুক্ত হয়েছিল গত বছর। ২০২২ সালের শেষ প্রান্তে তাদের ক্ষতিকর প্রভাবও দেখেছি আমরা। চলতি বছরও সেটি অব্যাহত থাকবে বলে মনে হয়।

সর্বোপরি আমি যেটা মনে করি তা হচ্ছে, ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতির পথ মসৃণ হবে না; তবে মন্দায় পড়বে না এটি। প্রবৃদ্ধি হয়তো ধীর হবে, তবে সেটিকে মন্দা বলা যাবে না। দুই বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কোনো সিঙ্গেল কোয়ার্টারেও প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হতে দেখিনি আমরা।

পরপর দুই কোয়ার্টার তো কল্পনাতীত। সেদিক থেকে কিন্তু ১৯৭৪ ও ১৯৮১ সালের জ্বালানি তেলঘটিত অর্থনৈতিক সংকটকেও আমি ঠিক মন্দা বলতে রাজি না। এমনকি আপাতদৃষ্টিতে যখন মন্দা চলছে বলে মনে হয়, তখনও অগ্রসর অর্থনীতির নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিকে ভারসাম্যে নিয়ে আসে উদীয়মান অর্থনীতির ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি।

ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে ২০২১ সালের ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বদলে ২০২৩ সালে হয়তো প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ২ শতাংশ হবে। তবে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দায় পড়বে বলে মনে হয় না।

প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে ভাষান্তর : জায়েদ ইবনে আবুল ফজল

জেফরি ফ্র্যাঙ্কেল: অধ্যাপক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র





শকুনি, বিচিত্র বীর্যের বংশধর ও ব্রহ্মাস্ত্র কাহিনী

গোলাম মাওলা রনি

ব্রহ্মাস্ত্র শব্দটি শোনেননি এমন বাংলাভাষী মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর এবং কথায় কথায় শব্দটি ব্যবহার করে নিজের পান্ডিত্য জাহির করার মতো বিজ্ঞ লোকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কিন্তু আপনি যদি ব্রহ্মাস্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ইতিহাস জিজ্ঞাসা করেন তবে ব্যাপক পড়াশোনা ও গবেষণা ছাড়া কেউ শব্দটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবেন না। মহাকালের রাজনীতি, মানবসভ্যতা, রাজতন্ত্র, ন্যায়তন্ত্র ও মানুষের অনাদি বিচারবোধ- ক্রোধ এবং কামের সাথে ব্রহ্মাস্ত্রের যে একটি আদি সম্পর্ক রয়েছে তা আমিও ইতঃপূর্বে জানতাম না। সুতরাং আরো অনেক মানুষের মতো আমিও কথাবার্তায় ব্রহ্মাস্ত্র শব্দটি ব্যবহার করতাম ঠিক নিম্নবর্ণিত কাহিনীর মতো।

কাহিনীটি আমার নিজের জীবনের। যখন আমি চাকরি করতাম জার্মান মালিকানাধীন একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে। আমার ইমিডিয়েট বস ছিলেন বিদেশে লেখা-পড়া করা অতি উচ্চবংশীয় জনৈক যুবক যিনি বাংলাদেশের কূটকৌশল কর্মস্থলের নোংরামি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। আর আমাদের দু'জনের বস ছিলেন অতিশয় সুন্দরী, বদরাগী ও কথায় কথায় খারাপ ব্যবহার করা জনৈক ব্রিটিশ বাংলাদেশী মহিলা। ভদ্র মহিলা কথায় কথায় আমার ইমিডিয়েট বসকে বকা দিতেন কিন্তু আমাকে স্নেহ করতেন। আমরা সবাই বড়সড় একটি হলরুমে বসতাম। কিন্তু অফিসের নিয়ম মতে ২০-২৫ জন এক রুমে বসে কাজ করা সত্ত্বেও কোনো শব্দ হতো না। প্রয়োজন মতো আমরা অত্যন্ত নিচুস্বরে ইন্টারকমের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে কথা বলতাম। আমার ইমিডিয়েট বস হঠাৎ একদিন ইন্টারকমে বললেন, রনি! আপনি তো আমার সাবঅর্ডিনেট। কেন আপনি সারাক্ষণ ওই মহিলার কাজে ব্যস্ত থাকেন। এখন থেকে আপনি সর্বদা আমার কাজ করবেন। জবাবে আমি বললাম, আপনি যদি আমাকে প্রয়োজনীয় কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে পারেন তবে আমার জন্যও ভালো হবে। তিনি বললেন, আমার টেবিলে তো অত কাজ নেই। তার চেয়ে বরং আমরা ইন্টারকমে পরস্পরের সাথে কথা বলে সময় কাটাব যাতে ওই মহিলা আপনাকে অথবা আমাকে ব্যস্ত রাখার সুযোগ না পান। আমি পাল্টা প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সাথে আমি ইন্টারকমে এতক্ষণ কী কথা বলব। তিনি বললেন, আমরা মহিলার বিরুদ্ধে কূটনামি করব- তাকে গালিগালাজ করব। আমি বললাম, ওকে প্রথমে আপনি শুরু করুন। তিনি বললেন, ও একটা ধুমসি- একটা মাঙ্গি! আমি আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলাম, ধুমসি এবং মাঙ্গির অর্থ কী! তিনি বেশ অসহায়ত্ব নিয়ে বললেন, ভাইরে- আমি তো শব্দগুলোর অর্থ জানি না, তবে আমার অনুমান ওগুলো খুবই খারাপ কিছু হবে।

আমার চাকরি জীবনের ধুমসি ও মাঙ্গির মতোই ব্রহ্মাস্ত্র সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান-গরিমা ও জানা শোনায় অস্পষ্টতা থাকতে পারে। এই শব্দটি সম্পর্কে মহাভারত-রামায়ণ-বেদ-পুরাণসহ হাজার বছরের বৈদিক সাহিত্যে এতসব কাহিনী রয়েছে যার কিয়দংশ পড়ার পর আমি রীতিমতো হতবাক হয়ে গেছি। একজন রাজা- তার প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপতির মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও পৃথিবীর কল্যাণের সাথে ব্রহ্মাস্ত্র কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তার বিষদ বর্ণনা রয়েছে মহাভারতে। আজকের নিবন্ধে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব বিষয়গুলো বর্ণনার জন্য।

ব্রহ্মাস্ত্র বলতে সাধারণত বোঝায় অসাধারণ একটি মারণাস্ত্র যার অলৌকিক গুণাবলি রয়েছে। এই অস্ত্র বিশেষ ধ্যান-ইবাদত-বন্দেগি এবং বিশেষ অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। এই অস্ত্রের কার্যকারিতা অব্যর্থ এবং যার ওপর ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ করা হয় তার ধ্বংস অনিবার্য ও অস্ত্রধারীর বিজয় নিশ্চিত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, মানব ইতিহাসে কেউ কোনো দিন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেননি। স্পষ্ট করে বলতে হলে বলতে হয়, এই অস্ত্র প্রয়োগের দরকার হয়নি। কারণ যার কাছে এই অস্ত্র থাকত তিনি কোনো যুদ্ধ ছাড়াই বিজয়ী হতে পারতেন। ব্রহ্মাস্ত্রের ধারককে তার প্রতিপক্ষরা যমের মতো ভয় পেত এবং লাখ লাখ সৈনিক ও প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কোনো বিশাল সেনাবাহিনী ব্রহ্মাস্ত্রের সামনে দাঁড়ানোর কথা কল্পনাও করতে পারত না।



প্রাচীন ভারতীয় বেদশাস্ত্র অনুযায়ী, কোনো রাজা-সেনাপতি অথবা সৈনিক যাদেরকে ক্ষত্রিয় বলা হতো- তাদের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র থাকত না। ব্রহ্মাস্ত্র কেবল ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পন্ডিত বিজ্ঞ বা আলেমদের কাছেই থাকতে পারে। কারণ, রাজা-সেনাপতি-সৈনিক অর্থাৎ ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধা। তারা রাগী-অত্যাচারী-আবেগি-বিলাসী-হেঁয়ালি অভ্যাসে অভ্যস্ত এবং নেতিবাচক অর্থে অহঙ্কারী-স্বার্থপর-লোভী-প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কুকর্মে নিদারুণ পারদর্শী। এ জন্য হিন্দুধর্মের পুরাণে যে বিশ্বস্রষ্টার কথা বলা হয়েছে তিনি কোনো দিন ক্ষত্রিয়দের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র দেননি। কারণ ক্ষত্রিয়রা এটি পেলে তামাম দুনিয়া ধ্বংস করে ফেলবে মুহূর্তের মধ্যে।

মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী, কুরু যুগে ব্রহ্মাস্ত্রের আদি গুরু ছিলেন পরশুরাম। তিনি এই বিদ্যা তার শিষ্য দ্রোনাচার্যকে শিখিয়েছিলেন এবং মানবকুলের অস্ত্রবিদ্যার ভার দ্রোনাচার্যকে দিয়ে গভীর বনে চলে গিয়েছিলেন অধিকতর তপস্যার জন্য। পরশুরাম যখন অরণ্যে তখন তার শিষ্য দ্রোনাচার্য হস্তিনাপুর রাজ্যের রাজকুমারদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেলেন। রাজা বিচিত্র বীর্যের বংশধর পান্ডব ও কৌরবের সন্তানরা পরবর্তীতে যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন সেটি ইতিহাসের বিখ্যাত মহাভারতের যুদ্ধ। পান্ডব বংশের পাঁচ রাজকুমার এবং কৌরব বংশের ১০০ রাজকুমারসহ কর্ণ নামক একজন মহাবীরকে দ্রোনাচার্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরে পান্ডব ও কৌরবদের যুদ্ধ যখন অনিবার্য হয়ে পড়ল তখন কর্ণ তার অস্ত্রগুরু দ্রোনাচার্যের কাছে গিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র লাভের অভিপ্রায় জানালেন। কর্ণের প্রস্তাবে দ্রোনাচার্য যারপরনাই বিরক্ত হলেন এবং বললেন, তুমি ক্ষত্রিয় বংশজাত। ব্রহ্মাস্ত্র ধারণের মতো জ্ঞান প্রজ্ঞা আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং বিবেচনাশক্তি তোমার নেই। এটি কেবল ব্রাহ্মণরাই ধারণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, তুমি এই অস্ত্রশস্ত্র লাভ করলে অন্যায়ভাবে অর্জুনকে মেরে ফেলবে। দ্রোনাচার্যের কথা শুনে কর্ণের ভীষণ রাগ হলো। তিনি হস্তিনাপুর ত্যাগ করে ব্রহ্মাস্ত্রের আদি গুরু পরশুরামের খোঁজে জঙ্গলে চলে গেলেন এবং বহু চেষ্টায় পরশুরামকে খুঁজে পেয়ে তার শিষ্যত্ববরণের নিবেদন করলেন। কর্ণের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে পরশুরাম তাকে অস্ত্রবিদ্যা শেখালেন এবং যেহেতু কর্ণ নিজের বংশপরিচয় গোপন রেখে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন সেহেতু পরশুরাম কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্রের বিদ্যাও শেখালেন।

বিদ্যা লাভের পর কর্ণ যখন হস্তিনাপুরে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেলেন তখন হঠাৎ একটি দৈব দুর্ঘটনায় সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। ঘটনার দিন পরশুরামের সাথে কর্ণ গভীর অরণ্যে পরিভ্রমণ করছিলেন। দীর্ঘ ভ্রমণে পরশুরাম পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং শিষ্য কর্ণের উরুতে মাথা রেখে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। এমন সময় বিষাক্ত একটি সাপ কর্ণকে দংশন করে। সর্পবিষে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নড়াচড়া করলেন না। কিন্তু তার শরীর নীল হয়ে গেল এবং তিনি বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তার চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে লাগল এবং সেই অশ্রু পরশুরামের মুখের ওপর পড়ল। পরশুরাম নিদ্রাভঙ্গের জন্য মহা বিরক্ত হলেন এবং কর্ণের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করলেন।

কর্ণ যখন বললেন যে, সর্প দংশিত হওয়ার পরও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং সব যাতনা নীরবে সহ্য করেছেন কেবল পরশুরামের ঘুম নির্বিঘ্ন করার জন্য। অস্ত্রগুরু পরশুরামের সেবায় ও সন্তুষ্টির জন্য কর্ণ যা করেছিলেন তা শোনার পর যেকোনো মানুষের অন্তর বিগলিত হওয়ার কথা। কিন্তু পরশুরাম উল্টো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি রক্তচক্ষু বিস্ফোরিত করে কর্ণকে প্রশ্ন করলেন, সত্যি করে বলো তুমি কে! কী তোমার পরিচয়। আমি নিশ্চিত তুমি ব্রাহ্মণ নও- তুমি ক্ষত্রিয়। কারণ সর্পবিষে ভারাক্রান্ত হয়ে ধৈর্য ধারণ ব্রাহ্মণের শরীরের পক্ষে অসম্ভব। কেবল ক্ষত্রিয় রক্ত-মাংসের শরীরের পক্ষেই সুতীব্র বেদনা সহ্য করে স্থির থাকা সম্ভব!

পরশুরামের কথার উত্তরে কর্ণ সব কিছু খুলে বলতে বাধ্য হন। তখন পরশুরাম তাকে তাড়িয়ে দেন এবং বিদায় বেলায় অভিশাপ দেন, ব্রহ্মাস্ত্রের বিদ্যা কর্ণের কোনো কাজে আসবে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র যুদ্ধ, কৌশল ভুলে যাবে। এই কাহিনীর সাথে পরবর্তীকালে মহাভারতের যুদ্ধ, পান্ডবদের বিজয় এবং কৌরবদের পরাজয়ের মাধ্যমে কর্ণের যে করুণ পরিণতি হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করলে আধুনিককালের যুদ্ধবিশারদরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যান।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষপ্রান্তে চলে এসেছি। এবার ব্রহ্মাস্ত্র সংক্রান্ত মহাভারতের কাহিনীর চৌম্বক অংশ ও বর্তমান জমানায় সেই কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা বলে নিবন্ধের ইতি টানব। আমরা সবাই জানি, রাজা বিচিত্র বীর্যের দুই পুত্র পান্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্র। পান্ডুর পাঁচ পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রের ১০০ পুত্র। পান্ডুর পুত্রদের মধ্যে অর্জুন, যুধিষ্ঠির ও ভিম ইতিহাসবিখ্যাত। অন্য দিকে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে দুঃশ্বাসন, দুর্যোধন সমধিক পরিচিত। পঞ্চপান্ডবের মা কুন্তীর গর্ভে জন্ম নিয়ে মহাবীর কর্ণ নিয়তির নির্মম পরিহাসে কৌরবদের সাথে লালিত পালিত হতে থাকে। রাজ্য সিংহাসন, ক্ষমতা, যুদ্ধ, নীতি-নৈতিকতা, কূটনীতি, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদির সমন্বয়ে মহাভারতে যেভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তা মহাকালের রাজনীতির ইতিহাসের এক অনন্য দলিল। আজকের দিনের ভোট ডাকাতি জালজালিয়াতি ও রাতের ভোট- কথায় কথায় সংবিধানের দোহাইয়ের আদি ইতিহাসও আপনি মহাভারতে পেয়ে যাবেন। কৌবরদের প্রধানমন্ত্রীর নাম ছিল শকুনি যিনি সম্পর্কে কৌরব রাজপুত্রদের মামা ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শকুনি জানতেন, তার ভাগিনাদের যুদ্ধ করার বীরত্ব নেই। জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন পান্ডবদের তুলনায় অতি নগণ্য। তাই তিনি কৌশলে জাল-জালিয়াতি, জুয়ার মাধ্যমে পান্ডব ও কৌরবদের মধ্যে অভিনব জয়-পরাজয়ের এক পরিকল্পনা তৈরি করলেন। শকুনি প্রধানমন্ত্রী যখন কৌরবদের পরামর্শ দিলেন যে, পান্ডবদের সাথে জুয়া খেলায় তাদের বিজয় নিশ্চিত তখন উৎসুক ভাগিনারা জিজ্ঞেস করলেন সেটি কিভাবে সম্ভব। শকুনি উত্তর দিলেন, পান্ডবরা বীর। তাদের বাহাদুরি যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধা কখনো জুয়া খেলতে পারে না এবং তাদের মস্তিষ্কে জুয়ার কৌশল ঢোকে না। অন্য দিকে, যুদ্ধকে যারা ভয় পায় তারা সর্বদা জুয়ায় সফলতা লাভ করে। যেহেতু তোমরা যুদ্ধে পান্ডবদের মতো পারদর্শী নও সুতরাং একমাত্র জুয়ার কোর্টই তোমাদের ভরসা।

শকুনির পরামর্শে যে ঐতিহাসিক জুয়ার আসর বসেছিল এবং যেভাবে জুয়ার আসরে পান্ডবরা পরাজিত হয়ে সর্বস্ব খুইয়েছিলেন সেই ইতিহাস মহাকালে দেশ-বিদেশে যে কতবার ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। অন্য দিকে জুয়া খেলায় বিজয়ী হয়ে কৌরবরা শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি ভোগ করেছিল এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কিভাবে নির্বংশ হয়েছিল তা বিস্তারিত বলতে গেলে বর্তমান জমানা নিয়ে আরো একখানা মহাভারত রচিত হয়ে যাবে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

আমার ইমিডিয়েট বস হঠাৎ একদিন ইন্টারকমে বললেন, রনি! আপনি তো আমার সাবঅর্ডিনেট। কেন আপনি সারাক্ষণ ওই মহিলার কাজে ব্যস্ত থাকেন। এখন থেকে আপনি সর্বদা আমার কাজ করবেন। জবাবে আমি বললাম, আপনি যদি আমাকে প্রয়োজনীয় কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে পারেন তবে আমার জন্যও ভালো হবে। তিনি বললেন, আমার টেবিলে তো অত কাজ নেই।

শান্তির জন্য একটি মানবিক পৃথিবী চাই

॥ জালাল উদ্দিন ওমর ॥

মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে আরো একটি বছর এবং নতুন একটি বছর সবার সামনে উপস্থিত। বিদায় ২০২২, স্বাগত ২০২৩। এভাবেই চলতে থাকবে জীবনের গতি। বহমান এই সময়কে যথাযথ কাজে লাগাতে পারলেই জীবনে সুখ, শান্তি আসে আর সমৃদ্ধি আসে। জীবন হয়ে ওঠে অর্থবহ ও মূল্যবান। অন্য দিকে সময়কে যথাযথ কাজে না লাগিয়ে যদি অপচয় করি এবং ব্যয় করি মূল্যহীন কাজে, জড়িত হই হিংসা, হানাহানি, মারামারি এবং যুদ্ধ বিগ্রহে তাহলে জীবন হয়ে পড়ে পশ্চাৎপদ ও দুর্বিষহ। তাই সবারই উচিত চলমান সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহার এবং এর থেকে সর্বোত্তম ফসল তুলে আনা। প্রয়োজন জীবনকে সুখী করা এবং শান্তিতে বসবাসের জন্য একটি মানবিক পৃথিবী গড়ে তোলা। সুতরাং বিদায়ী বছরকে পর্যালোচনা করে এর ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যেমন সবার জন্য জরুরি, ঠিক তেমনি নতুন বছরকে যথাযথ কাজে লাগানোর সঠিক পরিকল্পনা নেয়াও অপরিহার্য।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং মহাবিশ্বের এই পৃথিবীতেই শুধু মানুষের বসবাস। মানুষের জীবন ধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবই সৃষ্টিকর্তা এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টা মানুষকে দিয়েছেন বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং চিন্তার স্বাধীনতা। আজকের পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের যত উন্নতি তার সবই মানুষেরই অবদান। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের জীবনে আজ সুখ এবং শান্তি নেই। শান্তিময় জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন মানুষের মাঝে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য এবং মানবিকতা। মানুষের মন থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা এবং বিভেদ দ্বন্দ্ব দূর করতে হবে। তাহলে সমাজে, রাষ্ট্রে এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

বিভিন্ন কারণে বিশ্ব আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এসব সমস্যা কিন্তু মানুষেরই সৃষ্টি। সুতরাং শান্তির স্বার্থে মানুষকেই আজ এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

প্রথমেই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্বের দেশে দেশে বহু মানুষ আজ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিশ্বব্যাপী মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ সর্বজনীন মানবাধিকারের নীতিমালা গ্রহণ করে। সেই থেকে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার দিবস পালিত হয়ে আসছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম ঔৎকর্ষ সত্ত্বেও বিশ্ব থেকে যুদ্ধ নির্মূল এবং বন্ধ হয়নি। সব সময় এই পৃথিবীর কোনো না কোনো অঞ্চলে অতীতেও যুদ্ধ চলেছে এবং বর্তমানেও যুদ্ধ চলছে। একটি যুদ্ধ শেষ না হতেই পৃথিবীতে আরেকটি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বর্তমানে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ চলছে সিরিয়ায় এবং যুদ্ধ চলছে ইয়েমেনে। ইরাকে এবং আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলেছে। ইরাকে প্রায় এক দশক এবং আফগানিস্তানে প্রায় চার দশক ধরে যুদ্ধ চলেছে। এ দুটি দেশে কয়েক লাখ মানুষ মারা গেছে। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা যুদ্ধে এসব দেশে ধ্বংস হয়েছে বাড়িঘর, অফিস আদালতসহ বিভিন্ন অবকাঠামো। নিহত এবং পঙ্গুত্ব বরণ করেছে কয়েক লাখ মানুষ। যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচার তাগিদে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে ভিনদেশে উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করছে অগণিত মানুষ। যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায় শিশু, মহিলা এবং বয়স্ক জনগণ। যুদ্ধে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখাও বন্ধ হয়ে যায়। জাতিসঙ্ঘের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বে উদ্বাস্তুর সংখ্যা এখন প্রায় ছয় কোটি এবং এদের পরিচয় এখন শরণার্থী। এ সবই হচ্ছে যুদ্ধের উপহার। এসব যুদ্ধে যেসব অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে তার মূল্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। অথচ এই সব অর্থ অস্ত্র এবং যুদ্ধের পেছনে ব্যয় না করে যদি মানবতার কল্যাণে ব্যবহৃত হতো, তাহলে পৃথিবী থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা বহু আগেই দূর হয়ে যেত। পৃথিবীজুড়ে শান্তি বিরাজ করত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ইতোমধ্যেই জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ৭৭ বছর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। শান্তিও প্রতিষ্ঠা হয়নি। জাতিসঙ্ঘ যুদ্ধ বন্ধে বরাবরই ব্যর্থ হয়েছে। ফিলিস্তিনের হাজারো মানুষ বছরের পর বছর উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করছেন। বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে প্রত্যাবাসনেও জাতিসঙ্ঘ ব্যর্থ।

মাদক, বিশ্বব্যাপী মানবজাতির জন্য আজ ভয়াবহ এক সমস্যার নাম। দেশে দেশে মহামারী আকারে আজ মাদকের আগ্রাসন ছড়িয়ে পড়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষই সর্বনাশা মাদকের ছোবলে আক্রান্ত। বস্তি থেকে প্রাসাদ এবং বলিউড থেকে হলিউড সর্বত্রই মাদকের উপস্থিতি বিদ্যমান। মাদকাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সংসার কোনোটাই সম্ভব নয়। সুতরাং মাদকের কবল থেকে যেকোনোভাবেই হোক মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। মাদক বর্জন করে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন গড়তে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সব মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ এবং প্রয়াস। রাষ্ট্রের উদ্যোগে মাদকের উৎপাদন এবং বিপণন বন্ধ করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন আজ আরেকটি ভয়াবহ সমস্যা। ঘরে বাইরে সর্বত্রই নারীরা আজ নির্যাতনের শিকার। যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক মেয়ের জীবনে ভয়াবহ দুর্ভোগ নেমে এসেছে। অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

নারী নির্যাতন বন্ধে প্রতি বছর ৮ মার্চ বিশ্বব্যাপী নারী দিবস পালন করলেও, নির্যাতন কিন্তু কমছে না বরং বাড়ছে। এর কারণ হচ্ছে আমরা ধর্ম পরিত্যাগ করছি। আর ধর্ম ছাড়া মানুষ কখনো নৈতিক চরিত্রে সমৃদ্ধ হতে পারে না। আধুনিকতার নামে ধর্ম পরিত্যাগ করার ফলে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে চারিত্রিক মাধুর্য, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবিকতা। ফলে অপরাধ, নারী নির্যাতন এবং যৌন নিপীড়ন বাড়ছে। সত্যিকার অর্থেই যদি নারী নির্যাতনমুক্ত এবং নারীর প্রতি সহিংসতামুক্ত একটি সমাজ চাই তাহলে ধর্মের অনুশীলন করতে হবে এবং ধর্মীয় অনুশাসনই শুধু নারীর প্রতি সহিংসতা এবং যৌন নির্যাতন বন্ধ করতে পারে।

এই পৃথিবীতেই আমাদের বসবাস। তাই এই পৃথিবীতে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের নিজেদের স্বার্থে মানবিক সমাজ গঠন করতে হবে। মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শোষণ বঞ্চনা বন্ধ করতে হবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ চিরদিনের জন্য বন্ধ করতে হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

আজ যুদ্ধ করতে হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে। অস্ত্র নির্মাণে অর্থ ব্যয় না করে সেই অর্থ আজ বিপন্ন মানুষের জীবন মান উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে হবে। মানবিকতা ছড়িয়ে দিতে হবে সবখানে। পৃথিবীর বিরাট এলাকার মানুষ আজ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্নভাবে ক্ষতির মুখোমুখি। এসব মানুষের পাশে দাঁড়ানোই হবে সত্যিকারের মানবিকতা। শান্তিতে বসবাসের জন্য একটি মানবিক পৃথিবী চাই এবং সবাই মিলে মিশে শান্তিতে বসবাস করতে চাই।

লেখক: প্রকৌশলী ও উন্নয়ন গবেষক

বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে শিশুরা ঝুঁকি

॥ ডা. সেলিনা সুলতানা ॥

২০২২ সালের শেষে আবারও সারা বিশ্বে বেড়েছে করোনার সংক্রমণ। চীনে জিরো কোভিড নীতি প্রত্যাহারের পরই ব্যাপকভাবে বেড়েছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা।

হাসপাতালগুলোয় আক্রান্তদের জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। শুধু চীন নয়; জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল, ফ্রান্স, বেলজিয়ামসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবারও বাড়ছে সংক্রমণ। বিবিসির মতে, এমন বাস্তবতায় সতর্কতার অংশ হিসাবে ৫ জানুয়ারী থেকে চীন, হংকং ও ম্যাকাও থেকে আগত যাত্রীদের জন্য কোভিড পরীক্ষার প্রয়োজন হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে অটিস্টিক শিশু ও তাদের অভিভাবকদের সব ধরনের সহায়তার জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় ডাক্তার, থেরাপিস্ট ও সাইকোলজিস্টরা নিয়োজিত আছেন। মানসিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্যারেন্টস কাউন্সেলিংও দেওয়া হচ্ছে। তারপরও অভিভাবকদের চিন্তা থাকছে তাদের অটিস্টিক শিশু নিয়ে।

এ বিশেষ শিশুরা তাদের নিজেদের রক্ষার জন্য ডঐঙ (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) গাইডলাইন ফলো করা শুরু করেছে, তাদের অভিভাবক বা সহায়তাকারীর সহায়তায়। সহায়তাকারী ভালোভাবে নিরাপদ থাকলেই শিশুটিও নিরাপদে থাকবে। সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে নিয়মিত কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে, সহায়তাকারীর হাত পরিষ্কার করতে হবে অবশ্যই অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে।

যিনি বিশেষ শিশুর সঙ্গে থাকবেন, যেমন বাবা-মা বা সাহায্যকারী, তাকেও পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় এ শিশুটির সহায়তা শুরুর আগে নিয়মিত হাত ধুয়ে নিতে হবে। সহায়তাকারী যদি করোনাভাইরাসের উপসর্গ অনুভব করেন, তাহলে জরুরি ভিত্তিতে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এবং হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। যখন তিনি হাসপাতালে ভর্তি হবেন, তখন অবশ্যই বিশেষ শিশুটির জন্য পরবর্তী একজন নির্ভরযোগ্য সেবাদানকারীর (বাসা বা থেরাপি সেন্টার) থেকে সহায়তা নিতে হবে, যাকে সব শিখিয়ে দিতে হবে।

তাকে শিশুটির যত্নের যাবতীয় তথ্যাবলি অভিভাবকের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে শিশুটির সঙ্গে কাজ করতে হবে মাস্ক পরে। শিশুটির সহায়তাকারীকে কাশি বা হাঁচির সময় অবশ্যই ভাঁজ করা কনুইয়ে হাঁচি দিতে হবে। শিশুটিকে সহায়তার জন্য তাকে কাশি বা হাঁচির সময় টিসু ব্যবহার শেখাতে হবে এবং ব্যবহারের পর ময়লা ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে হাত আবার জীবাণুমুক্ত করতে হবে। শিশুটি না পারলে যিনি সহায়তা করবেন তাকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। কখনই তিনি চোখে বা মুখে হাত জীবাণুমুক্ত না করে স্পর্শ করবেন না। সহায়তাকারী নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এ কাজগুলো পালন করবেন।

প্রাপ্তবয়স্ক মানসিক প্রতিবন্ধী বা অটিজমে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক শিশুটি যখন কাজ করে, তারা অসুস্থবোধ করলে যেন বাসায় থাকে, এটি নিশ্চিত করতে হবে। ধূমপান করার অভ্যাস থাকলে তা পরিহার করতে প্রতিবন্ধী শিশুটির অভিভাবক বা সহায়তাকারীকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ধূমপান শরীর বা ফুসফুসকে দুর্বল করে দেয়, যা ভাইরাসের সংক্রমণকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কোনো প্রয়োজন ছাড়া তিনি বাইরে বের হবেন না এবং মানুষের সমাগম থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন, যেমন মার্কেট, বাজার, অনেক লোক সমাবেশ যেখানে।

অনেক বিশেষ শিশু বা অটিজম আক্রান্ত প্রতিবন্ধীর চলাফেরার জন্য সহায়তাকারী যন্ত্রের (অংংরংঃরাব উবারপব) প্রয়োজন হয়, যেমন হুইলচেয়ার, লাঠি। এগুলোকে সাবানপানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। যদি অটিজম আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক, প্রতিবন্ধী শিশুটি আক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

সেক্ষেত্রে যেসব ডাক্তার এসব নিয়ে কাজ করছেন, তাদের বেছে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তারাই বুঝতে পারবেন চিকিৎসার পাশাপাশি এদের মানসিক প্রশান্তি ও থেরাপি দেওয়া কীভাবে সম্ভব। এখানে একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমওয়ার্ক কাজ করবে; থেরাপিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, কাউন্সেলর, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সঙ্গে থাকবেন।

একটি সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে একটি বিশেষ শিশুর আক্রান্ত হওয়াকে খুব বেশি পার্থক্য করা যাবে না। শুধু একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, সাধারণ শিশুটিকে বোঝানো যাবে ভাইরাসটি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর কী কী নিয়মকানুন তাকে মেনে চলতে হবে।

কিন্তু বিশেষ শিশুটিকে বিশেষ ব্যবস্থায় বোঝাতে হবে এবং তাকে নিরাপদ রাখার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিতে হবে। বিশেষ শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক বিশেষ শিশুটিকে সুস্থ রাখার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দিতে হবে। প্রচুর পরিমাণে পানি, তরল খাদ্য, ভিটামিন সি-যুক্ত পুষ্টিকর খাবার খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে, যাতে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

করোনা প্রতিরোধে টিকা কর্মসূচি চলছে। অবশ্যই বয়স অনুযায়ী টিকা নিতে হবে সব শিশুকে।

ডা. সেলিনা সুলতানা : কনসালটেন্ট: নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এবং চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্ট, বেটার লাইফ হসপিটাল; সাবেক অটিজম বিশেষজ্ঞ

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

নতুন বছরে শিশুশিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা

॥ ড. মো: কামরুজ্জামান ॥

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দুই কোটির বেশি। মাধ্যমিক স্তরে এক কোটির বেশি। উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত ২৯ লাখের বেশি। আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষার্থী প্রায় ২২ লাখ। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ। কওমি মাদরাসায় প্রায় ১৪ লাখ। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে শিশু ও তরুণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার কোটি।

অন্য দিকে, শিক্ষিত তরুণ বেকারের সংখ্যা চার কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার। অর্থাৎ দেশের মোট জনশক্তির অর্ধেকই তরুণ ও শিশু। আর এ কথা স্পষ্ট, একটি দেশের মূল চালিকাশক্তি হলো শিশু ও তরুণরা। কিন্তু আজ এ শিশুশক্তির বড় একটি অংশ হতাশাগ্রস্ত। ঠিকমতো হাঁটতে শেখার আগেই আমাদের শিশুদের স্কুলে ভর্তি করা হয়। স্কুলে ভর্তি করার পর তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয় মস্তবড় এক ভারী ব্যাগ। আত্মস্থ ও মুখস্থ দু'টি শব্দ একাডেমিক অঙ্গনে সবার কাছেই পরিচিত। আর শিক্ষিতজন মাত্রই এটি জানেন, পড়াশোনার ক্ষেত্রে আত্মস্থ শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ শব্দটি মুখস্থ শব্দ থেকে অনেক বেশি টেকসই। শব্দটির মহিমা অনেক ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও শিশুশিক্ষার্থীদের সাথে এ শব্দটির পরিচিতি নেই বললেই চলে। আমাদের শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি নিয়ে কোনো কথা বলেন না। মুখস্থ বিদ্যা দিয়েই শিশুর মেধা যাচাই করা হয়। বুদ্ধি, বিচক্ষণতা বা সৃজনশীলতা দিয়ে তাদের মূল্যায়ন করা হয় না। আমাদের দেশে যার যত মুখস্থ শক্তি সে তত বেশি মেধাবী হিসেবে বিবেচিত। এভাবে একজন শিশু তিন বছর বয়স থেকেই বর্ণমালা মুখস্থ করতে থাকে। বর্ণমালার পাশাপাশি তারা কবিতাও মুখস্থ করে। শিশুটি হাঁটতে শেখার আগেই কবিতা ও ছড়া মুখস্থ করে ফেলে। শিশুটির বাবা-মা আহ্লাদে গদগদ হয়। বাবা-মা গর্ব ও পুলক অনুভব করেন। তারা গর্ব করে বলেন, 'আমার সন্তান হাঁটতে শেখেনি কিন্তু দেখো, এটুকু বয়সে কত সুন্দর ছড়া মুখস্থ বলতে পারে'!

সন্তানকে কবিতা শেখানোর মাধ্যমেই আমাদের অভিভাবকরা তাদের কৃতিত্ব জাহির করেন। মূলত এখানেই শিশুর মেধা অর্ধেক পচে যায়। মুখস্থ বিদ্যা মেধার বাহক নয়, ধারকও নয়। 'আত্মস্থ' করার বিষয়টিই মেধার ধারক ও বাহক। কিন্তু এর সাথে একজন শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে কলেজে ভর্তির পর। শিশুরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তখনো তারা মুখস্থ বিদ্যা চালিয়ে যেতে থাকে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হয়েই বিসিএসের প্রস্তুতি নিতে থাকে। সেখানেও আত্মস্থ করার কোনো বালাই নেই। শুরু হয় বিসিএস গাইড মুখস্থের নির্মম প্রতিযোগিতা! ফলে আমাদের শিশুরা বড় হয়ে দাপুটে আমলা হয়। তারা জনগণের সেবক না হয়ে নৈতিকতাবিবর্জিত শাসকে পরিণত হয়। ঠিক এ কারণে দেশে ৫১ বছরেও একজন বিশ্বমানের বিজ্ঞানী তৈরি হয়নি। মূলত দেশে শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা বরাবরই অবহেলিত। স্বাধীনতার পাঁচ দশকেও একটি টেকসই শিক্ষানীতি তৈরি হয়নি। উল্টো গত ৫০ বছর ধরে আমাদের শিক্ষা কারিকুলামকে নানাভাবে টানাহেঁচড়া করা হয়েছে। ক্ষমতাসীনরা ইচ্ছেমতো এটিকে কাটাছেঁড়া করেছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

সময় গড়ালেও এক অজানা কারণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়নি। স্বাধীনতা-পরবর্তী কোনো সরকারই এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। শিক্ষাব্যবস্থায় হযবরল অবস্থা বিরাজমান। শিশুরা একদিকে বইয়ের চাপে নুয়ে পড়ছে। অন্যদিকে মুখস্থ বিদ্যার কারণে মেধাহীন হয়ে যাচ্ছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তিকেই মেধার মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে যে তাদের মেধাকে ধ্বংস করা হচ্ছে আমরা সেদিকে খেয়াল রাখছি না। আবার জীবনমুখী শিক্ষা না থাকায় তারা বেকারত্বের কশাঘাতে জর্জরিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ নীতিহীন রাজনীতির অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। দেশ সেরা বুয়েট আজ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিরীহ, মেধাবী আর ভদ্র ঘরের সন্তানরা বুয়েটে ভর্তি হতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষকরাও আজ সবচেয়ে



অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। শিক্ষার্থীদের হাতে তারা নাজেহাল হচ্ছেন, প্রহৃত হচ্ছেন, এমনকি তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে। এসবই আমাদের শিক্ষার দৈন্যের ফল।

আমরা শিশুদেরকে সারা দিনই বই নিয়ে পড়ে থাকতে বলি। প্রাথমিকের একটি শিশুকে স্কুল থেকে হোমওয়ার্ক দেয়া হয়! শিশুটি যখন হোমওয়ার্ক প্রস্তুত করতে ব্যস্ত তখন বাসায় হাজির হন আবাসিক শিক্ষক! শিশুটির খেলা ও বিশ্রামের কোনো সুযোগ নেই। শুধু পড়া আর পড়া। পড়া না পারলে তাকে জোর করে আমরা মুখস্থ করাই, গলধঃকরণ করাই! ফলে আমাদের শিশুরা গণিতের মতো বিষয়ও মুখস্থ করে। কারণ, পরীক্ষায় তো পাস করতে হবে। পেতে হবে জিপিএ-৫। এভাবে আমরা শিশুদের মাথা নষ্ট করছি। আমরা তাদের মেধা, মননশীলতা ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ বাধাগ্রস্ত করছি, তাদের সুকুমারবৃত্তি এভাবেই আমরা তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের সম্বিত ফিরে আসছে না!

আমরা দেশকে উন্নত করতে চাচ্ছি কিন্তু শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে চাচ্ছি না। দেশকে উন্নত করতে চাইলে আগে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। শিক্ষার উন্নয়ন মানেই জাতির উন্নয়ন। আর জাতির সামগ্রিক উন্নতিই হলো দেশের উন্নতি। শুধু রাস্তাঘাট, মেট্রোরেল ও সেতু নির্মাণ কোনো দেশের উন্নয়নের মাইলফলক হতে পারে না। এটি উন্নয়নের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অথচ এগুলো নিয়ে আমরা মাত্রাতিরিক্ত উৎসব-আয়োজন করছি।

ইউনিসেফের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশে বর্তমানে ১০ লাখ পথশিশু রয়েছে। তবে প্রকৃত হিসাবে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি। অন্য এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশে পথশিশুর সংখ্যা ২৫ লাখ। এদের মধ্যে ২০ লাখেরই শীতের কাপড় নেই। ১০ লাখ শিশু আছে যাদের শোবার ঘর নেই। তারা রাস্তায় আয় করে, রাস্তায় ব্যয় করে এবং রাস্তায়ই ঘুমায়। ৯ লাখ এমন শিশু আছে যাদের টয়লেট ও গোসলখানা নেই। ছয় লাখ শিশু অসুস্থ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকলেও তাদের দেখার কেউ নেই। ছিন্নমূল এসব শিশু এ বয়সেই জীবন সংগ্রামের কঠিন পথ বেছে নেয়। তারা ফুল বিক্রি, বিড়ি বিক্রি, রিকশা চালানো, হকারি করা, কুলিগিরি, বুননকর্মী, হোটেল শ্রমিক, মাদকবাহক, আবর্জনা সংগ্রাহক, লোহা ঝালাই ইত্যাদি নানা ধরনের পেশায় জড়িয়ে পড়ে। তারা সকাল ৮টা থেকে ১২-১৩ ঘণ্টা কাজ করে। এসব শিশুশ্রমিক মাসে সর্বোচ্চ ৫০০-৬০০ টাকা আয় করে। মালিকপক্ষের কাছে নূন্যতম কোনো মানবিক দাবি তুলতেই তাদেরকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়। শিশুদের অনেকে নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। ছেলে শিশুদের রাজনৈতিক মিছিল, শোডাউন, হরতালে পিকেটিং, ভাঙচুর ও ককটেল নিক্ষেপে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর মেয়ে শিশুদেরকে অল্প বয়সেই পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হতে বাধ্য করা হচ্ছে।

কোনো কোনো হিসাবে দেশে ১০ কোটি ৫৫ লাখ মানুষ দরিদ্র। তারা শিশুদের খাবার দিতে পারে না। সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে পারে না। এসব শিশু দৈনন্দিন মৌলিক অধিকার পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে।

সংবিধানে সব নাগরিকের সমঅধিকারের কথা বলা থাকলেও এসব শিশু সব অধিকার থেকেই বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। সরকার 'পথশিশুদের উন্নয়ন কার্যক্রম' নামে একটি সংগঠন পরিচালনা করছে। এটি তাদের জন্য একটি 'শেল্টার হোম' হলেও প্রয়োজনের তুলনায় সেটি মোটেই যথেষ্ট নয়।

দেশে বেকারত্ব হু হু করে বাড়ছে। শিক্ষিত শিশু ও তরুণরা দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের চিত্র যখন এমন তখন ক্ষমতাসীনদের বিলাসিতা সচেতন বিবেকের কপালে চিন্তার ভাঁজ এঁকে দিয়েছে। ক্ষমতাসীনদের বেলাগাম বিলাসিতা হতদরিদ্র মানুষগুলোর হৃদয়ে দ্রোহ জাগিয়ে দিয়েছে। বেকার তরুণদের মনের মধ্যে তুষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

দেশে এখন ভয়ঙ্কর বৈষম্য বিরাজ করছে। নতুন প্রজন্মের মনের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা জন্ম নিয়েছে। দেশে বন্যার মতো ধেয়ে এসেছে অনৈতিকতার ছোবল। এ ছোবলে আক্রান্ত হয়ে নির্জীব হয়ে পড়েছে বাংলার উঠতি বয়সী শিশু ও কিশোর। পর্নোগ্রাফির পাশাপাশি দেশে যুক্ত হয়েছে মাদকের মহোৎসব। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ মাদকের মরণ নেশায় মত্ত হয়ে পড়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মতে, দেশে মাদকাসক্ত মানুষের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় এক কোটি। তবে প্রকৃত হিসাবে এ সংখ্যাটি আরো অনেক বেশি হতে পারে। ১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী মানুষের মধ্যে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় ৩৬ লাখ। এদের মধ্যে সাত থেকে ১৮ বছর বয়সী মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ! আর বর্তমানে মাদক সেবক শিশুর সংখ্যা অগণিত। আগেরকালে মাদকদ্রব্য সাধারণত নাগালের বাইরে ছিল। রাজধানী ও বিশেষ শহরগুলোতে এটি অতি গোপনে সরবরাহ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এটি দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে এখন মাদকের ব্যবসায় জমজমাট আকার ধারণ করেছে। তরুণ-তরুণীরা মাস্টার্স পাস করে এখনো কোনো চাকরি পায়নি। তারা বাড়ির সবার কাছে বোঝায় পরিণত হয়ে পড়েছে। কলেজ, স্কুলগুলোতেও একই অবস্থা। যারা মাদক এড়িয়ে চলতে চায় তাদেরকে মাদকসেবীরা 'আনস্মার্ট' ও গেয়ো 'খ্যাত' বলে অপমান করছে। কোমলমতি শিশুরা এসব অসঙ্গতির নিরসন চায়। তারা আনন্দের জন্য পড়তে চায়। ভালো লাগা ও ভালো মানুষ হওয়ার জন্য পড়তে চায়। তারা লেখাপড়াকে উন্নত বিশ্বের মতো বিনোদননির্ভর পেতে চায়। পরীক্ষা ও মুখস্থনির্ভর লেখাপড়ার চাপ থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চায়। তারা সবাই জীবন ও কর্মমুখী শিক্ষা চায়। তারা নৈতিকতা ও ধর্মশিক্ষার বাস্তবায়ন দেখতে চায়। তারা পরিবার, জাতি ও দেশের জন্য বোঝা হতে চায় না; বরং তারা সম্পদ হতে চায়। নতুন বছরে শিশুশিক্ষার্থীদের এ প্রত্যাশাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার। এ বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা সময়ের অনিবার্য দাবি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি কামনা করছি।

লেখক: কলামিস্ট ও অধ্যাপক, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

দাদা আলী শেখ ও বাংলার স্মৃতি

॥ মিজানুর রহমান মিন্টু ॥

শতবর্ষ আয়ুপ্রাপ্ত আমার দাদা হজরত আলী শেখ ২০২১ সালের পয়লা জানুয়ারি ইন্তেকাল করেন। পয়লা জানুয়ারি ছিল তার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। এ লেখা আমার দাদাকে মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত কিংবা বিখ্যাত অথবা পরিচয় করিয়ে দিতে নয়। এ লেখা পড়ে কেউ অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের দাদা-দাদী বা নানা-নানীর জীবনস্মৃতি রোমন্থন করে নবাগত পাঠকদের ইতিহাস সচেতন করতে পারেন।

আমার দাদার জন্ম বিংশ শতাব্দীর প্রথমসিকিতে (আনুমানিক ১৯১০-১৯২০) অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন মুসলিম খেলাফত বিদায়ের সময়ে ব্রিটিশ ভারতের ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের ঘিওর সদর অন্তর্গত কালিগঙ্গা বা ইছামতি নদীর তীরবর্তী গ্রাম মাইলেগীতে। তার পিতামহ মোহাম্মদ ফটিক আলী শেখ মাইলেগী গ্রামের বাসিন্দা তৎকালীন গয়না বা নৌকায় করে কলকাতাসহ নানা প্রান্তে পাটসহ বিভিন্ন পণ্য বিপণন ও ব্যবসায় করতেন। সেই সময় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌকা। আবার ঢাকা জেলার বেশির ভাগ অঞ্চল বছরের প্রায় ছয় মাস পানির নিচে থাকত। সম্ভবত সেই কারণে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দারা ভাটির দেশের পূর্বাঞ্চলের মানুষদের ব্যঙ্গ করে 'বাঙাল বা বাঙ্গাল' বলে ডাকত। এ মনোভাব আজও খুব পরিবর্তিত হয়নি। মূর্খ ও অর্ধ শিক্ষিতদের একইভাবে 'বাঙাল বা বাঙ্গাল' বলা হয়।

বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা (কুমিল্লা), নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যাকাশে দুর্দিনের ঘনঘটা শুরু হয়েছিল ১৭০৩ সালে মুর্শিদকুলি খান বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে স্থানান্তর করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গেলে। ১৭৫৭ সালে জগৎশেঠ ও মীর জাফর আলী খানের বেঈমানি সবার জানা। এর সাথে যোগ হয়েছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার দুর্বল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। সে সময় প্রকৃতিও যেন পূর্ববঙ্গের মানুষের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। ১৭৬২ সালে ভূমিকম্পের ফলে যমুনা নদীর উৎপত্তি হলে বাংলার পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড হতে আলাদা হয়। এতে যোগাযোগব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। ওই সময় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর ভূপ্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়। চাষাবাদযোগ্য জমি প্রায় ছয় মাস পানির নিচে থাকত। বছরে একটি মাত্র ফসল হতো। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানরা তাদের জমির মালিকানা হারিয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। আরবি-ফারসি ভাষার যে ব্যাপক ব্যবহার ছিল তা হ্রাস পায়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা জমির মালিকানা হাতে পায়। তখন মুসলমান জমিদার ছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র। পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'গবসড়রৎং'-এ তাদের পরিবারের জমিদারি অধিগ্রহণের ইতিহাস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

আমি আসলে কবির কবিতা কিংবা গল্প উপন্যাস নিয়ে কোনো আলোচনায় যাচ্ছি না। ব্যক্তি লোদীকে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করবো কেবল। কেনোনা ব্যক্তি লোদী কবি লোদীর চেয়ে কোনো ভাবেই আলাদা নন। কবি লোদী মূলত দেশে থাকা কালীন সময়েই কবি হিসেবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেই অর্থে তিনি বাংলা ভাষার কবি, কোনো ভাবেই প্রবাসী কবি নন, যদিও ২০০৬ থেকে তিনি আমেরিকার নিউ ইয়র্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আমি ২০০৫ থেকে। তবে আমরা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে এখানকার সাহিত্য কর্মের সাথে জড়িত হই ২০১৩ সালে।

তবে মুসলমানদের অবস্থা এমনই নিম্নপর্যায়ে পতিত হয় যে তারা হিন্দুদের বাড়ির সামনে দিয়ে জুতা পায়ে এবং ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে পারতেন না। গরু কোরবানি দেয়া প্রায় নিষিদ্ধ ছিল এবং নামের আগে শ্রী ব্যবহার করা অনেকের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়।

মানুষেরা ঢাকা জেলা ত্যাগ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন জীবিকার তাগিদে। উত্তাল পদ্মা, যমুনা দিয়ে পালতোলা নৌকা চলত, তখন পদ্মার বুকে জেগে ওঠা বিশাল চরাঞ্চলে সাদা সাদা কাশবন ও পলিবাহিত উর্বর ভূমি দেখে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে রাজশাহী ও নতুন স্থাপিত হার্ডিঞ্জ ব্রিজের (১৯১০-১৯১৫ নির্মিত) পশ্চিমাঞ্চল থেকে শুরু করে প্রায় আজকের বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত চরাঞ্চলে বসতি গেড়েছিলেন। সে সুবাদে মোহাম্মদ ফটিক শেখও বর্তমান রাজশাহী জেলার বাঘা ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের চরাঞ্চলে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস শুরু করেন।

তখনকার দিনে বাঙালি মুসলমানরা যেহেতু জমিজমার মালিক ছিলেন না বললে চলে, সেই সুবাদে ফটিক শেখের খুব বেশি জমিজমা থাকার কথা নয়। ফটিক শেখ ঘিওরের জমিজমা ফেলে এ চরাঞ্চলে এসে রাতারাতি অনেক উর্বর পতিত জমির মালিক বনে যান। তখন আমার দাদা হজরত আলী শেখের বয়স দুই-চার বছরের বেশি হবে না। এ গ্রামে আসার পরে ফটিক শেখ দম্পতির ঘরে দ্বিতীয় সন্তান সরব আলী শেখের জন্ম হয়, যিনি ২০০০ সালের পয়লা রমজান অর্থাৎ ডিসেম্বরে ইন্তেকাল করেন। তার বড় মেয়ে তারাজান শেখ ঘিওরের মাইলেগীতে স্বামী-সংসারে বসবাস করছেন। এখানে উল্লেখ্য যে তারাজান শেখের দাদি শাশুড়ি তার বাবা ও চাচাকে (আমার দাদা) শিশু বয়সে লালন পালন করেছেন।

এই জোতাশাহী গ্রামে দুই-ভাই স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনের শৈশবকাল শুরু করেছিলেন। তাদের মা দ্বিতীয় সন্তান জন্মের আনুমানিক এক বছরের মধ্যে কলেরা রোগে মারা যান। ফটিক শেখ দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে মহা সমস্যার সম্মুখীন হলেন। একদিকে দেশান্তরী হয়ে ভিন দেশে এসে স্ত্রী বিয়োগ, অন্য দিকে দুই সন্তানকে দেখাশোনা ও লালন-পালনের মছিবত নিয়ে আবার মানিকগঞ্জ বা ঘিওরের পৈতৃকভূমিতে ফিরে গেলেন। ফেরার এক বছরের মধ্যে তিনিও কলেরা রোগে প্রাণ হারান। ঠিক তার এক শতাব্দী পর করোনা মহামারীর মধ্যে বার্ধক্যজনিত কারণে আমার দাদা হজরত আলী শেখ শতাব্দীর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করে আমেরিকা প্রবাসী কলেজ শিক্ষক নাতির জন্য আর দীর্ঘ অপেক্ষা না করে পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের আরকানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটি মিডসাউথে অধ্যাপনায় নিয়োজিত





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

দেশে এখন ‘মাকাল’ ফলের বৃক্ষরোপণের মহোৎসব চলছে

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥

নতুন বছরে অর্থাৎ চলতি ২০২৩ সালে বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও নৈতিকতার স্বরূপ কোন রূপ নিয়ে হাজির হবে তা হয়তো সবাই অল্পবিস্তর বুঝতে পারছেন গেল বছরের (২০২২ সালের) অভিজ্ঞতার আলোকে। এ বছর মানুষের চাওয়া ও প্রাপ্তি এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, গত বছর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ বছর কি সেই ব্যবধান ঘুচবে? ঘোচার ক্ষীণতম সম্ভাবনা হয়তো নেই; বরং তা আরো বিস্তৃতই হবে। তবে গেল বছরের শেষ পর্যন্ত দেশে আর্থসামাজিক অবস্থার ক্রমাগত যে নিম্নমুখিতা দেখা গেছে, এ বছর এমন কিছু উন্নতির সম্ভাবনা নিতান্ত কারণ কম যে, এ তো কোনো জাদুমন্ত্রের তেলেসমাতির বিষয় নয়, রাতকে দিনে পরিণত করা যাবে। অর্থাৎ এমন কোনো পদক্ষেপ ‘পজিশনের’ পক্ষ থেকে গ্রহণ করা, কোনোভাবেই সম্ভব নয় যা রাতকে দিনের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং তাদের যোগ্যতা দক্ষতা সক্ষমতা রাতারাতি এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। প্রশাসন এই মুহূর্তে একটা ইউটার্ন দিতে পারে, সেটা ভাবাই যায় না। যা কিছু বলা হলো সে পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নিতে হবে, এ বছর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ, স্বস্তি, প্রশান্তি পাওয়ার কোনো অবকাশ নেই, সব তথৈবচ।

দেশের প্রধান অপজিশন বিএনপি যে ২৭ দফা দিয়ে রাষ্ট্র মেরামতের কথা বলে জনগণকে যে প্রত্যয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা অর্জনের প্রথম ধাপ হচ্ছে, একটা প্রশ্নমুক্ত অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবি আদায় করে নেয়া। অবশ্য সেটা চাইলে যে পাওয়া যাবে তা কিন্তু নয়। সে জন্য প্রতিপক্ষকে তাদের চলমান আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তুলতে হবে। অবশ্য প্রতিপক্ষের আশাবাদী হওয়ার একটা ইতিবাচক দিকই হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচিতে জনগণের মানসিক প্রস্তুতি এবং রাজপথে তাদের উপস্থিতি খুব আশাব্যঞ্জক। জনগণ অনেক এগিয়ে এসেছে, এ কথা এ জন্যই বলতে হয়, বিএনপি যেসব সমাবেশ ইতোমধ্যে করেছে সে সব জমায়েতে মানুষের ঢল নেমেছিল। সেখানে শুধু তাদের নেতাকর্মীরাই ছিল না, বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ তাতে সমবেত হয়েছিল, শত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে। এটা একেবারেই নতুন সংযোজন। সে জন্য এখান থেকে তাদের নিয়ে বিএনপি এগিয়ে যেতে পারলে হয়। কেননা জনগণের অভিপ্রায় ও বিএনপির প্রত্যয় এখন প্রায় একবিন্দুতে এসে উপনীত হয়েছে। সহজ যোগ অঙ্কের মতো যেমন দুই দুই চার হওয়া স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি জনগণ ও বিএনপির যে সম্মিলন ঘটেছে ও ঐক্য তৈরি হয়েছে, এমন ঐক্য তৈরির পেছনের কারণ হচ্ছে উভয়ের পিঠ দেয়ালে এসে ঠেকেছে। তাই কারো আর পিছনে হটার কোনো সুযোগ নেই বলে বোদ্ধা সমাজ মনে করে। তা ছাড়া পিছু হটার অর্থই নির্ঘাত এক ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হয়ে যাওয়া।

তা ছাড়া এ বছর সব দলের জন্যই নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার বছর। সেদিকটাও সামনে রেখে এটা নির্দ্বিধায় অনুমান করা খুব সহজ যে, চলমান আন্দোলনের সঙ্কটে অবশ্যই তার গতিবেগ আরো বাড়বে। অপর দিকে, মানুষের প্রয়োজন ও প্রাপ্তির যে বিরাট ব্যবধান তাতে জনগণ এখন ‘চিঁড়াচ্যাপটা’ হয়ে আছে। এসব কারণেই সরকারের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপিকে জনগণ নানা কারণেই পক্ষশক্তির নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তা ছাড়া বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ২৭ দফা খুব একটা নতুন জিনিস না হলেও জনগণ সময়ের এক মহৌষধ বলে মনে করছে। তাই ২৭ দফা নিয়ে হেলাফেলা করে কারো পক্ষেই সেটা উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। সর্বোপরি দেশের কোটি মানুষের সম্পদে হিসাবে সেটা পরিণত হয়েছে। অপর দিকে যে কথাগুলো বলতে চাই সেটা কিছু আগেই অবশ্য কিছু বলেছি যে, সরকারের হাতে এমন কোনো আলাদিনের চেরাগ নেই যে, মুহূর্তে সব ইতিবাচক করে তুলতে পারে। তাছাড়া অদূরভবিষ্যতে যে নতুন অর্থনৈতিক সঙ্কট রাষ্ট্রের দিকে ধেয়ে আসছে তাতে সার্বিক পরিস্থিতিটা অনিবার্যভাবে বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠতে যাচ্ছে। সেজন্য জনজীবনের দুর্ভোগের মাত্রাই শুধু বাড়বে না, ক্ষোভের পরিমাণও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে তারা আরো প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের বৈদেশিক ঋণের দায় পরিশোধ করতে এমনিতেই সরকারই নুইয়ে পড়েছে। তার ওপর এ বছর থেকে আরো বিরাট অঙ্কের বৈদেশিক ঋণের মূল অর্থ ও সুদের একটা বড় কিস্তি দেশের দেনার সাথে যোগ হবে। তাতে দেশের নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আরো একটা বড় চাপ তৈরি হতে চলেছে যাতে দিশাহারা হয়ে যাবার মতোই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সেজন্য সরকারের কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর শক্তিটুকু নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার কোনো উপায়ই সরকারের থাকবে মনে হয় না। এমনিতেই দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের ভারসাম্য একেবারেই নেই বললেই চলে। এখন বিশ্বপরিস্থিতির কারণে পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের ঘাটতি এতটাই যে, সরকারের পক্ষে জরুরি প্রয়োজনের সব পণ্য আমদানি করতে ব্যাংকগুলো বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করতে পারছে না। এর অনিবার্য পরিণতি দেশে সব আমদানিজাত পণ্যের মূল্যস্ফীতি যে পরিমাণে বেড়েছে তাতে আরো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং সে আঘাত লাগবে জনগণের বুকে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরো কমে যাবে। জনজীবনের দুর্ভোগ দুর্ভাবনা ও ক্ষোভের পারদ দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী হতে বাধ্য। এদিকে বাড়তি ঋণের বোঝা কাঁধ থেকে নামানো খুব সহসা সম্ভব হবে বলে মনে করা যায় না। তাই দেশের সার্বিক পরিস্থিতির হয়তো এতটা অবনতি ঘটতে পারে যা কি না জনগণকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে যে, তিলে তিলে নিঃশেষ হবার চেয়ে, পরিবর্তনের প্রহর গুনতে রাজপথে বাঁচার দাবি নিয়ে সোচ্চার থাকাই বরং শ্রেয়। জনগণের রাজপথে থাকার এমন প্রত্যয় যদি সৃষ্টি হয় তবে বিএনপির আন্দোলন অদূরভবিষ্যত্যের ক্ষুব্ধ সমুদ্রের গর্জনের মতোই হয়ে উঠতে পারে।



এখানে একেবারে হালের আরো একটি তথ্য সংযোজন করা জরুরি বলে উপলব্ধি করেছি। সম্প্রতি কয়েকটি দৈনিকের খবরে এই প্রকাশ, এ বছর বিশ্বের অর্থনীতি খুব খারাপ সময় পার করবে। এমন পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা। কিন্তু কতটা গভীর হবে সেটা নিয়ে উদ্বেগ ছিল সবার। এখন বিশ্ব অর্থনীতি আরো মন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও সেটা প্রভাব ফেলবে মারাত্মকভাবে। মোদ্দা কথা বাংলাদেশের জন্য আরো একটি উদ্বেগের কারণ যোগ হলো। সব মিলিয়ে এটাই সাব্যস্ত হয় যে, এ দেশের মানুষ ক্রমাগত এক আঁধার রজনীতে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে। অথচ রাষ্ট্রতরীর কাণ্ডারীদের এ থেকে ‘বেল আউটের’ ভাবনা না থাকলেও কথার ফুলঝুরি তৈরি করা হচ্ছে ছেলে ভোলানোর মতো করে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা পুঞ্জীভূত হবার পরিপ্রেক্ষিতে যে শিরঃপীড়া এখন পক্ষশক্তিকে যতটা বেচাল করে তুলেছে সম্মুখের আসন্ন দিনগুলোতে হয়তো তাদের শিরঃপীড়া আরো বাড়বে। আশঙ্কা হচ্ছে, সে সময় যদি বিস্তৃত তাদের বর্তমান সময়ের চেয়ে হিতাহিত জ্ঞানে বন্ধ্যত্বতা আরো বেড়ে যায় এবং তাদের কঠোর কঠিন পথ ধরে এগিয়ে যাওয়াকেই বেছে নেয়; সেজন্য প্রতিপক্ষের নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে এখন যেভাবে অমানবিক পন্থায় মোকাবেলা করে চলছে খোদা না করুক পক্ষশক্তির এমন আচরণ যদি তাদের প্রতিপক্ষের ধৈর্য-সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করে এবং তারা যদি পাল্টা কিছু করতে বাধ্য হয় তবে দেশ এক মহাদুর্যোগের মধ্যে গিয়ে যে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সব সময় পক্ষ-শক্তিকে যত বিপদ অস্থিরতার আসুক, মস্তিষ্ককে শীতল শান্ত রাখা তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। জনগণ এ পর্যন্ত কিন্তু পক্ষশক্তিকে তেমন সংযত থাকা শৈলী অনুসরণ করতে দেখেনি। যাই হোক বরং এটাই লক্ষণীয়, এখন পক্ষশক্তি কিন্তু আরো কঠিন পথ অনুসরণ করে চলতে শুরু করেছে। তবে এখন কৌশলটা হয়তো কিছু ভিন্ন হবে বলে মনে হচ্ছে। প্রতিপক্ষের মূলশক্তিকে এই মুহূর্তে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রেখে তাদের সহযোগী শক্তিগুলোকে একে একে ধরে পঙ্গু করে দেয়ার পথ অনুসরণ করছে। গত বছর ৩০ ডিসেম্বর প্রধান প্রতিপক্ষের গণমিছিলের কর্মসূচি ছিল, সেদিন এক সহযোগীর ওপর প্রচন্ড ক্র্যাকডাউনের আলামত লক্ষ করা গেছে। এভাবে ধীরে ধীরে এক এক ছোট বড় সহযোগীদের শায়েস্তা করা শেষ হলে মূল প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হওয়া সহজ হতে পারে।

তা ছাড়া এ বছর সব দলের জন্যই নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার বছর। সেদিকটাও সামনে রেখে এটা নির্দ্বিধায় অনুমান করা খুব সহজ যে, চলমান আন্দোলনের সঙ্কটে অবশ্যই তার গতিবেগ আরো বাড়বে। অপর দিকে, মানুষের প্রয়োজন ও প্রাপ্তির যে বিরাট ব্যবধান তাতে জনগণ এখন ‘চিঁড়াচ্যাপটা’ হয়ে আছে। এসব কারণেই সরকারের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপিকে জনগণ নানা কারণেই পক্ষশক্তির নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তা ছাড়া বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ২৭ দফা খুব একটা নতুন জিনিস না হলেও জনগণ সময়ের এক মহৌষধ বলে মনে করছে।

২০২২ সালের শেষার্ধ থেকে এভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দিনকাল। এখন ২০২৩ সাল নির্বাচনের প্রস্তুতির বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগের সংসদ নির্বাচনের যে পথ পদ্ধতি দেশের মানুষ দেখেছে সেটা এখনো স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচন দিনটি ছিল ৩০ ডিসেম্বর, সেদিন আওয়ামী লীগ ‘গণতন্ত্র রক্ষা দিবস’ হিসাবে পালন করে, পক্ষান্তরে বিএনপি দিনটিকে গণতন্ত্র হত্যা দিবস হিসেবে পালন করে। কেন এই দুই পক্ষ-এমন ভাবে দিবস পালন তা হয়তো সবাই উপলব্ধি করেন। অথচ জনগণ আশা করে আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে যেন সবাই যদি মিলিতভাবে গণতন্ত্র সুসংহত করার মতো করে সানন্দে পালন করতে পারে। সেজন্য পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তিকে সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্রের বিজয়ের জন্য কাজ করতে উদ্যোগী হতে হবে। তবে এ কথা ঠিক, এজন্য অবশ্যই পক্ষশক্তির দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। সেভাবেই তাদের আগামী নির্বাচনের সময় অ্যাক্ট করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না, এই দেশের জন্মের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল নির্ভেজাল গণতন্ত্র, এর পূর্বাপর কোনো বিশেষণ জুড়ে দেয়ার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না।

আজ দেশের অবস্থা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, কেবল গণতন্ত্রই এ থেকে রক্ষা করতে পারে। সংবিধানে তা এভাবেই সন্নিবেশিত রয়েছে ‘প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, সেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।’ এই ধারার যে সৌরভ সৌন্দর্য্য সেটা বস্তুত ৫১ বছর বয়সী বাংলাদেশের রাজনৈতিক-নেতৃত্ব তার ঘ্রাণ নেয়া ও স্বস্তির মর্মটা উপলব্ধি করতে পারেনি। অবশ্য বিএনপি গণতন্ত্রের মূল চেতনাটি ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়েই আছে সন্দেহ নেই। সেটা কারো পক্ষেই অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সংসদের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বিএনপি দেশের একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। সংবাদপত্রের মুখে যে শক্ত ছিপি এঁটে দেয়া হয়েছে, বিএনপি তার অবসান ঘটায়। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৭৫ তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকারই সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সংবাদপত্র দলনের সব ব্যবস্থাই করেছিল। দ্বিতীয় যে পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে, স্বচ্ছ প্রশ্নমুক্ত নির্বাচনের জন্য নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে সংযোজন করেছিল বিএনপিই। এই ব্যবস্থাও সংবিধান থেকে রহিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই। গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি যে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন তার পথে কাঁটা বিছিয়েছে আজকের পক্ষশক্তিই। ক্ষমতাসীন দল তাদের ক্ষমতা সংহত করার কাজেই সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকায় এই জনপদের সামাজিক অস্থিরতা ও নৈতিক অবক্ষয় পানির ধর্মের মতোই ঢালুর দিকে নেমে যাওয়া শুরু করেছে। সেভাবে সামাজিক অব্যবস্থা নৈতিক অবক্ষয় এতটা দ্রুত বেগে নিম্নমুখী হয়েছে সেটা বলে শেষ করা যাবে না। একটা উদাহরণ দিয়ে এই নিবন্ধের ইতি টানা হবে।

এখন দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে। বিদেশে বর্তমান কেউকেটাগণ বিপুল অর্থ ব্যয়ে বাড়ি কেনা শুরু করেছেন, সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের জমা করা টাকার পাহাড় তৈরি হয়েছে। জানি না, এসব কিসের আলামত? তবে কিছু প্রশ্ন মনে জাগছে, বাড়ি কেনা বাবদ ও সুইস ব্যাংকে রাখা টাকার পাহাড় কি এ দেশের নিরন্ন মানুষের তিলে তিলে গড়া সঞ্চয়ের অর্থ নয়? শোনা যায় সবকিছু আজ শূন্য, ‘খোগলা’। বেলুন শুধু বাতাস দিয়ে ফোলানো যায়। দেশকে আজ শুধু বাতাস দিয়ে ফুলিয়ে রাখা হয়েছে। বাতাস বেরিয়ে গেলেই সব চুপসে যাবে। এসব ঘটছে শুধু ন্যায়-নীতি নৈতিকতার অভাবজনিত কারণেই। আজকে উপরে যে অপরাধ ও অন্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা অব্যাহত থাকার কারণ, এখন অন্যায় অপরাধকে আর কোনো অন্যায় ও অনিয়ম বলেই মনে করার মতো বোধ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সমাজপতিদের নেই। সমাজ থেকে যে শিক্ষা এখন পাওয়া যায় সেখানে ন্যায়পরায়ণতা শুদ্ধাচার নৈতিকতার কোনো অনুশীলন নেই। সমাজে এখন মাকাল ফলের বৃক্ষ রোপণের মহোৎসব চলছে।

এখানেই আমার শৈশব

॥ জয়নুল আবেদীন ॥

১৬ এপ্রিল। বাসা থেকে বেশ দূরে নাতি-নাতনিসহ সবাই গিয়েছিলাম নেচার পার্কে। চ্যাফোর্ড গর্জেস নেচার পার্ক হলো প্রায় ২০০ একরের প্রকৃতির রিজার্ভ যা ইংল্যান্ডের চ্যাফো হাড্রেডে অবস্থিত। পার্কের বেশির ভাগ এলাকা চক মাটি দ্বারা গঠিত। নুড়ি এবং চকের জন্য এই এলাকা ব্যাপকভাবে খনন করা হয়েছিল। চকমাটির উপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে বিডনি বেচ, ব্লাডার ক্যাম্পিয়ান মৌমাছি অর্কিডসহ ৯ প্রজাতির অর্কিড রয়েছে। এখানে আছে খড়কুটো বালুকাময় পরিসরে বিপুল সংখ্যক অস্বাভাবিক পোকামাকড়, রয়েছে বনভূমিতে গ্রেট ক্রেস্টেড নিউটস, স্লোওয়ার্ম, অ্যাডার, বাদুড়, কিংফিশার এবং স্যান্ডমার্টিনসহ বিস্তৃত প্রাণী। রয়েছে ৮১ হেক্টর পরিমাণ পার্কেরও লাখো বছরের ইতিকথা। এটি ওয়েস্ট থুরক এবং চ্যাডওয়েল-সেন্ট-মেরিতে প্রায় দুই লাখ বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্সদের দখলীয় প্রাচীনতম স্থান। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, প্রায় ১০ হাজার বছর আগে মেসোলিথিক যুগে যসতি স্থাপন, কৃষিকাজ এবং শিল্প বিকাশেরও ইঙ্গিত বহন করে এলাকা। প্রায় জনবিরল এলাকা। ছিটেফোঁটা বাড়িঘর। এক স্থানে গাড়ি পার্ক করে ঢালু পথ। অসাবধানে পা ফেলতে গেলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রবেশপথের শুরুতেই নির্দেশিকা। ঢালু পথ ধরে ক্রমেই নিচের দিকে হাঁটছি। হাঁটছি তো হাঁটছিই, হাঁটা আর শেষ হয় না। হাঁটতে হাঁটতে বহু নিচে নেমে দেখি এক বন। বনের মাঝখানে ছোট্ট জলাশয়। জলাশয়ে সাঁতার কাটছে চেনা-অচেনা অসংখ্য জলচর পাখি। শৈশবে আমাদের বিল-ঝিল ঝোপ-জঙ্গলে এসব পাখি দেখেছিলাম। দেখেছিলাম কোড়া, ডাহুক, ধনেশ, ঘুঘু, কানি বক, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, গাঙচিল আর কত পাখি! ঘুঘুই দেখেছি কয়েক প্রকার। এদের সবাই এখানে। জলাশয়ের চার পাশে নানা উচ্চতার গাছ, গাছের গোড়ায় ঝোপ-জঙ্গল। ডাহুক বাসা বাঁধে ঝোপে, বক বাসা বাঁধে উঁচুগাছের মগডালে আর মাছরাঙা মাটিতে গর্ত করে ডিম পাড়ে। যেখানে গিয়ে প্রথম জলাশয় শেষ হয়েছে সেখানে সমতল ভূমি। সমতলভূমির দক্ষিণে আরো একটি বড় জলাশয়। দুই জলাশয়কে এক করেছে কালভার্ট। ভূমির সমান কালভার্টের নিচ দিয়ে দুই জলাশয়ে পানি চলাচল করতে পারে। অবাধে চলাচল করতে পারে জলচর পাখিও। কালভার্টের সিঁড়ি করা হয়েছে হাঁসসহ জলচর পাখ-পাখালির জন্যই।

বড় জলাশয়ের চার পাশেও একই রকম ঝোপ-জঙ্গল পাখির বাসা। ঝোপ-জঙ্গল ও গাছে পাখির কুজন, বাচ্চার চিৎকার চেঁচামেচি। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ। ভিন্ন জগতে পাখ-পাখালিই সব। মনুষ্যজগত ছেড়ে যেন ভুল করে পাখ-পাখালির জগতে ঢুকে পড়েছি আমরা। এখানে হাঁসেরা সাঁতার কাটছে, ডিমে তা দিচ্ছে লক্ষ্মীপেঁচা, মগডালে বসে রোদ পোহাচ্ছে সারস। এক সময় আমাদের দেশেই ছিল এরা। বাচ্চাসহ বংশ রক্ষার জন্য কোনো চেষ্টাই নাকি রাখেনি। সব পাখির বাসা বানানোসহ নির্ভয়ে বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। একদিন গাছ নির্মূলসহ বন্দুকের গুলি, বিষটোপ ও ফাঁদ পেতে যেসব পাখির বংশ ধ্বংস করেছি, সেসব পাখির প্রেতাত্মারাই যেন খুঁজে নিয়েছে নিসর্গের এই নিরাপদ স্থান। যেন এখানেই আমার শৈশব। কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে কবি জীবনানন্দ দাশের-

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও- আমি এই বাংলার পারে
র'য়ে যাব; ....দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে ভোরে'

আমরা যে ঢালু বেয়ে নেমেছি তার বিপরীত দিকে জলাশয়ের খাড়া পাড়। খাড়া পাড়ের গর্তেই মাছ রাঙার বাসা। গর্তের মুখে মাথা বের করে বসে রয়েছে মাছরাঙা। পাড়ের উপরে নতুন ডিজাইনের কয়েকটা বাড়ি। বাড়ি সম্পর্কে জানা গেল, ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫০ দশকের শেষ পর্যন্ত এ এলাকার বড় একটি অংশই বাড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক কয়েকটি হাউজিং এস্টেট প্রতিষ্ঠান আবাসনের জন্য চ্যাফোর্ড গর্জেস নেচার পার্ক দখল করে চ্যাফোর্ড গর্জেস লিমিটেড নাম দিয়েছে বলে জানা যায়।

লেখক: আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক

GRAND OPENING SALE



Regular Chicken



Chicken Leg

FREE PARKING

Rohu



3kg Upto $2.19 lb
4kg Upto $2.39 lb
5kg Upto $2.89 lb

Mrigel



3kg Upto $3.19 lb
4kg Upto $2.99 lb
5kg Upto $3.89 lb

Hilsa



12 Up $9.99 lb



$29.99
Riceland Parboiled Rice 20 lb



$20.99
Roshni Basmati Rice 20 lb



$15.99
Bilash Premium Parboiled Rice 20 lb



$19.99
Laxmi Sella P Basmati Rice 20 lb



$20.99
Begum Basmati Rice 20 lb



$21.99
Rupsha Basmati Rice 20 lb



$21.99
Neela Parboiled Basmati Rice 20lb



$17.99
Ruposhi Basmati Rice 20lb



$20.99
Shapla Minicate rice 20lb



$11.99
Bahar E L Grade Basmati Rice 10lb


$2.99 lb
Beef with Bone


$9.99 lb
Baby Goat

AFTAB
Super Market

144-01 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Phone: (718) 301-8510
Email: Aftabsm8@gmail.com
Website: aftabsm.com

৩৭ বছর পর পূর্ণ হলো জালালাবাদবাসীর স্বপ্ন

















(শেষের পাতার পর)

উল্লেখ্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বিদায়ী কমিটির সভাপতি হেলাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ ও কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলামের (বর্তমান সাধারণ সম্পাদক) প্রচেষ্টায় কুইন্সের এস্টোরিয়ায় প্রায় সাড়ে ৮ লাখ ডলারে ভবনটি ক্রয় করা হয়। সংশ্লিস্টদের মতে এই ভবন ক্রয়ে সবচেয়ে বেশি অবদান মইনুল ইসলামের। ভবন ক্রয় ছিলো তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও। যদিও ভবনটি ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ে মইনুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনেকেরই নানা অভিযোগ ছিলো। তারপরও ভবনটি হয়েছে এতেই অনেকে খুশি। আর এই ভবন উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে মইনুল ইসলামের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলো।

এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি শওকত আলীর সভাপতিত্বে 'জালালাবাদ ভবন' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ট্রাষ্টি বোর্ডের সাবেক সদস্য মনজুর আহমেদ চৌধুরী, সিলেট সদর থানা সমিতির সভাপতি রানা চৌধুরী, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল খান আসাদ ও সাবেক (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

৩৭ বছর পর পূর্ণ হলো জালালাবাদবাসীর স্বপ্ন

















(১৮ পাতার পর)

প্রচার সম্পাদক এম এ করিম সহ জুনেদ খান, খলিল আহমেদ, আসাদ উদ্দীন, শেফাজ, শেখ জামাল, দুলাল মিয়া (হাজী এনাম), এম এন মজুমদার, এ এফ এম মিসবাহউজ্জামান, আব্দুল জব্বার, মাসুক মিয়া, পংকি মিয়া, মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী, রুমানা আহমেদ, মনির আহমেদ, জালাল আহমেদ, শাহ মিজান, ফারুক শামীম, মোদাব্বির হোসেন, আব্দুল রাজা, হাজি আব্দুল জব্বার, শামসুল ইসলাম, আযম চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ভবন ক্রয়ের জন্য বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন যতদিন থাকবে, মইনুল ইসলামের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তারা সকল দ্বিধা-বিভক্তি ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে এসোসিয়েশনকে আরো শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জবাবে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম আজ জালালাবাদবাসীদের স্বপ্ন পুরণ হলো। এজন্য তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের ভুল-ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু ভবন হয়েছে। এই ভবন সকল জালালাবাদবাসীর। তিনি বলেন, জালালাবাদ ভবনের মর্টগেজ মাসে সাড়ে ৫ হাজার ডলার। ২টি ফ্লোর থেকে ভাড়া পাচ্ছি বা পাবো মাসে সাড়ে ৬ হাজার ডলার। এ দিক থেকে আমরা লাভে আছি। ভবনের ওয়াকিং বেজমেন্ট সংগঠনের অফিস হিসেবে ব্যবহার হবে। জালালাবাদ ভবন চলবে নিজস্ব আয় থেকেই। বেজমেন্টের হল রুমটি সিলেটের ১১টি উপজেলাবাসীর জন্য উন্মুক্ত। তারা বিনা অর্থে এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান সহ বর্তমান কমিটির অনেকেই ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন।

এদিকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইনক এর প্রচার সম্পাদক ফয়সল আহমদ কর্তৃক ৭ জানুয়ারী, শনিবার প্রেরীত 'ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবনকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র ভবনের নামে অপ-প্রচারের প্রতিবাদে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র প্রতিবাদ' শীর্ষক এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে:

'যুক্তরাষ্ট্রস্থ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নিজস্ব কোন ভবন নেই। বর্তমান কার্যকরী কমিটি, প্রাক্তন কার্যকরী কমিটি কিংবা সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ কারো দ্বারা এ ধরনের প্রক্রিয়াও গ্রহণ করা হয়নি। কতিপয় ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজস্ব নামে ক্রয়কৃত ভবনকে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভবন হিসেবে পরিচিতি দিতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে বলে আমরা জ্ঞাত হয়েছি। আমরা জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর কার্যকরী কমিটি এ ধরনের হীন উদ্দেশ্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ ধরনের অযাচিত উদ্যোগ প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের লালিত সুশৃংখল ও ঐতিহ্যবাহী মানবিক সংগঠনকে বিতর্কিত এবং বিশৃঙ্খল সংগঠনে পরিণত করার স্বার্থান্বেষী অপচেষ্টা বলে মনে করি। কোন অপশক্তি দুষ্টচক্র কর্তৃক বৃহত্তর সিলেটবাসীর ঐক্য- সংহতির প্রতীক, বিশ্বময় সমাদৃত এ মহতি সংগঠনের নামে অপপ্রচার থেকে সাবধানতা ও দূরত্ব বজায় রাখতে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।'



১৫ বার ভোটের পর ইউএস কংগ্রেসের স্পিকার ম্যাকার্থি

(প্রথম পাতার পর)

ম্যাকার্থি। কিন্তু তার দলীয় কয়েকজন নেতার সমর্থন না থাকায় প্রয়োজনীয় ভোট না পাওয়ায় ১৪ বার ব্যর্থ হন তিনি। ইউএস কংগ্রেসের স্পিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে গত ১০০ বছরেও স্পিকার নির্বাচন করতে গিয়ে কখনোই দ্বিতীয় দফা ভোট গ্রহণ করতে হয়নি। এর আগে ১৮৫৬ সালে স্পিকার নির্বাচন করতে গিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েছিল মার্কিন কংগ্রেস। সেবার মোট ১৩৩ দফা ভোট গ্রহণ করতে হয়েছে। এতে সময় লেগেছিল প্রায় ২ মাস।

৪৩৫ আসনবিশিষ্ট কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসে রিপাবলিকানদের দখলে রয়েছে ২২২টি আসন। ১০টি আসন কম নিয়ে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের দখলে রয়েছে ২১২টি আসন। একটি আসন খালি। রিপাবলিকানদের কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন থাকলেও দলীয় প্রার্থী দলের কয়েকজন নেতার বাধার কারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট পাননি ম্যাকার্থি।

রিপাবলিকান দলের অন্তত ২০ জন সদস্য ম্যাককার্থির বিরোধিতা করেছেন। তবে শেষ অবধি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমর্থন পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের ৬৪তম স্পিকার হিসেবে নির্বাচন হয়েছেন।

ইতোমধ্যে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

শতাব্দীর রেকর্ড ভাঙল ইউএস কংগ্রেস

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে গত ১০০ বছরেও কংগ্রেসের ইতিহাসে এমনটি হয়নি। প্রথম রাউন্ডের ভোটে স্পিকার নির্বাচনে ব্যর্থ হয়েছে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ। ফলে মঙ্গলবার রাতে অনুষ্ঠিত ভোটে প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার হতে পারেননি কেউ-ই। গেল নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় বিরোধী রিপাবলিকান পার্টি। আর সেই রিপাবলিকানদের মধ্যেই বিভাজনের কারণে প্রথম রাউন্ডের ভোটে স্পিকার হতে পারেননি দলের প্রার্থী কেভিন ম্যাকার্থি।

১৯২৩ সালের পর এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ প্রথম রাউন্ডের ভোটে স্পিকার নির্বাচন করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত স্পিকার ঠিক না করেই কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের অধিবেশন মুলতবি করতে হয়।

স্পিকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিনিধি পরিষদ নতুন কোনো কাজ করতে পারবে না। ফলে কোনো প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নকক্ষকে কয়েক দফা ভোটাভুটির ভেতর দিয়েই যেতে হবে।

অপরদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার পপ্রতিনিধিত্ব করা ম্যাকার্থি পরে যদি স্পিকার নির্বাচিত হনও, তা হলেও তাকে রিপাবলিকান কট্টরপন্থি নেতাদের সামলাতে বেগ পেতে হবে।

প্রথম রাউন্ডে টানা তিনবার ভোটাভুটি হয়। কিন্তু কোনোবারই ম্যাকার্থি প্রয়োজনীয় ২১৮ ভোট সংগ্রহ করতে পারেননি। অথচ নিম্নকক্ষে ২২২ আসন রিপাবলিকানদের দখলে। কট্টর ডানপন্থি ১৯ রিপাবলিকান ম্যাকার্থির বিপক্ষে এককাট্টা ছিলেন।

তবে প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যালঘু ডেমোক্র্যাটদের এদিন নতুন নেতা হাকিম জেফরিসের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ থাকতেই দেখা গেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বুধবার কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের সদস্যরা স্পিকার ঠিক করতে ফের ভোটাভুটির আয়োজন করবেন। তবে এবারও যে সহজে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে এমন ইঙ্গিত এখনো পাওয়া যায়নি। এদিকে এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি থেকে কীভাবে উত্তরণ হতে পারে, তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত দিয়ে যাচ্ছেন দেশটির রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

২৬৪ স্কুল ছুটি দিয়ে প্রতিমন্ত্রীর পুত্রের

(প্রথম পাতার পর)

পালনের জন্য রোববার রৌমারী রাজিবপুর ও চিলমারী উপজেলার ২৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘোষণা করা হয় সাধারণ ছুটি। এ নিয়ে বইছে আলোচনা সমালোচনার ঝড়। বিব্রত পরিস্থিতিতে পড়েছে প্রশাসন।

অভিযোগে জানা যায়, শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক দিতে হয়েছে ৫০০ টাকা করে চাঁদা। এক হাজার তিনশ শিক্ষকের কাছ থেকে উত্তোলন করা হয়েছে প্রায় ৬ লাখ টাকা। এ টাকায় ফ্রিজ, স্বর্ণসহ দেওয়া হয় দামি দামি উপহার।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম নিজেও মন্ত্রীর ছেলের বিয়ের দাওয়াত পালনের কথা স্বীকার করে বলেন, এই তিন উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহ বিদ্যমান থাকায় কোমলমতি শিশুদের কষ্টের কথা চিন্তা করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা নিজেদের ক্ষমতায় একদিনের সংরক্ষিত ছুটি ঘোষণা করেছেন। প্রধান শিক্ষকগণ বছরে ৩ দিন ছুটি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। সেই সংরক্ষিত ছুটি থেকে আজকের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বিষয়টি শিক্ষা বিভাগ অবহিত আছে। তবে অফিসিয়ালি কেউ স্বীকার করছেন না- মন্ত্রী মহোদয়ের ছেলের বিয়ে উৎসবের কারণে এ সাধারণ ছুটি।

শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা বলছেন, অজ্ঞাত কারণে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী, রাজিবপুর ও চিলমারী উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে ঝুলছে তালা। শিক্ষকরা বলছেন প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে স্কুল ছুটি। এসব নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভি-ভাবকদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

জানা গেছে, ৮ জানুয়ারি রোববার সরকারি ছুটির দিন না থাকলেও অজ্ঞাত কারণে চিলমারী উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ঝুলছে তালা। অভিযোগ উঠছে কোন দিবস বা জরুরি কারণ ছাড়াই বিদ্যালয় বন্ধ রেখেছে কর্তৃ পক্ষ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখালেও এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীরা বলছে প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বন্ধ দেওয়া হয়েছে।

সরেজমিন রোববার মজাইডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ রাধাবল্লভ, রাণীগঞ্জ বাজার, ফকিরেরহাট, খালেদা শওকত পাটওয়ারী, চর খরখরিয়া, নিরিশিং ভাজ, রানীগঞ্জ মদন মোহন, খরখরিয়া ১নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘুরে একই চিত্র পাওয়া গেছে। সব প্রতিষ্ঠানে ঝুলছে তালা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে ফোনে কথা হলে অনেকে বলেন শৈত্যপ্রবাহের কারণে, আবার অনেকে বলেন সংরক্ষিত ছুটি, আবার কেউ কেউ স্বীকার করেছেন প্রতিমন্ত্রী ছেলের বিয়ের দাওয়াতের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে কোনো শিক্ষকই নিজের নাম পরিচয় প্রকাশে রাজি হননি।

ফকিরেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী বিপুল, আমির হোসেনসহ বেশ কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা হলে তারা বলে- প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের ছেলের বিয়ের জন্য বন্ধ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের বাড়ি কুড়িগ্রামের রৌমারীতে। তিনি কুড়িগ্রাম-৪ আসনের (রৌমারী, রাজীবপুর ও চিলমারী) সরকারদলীয় সংসদ সদস্য। রোববার (৮ জানুয়ারি) প্রতিমন্ত্রীর রৌমারীস্থ বাসভবনে তার একমাত্র ছেলে সাফায়েত বিন জাকিরের বিবাহোত্তর বৌভাত অনুষ্ঠিত হয়।

চিলমারী উপজেলার বালাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বাসিন্দা আব্দুল হাই সরকার বলেন, আজ কোনো সরকারি ছুটি নয়। তারপরও স্কুলে ক্লাস হয়নি। প্রতিমন্ত্রীর ছেলের বিয়েতে স্কুল বন্ধ রেখে দাওয়াত খেতে যাওয়ায় স্কুল বন্ধ। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। সরকারের তো একটা নিয়ম আছে। কিন্তু এখানে ক্ষমতার নিয়মই বড় হয়েছে।

মদন মোহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকার অভিভাবক দিলিপ কুমার ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, শিক্ষক খুঁজতে আইছেন তাহলে রৌমারী যান। আজ কোনো শিক্ষককে বিয়ে বাড়ি ছাড়া পাওয়া যাবে না। কারণ বিয়েতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। আর এ জন্য শিক্ষকদের চাঁদাও দিতে হয়েছে জন প্রতি ৫০০ টাকা।

আরেক শিক্ষক বলেন, আমাদের বলা হয়েছে একটা ক্লাস নিয়ে দাওয়াতে যেতে। তবে কোনো ক্লাস নেওয়া হয়নি। বিয়ের উপহার কেনার জন্য সবার কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে চাওয়া হয়েছিল। পরে ৩০০ টাকা করে নেওয়া হয়।

চিলমারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু সালেহ সরকার বলেন, আমি রৌমারীতে মন্ত্রীর ছেলের বিয়ের দাওয়াতে আছি। এখন ব্যস্ত আছি পরে কথা বলব।

চিলমারী উপজেলা সরকারি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক আনছারী স্বীকার করেন, শিক্ষা অফিসারের সম্মতিতে প্রধান শিক্ষকগণ স্ব-স্ব বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ছুটি থেকে একদিনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সব শিক্ষক চাঁদা তুলে বিয়ের দাওয়াত খেতে যাই।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ বলেন, তিন উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছুটি চলছে তা তিনি অবহিত হয়েছেন। তিনি বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর রংপুর বিভাগীয় উপ-পরিচালক মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, প্রধান শিক্ষকদের হাতে বছরে তিন দিন সংরক্ষিত ছুটি দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তারা বছরের যে কোনো সময় এই ছুটি দিতে পারেন।

জ্বালানি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর

(প্রথম পাতার পর)

তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে জ্বালানি নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের সমাধানের বিষয়টি। জ্বালানির বাজারে মেক্সিকো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কঠোর করে বাণিজ্য চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন কি না, তা নিয়ে আলোচনা করবেন নেতারা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে জ্বালানি নিয়ে একটি যৌথ চুক্তি রয়েছে, যা ইউএস-মেক্সিকো-কানাডা অ্যাগ্রিমেন্ট (ইউএসএমসিএ) নামে পরিচিত।

মেক্সিকোর জাতীয়তাবাদী নীতি নিয়ে গত জুলাই মাস থেকে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরে তা আনুষ্ঠানিক বিরোধে রূপ নিয়েছে। ইউএসএমসিএ লঙ্ঘন নিয়ে ওয়াশিংটন ও অটোয়া মেক্সিকোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাদর যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কোম্পানির বিরুদ্ধে বৈষম্য দেখিয়েছেন। এর পরিবর্তে তিনি মেক্সিকোর রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি ও জাতীয় জ্বালানি কমিশনকে সুবিধা দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিযোগ, মেক্সিকোর আমলাতান্ত্রিক বিলম্ব তাদের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে।

বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আলোচনা শুরু হলেও অগ্রগতি থমকে আছে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র গত বছর বিরোধ নিষ্পত্তির সময়সীমা বাড়ায়। ইউএসএমসিএ চুক্তি অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে প্যানেলকে রায় দেওয়ার জন্য ডাকা যেতে পারে।

মেক্সিকো যা বলছে-

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ওবাদর বলেছেন, তাঁর দেশ কোনো আইন ভঙ্গ করেনি, তাই বিরোধে কিছুই ঘটবে না। ওব্রাদর মূলত জাতীয় সার্বভৌমত্বের নামে বিদ্যুতের বাজার সংশোধন করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বিদ্যুৎ গ্রিডের সঙ্গে পাওয়ার স্টেশন সংযোগের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সরকারি কোম্পানিগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দুর্নীতি নির্মূলে তাঁর অভিযানের অংশ হিসেবে প্রায়ই জ্বালানি খাতে বিদেশি ও বেসরকারি অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে আসছেন ওব্রাদর। তিনি অভিযোগ করেন, আগের সরকারগুলো বেসরকারি স্বার্থের দিকে বেশি খেয়াল রেখেছিল।

ওবাদর আরও বলেন, বিদ্যুৎ অভ্যন্তরীণ বিষয়। আর মেক্সিকোর তেল ও গ্যাসে তাঁদের অবিচ্ছেদযোগ্য মালিকানা রয়েছে। তবে সমালোচকেরা বলছেন, বিদেশি সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে যে নীতির কথা ওবাদর বলেন, তা তাঁর কার্যক্রমের সঙ্গে মেলে না।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, কোনো প্যানেলকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে এ বিরোধে হেরে যাবে মেক্সিকো। এটি মেক্সিকোর জন্য ব্যয়বহুল হবে। শাস্তি হিসেবে মেক্সিকো শুল্কারোপ করতে পারে। তবে বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব কোনো প্যানেলের কাছে যাওয়ার আগে তা সমাধান করে নেওয়ার কথা বলেছে মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র।

গত অক্টোবরে মেক্সিকোর জ্বালানিমন্ত্রী পদত্যাগ করলে আলোচনা থেমে যায়। মেক্সিকোর নতুন দল এ নিয়ে কাজ শুরু করলেও তা এখনো বেশি দূর এগোয়নি।

একদিনে ৬০০ ইউক্রেনীয় সেনা হত্যার

(প্রথম পাতার পর)

সেনাদের ব্যারাকে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। তবে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই দাবির ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হতে পারেনি বলে জানিয়েছে। রাশিয়ার দাবির বিষয় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি ইউক্রেন।

শহরটির মেয়র বলেন, রাশিয়া ক্রামাতোরস্ক শহরকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। শহরের বিভিন্ন ভবনে হামলা চালানো হলেও এতে কেউ নিহত হননি বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লিখেছেন তিনি।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, চলতি বছরের শুরুতে দোনেৎস্ক অঞ্চলের মাকিভকা শহরের রাশিয়ান ব্যারাকে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিশোধে ক্রামাতোরস্কের একাধিক ভবনে হামলা চালানো হয়েছে। ইউক্রেনের ওই হামলায় কমপক্ষে ৮৯ জন রুশ সেনার প্রাণহানি ঘটেছিল।

এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় বলেছে, ইউক্রেনীয় সেনাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার জন্য নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। যে দুটি ভবনে হামলা চালানো হয়েছে, তার একটিতে ইউক্রেনের ৭০০ এবং অন্যটিতে ছয় শতাধিক সেনা ছিল।

'ইউক্রেনের সেনা ইউনিটগুলোর অস্থায়ী স্থাপনায় ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফলে দেশটির ৬ শতাধিক সেনা ধ্বংস হয়েছে।'

রাশিয়ার এই দাবি যদি সত্যি হয়, তাহলে গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারী মস্কোর আক্রমণ শুরুর পর একদিনে ইউক্রেনের সেনাদের সবচেয়ে বড় প্রাণহানির ঘটনা হবে এটি।

টানা প্রায় সাড়ে ১০ মাস ধরে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে রাশিয়া। দীর্ঘ এই সময়ে ইউক্রেন কোনো যুদ্ধবিরতি দেখেনি, এমনকি বড়দিনের উৎসবের সময়ও না। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বেশ আকস্মিকভাবেই গত বৃহস্পতিবার ইউক্রেনে ৩৬ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এ জন্য তিনি ৬ ও ৭ জানুয়ারি ইউক্রেনে হামলা চালানো থেকে রুশ সৈন্যদের বিরত থাকার নির্দেশ দেন। রাশিয়া ও ইউক্রেনে বসবাসরত অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা যেন নির্বিঘ্নে বড়দিন পালন করতে পারেন; সেটি নিশ্চিত করতে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

তবে ইউক্রেন এই যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি ভ্লাদিমির পুতিনের এই সিদ্ধান্তকে কৌশলগত চক্রান্ত বলেও আখ্যায়িত করেছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। পুতিনের স্বঘোষিত যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও সম্মুখ সমরে গোলাবর্ষণ চলেছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেন।

যুক্তরাষ্ট্রের 'নতুন নিষেধাজ্ঞার' সামালাতে ৭

(প্রথম পাতার পর)

একটি বিশেষায়িত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও তার সিনিয়র কর্মকর্তাদের ওপর একতরফা নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সরকার ও তার প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে সরকারি সংস্থা-ব্যক্তির ওপর একই প্রেক্ষাপটে বা অন্য কারণে আরও নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এ অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা ঠেকাতে প্রস্তুত থাকার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি সময় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আপনাদের (দূতদের) প্রতি আহবান জানাচ্ছি। সময়ে সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হালনাগাদ তথ্য ও নির্দেশনা দেবে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাট-ালিয়ন (র‍্যাব) ও বাহিনীটির সাবেক-বর্তমান ৭ কর্মকর্তার ওপর ২০২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ফের একই ধরনের নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না সরকার। এমন প্রেক্ষাপটে এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের বাড়তি সতর্কতামূলক ওই চিঠি দেয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র।

বলা হয়েছে, 'একতরফা নিষেধাজ্ঞার' মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার এবং সব মিশন প্রধানকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সচিব ৭ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন। একই সঙ্গে ২০২৩ সালে বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের কাজের অগ্রাধিকারের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর ওই চিঠি মিশনগুলোতে পাঠানো হয় বলে নিশ্চিত করেছে সূত্র। গত ১০ ডিসেম্বর থেকে নতুন নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে এমন আলোচনার মধ্যেই সচিবের চিঠি পাঠানোর বিষয়টি সামনে এলো। যা নিয়ে রাজনীতি এবং কূটনৈতিক অঙ্গনে তোলপাড় শুরু হয়েছে। যদিও বারবারই সরকারের তরফে মন্ত্রী সচিবরা নতুন নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা মৌখিকভাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন। পররাষ্ট্র সচিব চিঠি পাঠানোর একদিন পর অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথম দিনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূত বলেন, পররাষ্ট্র সচিবের নির্দেশনার চিঠি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক দু'টোই একসূত্রে গাঁথা। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের বাড়তি উদ্যোগ নিতে তাগিদ দেয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কোনো দেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি। মিশন প্রধানদের কাছে পাঠানো চিঠিতে মাসুদ বিন মোমেন সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করতে বলেছেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের জন্য ২০২৩ সালে করণীয় সংক্রান্ত ষষ্ঠ নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যেকোনো কূটনীতিক মিশনের মৌলিক কাজ হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যদিয়ে দৈনন্দিন কাজ এগিয়ে নেয়া। তবে বর্তমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আরও বাড়তি কাজের চাহিদা রয়েছে। নির্দেশনায় আরও বলা হয়, আমাদের একটি বিশেষায়িত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও তার সিনিয়র কর্মকর্তাদের ওপর একতরফা নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সরকার ও তার প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে সরকারি সংস্থা-ব্যক্তির ওপর একই প্রেক্ষাপটে বা অন্য কারণে আরও নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এজন্য নিষেধাজ্ঞা ঠেকাতে প্রস্তুত থাকার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি সময় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। সময়ে সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আপনাদের হালনাগাদ তথ্য ও নির্দেশনা দেবে। চিঠি পেয়েছেন এমন একাধিক বাংলাদেশি মিশন প্রধান মানবজমিনকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা সরকারের জন্য অস্বস্তি তৈরি করেছে। নতুন করে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা রয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে ওয়াশিংটনের গভীর উদ্বেগ সরকারের জন্য নতুন এক অস্বস্তি সামনে এনেছে। এই প্রেক্ষাপটে ১ জানুয়ারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সমন্বয় সভা হয়। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরকারের সব পক্ষ যাতে অভিন্ন সুরে কথা বলে, সে বিষয়টি আলোচিত হয়। রাষ্ট্রদূতদের কাছে পাঠানো পররাষ্ট্র সচিবের চিঠি তারই ধারাবাহিকতা বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা। উল্লেখ্য, চলতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের একাধিক সফর রয়েছে বাংলাদেশে। রাজনৈতিক ওই সব সফরে বিদ্যমান দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন বিশেষত নিষেধাজ্ঞা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়ার আভাস মিলেছে। (দৈনিক মানবজমিন)

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

ইউএনএ ও সাপ্তাহিক হককথা'র ১৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) ও সাপ্তাহিক হককথা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিলো ১ জানুয়ারী। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আদর্শকে সামনে রেখে ২০০৬ সালের এই দিনে মিডিয়া দু'টি যাত্রা শুরু করে। সেই হিসেবে ২০২৩ সালের নতুন বছরে অর্থাৎ ১ জানুয়ারী ইউএনএ ও হককথা'র ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ১৮ বছরে পদার্পন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ অফিসে কেক কাটার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়।

স্থানীয় সময় রোববার (১জানুয়ারী) সকালে বাংলাদেশ অফিসে কর্মরত সাংবাদিকরা কেক কেটে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেন। এসময় বাংলাদেশ অফিসের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বরত সাংবাদিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে মর্নিং শিফটের দায়িত্বপ্রাপ্তরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে দু'টি মিডিয়ার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই বাংলাদেশ অফিসের সংবাদকর্মীদের মধ্যে উৎস-বমুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারী যাত্রা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) ও সাপ্তাহিক হককথা। হককথার মূল শ্লোগান হচ্ছে 'প্রবাসে দেশের রাজনীতি নয়'। প্রকাশনা শুরুর পর থেকেই নিয়মিতভাবে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক হককথা। তবে এক বছর প্রকাশনার পর বিশেষ পরিস্থিতিতে হককথা'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

হককথা'র প্রিন্ট প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলেও প্রবাসী বাংলাদেশীসহ কমিউনিটির স্বার্থে ২০১৩ সালের ২৬ জানুয়ারী আত্মপ্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক হককথা'র ওয়েব ভার্সন হককথা ডট কম (hakkatha.com)। ওয়েবসাইটে সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে আবারো পাঠকদের জনপ্রিয়তায় ফিরে আসে হককথা। এরই মধ্যে কমিউনিটির সংবাদ নিয়মিত ও সবার আগে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকের অনুরোধে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার পূনরায় নতুনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সাপ্তাহিক হককথা।

'করোনা পরিস্থিতি ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে 'কাগজেও যেমন, ওয়েবেও তেমন' শ্লোগান নিয়ে প্রকাশিত হককথা ই-মেইল (পিডিএফ ফাইলে পুরো পত্রিকা), ই-পেপার-https://epaper.hakkatha.com, ফেসবুক পেইজ ও ইউ-টিউভ চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠকের হাতে যাচ্ছে। এছাড়াও নিউইয়র্কের স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে হককথা'ই প্রথম Conversational Platform (Customer Engagement Through Conversational Messaging) ব্যবহার করে Facebook, Instagram, WhatsApp, Mobile SMS এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ সংখ্য প্রবাসী বাংলাভাষী পাঠকের কাছে পৌছে যাচ্ছে।

এছাড়াও রয়েছে ওয়েবসাইট (hakkatha.com)। বর্তমানে নিউইয়র্কের ৫ হাজারোধিক পাঠকের ই-মেইলে প্রতি সংখ্যা নিয়মিত হককথা প্রেরণ করা হচ্ছে এবং প্রতিদিন এই ই-মেইল সংযুক্তির সংখ্যা বাড়ছে। ফলে অফিস-আদালত, মাঠে-ময়দান বা ঘরে বসেও সহজেই হককথা পড়া যাচ্ছে।

অপরদিকে, ২০২২ সাল থেকে নতুনভাবে আরো গতিশীল হয়ে উঠেছে নিউইয়র্ক ভিত্তিক বাংলা সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ)। নতুন বছরে নতুন সাজে পাঠকের সামনে আসার জন্য ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে সংবাদ ইউএনএ কর্তৃপক্ষ। নতুন ওয়েবসাইট ও নতুন নতুন সেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারুণ্য নির্ভর নতুন টীম। খুব শিঘ্রই নতুন রুপেই দেখা মিলবে সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ)। ++++++++





মানুষ মানুষের জন্য
দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য

BANGLA CDPAP SERVICES

বাঙালীর জন্য বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্য

www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

ALEGRA®
HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

মানুষের জন্য দরদী সেবা আমাদের অঙ্গীকার

শুভ নববর্ষ ২০২৩ এর শুভেচ্ছা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে
আপনাদের আপন প্রতিষ্ঠান

বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার
এখন ওজোন পার্কে

আরো কাছাকাছি হোম কেয়ার সেবা
পৌঁছে দিতেই আপনাদের মাঝে আমাদের নতুন শাখা—
এটি আপনাদের *'কাচারি ঘর'*।

আপনজনদের
উত্তম সন্তুষ্টির জন্যে
তারিখ পরিবর্তন

শুভ উদ্বোধন

১৩ জানুয়ারি ২০২৩, শুক্রবার। সন্ধ্যা ৫:০০টা।

১১২৭ লিবার্টি এভিনিউ, ব্রুকলিন (ওজোন পার্ক), নিউইয়র্ক-১১২০৮।



বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্



তুমি

মতিন বৈরাগী

হিম হয়ে আসছে পায়ের পাতা তারপর হাটু-উরুদেশ
সারা দেহ ছুঁয়ে মগজ যেন শীতল পাথর
সারাটা শরীর ছুঁয়ে নেমে যায় বরফের নদী ।
মনে হয় আমি যেন প্রকান্ড বরফখন্ড, জমে আছি কতকাল
ঠিক তখন তুমি আসছো, স্নিগ্ধতার প্রবল দ্রবণ
তুমি আসছো আলোকস্পর্শ আকাশ মাটির বাসনা
গলে যাচ্ছে জমে যাওয়া ধমনির নদী । খুলে যাচ্ছে স্মৃতিপট ।

আমি তাকিয়ে আছি তোমার মুখের দিকে, তুমি হাসছো
এক ঝলক রোদ যেন মেঘলা আকাশের ।
বৃষ্টিরা থমকে গেছে দাঁড়িয়ে গেছে বৃক্ষেরা
ফুটছে বুনোফুল তোমার হীরকোজ্জ্বল হাসিটির মতো
আর নরম আলোয় আমি দেখছি তোমার মুখ; অপার্থিব
ভেসে যাচ্ছে বন্দীর পৃথিবী ।

তুমি দাঁড়িয়ে আছো নির্বিকার স্পর্শের মিঠেল সীমায়
আকাশের তারাগুলো জ্বলছে মানুষের কাঙ্খার অসীমে ।
যখন তুমি জেগে থাকো কারও হৃদয়ে; আলোর স্নিগ্ধ ডানা
ধুয়ে যায় জীবনের অন্ধকার আর যতো বোবা কান্না ।

পথ

জাফরুল আহসান

(বন্ধু আহমেদ ইকবাল ফিরোজ- তোকেই বলছি)

কুয়াশায় ঘেরা ঘন অন্ধকার মেঘে ঢাকা পথে
হেঁটে গেছি বার বার-
ঝরা পাতার স্তুপ, ডানা ভাঙা পাখি
খুঁজে ফিরে পাপ পূণ্য নাকি স্মৃতি?
বিস্তীর্ণ পথে কুয়াশায় জড়ানো হাহাকার-
দমকা বাতাসে পাতা ঝরে গেলে
বাউলের কণ্ঠে বিরহের প্রতিধ্বনি;
আমি হেঁটে যাই সামনে
ঝরা শিউলির চাদরে ঢাকা আঙ্গিনা,
পথের পাশটা কেমন ভেজা স্যাঁতস্যেঁতে;
পাশাপাশি বাঁকহীন সহজ সরল রেখার পথটা
শুয়ে আছে;
হলুদ লাল বাতির পাশ কাটিয়ে আমি হাঁটছি ।
সুহৃদ-স্বজন-প্রিয়জন আমার
আঁধার ছাপিয়ে রঙধনু বৃষ্টি হবে না জানি
বাঁকহীন সহজ সরল রেখার পথটা
আমার মতোই শুয়ে থাকে একাকি ।

সিংক্রনিক অ্যাসিংক্রনিক

আশরাফ হাসান

এক হাতে জান্নাত আর অন্য হাতে জাহান্নাম
দাজ্জাল দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে গৃহে গ্রামে নগরে
সিংক্রনিক অ্যাসিংক্রনিক প্রলোভন
ট্যাক্সট ম্যাসেজ, লিংক, মুহুর্মুহু ফোন কল
ম্যাসেঞ্জারের বৈঠকখানায় মোমের মতো গলে যাওয়া
উপচে পড়া উড়াল প্রেমের বেওয়ারিশ ঢেউ
ফ্যান্টাসি নাইট, ফান মিউজিক, যুগল ড্যান্স
বিয়ার শ্যাম্পেনের ঝাঁঝালো গন্ধে বুঁদ হওয়া দাজ্জাল
দুহাতে বিক্রয় করে বেহেশত ও দোযখ
বৈকালিক ছায়ার মতো ঝুলে থাকা সময়ে
ভালোবাসার অভিধান বিলি করে গৃহপালিত দাজ্জাল
শ্রমসিদ্ধ হাত হতে অধীনতার দামে কিনে নেয় বসন্তবাতাস
প্রেতাত্মার হাসির মতো আধ্যাত্মিক ডানায়
ঘুরে বেড়ায় দাজ্জাল
সীমাহীন ইলেক্ট্রিক শকের টিউবে কলাকৈবল্য ঢেলে দেয়
স্নায়ুর অলিগলিতে আসন পেতে বসে থাকে একচক্ষু রাজহাঁস ।
কে বলে সে আসেনি এখনো
ইথারে অগ্নিজিহবা ছড়িয়ে দিয়ে হাঁটছে প্রেমিকার মতো ।

শহীদের উত্তরাধিকার প্রজন্ম

বদরুজ্জামান জামান

তোমরা মুছে ফেলতে পারো স্মৃতিগুলো,
আমি স্মৃতিগুলো নিয়েই বাঁচবো
আমি শহীদের উত্তরাধিকার প্রজন্ম ।
যারা পিতার রক্তাক্ত লাশ, মা-বোনের সম্ভ্রম
আর ভাইয়ের লাশ কিংবা পঙ্গুত্বের দৃশ্যাবলী মুছতে
দালাল কিংবা বেঈমানসখ্য জীবনাচার রচে দম্ভোক্তি দেখায়
ইতিহাসের নিকৃষ্ট জীব তারা,
আমি মানুষ আর অমানুষের পার্থক্যের অংক কষি এখানে ।
দীর্ঘ নয় মাসের একটি যুদ্ধ, এত রক্তপাতকে যারা গন্ডগোল বলে
আমি মানুষের তালিকা থেকে মুছে ফেলি তাদের নাম,
জল্লাদের শানিত তরবারির উৎসব তো তাদের দেহেরই প্রাপ্য ।
শহীদের রক্তে সিক্ত এ মাটি তাদের লাশ গ্রহণ করতে পারে না
তারাও প্রজন্ম উত্তরাধিকারসূত্রে বাঁচে ধিকৃত হয়ে ঘৃণাস্তূপে ।
এতযন্ত্রণা এতদগ্ধতা পুষেও যখন দেখি
এই প্রজন্ম লাল সবুজের পতাকা হাতে বেড়ে উঠছে
তখন আশান্বিত হই বাংলাদেশের সমৃদ্ধি নিয়ে ।

অধরাশ্রেয়সী

মাসুম হাসান খান

গোধূলির সবটুকুন রং লেগেছে তোমার গায় ।
তোমার রক্তিমতা নিয়েই বুঝি সেজেছে পলাশ শিমুল,
আয়ত দুচোখের কার্নিশে ছড়ানো মেঘের পালক
রাজহংসী গ্রীবাদেশে ঢেউ খেলে যায় এলোচুল বন্যা,
বৃষ্টিস্নাত গোলাপপাপড়ির মতো ওষ্ঠযুগলে তোমার
উপমাহীন হয়ে পড়ে কবিতার পংক্তিমালা;
মায়াময় মুখ ছুঁয়ে কী দারুণ পুতুলচিবুক!
নিবিড়ছন্দে পথ হেঁটে যাও অধরাশ্রেয়সী
তোমার কটিদেশের ভাঁজেভাঁজে চিরলপেটের স্নিগ্ধ
মোহনায়, স্বপ্নবিহ্বল হয়ে পড়ে কতো মাতাল প্রেমিক,
তুমি হাসলে মধুপুর্ণিমার চাঁদ হাসে, দুচোখে ফাগুন ভাসে.....
অরোরার ঝলকে ঝলকে প্রতিশ্রুত তোমারই মুখ ।

জীবন ও ছেঁড়া পাতার গল্প

রবিউল রতন

এই যে জীবন একবার আসে-একবার যায়,
চিরতরে চলে গেলে,
এই রূপের গঠন, কখনো কেউ কি ফিরে পায়?

তবু একমুঠো ভালোবাসার আশ্বাসে
এই পৃথিবীর পথে,
কত ডেকেছি, কত খুঁজেছি,
তবুও তুমি দিলে না দেখা! তাই একা একা
অব্যক্ত কথার বীজ বুনে যাচ্ছি তোমাদের চরাচরে ।

আহা, এমন জীবন আর কি কখনো ফিরে পাবো!
বুকের ভেতর জেঁকে থাকা গান,
টুকরো টুকরো কথাগুলি,
চোখে ঝুলে থাকা অসংখ্য স্মৃতি দৃশ্য,
বুকের জেলখানায় কতকাল বিনিদ্র!
অথচ আজো, বন্ধু বলে কেউ বলেনি কথা ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549


Fresh
FDA Registered Facility
আমেরিকায় তৈরী
ফ্রেশ রুটি
ফ্রেশ পারাটা
আটা, ময়দা, কর্ন ও চালের
রুটি/পারাটা
বিশ্বখ্যাত শেফ টমি মিয়া'র রেসিপিতে তৈরী
সম্পূর্ন অটোমেটিক মেশিনের ব্যবহার, স্বাস্থ্যকর,
১০০% হালাল এবং কোনরকম কেমিকেল ব্যবহার করা হয় না।
সৈয়দ আল আমিন (রাসেল)
ম্যানেজিং পার্টনার
আলী আহসান
ম্যানেজিং পার্টনার
718-701-9527, 347-691-1210
freshfoodbeverage@gmail.com
214-17 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

আস্থা-অনাস্থার অর্থনৈতিক যাত্রা

॥ মুঈদ রহমান ॥

বাংলাদেশের অর্থনীতি নতুন বছরে কেমন হবে, তা নিয়ে ১ জানুয়ারী অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে যুগান্তর।

এ সাক্ষাৎকারে যুগান্তরের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কেমন কাটবে এ বছরের অর্থনীতি, বড় ধরনের কোনো শঙ্কা আছে কিনা, মূল্যস্ফীতি কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে, প্রবৃদ্ধি ও রিজার্ভ নিয়ে সরকারের ভাবনা কী, আইএমএফের ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ পাওয়ার অগ্রগতি কতদূর এবং ব্যাংক খাতের দুর্বলতা দূরীকরণে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কিনা।

অর্থমন্ত্রী প্রশ্নগুলোর যে জবাব দিয়েছেন তার সারমর্ম দাঁড়ায়, বিশ্বে যে অবস্থা বিরাজ করছে, আমরা এর বাইরে যেতে পারব না। অন্য দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমাদের অর্থনীতি। ফলে শুধু আমাদের দেশ নয়, বিশ্বের সব দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এখন ভাবতে হয়। তবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই আতঙ্কে আছে, কারণ আগামী দিনে আরও কোনো ভয়াবহ পরিস্থিতি আসে কিনা।

আমরা বলেছি, জানুয়ারিতে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। পরিস্থিতি সেদিকেই যাচ্ছে। এখনো দেশের অর্থনীতি বিপদমুক্ত ও স্থিতিশীল। এ স্থিতিশীলতার হাত ধরে নতুন বছরে এগিয়ে যাব। মোট-ামুটি এই ছিল অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য। বরাবরের মতোই আমাদের আশ্বস্ত করার স্বভাবসুলভ প্রয়াস।

আমাদের শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটগুলোর সঙ্গে বৈশ্বিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে থাকে; কিন্তু তা আংশিক ও পক্ষপাতদুষ্ট। যেমন, আমাদের দেশের মূল্যস্ফীতির কারণ হিসাবে বিশ্ববাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে দায়ী করে নিজেকে নিরপরাধ কিংবা নিরুপায় হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। বিশ্ববাজারের প্রভাবটি অমূলক নয়। তবে লক্ষণীয়, যে উদাহরণটি দেওয়া হয় না তা হলো, অর্থনৈতিক সংকটের দায় স্বীকার করে পদ থেকে সরে দাঁড়ানো। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলো সাম্প্রতিক সময়ের ব্রিটেন।

অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়ায় সেখানে তিন মাসের মধ্যে তিনজন প্রধানমন্ত্রীর মুখ দেখা গেছে। প্রথমে বরিস জনসন পদত্যাগ করলেন; ৪৫ দিন ক্ষমতায় থাকার পর লিজ ট্রাস আত্মসম্মান রক্ষার্থে পদত্যাগ করলেন। এরপর এ পদে অধিষ্ঠিত হলেন ঋষি সুনাক।

আমরা কিন্তু অনেক বড় সমস্যা-সংকটেও পদত্যাগের সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নই। আমাদের শাসকরা তাদের অবস্থান থেকে বয়ান-বর্ণনা দেন, আর আমরা বঞ্চিতরা আমাদের অবস্থান থেকে তার মূল্যায়ন করি।

নতুন বছরের অর্থনীতি কেমন হবে? এ প্রশ্নকে আরও বেশি স্পষ্ট করা প্রয়োজন : এক. দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে নতুন বছরটি কেমন হবে; দুই. গেল ২০২২ সালের তুলনায় সার্বিক অর্থনীতির অবস্থা ২০২৩ সালে কেমন হতে পারে। প্রথমটির উত্তর হলো, সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা, সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন নির্ভর করে রাজনৈতিক কমিটমেন্টের ওপর এবং তা একদিনে বা এক বছরে সাধনযোগ্য নয়। প্রয়োজন শাসন কাঠামোর পরিবর্তন। দীর্ঘ ৫০ বছরেও আমরা সেই কাঠামো তৈরি করতে পারিনি। তাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হলেও বণ্টনজ-নিত বৈষম্যের কারণে উন্নয়নের সুফল সার্বিক জনগোষ্ঠী ভোগ করতে পারেনি। উন্নয়নের সুবিধা ভোগ করেছে এবং করছে একটি ক্ষুদ্র শ্রেণি। মাত্র দুজন কোটিপতি দিয়ে যাত্রা শুরু করা স্বাধীন বাংলাদেশে এখন কোটিপতির সংখ্যা ১ লাখ ২০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে পুঁজির কেন্দ্রিকতা আর আয়-বৈষম্য। আর বর্তমানে রাজনীতির যে ধারা, তাতে করে গরিবের ভাগ্য খুব সহসা সুপ্রসন্ন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় প্রশ্নটিই সাধারণত বছর শেষে কিংবা নতুন বছরের শুরুতে আলোচিত হয়। আমরাও সেদিকটাতেই আলোকপাত করতে চাই।

২০২২ সালে মূল্যস্ফীতির প্রচন্ড চাপের মধ্যে অতিবাহিত করেছে বাংলাদেশ। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে অসহনীয়ভাবে। দুটি কারণে এমনটি হয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে বাজার মনিটরিংয়ের কাজটি করা যায়নি। ফলে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী মানুষের এ অসহায়ত্বের সুযোগটি কাজে লাগিয়েছে। অন্য কারণটি হলো আন্তর্জাতিকভাবে পণ্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন। তাই বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি আক্রমণ করেছে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে। ধারণা করা হচ্ছে, নতুন বছরে এর প্রকোপ কিছুটা হ্রাস পাবে। কারণ, এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কমতে শুরু করেছে। আশা করা যাচ্ছে, জ্বালানি তেল ও অন্যান্য পণ্যের দাম বিশ্ববাজারে আগামীতে আরও কমবে। তাছাড়া ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের নেতিবাচক দিকটিও গেল বছরের মতো প্রতিফলিত হবে না। কারণ হিসাবে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বলছেন, ওই যুদ্ধের প্রাথমিক ধকলটি সামলানোর অভিজ্ঞতা এ বছর কাজে লাগাতে পারলে যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব কমে আসবে।



নতুন বছরের কৃষির অবস্থা বলতে গিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেছেন, 'বিশ্ব খাদ্য সংকট যাই থাক না কেন, আমাদের দেশে খাদ্য সংকট তীব্র হবে না। কৃষি খাতে সরকার যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার ফলে এ সক্ষমতা আমাদের তৈরি হয়েছে। আমনের ভালো উৎপাদন হয়েছে। বোরোতেও যেন তেমনটি হয়, সেজন্য জ্বালানি, সার ও কৃষিঋণের প্রতি সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্ব দিচ্ছে। এ নীতি সমর্থন অব্যাহত থাকলে বোরো উৎপাদনও ভালো হবে। তবে হাওড় অঞ্চলে বাঁধ মেরামত ও সম্প্রসারণে বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে।' তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, কৃষির ভালো অবস্থা কিংবা ভালো ফলন মানেই কৃষিমজুরের ভালো অবস্থা নয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ও ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ইরি) যৌথ এক গবেষণা প্রতিবেদনে কৃষিমজুরদের ক্রয়ক্ষতা কমে যাওয়ার চিত্র উঠে এসেছে। ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপক হিসাবে চাল ক্রয়ের সক্ষমতাকে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ২০১৯ সালের পর থেকে গত চার বছরে দৈনিক মজুরিভিত্তিক কৃষিশ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা ৩৬ দশমিক ৫৬ শতাংশ কমে গেছে। ২০১৫ সাল থেকে কৃষিমজুরের ক্রয়ক্ষমতা বাড়তে থাকে এবং ২০১৯ সালে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। এরপর থেকে ক্রয়ক্ষমতা কমতে কমতে বর্তমানে ২০১৫ সালেরও নিচে নেমে গেছে। ২০১৫ সালে একজন শ্রমিক তার দৈনিক শ্রমলব্ধ মজুরি দিয়ে ১০ দশমিক ১ কেজি চাল কিনতে পারতেন। ২০১৬ সালে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং দৈনিক মজুরি দিয়ে তা ১০ দশমিক ৬ কেজিতে উন্নীত হয়। এভাবেই ২০১৯ সালে তা সর্বোচ্চ ১৩ দশমিক ৪ কেজিতে দাঁড়ায়। এর পরের বছর থেকেই কমতে থাকে কৃষিশ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা। ২০২০ সালে একজন কৃষিশ্রমিক দৈনিক মজুরি দিয়ে চাল কিনতে পারতেন ৯ দশমিক ১ কেজি; ২০২১ সালে তা নেমে আসে ৮ দশমিক ৬ কেজিতে আর ২০২২ সালে তা ৮ দশমিক ৫ কেজিতে নেমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে খানাপ্রতি বার্ষিক ব্যয়ের প্রায় ৩৪ শতাংশ যায় খাদ্যের পেছনে। এ খাদ্যব্যয়ের ৪১ শতাংশের বেশি ব্যয় হয় চাল কেনা বাবদ। গত তিন বছরে দেশে চালের দাম বেড়েছে ৬৭ শতাংশ, যা গোটা এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। তাই চালের দাম বৃদ্ধি নিুআয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে। সুতরাং যাদের জন্য কৃষি খাত সক্ষমতা অর্জন করেছে, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাও সরকারের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

গেল বছরের চেয়ে এ বছরের অর্থনীতি খানিকটা ভালো হওয়ার পেছনে যুক্তি আছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল ও বঙ্গবন্ধু টানেল দৃশ্যমান হয়েছে। প্রাক্কলন অনুযায়ী শুধু পদ্মা সেতুর কারণেই জিডিপিতে ১ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি যোগ হবে। আর উল্লেখিত তিনটি প্রকল্প মিলে জি-ডিপিতে অতিরিক্ত প্রায় ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। তবে এ প্রবৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষ কতটা ভোগ করবে, সে প্রশ্ন তো থেকেই যায়।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ নিয়েই ২০২২ সাল শেষ হয়েছে। গত বছর প্রতি মাসে গড়ে ১ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ কমে গেছে। গত এক দশকে এটাই ছিল অর্থনীতির ওপর সবচেয়ে বড় চাপ। সেই আশঙ্কা এখনো কাটাতে পারছি না আমরা। যদিও অর্থমন্ত্রী আশ্বস্ত করে বলেছেন, রিজার্ভ এখন ৩৪ বিলিয়ন ডলার। উন্নয়ন সহযোগীদের হিসাবমতে, কমপক্ষে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর রিজার্ভ থাকতে হয়। এ কথায় আশ্বস্ত হতে পারলে ভালো লাগত, কিন্তু তা হতে পারছি না। রিজার্ভের প্রকৃত হিসাব উল্লেখিত অঙ্কের চেয়ে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার কম হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। তাছাড়া আমাদের রিজার্ভের পরিমাণ তো এক বছর আগেও ৪৮ বিলিয়ন ডলার ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনও আমাদের উদ্বেগকে সমর্থন করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) ৩ হাজার ২৫৩ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করা হয়েছে। এর বিপরীতে রপ্তানি করা হয়েছে ২ হাজার ৭৪ কোটি ডলার। তার মানে হলো, ১ হাজার ১৭৯ কোটি বা ১১ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়েছে বাংলাদেশ। এক ডলার সমান ১০২ টাকা হিসাবে বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১ লাখ ২০ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা। যদি ২০২৩ সালে রেমিট্যান্সের প্রবাহ আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি না পায়, তাহলে বছর শেষে রিজার্ভের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে সন্দেহ নেই। সুতরাং, ২০২২ সালের অর্থনৈতিক চাপকে সঙ্গী করেই আমরা ২০২৩ সালে যাত্রা করেছি।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়



ফিলিস্তিনের সবুজ উদ্যান যেভাবে গিলছে ইসরায়েলীরা

জালাল আবু খাতের

অনেকে দল বেঁধে বনভোজন করতে আসেন। কেউ হাঁটতে আসেন। তবে সম্প্রতি নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে। এখানে যেসব ইসরায়েলি জোর করে বসতি গেড়েছেন, তাঁদের অনেকে সশস্ত্র অবস্থায় ইসরায়েলী সেনাদের সমর্থন নিয়ে উদ্যানে ঘুরতে আসা লোকদের নানাভাবে হয়রানি করছেন এবং তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

রামাল্লার উত্তর-পশ্চিমে জিবিয়া গ্রামের কাছে একটি বিশাল সবুজ উদ্যান আছে। অধিকৃত পশ্চিম তীরের ঘনবসতিপূর্ণ জীবনের ব্যস্ততা থেকে স্থানীয় ফিলিস্তিনিরা একটু স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলতে বহু আগে থেকে এই উদ্যানে বেড়াতে আসেন। ছুটির দিনে অনেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুরতে আসেন।

অনেকে দল বেঁধে বনভোজন করতে আসেন। কেউ হাঁটতে আসেন। তবে সম্প্রতি নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে। এখানে যেসব ইসরায়েলি জোর করে বসতি গেড়েছেন, তাঁদের অনেকে সশস্ত্র অবস্থায় ইসরায়েলী সেনাদের সমর্থন নিয়ে উদ্যানে ঘুরতে আসা লোকদের নানাভাবে হয়রানি করছেন এবং তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

¯'নীয় লোকজন বলছেন, তাঁদের হয়রানি করা শুরু হয়েছে আজ থেকে চার বছর আগে। ওই সময় সেটেলাররা ওই এলাকায় একটি অবৈধ 'খামার ফাঁড়ি' প্রতিষ্ঠা করেন। খামারটি বানানোর অনুমতি নেওয়ার সময় বলা হয়েছিল, সেখানে গবাদিপশু পালন করা হবে। তবে বাস্তবে স্থানীয় ফিলিস্তিদের এবং দর্শনার্থীদের অবাধে উদ্যানে ঢোকা থেকে বিরত রাখতেই এ খামার করা হয়েছে।

গত কয়েক বছরে জিবিয়ার উদ্যানে ইসরায়েলী সেটেলারদের সহিংসতার কয়েকটি ঘটনা ইসরায়েলী সংবাদপত্রে এসেছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে হারেৎজ পত্রিকা একটি ফিলিস্তিনী পরিবারকে নিয়ে প্রতিবেদন ছেপেছিল। সেই প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, পরিবারটি ফিলিস্তিনি, কিন্তু তাঁরা ইসরায়েলের নাগরিক। তাঁরা সেখানে যাওয়ার পর সেটেলাররা তাদের হয়রানি করে।

এক পর্যায়ে ইসরায়েলের সেনারা তাঁদের সেখান থেকে বের করে দেয়। এর কয়েক সপ্তাহ পরই আবার একই ধরনের ঘটনা ঘটে। আবার আরেকটি ফিলিস্তিনী পরিবারকে হয়রানি করা হয়। সেটেলাররা এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে তাঁদের কাছে আইডি কার্ড দেখতে চান এবং একপর্যায়ে সেখান থেকে তাঁদের চলে যেতে বলেন।

একই বছরের অক্টোবরে নূর নামের আমার এক বন্ধু তাঁর অন্য তিন বন্ধুকে নিয়ে সেখানে শুক্রবারের বনভোজন করার সময় সেটেলারদের নিশানায় পড়ে যান। তিনি আমাকে বলেছেন, তাঁরা সবে খাওয়া শুরু করেছেন; এমন সময় একজন সেটেলার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের দিকে অ্যাসল্ট রাইফেল তাক করেন এবং সেখান থেকে তাঁদের 'অবিলম্বে চলে যেতে' বলেন। নূর বলেছেন, তাঁরা যখন খাওয়া ফেলে উদ্যান ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখনো ইসরায়েলি লোকটি রাইফেল তাক করে তাঁদের ছয় মিনিট ধরে অনুসরণ করেছিলেন।

এমন পরিস্থিতিতে আমি একদল সাংবাদিক এবং স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে জিবিয়ায় গিয়েছিলাম নভেম্বরের শেষের দিকে। একজন ফিলিস্তিনি চাষির জলপাই চাষ ও ফসল আহরণের তথ্য ও ছবি নেওয়ার জন্য মূলত আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। জলপাই তোলা শুরু হওয়ার কিছু সময় পরে চারজন ইসরায়েলী সেনার পাহারায় আটজন সশস্ত্র সেটেলার আমাদের ঘিরে ফেলেন।

গত শুক্রবার বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আবারও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েলে আরও কট্টর শাসক এলেন। এখন অবৈধ সেটেলাররা পশ্চিম তীরে আরও দ্রুততায় ফিলিস্তিনিদের জমি চুরি করার চেষ্টা করবে। আমাদের জিবিয়া উদ্যানকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তা পারবে না। এই মাঠ, এই উদ্যান এই জমি আমাদের। আমাদের যত ভয়ভীতি দেখানো হোক, আমরা আমাদের মাটি ছেড়ে যাব না।

তাঁরা বলতে লাগলেন, আমরা নাকি ওই কৃষককে জলপাই তোলাতে, ফসল কাটাতে অংশ নিয়ে তাঁদের সমস্যায় ফেলেছি। এই বলে তাঁরা আমাদের চলে যেতে বলছিলেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকা কৃষক ওই জমির বৈধ মালিক ছিলেন। এ কারণে আমরা সরে গেলাম না। সেখান থেকে আমাদের সরাতে পাশের একটি পাহাড়ে উঠলেন। এ সময় তাঁরা সবাই মুখোশ পরে ছিলেন। তাঁরা আমাদের দিকে পাথর ছুড়তে শুরু করলেন।

তাঁরা জলপাই পাড়তে আসা কৃষক, সাংবাদিক ও স্বেচ্ছাসেবকদের পার্ক করা গাড়িও ভাঙচুর করলেন। আমি যখন সেই অবৈধ দখলদার লোকগুলোর পাথরের আঘাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছিলাম, তখন আমি একটি আলের মতো জায়গা থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। আর একটা ধাতব রডের মতো কিছু একটা আমার পায়ে বি× হয়েছিল। আমি কোনোরকমে দৌড়ে গাড়ির ভেতর ঢুকে দ্রুত সেখান থেকে গাড়ি চালিয়ে চলে আসতে পেরেছিলাম। পরে শুনেছি, ওই দিন ওই সেটেলারদের পাথরের আঘাতে সেখানে থাকা ১১টি গাড়ি ভেঙে গিয়েছিল।

‡খয়াল করার বিষয়, মুখোশধারীরা যখন আমাদের গাড়ি ভাঙচুর করছিলেন, তখন ইসরায়েলি পুলিশ পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তারা এগিয়ে আসেনি। কারণ তারা আদতে এখানে শান্তি বজায় রাখার জন্য নিয়োজিত হয়নি। তাদের এখানে মোতায়েন করা হয়েছেই উসকানি দেওয়া এবং সেটেলারদের অবৈধ কাজকে সমর্থন দেওয়ার জন্য। এই কথিত খামারগুলোতে যে ইসরায়েলিরা বসত করেন, তাঁরা কখনো একা একা হামলা করেন না। তাঁদের এই হামলায় ও হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডে পুলিশের পূর্ণ সমর্থন থাকে।

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

জেরুজালেমভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা বি'সেলেমএর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখানে অবৈধভাবে বসতি গাড়া ইসরায়েলিরা স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের কোণঠাসা করতেই হয়রানিমূলক কাজ করে থাকে। সরকারের জমি দখলপ্রক্রিয়ার পরিকল্পনার এটিও একটি অংশ। তারা বলেছে, ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলী সেটেলাররা কমপক্ষে ৬৫টি খামার করেছে এবং জোর করে করা এসব খামার বানানোর মাধ্যমে ২ হাজার ৮৬ হেক্টর জায়গা তারা দখল করে নিয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারিতে সেখানে খালেদ নোফাল নামের এক ফিলিস্তিনিকে এ অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা গুলি করে মেরেছে। তারা খালেদকে মারার পর পুলিশকে বলেছে, খালেদ তাদের সেই অবৈধ খামারে নাকি ঢুকতে চেয়েছিলেন। তাদের সমর্থন করে ইসরায়েলি পুলিশ চার বছরের কন্যার পিতা খালেদকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়েছে।

গত শুক্রবার বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আবারও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েলে আরও কট্টর শাসক এলেন। এখন অবৈধ সেটেলাররা পশ্চিম তীরে আরও দ্রুততায় ফিলিস্তিনিদের জমি চুরি করার চেষ্টা করবে। আমাদের জিবিয়া উদ্যানকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু শেষ পয©šÍ তারা তা পারবে না। এই মাঠ, এই উদ্যান এই জমি আমাদের। আমাদের যত ভয়ভীতি দেখানো হোক, আমরা আমাদের মাটি ছেড়ে যাব না।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনূদিত

জালাল আবু খাতের জেরুজালেমের একজন বাসিন্দা







সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, সংখ্যালঘিষ্ঠতা

॥ সেলিম খান ॥

নির্বাচন কমিশনের ভাষ্যমতে, শেষ পর্যন্ত একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়ে গেল গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচনে। জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়ার মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়। গত ১২ অক্টোবর প্রথম দফা উপনির্বাচনে প্রশাসনিক ও ক্ষমতাসীন দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনিয়মের কারণে পাঁচ প্রার্থীর মধ্যে চারজনই ভোট বর্জন করেন। এরপর সিসিটিভি ক্যামেরায় অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় ভোট গ্রহণের মাঝপথে নির্বাচন বন্ধ করে দেয় ইসি।

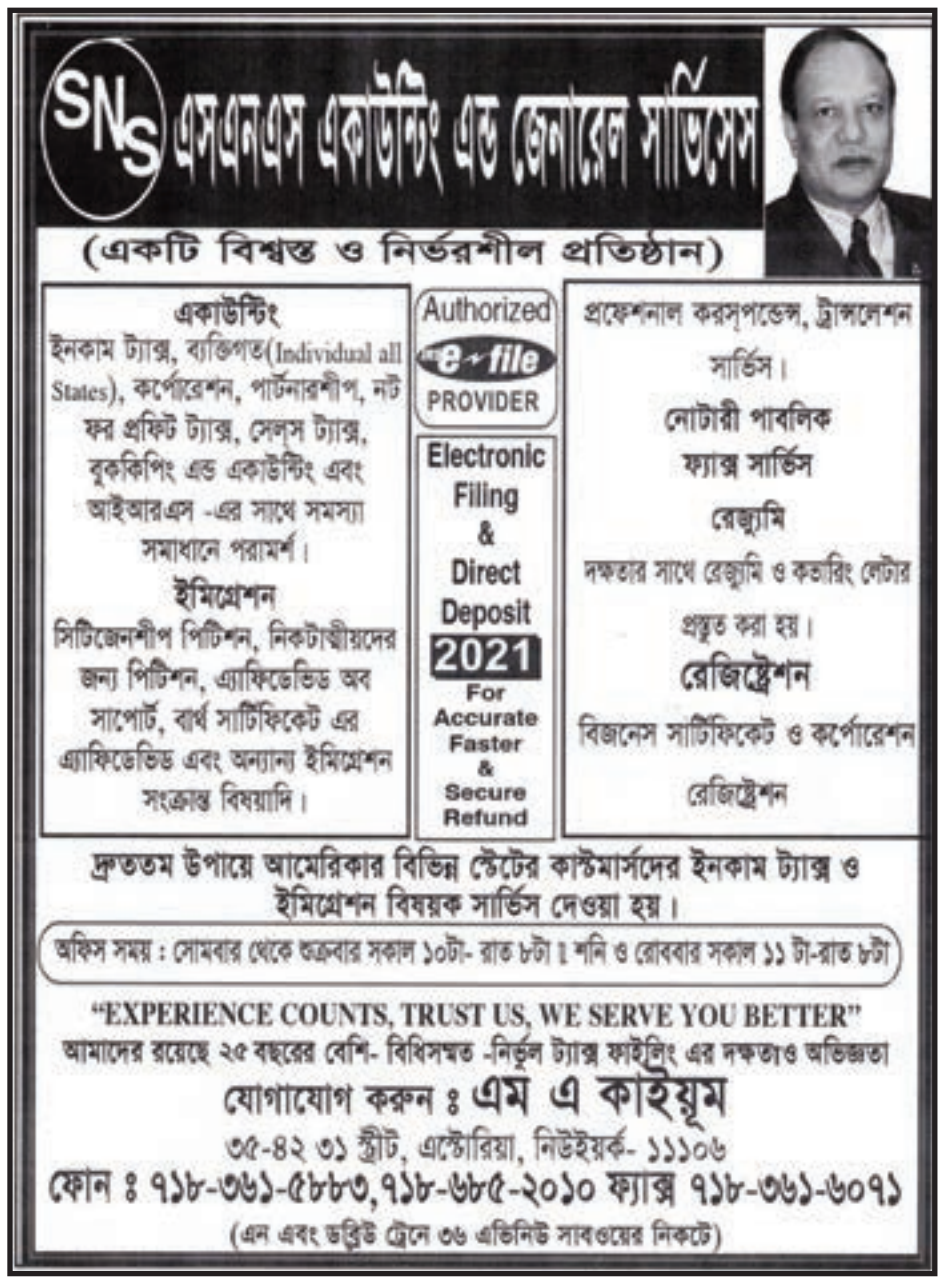
গত ৪ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোটাররা প্রচন্ড শীতের মধ্যেও কেন্দ্রে গেছেন। তাঁদের ভোট দিতে পেরেছেন। কোনো অনিয়ম ধরা পড়েনি ইসির সিসিটিভি ক্যামেরায়। এ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, সিসি ক্যামেরা অনেক তীক্ষ্ণষ্ট ও কার্যকর হচ্ছে। কেন্দ্রের ভেতর ও বাইরে আগের চেয়ে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

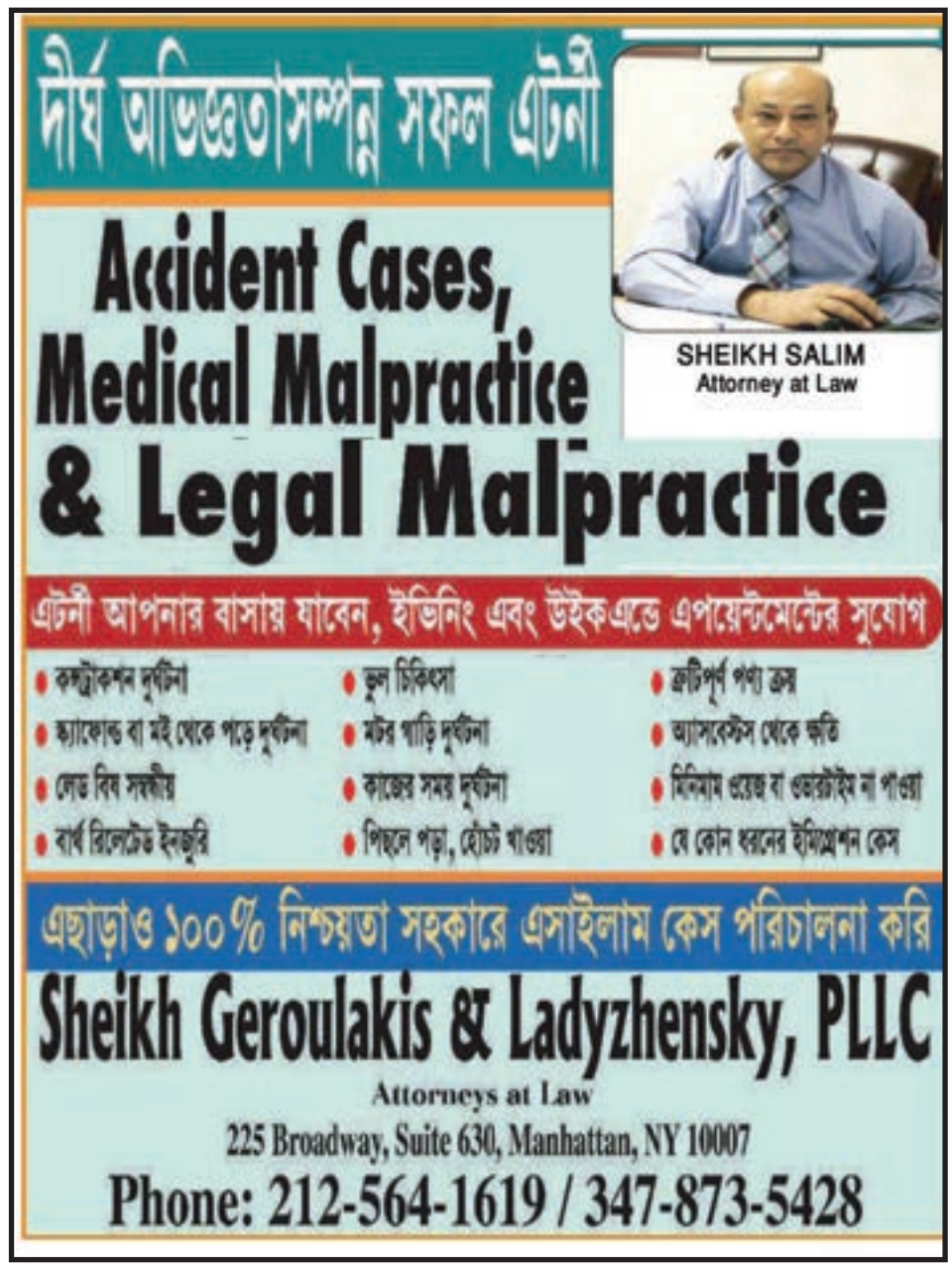
এবার মোট ১৪৫ কেন্দ্রের ৯৪৫টি বুথে ভোট নেওয়া হয়েছে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন তথা ইভিএমে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ না থাকায় ৯টি কেন্দ্রে জেনারেটরে ইভিএম সচল রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে সিইসি বলেছেন, এতে ধীরগতি ছিল না। কোনো অভিযোগও উত্থাপিত হয়নি। ভোট গ্রহণে দেরি হচ্ছে বা আঙুলের ছাপ মিলছে না- এমন কোনো অভিযোগ ইসি পায়নি। যদিও ভোট নেওয়ার যান্ত্রিক এই উপায় নিয়ে দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ অন্য কিছু রাজনৈতিক দল, এমনকি ভোটারের মধ্যেও নানা আপত্তি রয়েছে। আগের দফায় স্থানীয় প্রশাসন ও খোদ ইসি কর্মকর্তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হলেও এবার এ ব্যাপারে সন্তুষ্টি জানিয়েছেন সিইসি। সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত গাইবান্ধা-৫ আসনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রতি ইউনিয়নে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং দুজন বিচারিক হাকিম দায়িত্ব পালন করেন। সেই সঙ্গে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ছিল পাঁচ প্লাটুন বর্ডার গার্ড, সশস্ত্র আনসার ও ১ হাজার ৩২০ জন পুলিশ সদস্য। সব মিলিয়ে কিছু প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও এই নির্বাচন অনুষ্ঠানে পাস নম্বর দিতেই হয় ইসিকে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের বিচারে এই নির্বাচনের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। খোদ সিইসির ভাষ্যমতে, ভোট পড়েছে কমবেশি ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ ৬৫ শতাংশ ভোটার মতামতই জানাতে পারেননি বা আসেননি। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থীকেই তাঁরা যোগ্য বিবেচনা করেননি বা প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থায় অনাস্থা জানিয়েছেন।

ধরে নেওয়া যায়, প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা প্রার্থী ও দলের প্রতি সমর্থন রাখা ভোটাররাই প্রচন্ড শীত ও বিরোধী পক্ষের হুমকি-ধমকি উপেক্ষা করে ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন। প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থায় আস্থা রাখতে পারেননি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা চার প্রার্থীর কাউকেই যোগ্য মনে করেননি- এমন ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যাননি।

এটা ঠিক, যাঁরা ভোট দিয়েছেন, সেই ৩৫ শতাংশ ভোটারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট আওয়ামী লীগ প্রার্থী পেয়েছেন। প্রচলিত অর্থে সেটিই তো ওসংখ্যাগরিষ্ঠতা! কিন্তু বাকি ৬৫ শতাংশ ভোটার প্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে থাকায় এই ওসংখ্যাগরিষ্ঠতা মূলত সংখ্যালঘিষ্ঠতারই নামান্তর।

লেখক: সাংবাদিক







Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1881
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ইসরায়েলের মাধ্যমে রাশিয়াকে কি বার্তা দিল যুক্তরাষ্ট্র?

স্টিফেন ব্রায়েন

ইসরায়েলের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইলি কোহেন তাঁর কার্যালয়ের বিশ্রাম কক্ষের চাবি হাতে পাওয়ার আগেই একটি উঁচু পর্যায়ের কূটনৈতিক সংলাপ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ৪ জানুয়ারী তিনি রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে টেলিফোনে সংলাপ করেন। এর আগের দিনই টেলিফোনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্টনিও ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে টেলিফোন আলাপে অংশ নেন।

সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, লাভরভের দিক থেকে প্রথম কোহেনের কাছে টেলিফোন সংলাপের অনুরোধটি আসে। কোহেন কথা বলার আগে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন হলো, যুক্তরাষ্ট্র কোহেনের মাধ্যমে লাভরভের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু কোনো পক্ষই এখন পর্যন্ত জানায়নি বার্তাটি কী ছিল।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সংলাপের খবরটি প্রকাশিত হলে ইউক্রেন সরকার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়। তারা দাবি করে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত ছিল সবার আগে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবার সঙ্গে কথা বলা।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়তো ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু লাভরভের কাছ থেকে টেলিফোন পাওয়ার আগপর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা যে নেয়নি, সেটা দৃশ্যমান। এ প্রেক্ষাপটে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি হুমকি দিয়ে বলেছেন, ইসরায়েল যদি এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে সমন্বয় না করে, তাহলে তারা ভবিষ্যতে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেবে।

এই হুমকির ব্যাপারটি দৃশ্যত এড়িয়ে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নেড প্রাইস মন্তব্য করেছেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে ইসরায়েলের একটি সম্পর্ক আছে। রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক যেমন, তার চেয়ে ইসরায়েলের সম্পর্ক ভিন্ন। ব্যাপারটা এ পর্যন্তই।'

প্রাইস আরও বলেন, 'আমরা ধারাবাহিকভাবে একটি বিষয় দেখছি যে বিশ্বের অনেকগুলো দেশ রাশিয়াকে তাদের অবৈধ, প্ররোচনাহীন ও অন্যায্য যুদ্ধ থেকে সরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় যুক্ত রয়েছে।' প্রাইসের এই বিবৃতি বলছে যে ইসরায়েলের মাধ্যমে লাভরভের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের বার্তা পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো, ইউক্রেন সংঘাত সমাধানের একটি যোগাযোগ তৈরি করা।

এই ফাঁকে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরও শোচনীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছে। গত কয়েক দিনে ইউক্রেনের আক্রমণে কয়েক শ সৈন্য হতাহতের ঘটনাসহ বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রাশিয়ার। এসব ঘটনা মস্কোকে সতর্কবার্তা দিচ্ছে। সম্ভবত ইসরায়েলের মাধ্যমে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সংলাপ সুড়ঙ্গের শেষে আলোকশিখার মতো একটি সুযোগ। কিন্তু সব পক্ষই যদি এতে সমর্থন দেয় (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র), তাহলেই কেবল এটি আলোর মুখ দেখতে পাবে।

ইউক্রেন সংকট নিরসনে মধ্যস্থতা করার এটিই প্রথম প্রচেষ্টা নয়। ২০২২ সালের মার্চ মাসে ইসরায়েলের

এই ফাঁকে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরও শোচনীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছে। গত কয়েক দিনে ইউক্রেনের আক্রমণে কয়েক শ সৈন্য হতাহতের ঘটনাসহ বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রাশিয়ার। এসব ঘটনা মস্কোকে সতর্কবার্তা দিচ্ছে। সম্ভবত ইসরায়েলের মাধ্যমে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সংলাপ সুড়ঙ্গের শেষে আলোকশিখার মতো একটি সুযোগ। কিন্তু সব পক্ষই যদি এতে সমর্থন দেয় (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র), তাহলেই কেবল এটি আলোর মুখ দেখতে পাবে।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নাফতালি বেনেট মস্কোয় যান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে কথা বলতে। মস্কো থেকেই তিনি সরাসরি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেন। এরপর মস্কো থেকে বার্লিন যান জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের সঙ্গে আলোচনা করতে।

যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গে সমন্বয় করে বেনেটের ওই প্রচেষ্টা চলেছিল। পুতিনের সঙ্গে তাঁর আলোচনা তিন ঘণ্টা ধরে চললেও শেষ পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক ফলাফল আসেনি।

পরবর্তী সময়ে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনায় মধ্যস্থতা করতে দেখেছি তুরস্ককে। যা হোক, একপর্যায়ে ইউক্রেন এ প্রক্রিয়া থেকে পিছিয়ে আসে। গত কয়েক মাসে অনেকবার খবরের শিরোনাম হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র চাইছে জেলেনস্কিকে আসন্ন শান্তি আলোচনার ব্যাপারে রাজি করাতে। কিন্তু জেলেনস্কি অনমনীয়ভাবে সেটা প্রত্যাখ্যান করে আসছেন। চাপের মুখে জেলেনস্কি একটি 'শান্তি পরিকল্পনা' প্রস্তাবও করেন। জেলেনস্কির প্রস্তাব অনুসারে রাশিয়াকে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।

যথারীতি সেই প্রস্তাব রাশিয়ার দিক থেকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নিরাপত্তা কাউন্সিল যেখানে কট্টর অবস্থান নিয়েছে, সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কূটনৈতিক সমাধানের কথা বলছে।

ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়–দুই সংস্থারই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভ্যান জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইসরায়েল সফরে যাবেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। যাহোক চলমান উদ্যোগটির সঙ্গে কেবল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জড়িত।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বাত্মক হামলা শুরু করলেও মার্চ মাস থেকেই ইউক্রেনে রাশিয়ার অগ্রযাত্রা থমকে যেতে শুরু করে। তখন একটি আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, রাশিয়া কি যুদ্ধের গতিমুখ নিজেদের দিকে ঘুরাতে ইউক্রেনে আরও সৈন্য সমাবেশ করবে? এ প্রকিয়ায় মস্কো কি বেলারুশকে সঙ্গী করে নেবে? রাশিয়া সে পথে পা না বাড়ানোয় ইউক্রেন সরকারের মধ্যে দৃঢ়বিশ্বাস জন্ম হয়েছে যে তারা যুদ্ধে বিজয়ী হবে এবং রাশিয়াকে তাদের ভূখণ্ড থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু সেটা করার জন্য ইউক্রেন পশ্চিমাদের কাছ থেকে আরও বেশি ও আরও উন্নত অস্ত্র চাইতে শুরু করে। এতে পশ্চিমাদের অস্ত্রভান্ডারে অনেকটা টান পড়ে। তাইওয়ান ইস্যুতে চীনের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারে তাদের অস্ত্রভান্ডার অনেকটাই শূন্য হয়ে যায়।

রাশিয়া এর মধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছে, ইউক্রেনকে যদি পশ্চিমারা আরও অস্ত্র দেয়, তাহলে অস্ত্র পরিবহনের বহরে বোমা হামলা করতে পিছপা হবে না তারা। এ ছাড়া ইউক্রেন নয়, ন্যাটোর সঙ্গে যুদ্ধ করছে মস্কো–এ কথা রাখঢাক ছাড়াই বলে আসছে মস্কো।

রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের বাইরে চিন্তা করলেও ইসরায়েল রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চায়। ইসরায়েল ও আন্তর্জাতিক ইহুদি সম্প্রদায় রাশিয়ার ইহুদিদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। মস্কোয় ইহুদিদের সাবেক প্রধান ধর্মযাজক এখন নির্বাসিত। দেরি হওয়ার আগেই ইহুদিদের তিনি রাশিয়া ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ইরানের সঙ্গে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান সামরিক সম্পর্ক নিয়েও ইসরায়েলের উদ্বেগ রয়েছে। নেতানিয়াহু সরকার এরই মধ্যে সিরিয়ার দামেস্ক বিমানবন্দরে একটি অভিযান চালিয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে তাদের শান্তিচুক্তি কতটা কার্যকর রয়েছে, সেটা পরীক্ষার জন্যই সম্ভবত এই অভিযান।

এই ফাঁকে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরও শোচনীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছে। গত কয়েক দিনে ইউক্রেনের আক্রমণে কয়েক শ সৈন্য হতাহতের ঘটনাসহ বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রাশিয়ার। এসব ঘটনা মস্কোকে সতর্কবার্তা দিচ্ছে। সম্ভবত ইসরায়েলের মাধ্যমে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সংলাপ সুড়ঙ্গের শেষে আলোকশিখার মতো একটি সুযোগ। কিন্তু সব পক্ষই যদি এতে সমর্থন দেয় (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র), তাহলেই কেবল এটি আলোর মুখ দেখতে পাবে।

স্টিফেন ব্রায়েন সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসির সিনিয়র ফেলো

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ মনোজ দে

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাবার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

লটারিতে ১০৫ কোটি টাকা, ভাগ হবে ১৮ বাংলাদেশীর মাঝে

ঢাকা ডেস্ক: আমি তখন গাড়ির স্টেয়ারিং-এ বসা। গাড়ি চালাচ্ছিলাম। এ সময় এক বন্ধুর পরপর অনেকগুলো ফোন। ফোন রিসিভ করার পর ওপাশ থেকে বন্ধুদের উল্লাস। বললো, আমি ১০৫ কোটি টাকা লটারিতে জিতেছি। প্রথমে আমি বিশ্বাস করিনি। এরপর আরেকটি নম্বর থেকে ফোন দিয়ে একই খবর জানালো। তখন লটারির র‍্যাফেল ড্র লাইভ হচ্ছিল। আমি লাইভ অনুষ্ঠানও দেখিনি। এরপর একজন বিদেশি নারী ফোন দিয়ে আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, তুমি ১০৫ কোটি টাকা লটারি বিজয়ী হয়েছো।

এ সময় আমি গাড়ি থামিয়ে ফেসবুক এবং ইউটিউব থেকে নিজের লটারি নম্বর বারবার মিলিয়ে নিলাম। কিছু সময়ের জন্য আমি ভাষা হারিয়ে ফেলি। পুরো বিষয়টি আমার কাছে স্বপ্নের মতো লাগছিল। ভাগ্যের চাকা বদলাতে গত ৯ বছর ধরে নিয়মিত লটারির টিকিট ক্রয় করছি। সর্বশেষ গত ১০ই ডিসেম্বরে নববর্ষের প্রথম বিগ র‍্যাফেল ড্র এর টিকিটটি ক্রয় করি এবং ৩রা জানুয়ারি সেটি ড্র হয়। সৃষ্টিকর্তা যে এভাবে মুখ তুলে তাকাবেন কল্পনাও করিনি। মানবজমিনের সঙ্গে আলাপকালে এভাবেই নিজের উচ্ছাস প্রকাশ করছিলেন আবুধাবিতে পিকআপ এবং ফ্যামিলি ট্যাক্সি চালক প্রবাসী বাংলাদেশি মো. রায়ফুল ইসলাম। রায়ফুল বলেন, আমরা মোট ২০ জন ব্যক্তি মিলে এই লটারির টিকিট ক্রয় করি। এদের মধ্যে ১৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক, একজন ভারতীয় এবং একজন পাকিস্তানি। লটারিটা আমরা ২০ বন্ধু মিলে মোট ১ হাজার দিরহাম দিয়ে ২০টি শেয়ারে ক্রয় করি।

লটারিতে জেতা ১শ' ৫ কোটি টাকা আমাদের মধ্যে ২০ ভাগ হবে। এর দুটি অংশ যাবে ভারত এবং পাকিস্তানে। লটারির ক্রয়ের শেয়ারে রায়ফুলের ১৭৫ দিরহাম, অন্যদের ২৫, ৫০, ১০০, ২০০সহ বিভিন্ন অনুপাতে বিনিয়োগ রয়েছে। লটারিতে বিনিয়োগ করা অন্যদের মধ্যে রয়েছে মো. আফতাব, মাহবুব, মো. রুবেল, মিজান, জসিম, হেলাল, ইলিয়াস। টাকার অংশ কীভাবে বণ্টন হবে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, লটারিতে যে যত দিরহাম বিনিয়োগ করেছেন ড্র এর অর্থ সে অনুযায়ী প্রত্যেকের মাঝে বণ্টন করা হবে। ইতিমধ্যে আমার পাসপোর্ট, ফোন নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স, লটারির নম্বরসহ প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট নিয়েছে লটারি কোম্পানি। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশে পাড়ি জমানো প্রবাসী রায়ফুল বলেন, একযুগ ধরে বিদেশে আছি। প্রথমে একটি কোম্পনিতে কাজ নিয়ে বিদেশে যাই। সেখানে কাজের পাশাপাশি ড্রাইভিং শিখি। পরবর্তীতে একজন অ্যারাবিয়ান নাগরিকের নামে একটি পিকআপ গাড়ি ক্রয় করি। যেহেতু আমি ওই দেশের নাগরিক না তাই নিজের নামে গাড়ি ক্রয়ের সুযোগ নেই। নিজের খেয়ালখুশি মতো গাড়ি চালাই। মাঝেমধ্যে অ্যারাবিক নাগরিক এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্নস্থানে আনা-নেয়া করি। তিনি বলেন, এই অর্থ এবং সাফল্য শুধু আমার একার কিংবা ২০ জনের নয়। এটা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের। বিদেশে আসার পর থেকে অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসাসহ দুস্থদের নানাভাবে আর্থিক সহায়তা করে আসছি। এই অর্থটা হাতে পেলে আত্মীয়, প্রতিবেশী, এতিমখানা, গরিব, দুস্থ, অসহায়, ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীসহ জণকল্যাণে এবং সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করবো। অর্থ পাওয়ার পর একেবারে দেশে ফিরে আসবেন কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেইনি। তবে অর্থের কিছু অংশ দিয়ে আবুধাবীতে কিংবা বাংলাদেশে ব্যবসা করবো। নিজের থাকার জন্য সুন্দর একটি ঘর তৈরি করবো। একমাত্র মেয়েকে কোরআনে হাফেজ বানাবো। রায়ফুল বলেন, আমরা তো দুটি অর্থের মুখ দেখতে পরিবার নিয়ে সুখে থাকতে মূলত বিদেশে আসি। এভাবে গাড়ি চালিয়ে বা কাজ করে তো জীবনে তেমন উন্নতি করা যাবে না। সেই চিন্তা থেকেই ভাগ্য পরিবর্তনের আসায় গত ৯ বছর ধরে নিয়মিত লটারি কিনে যাচ্ছি। সর্বশেষ আল্লাহ মুখ তুলে তাকিয়েছেন। চলতি বছরের শুরুর দিকে দেশে আসার কথা রয়েছে বলে জানান তিনি। স্বামীর এতবড় অর্জনে রীতিমতো বাকরুদ্ধ রাইফুলের স্ত্রী। স্ত্রী ইশরাত জাহান বলেন, মঙ্গলবার রাত ১০টায় রাইফুলের ফোন থেকে হঠাৎ একটি ফোন আসে। তখন পর্যন্ত জানতাম না এতবড় একটি খুশির সংবাদের অপেক্ষায় আমরা। রাইফুল জানায়, আল্লাহ আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। লটারিতে প্রায় শতকোটি টাকা জিতেছি। তার লটারি বিজয়ের সংবাদে আমাদের এলাকা থেকে শুরু করে নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষজন বাড়িতে আসছে। এই অর্জনে তারাও অনেক খুশী। এবার আল্লাহ আমদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। ওর বাবার ইচ্ছা ৮ মাস বয়সী একমাত্র মেয়ে ফাতিমা তুজ জোহরাকে কোরআনে হাফেজ বানাবেন। নোয়াখালীর হাতিয়ার চরকিং ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ চর ঈশ্বর গ্রামের হাজী আসলাম মিয়ার বাড়ির মৃত খুরশিদ আলমের ছেলে। ইশরাত বলেন, ২০২১ সালের ২৪শে মে পারিবারিকভাবে আমাদের বিয়ে হয়। আমরা দু'জনেই এসএসসি পাস করার পর আর পড়াশোনা করিনি। চার ভাই বোনের মধ্যে রায়ফুল তৃতীয়। বড় ভাই বাবুল অসুস্থ হওয়ায় ওভাবে কোনো কাজ করতে পারছেন না। মেজ ভাই মো. সাইফুল ইসলাম নোয়াখালীতে একটি মাদ্রাসায় ইমামতি করেন। সবার ছোট ভাই রুবেল উদ্দিন সৌদি আরব থাকেন। তিনি বলেন, জানুয়ারির শেষের দিকে দেশে আসার কথা রয়েছে। রায়ফুলের বাবা মো. খোরশেদ আলম পেশায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের ক্লার্ক ছিলেন। মা নুরজাহান বেগম এবং বাবা দু'নেই মারা গেছেন। স্বামীর অবর্তমানে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে রায়ফুলের স্ত্রী বর্তমানে বাবারবাড়িতে থাকেন। রায়ফুল ইসলামের শ্যালক মেহেদী হাসান হৃদয় বলেন, রায়ফুলের সঙ্গে আমার একমাত্র বোনের দুই বছর আগে বিয়ে হয়। তাদের একটি মেয়ে রয়েছে। তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করেন।

বোন জামাইয়ের লটারি জয়ের খবরে আমরা সবাই খুব আনন্দিত এবং উচ্ছসিত। হাতিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি আলহাজ মোহাম্মদ আলী বলেন, হাতিয়ার অনেকেই বিভিন্ন দেশে রয়েছেন। তবে রায়ফুলের মতো ভাগ্য কারও হয়নি। আমরা অনেক খুশি হয়েছি। রায়ফুলের পরিবারসহ সবার সুন্দর দিন কামনা করছি। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১৯৯২ সালে আবুধাবী এয়ারপোর্ট ও শহরের প্রমোশনের জন্য 'বিগ টিকিট' লটারি চালু করা হয়। প্রতি মাসে এই লটারির ড্র হয়। প্রথমস্থানের জন্য পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ প্রতি মাসে পরিবর্তন হয়। ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে জানুয়ারির প্রথম পুরস্কার ছিল ৩৫ লাখ দিরহাম। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় শত কোটি টাকার বেশি।





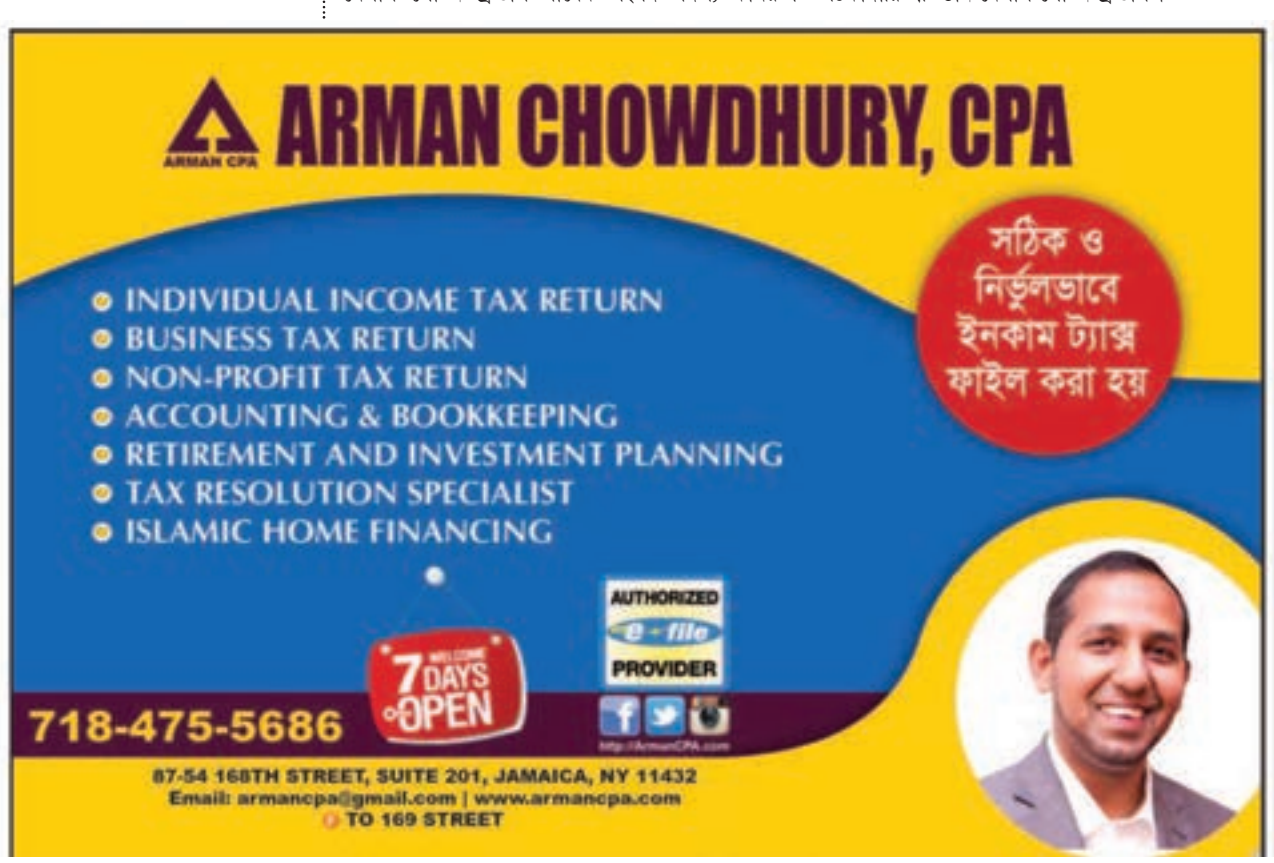
সৈয়দ রুহুল ইসলামের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে দোয়ার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিতা সৈয়দ দুদু মিয়া, আলহাজ্ব আব্দুস সত্তার সিদ্দিকী, হারুনুর রশিদ, তালুকদার আব্দুল জব্বার সিদ্দিকীসহ পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

৫৮২ কোটি টাকার সার আত্মসাতের অভিযোগ দুদককে তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

ঢাকা ডেস্ক: ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স পোটন ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে আমদানি করা ৭২ হাজার টন সার আত্মসাতের অভিযোগ তদন্ত করতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)কে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে দুদককে ৬০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত রুলসহ এ আদেশ দেন। এ ছাড়া, আদালত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসআইসি) চেয়ারম্যানকে এই অভিযোগের বিষয়ে ২০ জানুয়ারীর মধ্যে আদালতে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। সরকারিভাবে আমদানি করা ৭২ হাজার টন সার বন্দর থেকে খালাসের পর গুদামে পৌঁছে না দিয়ে আত্মসাৎ করে পরিবহনের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স পোটন ট্রেডার্স। এতে সরকারের ৫৮২ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

মেসার্স পোটন ট্রেডার্স সাবেক সংসদ সদস্য কামরুল আশরাফ খানের (পোটন) মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। কামরুল আশরাফ খান সার ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশনের (বিএফএ) সভাপতি। এ সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন আদালতের নজরে আনেন আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন। পরে আমিন উদ্দিন মানিক সাংবাদিকদের জানান, এ বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত রুল জারি করে এই আদেশ দিয়েছেন। দুদককে এ বিষয়ে ৬০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। আর বিসিআইসি চেয়ারম্যানকে এই অভিযোগের বিষয়ে ২০শে জানুয়ারির মধ্যে আদালতে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারিভাবে আমদানি করা ৭২ হাজার টন রাসায়নিক সার বন্দর থেকে খালাসের পর গুদামে পৌঁছে না দিয়ে আত্মসাৎ করেছে পরিবহনের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স পোটন ট্রেডার্স।





বেগম রোকেয়ার ধর্ম ভাবনা

ড. মাহবুবা রহমান

বেগম রোকেয়া একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও ধার্মিক মহিলা ছিলেন। তার প্রবন্ধগুলো পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে, তিনি কিভাবে চরম বিপদের সময় মহান আল্লাহকে অন্তর দিয়ে ডেকেছেন। তিনি বলতেন, যদি আমাকে আল্লাহ রক্ষা করেন তখন পৃথিবীর কেউ আমাকে কিছু করতে পারবে না। শিক্ষার অভাবে মুসলমান সমাজ নানাবিধ কুসংস্কার- জালে জড়িয়ে পড়ে। ইসলামের মূল আদর্শ সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্বের নীতি থেকে ভারতীয় মুসলিম তথা বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় তখন অনেক দূরে সরে যায়। ধর্মীয় অনুশাসনের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রসার ছিল ব্যাপক। আর সত্যিকার সাহসী সংস্কারের অভাব ছিল প্রকট। সেই সময় বেগম রোকেয়া সত্যিকার অর্থে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও মহৎ শিক্ষাবিদের দায়িত্ব পালন করেন। তার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে, মুসলিম মহিলাদের কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনা, যাকে ইসলামের মূল শিক্ষা বলে মনে করা হয়।

বিশ্বাসী নারী : বেগম রোকেয়া তার লেখনীতে নারী-পুরুষকে ইসলামের মৌল ধারার দিকে নিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন; দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, কিভাবে ধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। তার লেখনী দেখে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, তিনি প্রচণ্ড আল্লাহভক্ত ও ইসলামের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল নারী ছিলেন। অবরোধবাসিনীতে আমরা দেখতে পাই, তিনি বিভিন্ন স্থানে মহান রাব্বুল আলামিনকে অত্যন্ত সম্মানজনক ভাষায় স্মরণ করেছেন; দুর্দশাগ্রস্ত নারীসমাজের মুক্তির জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন; ইনশাআল্লাহ বলা, কারো মৃত্যুতে ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়া, সোবহান আল্লাহ বলা। 'পঁয়ত্রিশ মন খানা' ছোট গল্পে তিনি বলেন শুকুর আলহামদুলিল্লাহ, ইত্যাদি।

অন্যত্র 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে তিনি বলেন-

'তামাম জাহান যদি হয় এক দিকে,
কি করিতে পারে তার আল্লাহ যদি থাকে।'

বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ বেগম রোকেয়ার অত্যন্ত প্রিয় একজন ছাত্রী ছিলেন। তিনি তার 'রোকেয়া জীবনী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তৎকালীন সমাজে স্কুলের কাজ করতে গিয়ে বেগম রোকেয়াকে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, 'স্কুলের বিরুদ্ধে কত দিকে কত প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাহা একমাত্র আল্লাহ জানেন। একমাত্র ধর্মই আমাদিগকে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতেছে।'

অন্যত্র স্কুলের ১৮ বছর পূর্তিতে তিনি বলেন, ".... আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি- কুরআন শরিফের এই বচনটিই আমি জীবনের পরতে পরতে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলাম।'

এই পুণ্যশীলা মহীয়সী মহিলার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের অন্য এক পুরাতন ছাত্রী তার বহু যত্ন ও সাধনায় গঠিত এক আদর্শ বালিকা রওশন আরা বলেন, 'মনে পড়ে, তার আদেশ মতো দৈনিক ক্লাস আরম্ভের আগে বিস্তীর্ণ হলে আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইতাম। তিনি একটি দোয়া পড়িতেন, আমরা সকলে তার সঙ্গে যোগ দিতাম। ওই দোয়াটি তিনি যখন পড়িতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি হৃদয় দিয়া আমাদের সেদিনের সাফল্যের জন্য খোদাকে ডাকিতেন। সে যে কি গভীর আন্তরিকতাভরা আবেদন, তাহা বুকের মধ্যে অনুভব করা যায়- মুখে বলা যায় না!'

বেগম রোকেয়া তার 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে বলেন, "এখন মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা যাউক। মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের 'অর্ধেক' অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্য। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা 'আড়াইজন' হই! আপনারা 'মহম্মদীয় আইনে' দেখিতে পাইবেন যে, বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা-পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোনো ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিংবা জমিদারি পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন, কার্যত কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।".... যদি ধর্মগুরু মোহাম্মদ সা: আপনাদের হিসাব-নিকাশ লয়েন যে, 'তোমরা কন্যার প্রতি কিরূপ ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ?' তবে আপনারা কি বলিবেন?... তাই তিনি দুঃখ করে বলেন, আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এ দুর্দশা।"

মুসলিম সমাজে নারীরা উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক। কিন্তু নারীর উত্তরাধিকারের প্রতি শতভাগ অবহেলা দেখে তিনি মতিচূরের (প্রথম খন্ড) 'গৃহ' প্রবন্ধে মহানবী সা:- কে এভাবে ডেকেছেন, 'হায় মোহাম্মদ সা:! তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্ত পিতৃ সম্পত্তিতে অধিকারিণী করিয়াছ, কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যরা নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্বনাশ করিতেছে! আহা! 'মহম্মদীয় আইন' পুস্তকের মসি-রেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই। আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের নহে।'

রোজা মুসলমানদের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। এই মর্মে মহান আল্লাহ সবাইকে সংযমী হয়ে চলতে বলেছেন; বেশি বেশি করে সাহায্য করতে বলেছেন এবং ফেতরা দিতে বলেছেন। বেগম রোকেয় তার 'রসনাপূজা' প্রবন্ধে বলেন, 'মহাত্মা মোহাম্মদ সা: হয়তো বলিয়াছিলেন যে, রোজার সময় আহার পরিমিত করায় যে খরচ বাঁচিয়া যায়, তাহা দ্বারা আপন দরিদ্র প্রতিবেশীর সাহায্য করো (ফেতরা দাও); কিন্তু বঙ্গীয় মোসলেমরা তাহার ভক্তশিষ্য, তাই উল্টা চাল চালেন; তাহার উপদেশের বিপরীত কার্য করেন। সুতরাং অন্যান্য মাসের ব্যয় অপেক্ষা রমজান মাসে তাহাদের ব্যয় বৃদ্ধি হয়। আমার এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নাই- পাঠিকারা আপন আপন জমা-খরচ মিলাইয়া দেখিবেন, অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান শরিফের খরচ বেশি কিনা।'

এভাবে মহানবী সা:-কে তিনি স্মরণ করেছেন বারবার।

কুরআনের মাহাত্ম্য ও অধ্যয়নের তাগিদ : আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি ইসলাম ধর্মে একজন বিশ্বাসী মহিলা ছিলেন এবং কুরআন-সুন্নাহর সত্যিকার প্রয়োগ ও বিধানের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। নিম্নে তার লেখনী থেকে কয়েকটি উদাহরণ



দিলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে- মতিচূরের (প্রথম খন্ড) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'আমাদের জন্য এ দেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এরূপ-প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কুরআন শরিফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলোর অর্থ বুঝাইয়া দেয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখির মতো আবৃত্তি করো।'

মতিচূরের (দ্বিতীয় খন্ড) 'সৌরজগৎ' প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'গও। আমিও সহঙ্কারে বলি, তোমার স্ত্রীর বিশ্বাস (ঈমান) টলিতে পারে কিন্তু আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অটল!

জাফ। আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অস্থায়ী হইল কিসে?

গও। যেহেতু তিনি আপন ধর্মের কোনো তত্ত্বই অবগত নহেন। কেবল টিয়াপাখির মতো নামাজ পড়েন, কোনো শব্দের অর্থ বুঝেন না। তাহাকে যদি তুমি স্বর্ণপিঞ্জিরে আবদ্ধ না রাখো, তবে একবার কোনো মিশনারি মেমের সহিত দেখা হইলেই তিনি মনে করিবেন 'বা:! যিশুর কি মহিমা!' সুতরাং সাবধান! যদি পার তো লৌহসিন্দুকে বন্ধ রাখিও।

মতিচূরের (দ্বিতীয় খন্ড) 'নার্স নেলী' প্রবন্ধে সত্যিকার গল্পেও তিনি উপরে সৌরজগৎ প্রবন্ধের আশঙ্কার বাস্তবতা দেখিয়েছেন। 'নার্স নেলী ছিল কুলীন মুসলিম। অসুস্থতার সময় এ গেরস্থ ঘরের বউকে 'পাদ্রীমাগীরা ফুসলিয়ে খ্রিষ্টান করে ওকে ঘরের বার করেছে।' তার আগের নাম বদলে নেলী রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে জানা যায় 'নেলী নাকি দিব্বি কুরআন পড়তে পারে।' তখন লেখিকার নিজের অনুভূতি নিম্নরূপ ছিল, 'নেলী কোরান শরীফ পাঠ করিতে পারে শুনিয়া আমার মনে আরো কেমন খট্‌কা লাগিল। না জানি, সে কোন মুসলমান কুলে কালী দিয়া পতিত হইয়াছে! হায়! কোরান শরীফের এই অবমাননা। খ্রিষ্টান নেলী, মেথরানী নেলী যে হস্তে ঘৃণিত রক্ত পুঁজ পরিপূর্ণ বালতি পরিষ্কার করে, সেই হস্তে কোরান শরীফ স্পর্শ করে।' কার্যত নেলী এখানে মেথরের কাজ করে, কিন্তু হাসপাতালের কর্ত্রীগণ তাহাকে নার্স বলিয়া ডাকেন।

শামসুন নাহার মাহমুদ তার রোকেয়া জীবনী গ্রন্থে বলেন, কতবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'শৈশব হইতে আমাদিগকে কোরান মুখস্থ করানো হয়, কিন্তু শতকরা নিরান্নব্বই জন তাহার একবর্ণেরও অর্থ বলিতে পারে না। যাঁহারা অর্থ শিখিয়াছেন, তাঁহারাও শোচনীয়রূপে ভ্রান্ত। ইসলামের মর্ম তাঁহাদের কাছে এক বর্ণও ধরা পড়ে নাই, ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে :' এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সুন্দর উপমা দিতেন। তিনি বলিতেন 'নারিকেলের চমৎকার স্বাদ তাহার দুর্ভেদ্য আরোপের ভিতরে আবদ্ধ। অন্ধ মানুষ সেই কঠিন আবরণ ভেদ করিবার চেষ্টা না করিয়া সারাজীবন শুধু ত্বকের উপরিভাগটাই লেহন করিয়া মরিল।

বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি-এর সভানেত্রীর অভিভাষণে বলেন, 'মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরান শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কোরান শিক্ষা অর্থে শুধু টিয়া পাখীর মত আরবী শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরানের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে। সম্ভবত এজন্য গভর্নমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাশ না করিলে আমাদের সমাজ মেয়েদের কোরান শিক্ষাও দিবে না! যদি কেহ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থাপত্র লয়, কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থাপত্রখানাকে মাদুলীরূপে গলায় পরিয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করিয়া পাঠ করে, তাহাতে কি সে উপকার পাইবে? আমরা পবিত্র কোরান শরীফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন কার্য করি না, শুধু তাহা পাখির মত পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি।' এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি শুধু কুরআন তিলাওয়াত সমর্থন করতেন না, বরং তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা জরুরি মনে করতেন যাতে লোকেরা কোরানকে জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করতে পারে। এমনকি তিনি কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি আইনের পক্ষে ছিলেন। তিনি শুধু নারীদের কুরআন বুঝে পড়ার কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, এক্ষেত্রে পুরুষদের দৈন্যদশাও ব্যক্ত করেছেন, 'কিছু দিন হইল, মিসর হইতে আগত বিদুষী মহিলা মিস্ যাকিয়া সুলেমান এলাহাবাদে এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতাদানকালে বলিয়াছিলেন, 'উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরানের অর্থ বুঝেন, তাঁহারা হাত তুলুন। তাহাতে মাত্র তিনজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়াছিলেন। কোরান-জ্ঞানে যখন পুরুষদের এইরূপ দৈন্য। তখন আমাদের দৈন্য যে কত ভীষণ, তাহা না বলাই ভালো।'

পরিশেষে তিনি বলেন, 'আমার অমুসলমান ভগিনীগণ! আপনার কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরান শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামীর পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামী হইতে বহুদূরে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম ও সমাজ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য কোরান শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।'

বেগম রোকেয়ার ছোট গল্প 'তিন কুঁড়ে' তে আমরা দেখতে পাই একজন বোম্বায়ে মহিলা স্কুল পরিদর্শন কালে লেখিকাকে বলেন, 'আপনারা কোরান শরীফ পড়েন কি? না, শুধু তাবিজ (হেমায়েল শরীফ) করে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন?'

মোট কথা পবিত্র কুরআনকে বুঝে পড়ার জন্য তিনি আরবি ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। লেখিকার বড় বোন ৬৭ বছর বয়সে রীতিমতো আরবি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বড়বোন করিমুন্নেসার এক চিঠি রোকেয়া তার 'লুকানো রতন' (রো-র পৃ: ২৮৭)- এ উদ্ধৃত করেছেন এভাবে, 'মন্ত্রপাঠের মতো কোরানের বুলি আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তি হয় না, তাই আমি যথাবিধি আরবি পড়িতেছি।'

নৈতিক শিক্ষা হচ্ছে, একটা জাতির মেরুদন্ড। যে জাতির মধ্যে নৈতিক শিক্ষা নাই সে জাতি বেশি দিন পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে পারে না।

বেগম রোকেয়ার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল বাঙালি মুসলিম সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। মহানবী সা: মুসলিম উম্মাহকে কুরআনের নির্দেশানুযায়ী চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বাঙালি মুসলিম সমাজ পবিত্র কুরআনের নির্দেশ থেকে সরে গিয়ে নিজেদের মতানুযায়ী মুসলিম নারী সমাজকে তাদের প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাই তিনি ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম প্রবন্ধে চমৎকার করে তুলে ধরেছেন মুসলিম সমাজের অধঃপতনের কথা। তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমরা পবিত্র কুরআনের নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করছি না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়েছেন, একজন মানুষকে জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত কিভাবে চলতে হবে। বেগম রোকেয়া তাঁর 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' প্রবন্ধে বলেন, ছেলে বেলায় আমি মার মুখে শুনতুম, 'কোরান শরীফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে।' সে কথা অতি সত্য; অবশ্য তার মানে এ নয় যে, খুব বড় আকারের সুন্দর জেলদ বাঁধা কোরআন খানা আমার পিঠে ঢালের মত করে বেঁধে নিতে হবে। বরং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, কোরআন শরীফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা প্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কোরআন শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।' আলহামদুলিল্লাহ। যদি মুসলিম সমাজ বেগম রোকেয়ার মতো পবিত্র কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীকে শান্তিময় করে তুলতে পারত।

কিন্তু এখন আমরা বর্তমান সমাজের দিকে তাকালেই দেখতে পাব, আমাদের মাঝে নৈতিকতার বড় অভাব যার পরিণাম স্বরূপ আমাদের সমাজের মধ্যে বিরাজ করছে নানা রকম অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা, ইত্যাদি। তা আমাদের সমাজকে দ্রুত অধঃপতনের দিকে ধাবিত করছে। তাই ইসলামী চিন্তাবিদ বেগম রোকেয়ার কণ্ঠের সাথে সুর মিলিয়ে বলছি, বেগম রোকেয়ার কর্ম ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আমরাও যদি পবিত্র কুরআন অর্থ ও তাফসিরসহ শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের জীবনে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে পারি, তাহলে আমরাও আমাদের দেশ ও জাতিকে নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

লেখক: সাবেক বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকাধ



নিউইয়র্কে জাসাস'র ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বক্তারা

খালেদা জিয়াসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী





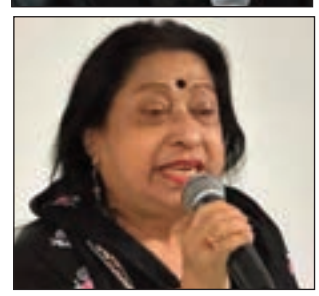


















বিশেষ প্রতিনিধিঃ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস)-এর ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সমাবেশ করেছে। নিউইয়র্কের জ্যামাইকার হিলসাইডস্থ স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে গত ২৯ ডিসেম্বর এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে জাসাস ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের আহ্বায়ক ও সাবেক জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সায়েমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় জাসাসের আহবায়ক ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য চিত্রনায়ক হেলাল খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ স্মাট, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু। যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য সচীব জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের যুগ্ম আহবায়ক মোঃ আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে দোয়া পরিচালনা করেন জাসাস-এর সাবেক ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা নূর নবী।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ও যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি বাবর উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভূইয়া, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, বিএনপি নেতা ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মার্শাল মুরাদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি সাবেক নেতা এ এস এম রেজা, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা দলের সভানেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, সাবেক কেন্দ্রীয় যুবদলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক এম এ বাতেন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস-এর সাবেক সভাপতি ও বিএনপি'র জনশক্তি বিষয়ক সম্পাদক,



বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ আব্দুল মালেক, নিউইয়ক স্টেট বিএনপির নব নির্বাচিত সদস্য ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী, যুগ্ম সদস্য সচিব রিয়াজ আহমেদ, এ জি এম জাহাঙ্গীর, নাসির উদ্দিন, লং আইলেন্ড বিএনপি'র সভাপতি মিয়া আলম পাখী, নিউজার্সী স্টেট সভাপতি কাউসার আহমেদ, সাবেক কেন্দ্রীয় জাসাসের যুগ্ম আহবায়ক দারাদ আহমেদ, কেন্দ্রীয় জাসাসের যুগ্ম আহবায়ক শরিফ মাহমুদুল হক সঞ্চয়, মৌলভীবাজার জেলা বিএনপি নেতা শাহ রকিব আলী, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাওসার আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে বলেন, তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় বলেই স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করছে এবং বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের দমন-নিপীড়ন করছে। বক্তারা দলীয় চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধামন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও মির্জা আব্বাসহ সকল বন্দীদের মুক্তি দাবী এবং আওয়ামী লীগ সরকারকে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী করেন। পাশাপাশি বক্তারা ঐক্যবদ্ধভাবে বিএনপিকে শক্তিশালী করার উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা আতিকুল আহাদ, সাইফুর খান হারুন, মিজানুর রহমান মিজান, আবু চৌধুরী, আয়নুল হায়দার চৌধুরী, কোকো স্মৃতি পরিষদ ইউএসএ'র সভাপতি সাহাদত হোসেন রাজু, জাসাসের ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন কমিটির আহবায়ক ও নিউইয়র্ক স্টেট জাসাসের সভাপতি মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন, প্রধান সমন্বয়কারী ও যুক্তরাষ্ট্র আহবায়ক কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক শেখ হায়দার আলী, উদযাপন কমিটির সদস্য সজীব চৌধুরী ফয়ছল, সদস্য সচিব ও নিউইয়ক সিটি জাসাস'র সভাপতি হাসান মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাইনুল হোসেন বাবু, সদস্য ও সিনিয়র সভপতি এমদাদ রহমান তরফদার, যুগ্ম আহবায়ক ও উদযাপন কমিটির সদস্য সুলতানা খানম, যুক্তরাষ্ট্র আহবায়ক কমিটির সদস্য ডা. নার্গিস রহমান, তানভীন ফাতেমা রিয়া, সদস্য ফয়ছল আহমেদ, তারেক আহমেদ, রাজ ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মাকসুদুল হক, শিল্পী আকতার, মারিয়া আকতার মৌ, সালেহ আহম্মেদ খোকন, মামুন চৌধুরী, মোঃ রহমান পিন্টু, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম শাহিন, সাংগঠনিক সম্পাদক কাইয়ুম আহমেদ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মোফাজ্জল ভূইয়া, যুগ্ম সম্পাদক রুহেল আমিন, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জনি, ছাত্রনেতা দেওয়ান মেহরাজ রেজা চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি সাইদুর রহমান খান ডিউক, ফোরামের সাধারণ গোলাম হোসেন মুকুট, মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর বিএনপি নেতা মোহাম্মদ মাসুক মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কয়েস আহমেদ, জামালুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর আজাদ, মাসুক মিয়া, আহম্মেদ শাহাদাৎ, জিল্লুর রহমান, মম জসিম, মোঃ মান্নান, রুবেল আহমেদ, মামুন সরকার, বাদল মির্জা, নুর ইসলাম, মিলন মামা, আখি মামানী, নোমান চৌধুরী, রুবেল আহমেদ প্রমুখ।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

কুমিল্লা সমিতি'র নতুন কমিটি অভিষিক্ত

(শেষের পাতার পর)

কুমিল্লাবাসি ও কমিউনিটি নেতৃবিন্দ ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলওয়াত এবং পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত । পুরো অনুষ্ঠানটি তত্তাবধানে ছিলেন কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির সহ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী এবং সিঃ সহ-সভাপতি সিরাজুল হক জামাল ।

কুমিল্লা প্রবাসীদের মিলনমেলায় পরিনত হওয়া এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেবিবিএ এর সভাপতি ও মুলধারার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব গিয়াস আহমেদ । তিনি বলেন, কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক প্রবাসে একটি আদর্শ সংগঠন । এ দেশে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে ।এ সংগঠনের কর্মকর্তারা সৌহার্দ-সম্প্রীতির মাধ্যমে সংগঠনকে পরিচালিত করছেন ।

গেষ্ট অব অনার ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টিবোডের সদস্য এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি ও মফিজুর রহমান ,বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এটর্নি মঈন চৌধুরী ও মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ার, কুমিল্লা সমিতির প্রধান উপদেষ্টা হাজী আবু তাহের ভুইয়া, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ, সাবেক ছাএনেতা ভিপি জহিরুল ইসলাম মোল্লা, সাবেক নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশ সোসাইটির রুহুল আমিন সরকার, কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি শাহআলম, রূপসী চাদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাসুম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তা আক্তার হোসেন বাবুল, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা কাজী তোফায়েল ইসলাম, এম কে জামান, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি, সাবেক ছাত্রনেতা ভিপি জসিম উদ্দিন, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রুহুল কুদ্দুছ খোকন, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ জাহাঙ্গীর



আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাওলানা কুতুবউদ্দিন মাহমুদ, আল-আমিন সুমন, ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী, মোঃ আমির হোসেন কামাল, বরুড়া এসোসিয়েশনের সভাপতি সুলেমান মজুমদার, বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশনের সভাপতি মশিউর রহমান মজুমদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মসিউর রহমান, আব্দুল লতিফ, হোসরেয়ারা রমিজ এন্ড আমিন ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মোঃ রমিজ উদ্দিন, নুরে আলম ও ঢাকা ফার্নিচারের কর্ণধার মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমঙ্গীর খান আলম ।

অনুষ্ঠানে জামাল আহমেদ জনি বলেন, প্রবাসে কুমিল্লা সমিতিকে আমরা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । এই সংগঠন আমাদের প্রাণের সংগঠন । সুতরাং এই সংগঠনের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে ।

রুহুল আমিন সিদ্দিকী নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকান্ডের সাথে কুমিল্লাবাসীর গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে । সোসাইটির প্রতিটি অনুষ্ঠানে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ।

এছাড়া বক্তব্যে অতিথিরা নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দিত করেন এবং আগামীতে কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট ইনকের প্রসার ও সেবামুলক কাজে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন ।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কুমিল্লাবাসীর উপস্থিতি ও করতালির মধ্যদিয়ে নব-নির্বাচিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা হাজী আবু তাহের ভূঁইয়া । অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির পক্ষথেকে কুমিল্লার কৃতিসন্তান এ্যাড. জামাল আহমেদ জনি, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, আবুল কালাম ভুইয়া এবং ডাঃ শাহনাজ লিপিকে বিশিষ্ট সন্মাননা সুচক ক্রেষ্ট প্রদান করা হয় ।

কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট ইনক আয়োজিত অভিষেক ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীর এম আলম, মোঃ কবির হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার গিয়াসউদ্দিন, মোঃ ওমর ফারুক, মোঃ নাছির উদ্দিন, মোঃ ইকবাল হোসেন, জিনিয়া আমিন মুনমুন, এ.কে.এম. কামাল উদ্দিন খান, মোস্তাক আহমেদ, সেলিম আহমেদ, ইঞ্জি. সাইফুল ইসলাম, সাইদুজ্জামান রিংকু, রাতুল ইসলাম রাব্বি, মোঃ রাসেল সরকার, মোঃ মনির হোসেন, মোঃ কামাল উদ্দিন হারুন, মোঃ আল-আমিন প্রমুখ ।

সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি মোঃ বদরুল হক আজাদ বলেন, আপনারা আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমরা আপনাদের সহযোগিতায় যথাযথভাবে তা পালন করার চেষ্টা করবো । সাধারণ সম্পাদক মোঃ আল আমিন অনুষ্ঠানকে সফল এবং স্বার্থক করার জন্য যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । অনুষ্ঠান শেষে সাংকৃতিক পর্বে অংশগ্রহণ করেন প্রবাসের স্বনামধন্য শিল্পীবৃন্দ ।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

ব্যবসা-বাণিজ্যে আল্লাহর স্বরণ বজায় রাখুন

(শেষের পাতার পর)

অবস্থা । ব্যবসা চলছে তুমুল, চোখে মুখে আনন্দ ঠিকরে পড়ছে। প্রচুর গ্রাহকের ভিড়। দু'হাতে টাকা পয়সা নিয়ে শেষ করা যাচ্ছে না। এখন কি সালাতের জন্য উঠা যায়? আগে ব্যবসা, সালাত পরে পড়ে নেয়া যাবে। অথবা সালাতই পড়ে না। সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের কাছে আল্লাহর এই আয়াতটি পেশ করা হলো। সার্বিক ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য আয়াতটির ওপর আমল করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ এবং সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে।" (সুরা নূর:৩৭)

মু'মিনের জীবন হবে যিক্‌র নির্ভর। অর্থাৎ যখন যে কাজ করবে সে সময় অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করবে। বিসমিল্লাহ্ বলে কাজ শুরু করবে এবং কাজের পরতে পরতে আল্লাহর স্মরণ থাকবে। জীবনের প্রতিটি কাজ করতে হবে আল্লাহর নির্দেশিত এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পন্থায়। যখনই কোন কাজ করবে তখনই আল্লাহ নির্দেশ ও তাঁর রাসুলের প্রদর্শন মোতাবেক হচ্ছে কি না তার চিন্তা করার নামই যিক্‌র। আমাদের ধারণা আল্লাহর যিক্‌র বলতে শুধুমাত্র নির্ধারিত কিছু কালিমা নির্ধারিত সময়ে ও সালাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ ধারণা ভুল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারপর যখন সালাত শেষ হয়ে যায় তখন ভু-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিকমাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (সুরা জুম'আ:১০)

তোমরা রিযিক তালাশের জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়ো কিন্তু নিজেদের কাজ-কর্ম ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়েও আল্লাহকে ভুলে যেও না। বরং সর্ববস্থায় তাঁকে স্মরণে রাখো এবং তাঁকেই স্মরণ করতে থাকো। আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, জীবনের সকল কাজকর্মে সমস্ত ব্যাপারেই সবসময় যেন মানুষের মুখে আল্লাহর নাম এসে যায়। মানুষের মনে আল্লাহর চিন্তা পুরোপুরি ও সর্বব্যাপী আসন গেঁড়ে না বসা পর্যন্ত এ ধরণের অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না। মানুষের চেতনার জগৎ অতিক্রম করে যখন অচেতন মনের গভীরদেশেও এ চিন্তা বিস্তৃত হয়ে যায় তখনই তার অবস্থা এমন হয় যে, সে কোন কথা বললে বা কোন কাজ করলে তার মধ্যে আল্লাহর নাম অবশ্যই এসে যাবে। আহার করলে বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করবে। আহার শেষ হলে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাবে এবং ঘুম ভাঙ্গবে আল্লাহর নাম নিতে নিতে। কথাবার্তায় তার মুখে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশা'আল্লাহ, মাশা'আল্লাহ, সুবহানা'আল্লাহ, যাযাকাল্লাহ, হাইয়্যাকাল্লাহ, আল্লাহ হাফিজ এবং এ ধরণের অন্যান্য বাক্য বার বার উচ্চারিত হতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যাপারে বার বার আল্লাহর সাহায্য চাইবে। প্রত্যেক নিয়ামত লাভ করার পর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। বিপদ আসার পর তাঁর রহমতের প্রত্যাশী হবে। প্রত্যেক সংকটে তার দিকে মুখ ফিরাবে। কোন খারাপ কাজের সুযোগ এলে তাঁকে ভয় করবে। কোন ভুল বা অপরাধ হয়ে গেলে তাঁর কাছে মাফ চাইবে। যে কোন প্রয়োজন ও অভাবের মহুর্তে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। মোট কথা উঠতে বসতে এবং দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মে আল্লাহর স্মরণ হয়ে থাকবে তার কণ্ঠলগ্ন। এটি ইসলামী জীবনের প্রাণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এবং নিজের রবের নাম স্বরণ করেছে তারপর সালাত পড়েছে।" (সুরা আ'লা:১৫) অর্থাৎ আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ করা এবং মুখে তা উচ্চারণ করাও বুঝানো হয়েছে। এই উভয়টিই যিকরুল্লাহ বা আল্লাহকে স্মরণ করার অন্তর্ভূক্ত হবে। কেবল স্মরণ করে ক্ষান্ত হলে হবে না বরং নিয়মিত সালাতও পড়তে হবে। সালাতের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে আল্লাহ হলো, আমাদের ইলাহ ও রব। তাঁর আনুগত্য করতে আমাদের সদায় প্রস্তুত থাকতে হবে। এ আয়াতে দুটি কথা বলা হয়েছে। প্রথমে আল্লাহকে স্মরণ করা তারপর সালাত পড়া। মনে রাখতে হবে যে, আল কুরআনের পরিভাষায় সালাত আল্লাহকে স্মরণ করার বড় মাধ্যমে। এই অনুযায়ী আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করার পদ্ধতি করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা: সালাতের যে পদ্ধতি প্রচলন করেছেন তার সকল অংশই কুরআনের ইশারা, ইংগিত থেকে গ্রহণ করেছেন। সালাতের প্রতিটি অংশেই আল্লাহর স্মরণ আর স্মরণে ভরপুর।

যারা সৎবৃত্তির পথে চলার ইচ্ছা করে আল্লাহ বলেছেন, আমি তাকে চলার পথ সহজ করে দিবো। এর মানে হচ্ছে, যখন সে সৎবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, এটি তার উপযোগী পথ এবং দুস্কৃতির পথ তার উপযোগী নয়, আর যখন সে কার্যত আর্থিক ত্যাগ ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে এ কথা প্রমাণ করবে যে, তার এই স্বীকৃতি সত্য তখন আল্লাহ তা'আলা এ পথে চলা তার জন্য সহজ করে দিবেন। এ অবস্থায় তার জন্য আবার গোনাহ করা কঠিন এবং নেকী করা সহজ হয়ে যাবে। হারাম অর্থ-সম্পদ তার সামনে এলে সে তাকে লাভের সওদা মনে করবে না। বরং অনুভব করবে, এটা জলন্ত অংগার, একে সে হাতের তালুতে উঠিয়ে নিতে পারে না। ব্যভিচারের সে সুযোগ পাবে। কিন্তু তাকে সে ইন্দ্রিয় লিপ্সা চরিতার্থ করার সুযোগ মনে করে সেদিকে পা বাড়াবে না। বরং জাহান্নামের দরজা মনে করে তা থেকে দূরে পালিয়ে যাবে। সালাত তার কাছে কঠিন মনে হবে না বরং সালাতের সময় হয়ে গেলে সালাত না পড়া পর্যন্ত তার মনে শান্তি আসবে না। যাকাত দিতে তার মনে কষ্ট হবে না। বরং যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত নিজের ধন-সম্পদ তার কাছে নাপাক মনে হবে। মোট কথা, প্রতি পদে পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পথে চলার সুযোগ ও সুবিধা সে লাভ করতে থাকবে। অবস্থাকে তার উপযোগী বানিয়ে দেয়া হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"অথচ এ পথটিই তোমাদের রবের সোজা পথ। আর তাঁর নির্দশনগুলো তাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সুরা আনয়াম:১২৬) আল্লাহ আরো বলেন," আর সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহরই ওপর বর্তায়, যখন বাঁকা পথও রয়েছে।" (সুরা আন নাহল:৯) "নিসন্দেহে পথ নির্দেশ দেয়া তো আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আর আসলে আমি তো আখিরাত ও দুনিয়ার উভয়েরই মালিক।" (সুরা নাহল:১২-১৩)

সালাত আল্লাহর স্মরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এ জন্য কুরআন ও হাদিসে সালাতের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে অত্যাধিক। সালাতের ব্যাপারে গাফলতি তাদেরই হয় যারা দুর্ভাগা। যারা সৎ পথ থেকে বিমুখ হয়েছে তাদের জন্য সালাত কায়েম, যাকাত আদায় ও ইসলামী জীবন যাপন কঠিন হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহই তার এ পথকে কঠিন করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"কাজেই যে (আল্লাহর পথে) ধন সম্পদ দান করেছে,(আল্লাহর নাফরমানী থেকে) দুরে থেকেছে এবং যারা সৎবত্তিকে সত্য মেনে নিয়েছে, তাকে আমি সহজ পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো। আর যে কৃপণতা করেছে, আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং সৎবৃত্তিকে মিথ্যা গণ্য করেছে তাকে আমি কঠিন পথের সুযোগ-সুবিধা দিবো।" (সুরা লাইল:৫-১০)

ইসলামী জীবন যাপন তাদের জন্য কঠিন হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ পথে যে পাড়ি জমাতে চায় সে যদিও বৈষয়িক লাভ, পার্থিব ভোগ, বিলাস ও বাহ্যিক সাফল্যের লোভে এগিয়ে যায় কিন্তু এখানে তাকে নিজের প্রকৃতি, বিবেক, বিশ্ব জাহানের স্রষ্টার তৈরি করা আইন এবং তার চার পাশের সমাজ পরিবেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। সততা, ন্যায় পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, চারিত্রিকি পরিচ্ছন্নতা ও নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘন করে যখন সে সর্বপ্রকারে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও লোভ-লালসা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চালায়, যখন তার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হতে থাকে এবং সে অন্যের অধিকার ও মর্যাদার ওপর হস্তক্ষেপ করতে থাকে তখন নিজের চোখেই সে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবে পরিণত হয় এবং যে সমাজে সে বাস সেখানেও তাকে প্রতি পদে পদে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। সে দুর্বল এসব কার্যকলাপের জন্য তাকে নানা ধরণের শাস্তি ভোগ করতে হয়। আর সে ধনী, শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হলে সারা দুনিয়া তার শক্তির সামনে মাথা নত করলেও মনে মনে তার জন্য সামান্যতমও শভাকাংখা, সম্মানবোধ ও ভালোবাসার প্রবণতা জাগে না। এমন কি তার কাজের সাথী-সহযোগীরাও তাকে বজ্জাত-দুর্বৃত্ত হিসেবেই গণ্য করতে থাকে। আর এ ব্যাপারটি কেবলমাত্র ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না।

আর এ ধরণের লোককে আমি কঠিন পথে চলার সুবিধা দিবো, এ কথা বলার মানে হচ্ছে, তার থেকে সৎপথে চলার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া হবে। অসৎপথের দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হবে। অসৎকাজ করা যাবতীয় উপকরণ ও কার্যকারণ তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হবে। খারাপ কাজ করা তার জন্য সহজ হবে এবং ভাল কাজ করার চিন্তা মনে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই সে মনে করবে এই বুঝি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"নি:সন্দেহে সালাত একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ, কিন্তু আল্লাহ অনুগত বান্দার জন্য নয়।" (সুরা বাকারাহ:৪৫) আর মোনাফেকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:" তারা সালাতের দিকে এলেও গড়িমসি করে আসে এবং আল্লাহর পথে খরচ করলেও তা করে অনিচ্ছাকৃতভাবে।" (সুরা তাওবা:৫৪) এই অবস্থাটিকেই কুরআনের অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে :"আল্লাহ যাকে পথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য খুলে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশকে সংকীর্ণ করে দেন। এবং তাকে এমনভাবে সংকুচিত করেন যার ফলে (ইসলামের কথা মনে হলে) সে অনুভব করতে থাকে যেন তার আত্মা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবে আবিলতা ও অপবিত্রতা বেঈমানদের ওপর চাপিয়ে দেন।"(সুরা আনয়াম:১২৫) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে: "তাদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের ওপর জবরদস্তি আরোপিত জরিমানা মনে করে।"সুরা তাওবা: ৯৮)

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

জর্জিয়ায় মাকে হত্যার পর বাংলাদেশী

(শেষের পাতার পর)

কৃষ্ণাঙ্গ এক যুবতীর কয়েক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তৌফিক ওই যুবতীকে বিয়ে করবে বলে পরিবারকে জানায়। বিয়েতে পরিবারের সম্মতি না থাকায় তার মা-বাবার সাথে তৌফিকের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এ বিষয়টি নিয়ে পরিবারে প্রায়ই নানা কলহের সৃষ্টি হয়। ঘটনার দিন অর্থাৎ গত ২৯ ডিসেম্বর মায়ের সাথে আবারও ঝগড়া বাধে তৌফিকের। মা-ছেলের চরম বাক-বিতন্ডার এক পর্যায়ে মায়ের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং মাকে গুলি করে হত্যা করেন তৌফিক। এ সময় অন্য কেউ বাড়িতে ছিলনা। সন্ধ্যার দিকে তার ছোটভাই বাড়িতে এসে দরজা খুলেই ঘরের ভেতর মা ও ভাইয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মা ও ছেলের মরদেহ স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

তৌফিকের বাবার নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের ঝালকাঠি জেলায়। সম্প্রতি ক্রয় করা নিজের লাইসেন্সকৃত আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে মাকে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যা করেছেন বলে স্থানীয় প্রবাসীদের ধারনা। এ ব্যাপারে মেরিয়াট্টা পুলিশ ডিপার্টমেন্টে একটি অপমৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে।

এদিকে গত ৬ জানুয়ারী শুক্রবার স্থানীয় আত্তাকোয়া মসজিদ প্রাঙ্গনে জুমার নামাজের পর মা ও ছেলের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা ছাড়াও ভিনদেশি অনেক মুসল্লিরা অংশ নেন। পরে নিউটন কাউন্টিতে অবস্থিত মুসলিম কবরস্থানে মা ও ছেলের লাশ দাফন করা হয়।

ওটস খাওয়ার উপকারিতা

(শেষের পাতার পর)

এই খাবার খেলে মেলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি। সেই সাথে এতে থাকে অ্যাভিন্যানথ্রামাইড, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়।

ফাইবার ও অ্যাভিন্যানথ্রামাইড ছাড়াও ওটস খেলে মিলবে পর্যাপ্ত আয়রন, প্রোটিন, ভিটামিন 'বি'-সহ আরো অনেক পুষ্টি উপাদান। বিশেষ করে এতে থাকা ভিটামিন 'বি' কার্বোহাইড্রেট ভেঙে হজমপ্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক ওটস খেলে কী স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যাবে–

কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে : আমাদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ওটস। এতে থাকা বিটা গুটেন নামক বিশেষ ধরনের ফাইবার এই কাজে সাহায্য করে। আপনি যদি প্রতিদিন তিন গ্রামের মতো ওটস খেয়ে থাকেন তবে তা প্রায় ৮ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিশেষভাবে কার্যকরী ওটস। এতে থাকা বিটা গুটেন এই কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ফলে শরীরে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ সহজে বাসা বাঁধতে পারে না।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে : উচ্চ রক্তচাপ কিংবা নিম্ন রক্তচাপ দুটোই শরীরের জন্য ক্ষতিকার। তাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে ওটস। নিয়মিত ওটস খেলে তা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। সেই সাথে কমে মানসিক চাপ ও হাইপার টেনশনের ঝুঁকিও।

হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখে : হার্ট ভালো রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখে ওটস। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান শরীরের ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। যে কারণে কমে হার্টের অসুখের ঝুঁকি। তাই হার্ট ভালো রাখতে চাইলে নিয়মিত ওটস খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে :ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উপকারী খাবার হতে পারে ওটস। কারণ এটি লো ক্যালোরি ও সুগার ফ্রি হওয়ায় ডায়াবেটিস রোগীর জন্য বিশেষ উপকারী। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে নিয়মিত ওটস খেতে পারেন। সকালের নাশতায় ওটস রাখলে উপকার পাবেন। ইন্টারনেট।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব দেয়

(প্রথম পাতার পর)

গুরুত্বের সাথে স্মরণ করতে চাই"। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের পরিচয়পত্র গ্রহণকালে এক লিখিত মন্তব্যে তিনি একথা বলেন।

গম্প্রতি হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্টের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়পত্র পেশ করার সময় রাষ্ট্রদূত ইমরান প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা জানান।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে জো বাইডেন বলেন, দুদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন তার সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। তিনি বলেন, "আমার প্রশাসন দুদেশের সম্পর্ককে আরও গভীর করার জন্য আপনার সাথে কাজ করার জন্য আগ্রহী, কারণ আমরা আগামীর সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করব। ওয়াশিংটনে আপনাকে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত"।

প্রেসিডেন্ট তার লিখিত মন্তব্যে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে 'একটি অসাধারণ গল্প' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবিক, উদ্বাস্তু, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা, এবং সন্ত্রাস দমন, সামুদ্রিক এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

জো বাইডেন বলেন, বাংলাদেশ তার বৃহত্তর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক শক্তিতে প্রসারিত করেছে যা বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে একটি প্রধান অংশগ্রহণকারী হতে প্রস্তুত।

তিনি বলেন, "আমি আশা করি আমাদের দেশগুলি গণতান্ত্রিক শাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, শরণার্থী এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের সাফল্যে বিনিয়োগ করছি এবং সমস্ত বাংলাদেশিদের স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করার এবং তাদের দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষমতাকে সমর্থন করি"।

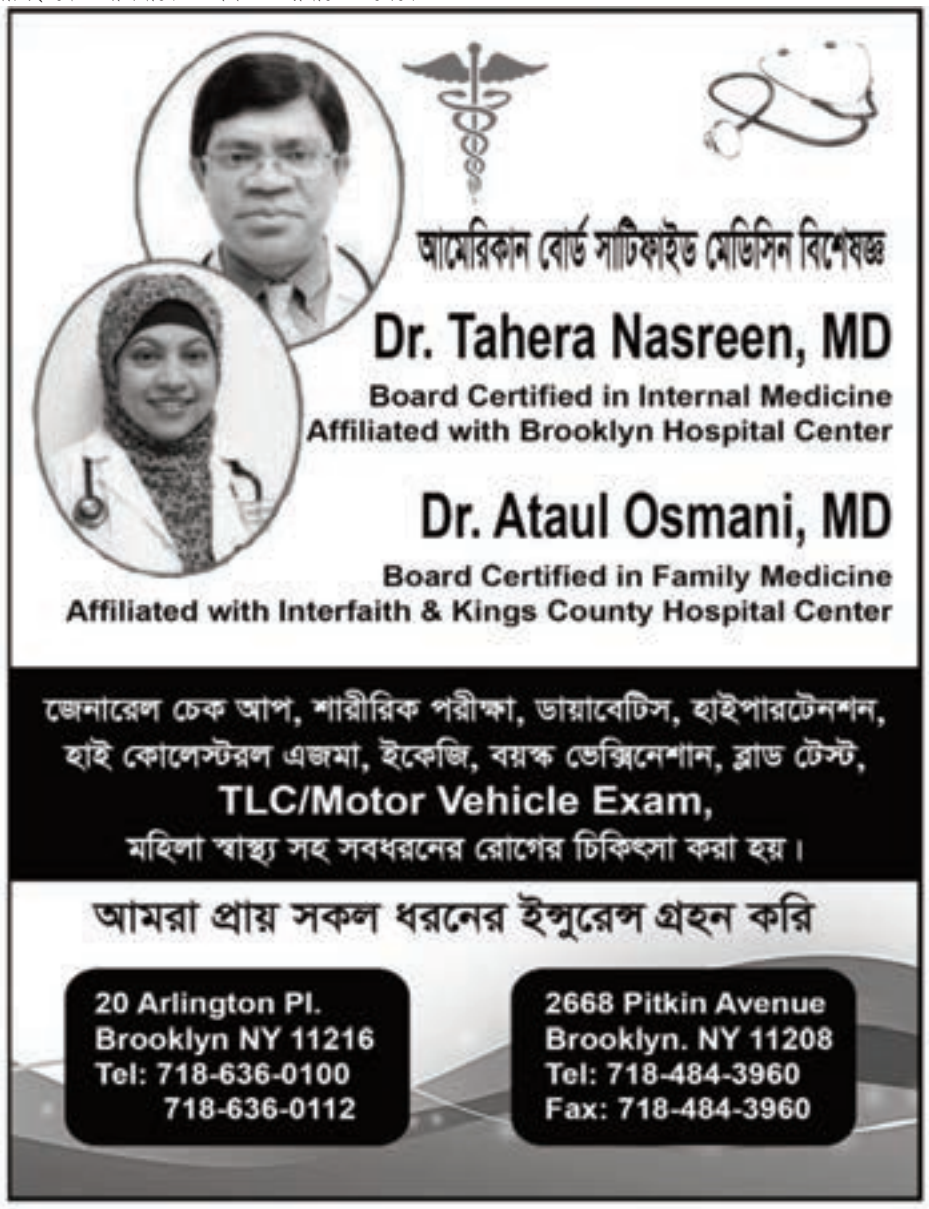
প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করে প্রেসিডেন্ট বলেন, তারা এই উদ্বাস্তু ও তাদের আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়কে সহায়তা এবং তাদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এই মানবিক সংকটের টেকসই ও স্থায়ী সমাধান খুঁজতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কোভিড-১৯ মহামারী বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, কোভিড-১৯ গ্লোবাল অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত। তিনি বলেন, "আমরা সামনের মাস এবং বছরগুলিতে আমাদের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব প্রসারিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"।

করোনভাইরাস মহামারীর পরে প্রথমবারের মতো হোয়াইট হাউজে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের ব্যক্তিগতভাবে পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমরানসহ বিভিন্ন দেশের ১০ জন রাষ্ট্রদূত এই পরিচয়পত্র পেশ করেন।

হোয়াইট হাউজ থেকে ফেরার পর রাষ্ট্রদূত ইমরান বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।









বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩
ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাইনিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা)
ডি-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বাসা ভাড়া

১১৮-১১ ২০১ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। বাসা খালি আছে। যোগাযোগ: নাঈম।
ফোন: ৯২৯-৪২৪-৬৬৩৪
ন-২১/২৮

আবশ্যক

মেইন শেফ আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি রেষ্টুরেন্টে আকর্ষণীয় বেতনে কাজ করার জন্য মেইন শেফ ও তান্দুরী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-২২৮-৯১৪১ (ওনার)
ডি-০৫/১২

বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯। ডি-০৫/১২

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯
ডি-০৫/১২

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮। অক্টো-৩১

আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক।
যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

রুমমেট আবশ্যক

ইস্টএলমাস্টের নরর্দানবুলেবার্ড এলাকার ৮১স্টিটের উপরে ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে দ্বিতীয় তলায় দুইজন রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-২৬/জা-০২

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

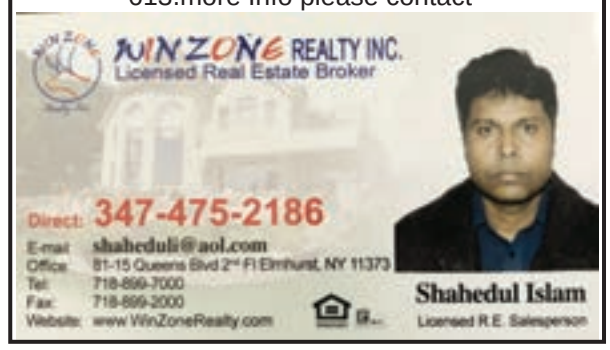
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





বাঙালী কইন্যার লেখনীতে বিশ্বজয়

(শেষের পাতার পর)

প্রকাশক সাইমন অ্যান্ড শুস্টার, যা বিশ্বের 'বড় পাঁচটি' প্রকাশনা সংস্থাগুলির মধ্যে একটি। তারা বাংলাদেশী-আমেরিকান শিক্ষক এবং লেখক প্রিয়াঙ্কা তসলিমের প্রথম উপন্যাস, 'দ্য লাভ ম্যাচ' গত ৩ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় প্রকাশ করেছে। প্রকাশনার আগে থেকেই এই উপন্যাসটি ছিল বহু কাঙ্খিত। ২০২৩ সালের বহুল প্রত্যাশিত বইয়ের তালিকায় স্থান করেছিল 'দ্যা লাভ ম্যাচ'। উপন্যাসটি ফিচার করেছে "টিন ভগ", "প-পসুগার" এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেস। একাধিক প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড রিভিউয়ার থেকে পেয়েছে তারকাচিহ্নত রিভিউ, নির্বাচিত হয়েছে মর্যাদাপূর্ণ জুনিয়র লাইব্রেরী গিল্ড গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড-এ। বর্তমানে জানুয়ারী মাসের অ্যামাজন এডিটর'স পিক এ বেস্ট ইয়াং এডাল্ট নভেল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।

এই উপন্যাসটি প্রকাশে আগ্রহ দেখিয়েছে বিশ্বের প্রথম সারির প্রকাশনা সংস্থাগুলো। তাই এটি একটি নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমান প্রকাশক সাইমন অ্যান্ড শুস্টার অর্জন করে। একাধিক আগ্রহী প্রকাশনা সংস্থার প্রবল আগ্রহের মধ্যে লক্ষাধিক ডলারে, ছয় অঙ্কের নিলামে প্রকাশক প্রিয়াঙ্কা তসলিমের উপন্যাসটির সত্ত্ব গ্রহন করেন। এটি কোন বাংলাদেশী প্রধান চরিত্র নিয়ে এবং বাংলাদেশী সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে প্রথম সারির ইংরেজি প্রকাশকের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস গুলির মধ্যে একটি। যা বাংলাদেশী সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের একটি নতুন দরজা খুলে দিল। এটি এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল যা বাংলাদেশী তরুন প্রজন্ম ও সম্ভাবনাময় তরুন লেখকদের করবে অনুপ্রাণিত।

আগামী ২ মার্চ থেকে আন্তর্জাতিকভাবে সারা পৃথিবীজুড়ে বইটির ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশ করবে সাইমন অ্যান্ড শুস্টার ইউ.কে। যুক্তরাষ্ট্রে বইটি বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতা থেকে পাওয়া যাবে বার্নস অ্যান্ড নোবেল, টার্গেট, অ্যামাজন, এবং ওয়ালমার্ট থেকে। আমেরিকা ও কানাডা



জুড়ে স্থানীয় বইয়ের দোকানেও পাওয়া যাবে কাঙ্খিত এই উপন্যাস-টি।

'দ্য লাভ ম্যাচ' হল একটি তারুন্যের গল্প যা ১২ থেকে ১৮ বা তার বেশি বয়সের পাঠকদের জন্য লেখা। উপন্যাস-টি আবর্তিত হয়েছে একটি বাংলাদেশী প্রধান চরিত্র এবং আমেরিকান বাংলাদেশী সংস্কৃতির আবহে। কাহিনী গতি পেয়েছে প্যাটারসন, নিউজার্সী, যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী প্রবাসী কমিউনিটির দৈনন্দিন যাপিত জীবনের টানাপড়েনে। অষ্টাদশী জাহরা খান এই গল্পের নায়িকা, যে প্রথম প্রজন্মের আমেরিকান অভিবাসী, যার শেকড় ও সংস্কৃতি জুড়ে আছে বাংলাদেশ। ত্রিভুজ প্রেমের এই গল্প রচিত হয়েছে জাহারা ও তার মাযয়ের আবেগঘন সম্পর্ক অনুসরণ করে। বাবার মৃত্যুর পর, সিলেটি বাংলাদেশী প্রবাসী সমাজে টিকেথাকা, জীবন সংগ্রাম ও তাদের একান্ত পথচলা এই গল্পের উপজীব্য। গ্রীষ্মকালে জাহরার কলেজে পড়া উচিত, কিন্তু তার পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে, তাকে পুরো সময় কাজ করতে হয়। জাহারার শান্ত গ্রীষ্ম একটি অপ্রত্যাশিত মোড় নেয় যখন তার মা একটি স্থানীয় বাংলাদেশী পরিবারে জাহরাকে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

অনেক ধুমধাম করে মুক্তি পায় "দ্যা লাভ ম্যাচ" যা ইতিমধ্যেই দারুন প্রশংসা কুড়িয়েছে ও পেয়েছে তুমুল পাঠক প্রিয়তা! নভেম্বর ১৮ তারিখ ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার্স অফ ইংলিশ-এ আলোচনা, ২ ও ৩ জানুয়ারী ভার্চুয়াল ইভেন্ট করার পর, প্রিয়াঙ্কা ৪ জানুয়ারী পেনসিলভানিয়ার বেনসালেমের নেশামিনি মল বার্নস অ্যান্ড নোবেলে একটি ইভেন্ট করেছিলেন এবং তারপরে ৬ জানুয়ারী ম্যানহাটনের বুকস অফ ওয়ান্ডারে লেখক অ্যানের সাথে আরেকটি লাইভ ইভেন্ট করেছিলেন। ১২ জানুয়ারি মনটিক্ল্যায়ার পাবলিক লাইব্রেরী, ৩ মার্চ নর্থ টেক্সাস টিন বুক ফেস্টিভাল এ উপন্যাসের ব্যাপারে সরাসরি আলোচনা করবেন ও পাঠকদের প্রশ্নউত্তর এর জবাব দিবেন। বইটির হার্ডকভারের দাম সাধারণত ১৯.৯৯ ইউএস ডলার কিন্তু বর্তমানে সীমিত সময়ের জন্য Target.com Ges Amazon.com উভয়েই বিক্রি হচ্ছে বিশেষ ডিস্কাউন্টে|

প্রিয়াঙ্কার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা নিউজার্সীর প্যাটারসনে এবং বর্তমানে কাছাকাছি থাকেন। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক। তিনি কিশোর বয়স থেকেই পড়তে পছন্দ করেন এবং তার বাবা-মা তাকে ঘুমানোর সময় গল্প বলতেন বা পরে শোনাতেন। তিনি হাইস্কুল থেকেই লেখার হাতেখড়ি নিয়েছেন তার চারপাশে ঘটে যাওয়া মুহূর্ত নিয়ে কিন্তু কলেজ পর্যন্ত বাংলাদেশী চরিত্রগুলি লেখেননি কারণ তিনি ভেবেছিলেন আমেরিকান দর্শকরা তাদের প্রতি আগ্রহী নাও হতে পারে। প্যাটারসনে তার পরিবারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

তার বাবা সেলিম চৌধুরী বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের শাহবন্দর পতন জমিদার বাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। তার মা হুসনে আরা আহমেদ সিলেটের তাজপুরের চান্দাইর পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। মাতৃভূমি থেকে হাজার মাইল দূরে বিশ্ব মানচিত্র আরও একবার নতুন করে চিনিয়ে দিতে পেরে তারা গর্বিত প্রিয়াঙ্কা তসলিমের বিশ্বজয়ী অর্জনে!



প্রবাসীদের বিক্ষোভ : বিচার দাবী

(শেষের পাতার পর)ক

রে হত্যাকারী পুলিশের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। একই সাথে তারা অভিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য সংশ্লিষ্ট নগর কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত বুধবার (জানুয়ারী ৪) দুপুরে পুলিশের গুলিতে সাইদ ফয়সাল ওরফে আরিফ (২০)-কে লক্ষ্য করে ক্যামব্রিজে পুলিশ গুলি করলে সে ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে বোস্টনের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির পর সন্ধায় সাইদ ফয়সাল মারা যান।

তবে পুলিশ দাবি করছে যে, সাইদ ফয়সালের হাতে একটা লম্বা ছুরি দেখতে পেয়ে তাকে সেটা নিচে নামাতে বলেন। কিন্তু সে সোজা পুলিশের দিকে ধেয়ে আসছিল ফলে পুলিশ তাকে গুলি করে।

এ ঘটনাটি মুহূর্তের মধ্যে বোস্টনসহ পার্শ্ববর্তী একালায় প্রবাসীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রবাসীরা।

এদিকে সাইদ ফয়সাল হত্যায় জড়িত দোষী পুলিশের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে ক্যামব্রিজ নগর ভবনের সামনে শতশত প্রবাসী জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানান। উক্ত সমাবেশে বোস্টন ও ক্যামব্রিজসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার নানা শ্রেনীপেশার প্রবাসীরা অংশ নেন। এ সময় 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে উক্ত এলাকা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাইদ ফয়সাল ওরফে আরিফকে পুলিশ কর্তৃক হত্যার ঘটনা আমরা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছি না। বাবা-মার একমাত্র ছেলে ফয়সালের করুণ মৃত্যুতে তার পরিবার ভীষন অসহায় হয়ে পড়েছে। তাদেরকে সান্তনা দেবার ভাষা আমাদের জানা নেই। তাই দোষী পুলিশদের অবিলম্বে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান প্রবাসী বক্তারা।

ক্যামব্রিজ সিটি মেয়র সুম্বুল সিদ্দিকি ও কাউন্সিলম্যান বু-রহান আজিম বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতাদের সাথে বসে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন নিউ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন (নিবাফ)-এর কর্মকর্তারা। ক্যামব্রিজ সিটি মেয়র ও কাউ-সিলম্যানের উদ্যোগে খুব শিগগির ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ও পুলিশ কমিশনারের সাথে তারা আলোচনা করবেন উল্লেখ করেন নিবাফ।

নিহত সাইদ ফয়সাল ওরফে আরিফের দেশের বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে বলে জানা গেছে। ইউনিভার্সিটি অব বোস্টন (ইউম্যাস)এ পড়াশশোনা করতেন। তার পরিবারের প্রায় সকলেই বোস্টনে বসবাস করেছেন।

'অবিবাহিত' রোনালদোর জন্য আইন পাল্টাবে সৌদি?

(শেষের পাতার পর)

এশিয়ার দেশটিতে তার সঙ্গে এসেছেন বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি। রেকর্ড পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সৌদির ক্লাবটিতে যুক্ত হলেও তাকে নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কারণ সৌদির মতো রক্ষণশীল দেশে বিয়ে না করে বান্ধবী-সন্তান নিয়ে বসবাস করছেন সিআর সেভেন।

সৌদি আরবের আইনে লিভ ইন নিষিদ্ধ। অর্থাৎ বিয়ের আগে কোনো নারী-পুরষ একসঙ্গে থাকতে পারবেন না। এখানেই আইন ভেঙেছেন রোনালদো আর জর্জিনা। একাধিক সন্তান থাকলেও তারা বিয়ে করেননি। অদূর ভবিষ্যতে বিয়ে করার সম্ভবনাও নেই বলেও গুঞ্জন আছে। আইন অনুযায়ী, লিভ ইন করলে তাদের জেল অথবা জরিমানা হতে পারে। কিন্তু রোনালদোর ক্ষেত্রে কিছুই হচ্ছে না। স্পেনের সংবাদমাধ্যম 'ইএফই'কে সৌদি আরবের একজন আইনজীবী বলেছেন, রোনালদো ও জর্জিনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মনে হয় না। যদিও আমাদের আইনে বিয়ে করা ছাড়া নারী ও পুরুষের একসঙ্গে থাকাটা নিষিদ্ধ, কিন্তু এমন বিষয় এখন কর্তৃপক্ষ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তবে হ্যাঁ, আইন তখনই প্রয়োগ করা হবে, যখন কোনো অপরাধ বা সমস্যার সৃষ্টি হবে তখন।

এখানেই নাকি আপত্তি জানাচ্ছে সৌদির জনগণ। ইএফইসহ বিশ্বের বেশ কিছু গণমাধ্যম দাবি করছে, সৌদি কর্তৃপক্ষ নাকি আইন সংশোধনের কথা ভাবছে! তবে সৌদির সেই আইনজীবী ইএফইকে বলেছেন, 'বিয়ে না করলে নারী-পুরুষের একসঙ্গে থাকায় নিষেধাজ্ঞার আইন এখনো বহাল আছে। তবে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ বিদেশিদের ক্ষেত্রে এখন আর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না।'

আইনজীবীর ভাষ্যমতে, আপাতত সৌদি কর্তৃপক্ষ রোনালদোর বিষয়টি দেখেও না দেখার ভান করবে। তবে ভবিষ্যতে কী হবে—সেটা অনিশ্চিত!

বিরতি ভেঙে অভিনয়ে ফিরলেন রিচি সোলায়মান

(শেষের পাতার পর)

জনপ্রিয়। সেই রিচি দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী তিনি। টেলিভিশন পর্দা থেকেও দূরে। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ঢাকায় অবস্থান করছেন রিচি। অভিনয়, নৃত্য ও মডেলিং মাধ্যম থেকে দূরে ছিলেন রিচি। দীর্ঘদিন পর অভিনয়ের জন্য ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন এক সময়ের দর্শকপ্রিয় এই অভিনেত্রী। জানা গেছে, সম্প্রতি মাহমুদ নিয়াজ চন্দ্রদ্বীপের 'মৎস্য কন্যা'য় কাজ করেছেন তিনি। মৎস্য কন্যা মূলত সমুদ্র উপকূলে জীবন জীবিকার তাগিদে সংগ্রাম করা এক মেয়ের গল্প।

মাহমুদ নিয়াজ চন্দ্রদ্বীপ বলেন, 'আসলে এ ধরনের গল্প নিয়ে কাজ করা একটু চ্যালেঞ্জিং হলেও রোমাঞ্চকর। পরিবেশের ওপর নানা অত্যাচারে জীব ও বৈচিত্র্যে নানান পরিবর্তনের দায় এবং ভুক্তভোগী হতে হয় নারীদের এমন গল্প নিয়েই নির্মাণ করেছি এই গল্পটি।'

রিচি ছাড়াও এতে আরো অভিনয় করেছেন সাবরিন আজাদ, সাদ্দাম মাল এবং সৈকত সিদ্দিক। পান্ডলিপি তৈরি আবদুল্লাহ মাহফুজ অভি এছাড়া চিত্রগ্রহণ হোসাইন আরমান। খুব শিগগিরই ফিকশনটি প্রচারে আসবে।



তিনি ছিলেন আলোকিত মানুষ আপাদমস্তক সাংবাদিক

(শেষের পাতার পর)

চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। খবর ইউএনএ'র।

বিশিষ্ট সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণে শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত সভায় বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক, নিউইয়র্ক বাংলা ডট কম সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণের সঞ্চালনায় ব্যতিক্রমী এই স্মরণ সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সাংবাদিক আবিদ রহমন।

সভায় স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন এর সিইও আবু তাহের (ভার্চুয়ালী), সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সিনিয়র সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের, বিশিষ্ট সাংবাদিক মনির হায়দার, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আব্দুল বাতেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিনহাজ আহমেদ, একেএম নূরুল হক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র বার্তা সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাক-এর বিশেষ প্রতিনিধি শহীদুল ইসলাম, টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র বিশেষ প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী, ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, বিশিষ্ট সাংবাদিক মনিজা রহমান, নিউজ প্রেজেন্টার আইরিন রহমান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ)-এর সাংবাদিক আবুল কাশেম, ছড়াকার সামস চৌধুরী রুশো, শো টাইম মিউজিক এর কর্ণধার আলমগীন খান, সাংস্কৃতিক কর্মী মোশাররফ হোসেন, গোপাল স্যানেল প্রমুখ।

সভায় মরহুম মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পুত্র রিয়াজ আহমেদ এবং মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর লেখা কবিতা পাঠ করেন পারভীন সুলতানা।

সভায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক মাহমুদ রেজা চৌধুরী, আজিজুল হক, গ্রাফিক্স ওয়ার্ড-এর শাকিল মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মাইন উদ্দিন আহমেদের পুত্র রিয়াজ আহমেদ বলেন, আব্বা বাংলাদেশ অবজারভার, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সহ বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকায় কাজ করতেন, কোথাও নিয়মিত বেতন হতো না। মাসের পর মাস অর্থকষ্টে থাকতে হতো আব্বাকে। সংসার চালাতে জীবনের বেশীরভাগ সময় আব্বাকে দিনে ও রাতে দুই শিফটে চাকরী করতে হয়েছে। অনেক কষ্ট করে তিনি আমাদের মানুষ করেছেন। তিনি তার পিতার মাগফেরাত কামনায় সবার দোয়া কামনা করেন। ছবি: নিহার সিদ্দিকী





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 9 // 2023

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বার সভাপতি-সম্পাদককে হাইকোর্টে তলব

ঢাকা ডেস্ক: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ ফারুককে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও অশালীন আচরণের ঘটনায় জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি তানভীর ভূঁইঞা, সম্পাদক (প্রশাসন) মো. আক্কাস আলী ও জুবায়ের ইসলামসহ তিন আইনজীবীকে তলব করেছেন হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চ আদালত অবমাননার রুলসহ এ আদেশ দেন। আগামী ১৭ জানুয়ারী হাইকোর্টে হাজির হয়ে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। গত ২ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে 'এজলাসে আদালতের বিচারক ও কর্মচারীদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও অশালীন আচরণের জন্য আদালত অবমাননার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রার্থনা' শীর্ষক একটি চিঠি পাঠান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের-১ এর বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ ফারুক। এ চিঠি প্রধান বিচারপতি বরাবরে উপস্থাপন করেন রেজিস্ট্রার জেনারেল।



ফিলাডেলফিয়া সিটির মেয়র প্রার্থী হেলেন জীম'র নির্বাচনী সভা ও ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত

পেনসিলভেনিয়র: ফিলাডেলফিয়া সিটির আগামী নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী বাংলাদেশী কমিউনিটির হিতৈষী এবং বর্তমান ফিলাডেলফিয়ার কাউন্সিল উইমেন 'হেলেন জীম' অংশগ্রহন করবেন বিধায় সর্বপ্রথম অফিসিয়ালী বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে মত বিনিময় এবং নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ সভা গত ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত সভাটির আয়োজক ছিলো 'ফ্রেন্ডস অব হেলেন জীম'-এর সদস্যবৃন্দ। সভায় পেনসিলভেনিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহন করেন। সভায় আগত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন স্বাস্থ্য কমিশনার এবং আমেরিকান পাবলিক হেলথ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ড. ওয়াল্টার সোউ। সভায় বক্তারা বলেন, মেয়র পদপ্রার্থী হেলেন জীম ফিলাডেলফিয়া শহরের সব ধরনের উন্নতি, শিক্ষার মান, ইমিগ্র্যান্টদের সুবিধা ও সন্মান ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে বহু বছর থেকে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। সেই ক্ষেত্রে মতবিনিময় সভাq বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সভায় হেলেন জীম বলেন, এটি হলো তার প্রথম তহবিল সংগ্রহের নৈশভোজ এবং তিনি কমিউনিটির উৎসাহ এবং সমর্থন দেখে কৃতজ্ঞতা এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সভায় শহরের ভবিষ্যত এবং অভিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমিকা এবং একীকরণ সম্পর্কে কমিউনিটি নেতাদের বিভিন্ন প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক। সবশেষে সভায় অন্যতম উদ্যোক্তা প্রফেসর ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন শিঘ্রই বাংলাদেশী কমিউনিটি থেকে আরো অনেক সহায়তা দিয়ে কমিউনিটির শক্তিশালী ভূমিকা রাখার আশা প্রকাশ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



কোরআন-গীতা-বাইবেল-ত্রিপিটকে হাত রেখে

শপথ নিলেন আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড'র নির্বাচিত সদস্য সুব্রত চৌধুরী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পবিত্র কোরআন, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটকে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করলেন বাংলাদেশী-আমেরিকান সুব্রত চৌধুরী। গত ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 'আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড'র নির্বাচিত সদস্য হিসেবে তিনি এ শপথ গ্রহণ করেন।

ঐদিন সিটি স্কুল বোর্ডের সভাকক্ষে সুব্রত চৌধুরীকে শপথ বাক্য পাঠ করান আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র। শপথ অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যরাও তার সাথে ছিলেন। এসময় হল ভর্তি বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোকজন তাকে করতালি ও হর্ষধবনির মাধ্যমে অভিনন্দিত করেন।

গত নভেম্বর মাসের আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড নির্বাচনে সুব্রত চৌধুরী প্রথম এশিয়ান আমেরিকান হিসাবে সর্বাধিক ভোট পেয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে বিজয়ী হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যে ক্যাসিনো সিটি হিসেবে পরিচিত এই সিটিতে দক্ষিণ এশিয়ান কমিউনিটির মধ্যে বাংলাদেশীরা সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে রয়েছে মূলধারার রাজনীতি ও প্রশাসনে।

উল্লেখ্য, সুব্রত চৌধুরী ২০১২ সালে অভিবাসীর মর্যাদা নিয়ে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। আটলান্টিক কাউন্টি গভর্নমেন্ট এর হিউম্যান সার্ভিসেস স্পেশালিস্ট পদে কর্মরত সুব্রত চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর থেকেই সংবাদ মাধ্যমের সাথে যুক্ত হয়ে কমিউনিটি সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য কমিউনিটির সর্বমহলে তিনি প্রশংসিতও হয়েছেন।

২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড এর সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণের সময়ও তিনি পবিত্র চার ধর্মগ্রন্থে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছিলেন।



নিউইয়র্কের ৭৯ স্কুলে 'হালাল খাবার' সরবরাহের সিদ্ধান্ত

(শেষের পাতার পর)

ব্যবস্থা এতদিন অনেকটাই কম ছিল। তবে এই খাতে সম্প্রতি নিউইয়র্কের সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস ও সিটি স্কুলের চ্যান্সেলর ডেভিড সি ব্যাঙ্কস ৫০ মিলিয়ন ডলার মূলধন বিনিয়োগের ঘোষণা দেন। এর মাধ্যমে শহরের ৭৯টি স্কুলের মধ্যাহ্নভোজে হালাল খাবার সরবরাহ করা হবে।

'ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স' প্রোগ্রামের আওতায় এই মূলধন বিনিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্কের ইসলামিক লিডারশিপ কাউন্সিলকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। শহরের কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস এই সিদ্ধান্তের জন্য মেয়র অফিস এবং সিটি কাউন্সিলের প্রশংসা করেছে। নাগরিক অধিকার সংস্থাটি শহরের বাজেটে হালাল খাবারের সরবরাহ বৃদ্ধিকে একটি ধারাবাহিক কর্মসূচিতে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছে। 'ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স'-এ দুটি প্রধান বিষয় রয়েছে। এর একটি হলো- খাবার বিতরণের পদ্ধতির উন্নতি করা অর্থ্যাৎ খাবার নেওয়ার সময় দীর্ঘ লাইন যেন না দিতে হয় সেইব্যবস্থা করা। অন্যটি হলো- বিকল্প খাবারের ব্যবস্থা থাকা, অর্থ্যাৎ হালাল খাবারের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

বর্তমানে নিউইয়র্কের ৭৯টি স্কুলে হালাল খাবার মিলছে। এছাড়া যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এতে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। হালাল খাবারে সাধারণত 'এইচ' অক্ষর দিয়ে লেভেল করা থাকে। এর অর্থ হলো- এই খাবার ইমামরা পরীক্ষা করেছেন এবং এর মধ্যে হারাম কোনো মিশ্রণ নেই। তিনি বলেন, 'এটি নিয়ে আমি উত্তর আমেরিকার ইসলামিক সার্কেল ও স্থানীয় বাংলাদেশী নেতাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কাজ করেছি। হালাল খাবারের প্রয়োজনীয়ত বিশাল। এর সঙ্গে আমরা সব মুসলিম বাচ্চাদের জন্য অন্তর্ভুক্ত করবো অসাধারণ পরিবেশ। এটি আমাদের আরও গর্বিত করবে।' হিলক্রেস্ট হাই স্কুল নিউইয়র্কের হালাল সার্টিফায়েড একটি স্কুল। এর সামনে থেকে নিউইয়র্ক সিটি

সিটি মেয়রের মুসলিম লিয়াজন মোহাম্মদ বাহে বলেন, 'এখানকার ক্যাফেটেরিয়ায় প্রায় সব খাবারই হালাল।







এমনটি আগে ছিল না।' তিনি বলেন, 'ইনশাআল্লাহ নিউইয়র্ক সিটির প্রত্যেক মুসলিম শিক্ষার্থী তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী খাবার খুঁজে পাবে। তারা ভালো কিছু এবং হালাল খাবার খেতে পারবে ও পড়ালেখায় মন দিতে পারবে। এখন যা ঘটছে তা নিয়ে আমরা খুব খুশি। সুন্দর ঘোষণাটিতে মেয়র নিজেই সমর্থন জানিয়েছেন। এটি মুসলিম কমিউনিটির জন্য সুন্দর বিজয়। ইনশাআল্লাহ আমাদের কমিউনিটির জন্য আরও বিজয় আসবে।'

আরেক নারী মিস আশরাফ বলেন, আমি নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলের একটি অংশ। তারপরও আমি কখনও হালাল খাবারের অপশন পাইনি। সবসময় হয় ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে, নয়ত সামান্য কোনো খাবার খেতে হয়েছে। মুসলিম শিক্ষার্থীদের হালাল খাবারের অপশনের সিদ্ধান্তের কারণে আমাদের কমিউনিটির জন্য আমি গর্বিত। তিনি বলেন, নিউইয়র্কের প্রতিটি স্কুলে হালাল খাবার থাকবে যা ইমামদের দ্বারা পরীক্ষিত। এছাড়া প্রত্যেক স্কুলে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যাতে এসব খাবার অন্য খাবারের সঙ্গে না মিশে যায়। আমাদের শিশুরা এখন আর স্কুলে গিয়ে ক্ষুধার্ত থাকবে না ইনশাআল্লাহ। বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনসহ যাদের বদৌলতে এমন সিদ্ধান্ত এসেছে আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করুন।

আইটিভিইউএসএ এর এর সিইও, ইমাম ও এনওয়াইএস চ্যাপ্লেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং ডিওই চ্যান্সেলর ব্যাঙ্কস আজ ঘোষণা করেছেন যে, ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স সিটি ৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। এর মধ্যে স্কুলগুলোকে হালাল খাবারের জন্য প্রত্যয়িত করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিউইয়র্কের ইসলামিক লিডারশিপ কাউন্সিলকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তারা এ পর্যন্ত ৭৯টি স্কুলকে সার্টিফাই করেছে। ৭৯টি পাবলিক স্কুল এখন তাদের মুসলিম ছাত্রদের হালাল খাবার অফার করে। মাশাল্লাহ! এটা আমাদের বাচ্চাদের অধিকার, আমাদের বিশ্বাস সব জায়গায় হালাল খাবার থাকবে। আমাদের এখনও আরও কাজ আছে। জুমার নামাজের আজান পরের ধাপ।

প্রসঙ্গত, কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স (সিএআইআর), আইটিভি ইউএস, ইন্টারফেইথ সেন্টার অব ইউএসএ, এমসিসিসহ আরও অনেকগুলো অর্গানাইজেশন মুসলমানের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের ইস্যুতে কাজ করে থাকে।

তথ্যসূত্র: এবিসি, এনওয়াই ওয়ান ও নিউইয়র্ক প্রশাসনের ওয়েবসাইট





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA


জর্জিয়ায় মা ও পুত্রের জানাযার দৃশ্য

জর্জিয়ায় মাকে হত্যার পর বাংলাদেশী যুবকের আত্মহত্যা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যে মাকে গুলি করে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যা করেছেন এক বাংলাদেশী যুবক। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের মেরিয়াট্টা শহরে গত সপ্তাহে এ ঘটনাটি ঘটলেও খবরটি শুক্রবার (৬ জানুয়ারী) প্রকাশ পায়। জানা যায়, বাংলাদেশী যুবক তৌফিক ইসলাম (২৯)-এর সাথে আমেরিকান (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ব্যবসা-বাণিজ্যে আল্লাহর স্বরণ বজায় রাখুন

জাফর আহমাদ

জহুরের সময় যায় যায়, আসরের ওয়াক্ত কাছাকাছি। আসরের সময়ও যায় যায়. সুর্য ডুবে ডুবে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

৩৭ বছর পর পূর্ণ হলো জালালাবাদবাসীর স্বপ্ন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অবশেষে নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইনক এর নিজস্ব ভবন উদ্বোধন হলো। অবসান হলো সকল জল্পনা-কল্পনার। রোববার (৮ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় ভবনটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর উদ্বোধন হয়। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী সিলেটবাসীসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণে নিউইয়র্কে সভা

তিনি ছিলেন আলোকিত মানুষ আপাদমস্তক সাংবাদিক

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণে নিউইয়র্কে সভা হয়েছে। ব্যতিক্রমী এই সভায় বক্তারা মরহুমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ব্যক্তিগত জীবনে মাইন উদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন আলোকিত মানুষ, আপাদমস্তক সাংবাদিক, নিভৃতচারী হাসিখুশি জেনটেলম্যান। তিনি তার কথায়, আচার-আচরণ বা ব্যবহারে কাউকে কোনদিন কষ্ট দিয়েছেন এমন কথা তার শত্রুরাও বলতে পারবেন না। বলা নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে অনেকটা বিনা চিকিৎসায় সাংবাদিক মাইন উদ্দিন অসময়ে-ই চলে গেলেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে নিউইয়র্কের সাংবাদিক মহল একজন ঘনিষ্ট স্বজনকে হারালো। উল্লেখ্য, ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাব ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম সদস্য মাইন উদ্দিন আহমেদ ৬৯ বছর বয়সে গত ১ জানুয়ারী রোববার দিবাগত রাত ১১টা ২৯ মিনিটে জ্যামাইকা মেডিক্যাল সেন্টারে (হাসপাতাল) (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়


বক্তব্য রাখছেন সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদের পুত্র রিয়াজ আহমেদ

খেলার খবর

'অবিবাহিত' রোনালদোর জন্য আইন পাল্টাবে সৌদি?

স্পোর্টস ডেস্ক: ইউরোপের দীর্ঘ ক্যারিয়ার শেষে পড়ন্ত বেলায় সৌদি আরবের দল আল নসরে যোগ দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

ওটস খাওয়ার উপকারিতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্বাস্থ্যকর খাবারের তালিকায় শুরুর দিকেই থাকে ওটসের নাম। বিভিন্ন ধরনের উপকারিতা পেতে এই খাবারের ওপর আস্থা রাখেন অনেকেই। ফাইবার সমৃদ্ধ (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বিনোদন

বিরতি ভেঙে অভিনয়ে ফিরলেন রিচি সোলায়মান

বিনোদন ডেস্ক: জনপ্রিয় অভিনেত্রী রিচি সোলায়মান। দেশের টিভি পর্দায় ছিলেন দারুণ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নিউইয়র্কের ৭৯ স্কুলে 'হালাল খাবার' সরবরাহের সিদ্ধান্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের স্কুলগুলোতে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য হালাল খাবারের (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪১পাতায়)



বাঙালী কইন্যার লেখনীতে বিশ্বজয়

হাসিব রশীদ: বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত তরুন লেখক প্রিয়াঙ্কা তসলিমের প্রথম উপন্যাস 'দ্যা লাভ ম্যাচ' এখন আমেরিকান পাঠকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। বিশ্বখ্যাত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ক্যামব্রিজে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর মৃত্যু

প্রবাসীদের বিক্ষোভ : বিচার দাবী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের ক্যামব্রিজে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বোস্টন ও ক্যামব্রিজ প্রবাসী বাংলাদেশীরা। বৃহস্পতিবার (৫ জানুয়ারী) দুপুরে ক্যামব্রিজ নগর ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে প্রবাসীরা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থী সাইদ ফয়সাল ওরফে আরিফকে গুলি (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

কুমিল্লা সমিতি'র নতুন কমিটি অভিষিক্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জমজমাট ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হয়েছে কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট ইনকের অভিষেক ও ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন। প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট ইনকের নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ বদরুল হক আজাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আল-আমিন, সহ সাধারন সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন এবং ইঞ্জি. মাইন-উদ্দীনের পরিচালনায় ১ জানুয়ারি ২০২৩ সন্ধ্যায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax: 718-262-0254
Email: Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 9 // 2023

তারেক-জোবায়দার সম্পদ ক্রোকের আদেশ

ঢাকা ডেস্ক: জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবায়দা রহমানের সম্পদ ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. আসাদুজ্জামান এ আদেশ দেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী মোশাররফ হোসেন কাজল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সাংবাদিকদের মোশাররফ হোসেন বলেন, দুদকের মামলায় তারেক ও তার স্ত্রী জোবায়দার বিরুদ্ধে ১ নভেম্বর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আদেশ দিয়েছিলেন আদালত। সম্প্রতি আদালতে প্রতিবেদন এসেছে-তারেক ও তার স্ত্রী পলাতক। এ নিয়ে আদালত ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী পলাতক আসামির সম্পদ ক্রোকের আদেশ দেন। ১৯ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন আদালত। আদালত সূত্র জানায়, সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারেক, জোবায়দা ও জোবায়দার মা সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানুর বিরুদ্ধে রাজধানীর কাফরুল থানায় মামলা করে দুদক।

শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন

নতুন শিক্ষাপদ্ধতির যুগে বাংলাদেশ

*শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়ন করা হবে সারা বছর ধরে * এসএসসিতে থাকবে না কোনো বিভাগ, পরীক্ষা শুধু দশম শ্রেণির লেখাপড়ায়*

ঢাকা ডেস্ক: নতুন শিক্ষা পদ্ধতির যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর থেকে একাধিকবার শিক্ষাক্রম পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাকে কখনোই মুখস্থ বিদ্যা আর পরীক্ষানির্ভর মূল্যায়ন থেকে বের করা যায়নি। পাশাপাশি পুঁথিগত মুখস্থ বিদ্যার কারণে শিক্ষাজীবনের বেশিরভাগ জ্ঞান কর্মজীবনে তেমন কাজে আসেনি। এমন পরিস্থিতিতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আর পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতির বাস্তবতা সামনে রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে ফেলা হয়েছে। প্রবর্তন করা হয়েছে নতুন শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি। নাম 'অভিজ্ঞতামূলক শিখন পদ্ধতি'। তবে নতুন এই পদ্ধতি জানুয়ারি থেকে প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে চালু করা হচ্ছে।

এ অবস্থায় স্বভাবত প্রশ্ন উঠেছে, এটাই যদি শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট পন্থা হবে, তাহলে এতটা বছর ধরে শিক্ষার্থীদের ওপর কেন ভুল শিক্ষানীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলো। কেননা, উন্নত দেশেগুলোতে বহু আগে থেকে কর্মমুখী ও গবেষণাধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

মাধ্যমিকের প্রতিটি শ্রেণিতে তাদের কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এর ফলে লেখাপড়া শেষ করে কাউকে বেকার থাকতে হয় না। এমন অর্থবহ ও কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা ২০-৩০ বছর আগে চালু করতে পারলে দেশের চেহারা পালটে যেত। শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির অভাব হতো না। দেশে চাকরির সংস্থান না হলে অনায়াসে বিদেশের শ্রম বাজারে ভালো বেতনে চাকরি হতো। এমনটিই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের কোর কমিটিতে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসাবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এম তারিক আহসান। বুধবার তিনি বলেন, 'নতুন শিক্ষাক্রমের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী দিক হচ্ছে- ক্লাসরুমে শেখা ও শেখানো। মূল্যায়নে পরীক্ষার বদলে সারা বছর ধরে নিরীক্ষা ও তদারকি (মূল্যায়ন) এবং ব্যতিক্রমী পাঠ্যবই।

পহেলা জানুয়ারি থেকে তিনটি শ্রেণির শিশুদের হাতে যে পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়েছে সেটা মুখস্থ বা কনটেন্ট (পাঠ) নির্ভর নয়। প্রত্যেকটি বই একেকটি রিসোর্সবুক। এতে পাঠের তথ্য শিক্ষার্থীরা কিভাবে সংগ্রহ করবে তা উল্লেখ আছে। শিক্ষকরা আগের মতো মুখস্থ গ্রহণ করবেন না। আবার শেখার জন্য শিশুকে শিক্ষকের কাছে বা নোট-গাইডের ওপর নির্ভর করতে হবে না। এর পরিবর্তে তারা নিজের সহপাঠী, পরিবার ও সমাজ থেকে শিখবে। শিক্ষক শুধু এখানে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন।'

তিনি আরও বলেন, 'নতুন এই পদ্ধতিতে কোনো কিছু না বুঝে পাশ করার জন্য শিক্ষার্থী তোতা পাখির মতো মুখস্থ করবে না। যা জানবে, তা মুখস্থ করবে না। সেটা বুঝে প্রয়োগ করবে। এর ফলে তার দক্ষতা বাড়বে। দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসবে। অর্থাৎ, কোনো কিছু বোঝার জন্য তা ইতিবাচকভাবে নেওয়া দরকার।

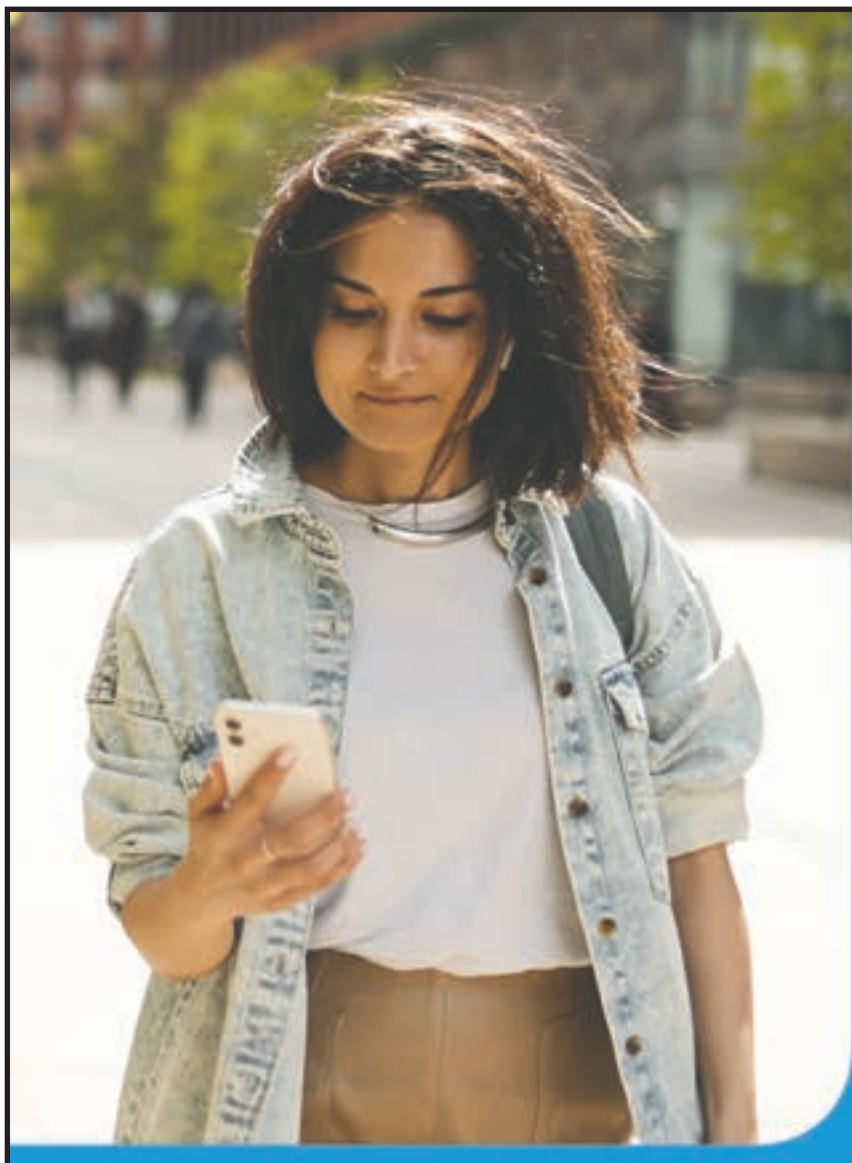
এই আবেগত সংযুক্তি তা ঘটানো হবে। এতে তার সার্বিক বিকাশ ঘটবে। এক কথায়, নতুন শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি সামাজিক, মানসিক, একাডেমিক বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এটি কর্মক্ষম মানুষ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।

সৃষ্টিশীল মানুষ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে, যাতে তারা আবিষ্কার বা সৃষ্টি করার মতো মানুষ হিসাবে বিকশিত হবে। এটি শিক্ষার্থীকে তার কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতেও ভূমিকা রাখবে। সবমিলে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মাত্রার জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা বিকাশে ভূমিকা রাখবে।'

সংশ্লিষ্টরা জানান, নতুন শিক্ষাক্রমে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে পরীক্ষা পদ্ধতিতে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণি এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে প্রথাগত পরীক্ষা থাকছে না। সারা বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে শিখন কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হবে। কোনো সামস্টিক বা অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হবে না। বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষা হয় নবম-দশম শ্রেণিতে দুই বছরে পাঠদানের ওপর।

কিন্তু নতুন শিক্ষাক্রমে শুধু দশম শ্রেণির লেখাপড়ার ওপর এসএসসি পরীক্ষা হবে। নবমে স্কুলেই মূল্যায়ন করা হবে। অপরদিকে এইচএসসি পরীক্ষা বর্তমানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির লেখাপড়ার ওপর করা হয়ে থাকে। কিন্তু নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী একাদশ ও দ্বাদশে দুবার পরীক্ষা হবে। দুটির ফল মিলিয়ে এইচএসসির ফল দেওয়া হবে।





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison

ত্রিমুখী চাপে বিপন্ন দেশ বিপর্যস্ত দেশের জনগণ

॥ ড. মোঃ মিজানুর রহমান ॥

বিভিন্ন সঙ্কটে বিপন্ন দেশ ও বিপর্যস্ত দেশের জনগণ। এর মধ্যে অর্থনৈতিক সঙ্কট, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ আরোপ- এই তিনটি অন্যতম। আজকের আলোচনায় আমরা এই তিনটি সঙ্কটের মাত্রা, দেশের ওপর তার প্রভাব ও সম্ভাব্য করণীয় নিয়ে আলোচনা করব।

বিধ্বস্ত অর্থনীতি, বিপর্যস্ত দেশ

ডন লুচ্চেসের বিখ্যাত উক্তি ছিল- 'অর্থনীতি একটি বন্দুক। রাজনীতি জানে, কখন ট্রিগার টানতে হবে।' উল্লেখ্য, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে অচলাবস্থা ও সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা থাকলেও অর্থনৈতিক সঙ্কট বাকি দু'টি সমস্যাকে ছাড়িয়ে বড় সঙ্কটের দ্বারপ্রান্তে। অর্থনীতি বিষয়টি জটিল। সাধারণ মানুষ এর হিসাব-নিকাশ খুব কমই রাখে; কিন্তু তাদের জীবনে এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় প্রতিদিন। সু-অর্থনীতি জনগণের জীবনে আনে সুখ ও সমৃদ্ধি। আর কু-অর্থনীতির দাপটে তাদের জীবন হয় দুঃখ ও কষ্টের। সামগ্রিকভাবে এর প্রভাবে অর্থনীতি হয় বিধ্বস্ত। দেশ হয় বিপর্যস্ত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতির সঙ্কটের মূল কারণ মূলত করোনা অতিমারী নয়। এমনকি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধও দেশের অর্থনীতির সঙ্কটের অন্যতম উৎস নয়; বরং এ যুদ্ধ কেবল সঙ্কটের মাত্রাকে বৃদ্ধি করেছে মাত্র। সঙ্কটের কারণগুলোর সূচনা হয়েছে আরো আগেই; তার একটি উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত যা একের পর এক জটিল সঙ্কটের মুখে। রাজনীতিবিদরাও স্বীকার করছেন, ব্যাংকিং খাত থেকে যে পরিমাণ অর্থ লুট হয়েছে, 'ব্রিটিশরাও এভাবে এ দেশ লুট করেনি'। শেয়ার বাজার লুট ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুতে দুর্নীতি ইত্যাদিও দেশের সঙ্কটের অন্যতম। শেয়ারবাজারে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের বাজার সম্পর্কে নিরাশ করে তুলছে। অর্থনৈতিক সঙ্কট সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠছে বৈদেশিক বাণিজ্য, লেনদেন ও বিনিময় হারের ক্ষেত্রে। অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি ৩৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছিল। এর প্রায় সবই অভ্যন্তরীণ সঙ্কট, বৈশ্বিক নয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে যে উত্তাপ-উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তা বিশ্বপরিস্থিতির ওপর প্রভাব ফেলছে; এ কথা সত্যি। দেশের ডলার ক্রাইসিস, জ্বালানি খাতে দুর্নীতি, সার আমদানি এবং গম সরবরাহের ওপর প্রভাব ফেলেছে এই যুদ্ধ। জ্বালানি খাত নিয়ে অতীতে সমালোচনা ও সাবধানবাণীকে ক্ষমতাসীনরা যেভাবে অগ্রাহ্য করেছে, তাতে তাদের কথিত উন্নয়নের কথাবার্তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, সরকারের উন্নয়ন-নীতির সুবিধাভোগীরাও এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলেন না। অথচ ২০২২ সালে এসে এসব খাত ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক খাত ২০২২ সালের শেষ প্রান্তিকে সবচেয়ে ভঙ্গুর অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষের ৪৫.৮ বিলিয়ন ডলার থেকে বৈদেশিক রিজার্ভ ২৬ শতাংশ কমে ৩৩.৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। নিট হিসাবে এই রিজার্ভ ২৫ বিলিয়ন ডলারের কোটায় এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ এর চেয়েও কম বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। ডিসেম্বরে অবশ্য অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মাত্র ১০ মাসে ডলারের বিনিময় হার ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ সবের প্রতিক্রিয়ায় সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ (আইএমএফ) বহুজাতিক আর্থিক সংস্থার দ্বারস্থ হয়েছে। কিন্তু গত ছয় বছরে বিদেশী ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়াও যে এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের একটি কারণ, তা উপলব্ধি না করলে এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান হবে, এমন আশা করা যায় না।

রেমিট্যান্সেও ভালো খবর নেই। ২০২০-এর ডিসেম্বরের তুলনায় ২০২২-এর ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স কমেছে ১৭ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের পাঁচ মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ৮.৮ বিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২.১ শতাংশ বেশি হলেও তার আগের বছরের চেয়ে ১৯ শতাংশের মতো কম। এই সঙ্কটেও বাংলাদেশের রফতানি আয় কিছুটা সন্তোষজনক। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ২৭.৩১ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় সাড়ে ১০ শতাংশ বেশি। তবে এই রফতানি আয়ের প্রবৃদ্ধি যতটা না পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তার চেয়ে বেশি পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৈদেশিক খাতের সঙ্কট ঘোচানোর জন্য শুরু থেকে আমদানি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এর ফলে চলমান অর্থবছরের প্রথম চার মাসে ২৭.৫ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় হয়, যা আগের বছরের তুলনায় ৬.৭২ শতাংশ বেশি। ২০২৩ সালে ৭০ থেকে ৭৫ বিলিয়ন ডলার হতে পারে আমদানি ব্যয়। আর রফতানি আয় হতে পারে ৫২ থেকে ৫৫ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্সের যে ধারা তাতে এটি ২০ বিলিয়ন ডলারের কোটায় থাকতে পারে। ফলে ২০২৩ সালে বৈদেশিক খাতের যে চাপ তা অব্যাহত থাকতে পারে। একই সাথে বাংলাদেশী টাকা ডলারের বিপরীতে আরো মান হারাতে পারে।



বৈদেশিক খাতে চাপ সৃষ্টির একটি বড় কারণ হলো সরকারি-বেসরকারি বৈদেশিক ঋণ। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ৯৯ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ রয়েছে ৮৩ বিলিয়ন ডলারের মতো। বাকিটা স্বল্পমেয়াদি ঋণ। মোট বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ২০২৩ সালে সরকারি খাতে ২.৫ বিলিয়ন ডলার ও বেসরকারি খাতের ১৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ শোধ করতে হবে।

ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটের মুখে সরকার তেল রফতানিকারক দেশ সৌদি আরব, কাতার ও কুয়েতের কাছ থেকে জ্বালানি তেল বিলম্বে পরিশোধের শর্তে সরবরাহ পাওয়ার চেষ্টা করছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে জ্বালানি তেল আমদানির নতুন ঋণপত্র স্থাপন ৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২.৬২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে এই খাতের ঋণপত্র নিষ্পত্তি ১১১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.৯৭ বিলিয়ন ডলারে। পেট্রোলিয়াম খাতের এভাবে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিনিময় হারের ওপর। রাশিয়ার কাছ থেকে বিলম্বে পরিশোধ অথবা পণ্য বিনিময় ভিত্তিতে জ্বালানি সংগ্রহের বিকল্পকে সামনে রাখা হচ্ছে।

ব্যাংক খাত ২০২২ সালের শেষার্ধে চাপে পড়ে যায়। বছরজুড়ে কয়েকটি ব্যাংকে বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা ঘটলেও শেষ দিকে এসে আলোচনায় স্থান পায় চারটি ইসলামী ব্যাংকের বৃহৎ কেলেঙ্কারি। শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলো থেকে নামে-বেনামে এমনকি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছে একটি প্রভাবশালী গ্রুপ। এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেয়া না হলেও দেয়া হয়েছে নানা ধরনের নীতিসহায়তা। এই সংবাদ প্রকাশিত হলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ব্যাপকভাবে আমানত উত্তোলন শুরু হয়। এভাবে ব্যাংকিং সেক্টরে আস্থার সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে।

দেশের খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকায়। কেবল ২০২২ সালের প্রথম ৯ মাসে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে ৩১ হাজার কোটিতে দাঁড়িয়েছে। তবে আইএমএফসহ অনেকেই মনে করে, অবলোপনকৃত ঋণ, মামলার মাধ্যমে নিয়মিত করে রাখা আদায় অযোগ্য ঋণ এবং কৃত্রিমভাবে নিয়মিত দেখানো ঋণ হিসাব করা হলে প্রকৃত খেলাপি ঋণ কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবচেয়ে মারাত্মক খবর হলো- এক লাখ ১৮ হাজার ৫৫৩ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ আদৌ আদায়যোগ্য নয়। ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বহুমাত্রিক সঙ্কট সৃষ্টি করছে, এর ফলে বিরাজমান ডলার সঙ্কট তীব্রতর হচ্ছে। এ দিকে, ব্যাংকগুলো ডলার সঙ্কটের কারণে ঋণপত্রের দায় শোধে অপারগ হয়ে পড়লে বৈশ্বিক রেটিং সংস্থা মুডিস ব্যাংকের ঋণমানের অবনয়ন শুরু করে।

দেশের গমের চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ এবং ভুট্টার এক-পঞ্চমাংশ আসে ইউক্রেন থেকে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যাতে সমস্যা হচ্ছে। বিশ্বের বেশির ভাগ সার রফতানি করে রাশিয়া ও বেলারুশ। রাশিয়ার ওপর রফতানি নিষেধাজ্ঞার কারণে সার সংগ্রহে সমস্যা হবে। ফলে এ বছর কৃষিপণ্য উৎপাদনে সমস্যা না হলেও আগামীতে কৃষককে সময়মতো সার সরবরাহে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। বাংলাদেশ থেকে রাশিয়া বছরে ৬৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি তৈরী পোশাক আমদানি করে। রাশিয়ার বেশ কয়েকটি ব্যাংককে বৈশ্বিক আন্তঃব্যাংক লেনদেন সংক্রান্ত সুইফট সিস্টেমে নিষিদ্ধ করায় বাংলাদেশের তৈরী পোশাক রফতানি হুমকির মুখে পড়েছে। যে সব তৈরী পোশাকের অর্ডার শিপমেন্ট হয়েছে তার পেমেন্ট পাওয়াও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

দেশের বর্তমান অর্থনীতির সঙ্কটের একটি খুব বড় কারণ দুর্নীতি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের অঙ্গীকার করেছিল। অথচ ২০১৪ সাল থেকে গত আট বছরে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তানের পর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তকমা অর্জন করে চলেছে। সব মিলিয়ে বিগত প্রায় ১৫ বছরে অর্থনীতিতে দুর্নীতি, অর্থপাচার ও নৈরাজ্যের চিত্র ভয়াবহ। এর মধ্যে মেগা প্রজেক্টের নামে মেগা দুর্নীতি অন্যতম। দুর্নীতির মহাস্মারক হিসেবে স্থাপিত পদ্মা সেতু। রূপকথাকে হার মানানো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের তেলেসমাতি। রামপাল কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র ও পায়রা বিদ্যুৎপ্রকল্পের অচিন্তনীয় দুর্নীতি। রেল ও সড়ক নির্মাণে বৈশ্বিক রেকর্ড সৃষ্টিকারী অপচয়। প্রতিটি কাজ ও টেন্ডারে হয়েছে লুটপাটকারীদের মহোৎসব। শেয়ার বাজারের মহাকেলেঙ্কারি। জ্বালানি সঙ্কটে মহাদুর্নীতি। গ্যাস ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি হয়ে জনগণের নাভিশ্বাস ওঠে। অনিয়মের আরেকটি উদাহরণ হলো দেশের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ও প্রশংসিত ইসলামী ব্যাংকের জবর দখল।

গোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) বলছে, বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ৭-৯ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। শুধু হুন্ডি প্রক্রিয়ায় দেশ থেকে বর্তমানে বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে। এর সাথে আমদানির ওভার ইনভয়েসিং, রফতানির আন্ডার ইনভয়েসিং ও রফতানি আয় দেশে ফেরত না আনা, ইত্যাদির কারণে প্রতি বছর কমপক্ষে দেড় লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। স্মর্তব্য, দেশ থেকে বছরে ১৫-১৬ বিলিয়ন ডলার পুঁজি বিদেশে পাচার হয়ে চলেছে।

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়েও কোনো ভালো পূর্বাভাস নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগ্রাসীভাবে চলতি বছরেই ছয়বার নীতি সুদের হার বাড়িয়েছে। তারপরও মূল্যস্ফীতি তেমন কমছে না। দেশের মূল্যস্ফীতি বর্তমানে হার ৯ দশমিক ১ শতাংশ। বর্তমানে ডলারের দর গিয়ে ঠেকেছে ১০৭ টাকায়। অধিকন্তু, বাজারে সরবরাহ ঠিক রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

অস্থিতিশীল দেশের রাজনীতি

প্রবাদ অনুযায়ী 'রাজনীতি জানে কখন অর্থনীতির বন্দুকে ট্রিগার টানতে হবে।' সঙ্গত কারণে প্রশ্ন জাগে, দেশের চলমান অর্থনৈতিক সঙ্কটে তাহলে কি রাজনীতিই একমাত্র সমাধান? ২০২৩ সাল দেশে জাতীয় নির্বাচনের বছর। নির্বাচনী সঙ্কটের সুরাহার কোনো আলামত রাজনীতিতে নেই। নির্বাচন নিয়ে প্রধান দুই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে মীমাংসা না হওয়ায় ভোট যতই এগিয়ে আসছে, ততই রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়ছে। সরকারি দল যেমন বর্তমান সরকারব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন করতে চায়, বিরোধী দল তেমন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করাতে চায়। এই লড়াইয়ে মিত্রের সংখ্যা বাড়াচ্ছে তারা। বিরোধী রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে সরকার একতরফা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিলেই চূড়ান্ত আন্দোলনে নামবে তারা। ফলে দেশের সঙ্কট নৈরাজ্যের দিকে ধাবিত হয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে আগানোর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

সরকারবিরোধী যেকোনো আন্দোলন শক্ত হাতে মোকাবেলার কথাই বারবার উচ্চারিত হচ্ছে সরকার দল থেকে। প্রশাসনের ওপর সরকার দলের শক্ত প্রভাব থাকায় আগামী দিনে বিরোধী দল নিয়ন্ত্রণ কৌশল হতে পারে তাদের দিয়েই। চলমান পরিস্থিতিতে সরকার ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা না হলে বাংলাদেশকে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। সাধারণ জনগণ সজ্ঘাতের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। একদিকে সরকার বলছে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে ২০২৩ সাল আরো কঠিন হতে পারে, অন্য দিকে জোরদার হচ্ছে- একটি রাজনৈতিক সজ্ঘাতের ঝুঁকি।

ক্ষমতাসীন বা বিরোধী দল সবাই জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও এখন ঘটনাচক্রে জনগণের মুখোমুখি হয়েছে। এ সময়ের বাস্তবতায় বিরোধী দল অনেকটা সুবিধাজনক জায়গায় আছে। সরকারি দল যে, কিছুটা অস্থিরতার মধ্যে আছে, তা তাদের কণ্ঠের শব্দমালা ও দেহভঙ্গিমায় বোঝা যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করা অনেকে নানা ক্ষেত্রে সরকারি দলের নেতা-নেত্রীর দাম্ভিক আচরণ, বিশেষ করে দুর্নীতি ও বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার জন্য সরকারি দলের কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক প্রভাব

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ে জাতিসঙ্ঘের রয়েছে উদ্বেগ। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট, বিশেষ করে রাজনৈতিক সঙ্কটের সুযোগে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর সুযোগ নিচ্ছে আন্তর্জাতিক মহল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর উন্নত বিশ্বের বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব খাটানোর চর্চা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই যেন বৈধতা পেয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সজ্ঘাতের সুযোগে তা অনেক বছর থেকেই বেশি মাত্রায় ছিল, এখন তা মাত্রা ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশকে নিয়ে বিশ্বের পরাশক্তি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে প্রকাশ্যে বাগযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। দুই পরাশক্তির পেছনেই নিজ নিজ বলয়ের দেশগুলোর সমর্থন রয়েছে প্রকাশ্যে। ইতোমধ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাব বাহিনী ও ওই বাহিনীর বর্তমান এবং অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সাত কর্মকর্তার ওপর অবরোধ আরোপ করেছে। আরো বড় ধরনের অবরোধ আসার আশঙ্কা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এতে আন্তর্জাতিকভাবে আস্থার সঙ্কটে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে দেশটির।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসঙ্ঘের আবাসিক সমন্বয়ক গিউয়েন লুইস আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র নেড প্রাইস বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করছি এবং একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের পছন্দের সরকার গঠন করতে পারবে।' তিনি আরো বলেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়া ও উদ্বেগ জানানো এবং কোনো ধরনের দমন-পীড়ন ও বাধা ছাড়াই বিরোধী দলগুলোর প্রচারণা চালানোর নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানাই।' গিউয়েন লুইস বলেন, 'গত মাসগুলোতে মানুষ আহত হয়েছেন, প্রাণও হারিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা উদ্বিগ্ন (কনসার্নড)।' এ পরিস্থিতি থেকে জনগণকে রক্ষা করতে প্রত্যেকটি দল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে জাতিসঙ্ঘ। তবে সরকার জাতিসঙ্ঘের এই কর্মকর্তার উদ্বেগ বিবেচনায় নিচ্ছে না বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

গিউয়েন লুইসের উক্তির উদ্বেগ শব্দ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার বলেন, 'কনসার্ন অনেক কঠিন শব্দ। গৃহযুদ্ধ অথবা যে ক্ষেত্রে প্রতিদিন অনেক মানুষ সহিংসতায় মারা যাচ্ছে তেমন অবস্থার ক্ষেত্রে কনসার্ন শব্দ প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে পরপর দু'টি সাধারণ নির্বাচন যেহেতু খুব ভালোভাবে হয়নি এবং দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে বলা যেতে পারে যে, এখানে অনিশ্চয়তা রয়েছে।' জাতিসঙ্ঘের আবাসিক প্রতিনিধির মুখ থেকে এই শব্দ ব্যবহারের একটি বার্তা আছে। আমার মনে হয়, তিনি এই শব্দ ব্যবহার করে সরকারকে একটি বার্তা দিতে চেয়েছেন যাতে ২০১৪ সালের নির্বাচনের মতো সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়; আবার পুলিশও যেন রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে।

বাংলাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতির দিকে নজর রয়েছে বহির্বিশ্বেরও। ২০২৩ সালে এই নজরদারি আরো বাড়তে পারে। বিগত দু'টি জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে প্রভাবশালী বেশ কিছু দেশ ও সংস্থা আগামীতে বাংলাদেশে একটি 'নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য' নির্বাচন দেখতে চায়। নির্বাচন নিয়ে সরকারের ওপর এক ধরনের প্রচ্ছন্ন চাপও ইতোমধ্যে তৈরি করেছে তারা। এই চাপ নতুন বছরের রাজনীতির গতিবিধিতে প্রভাব ফেলতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে পরাশক্তির মধ্যে যে বিরোধ তৈরি হয়েছে, তা সতর্কতার সাথে সামাল দিতে হবে। বাংলাদেশ যেন কোনোভাবেই পরাশক্তির 'শক্তি পরীক্ষার মাঠে' পরিণত না হয়।

সর্বোপরি বলতে হয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক এই তিনটি চাপেরই দেশের নিজ নিজ সেক্টরে বেনিফিশিয়ারি রয়েছে। তবে তিনটি চাপেরই আলটিমেট ভিকটিম দেশের অসহায় জনগণ এবং বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দেশের; সতর্ক হই, দেরি হওয়ার আগে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট



বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন ছুটি কেন নয়?

বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রীষ্মকালীন ছুটি, শীতকালীন ছুটি, ঈদুল ফিতরের ছুটি, ঈদুল আযহার ছুটি, পূজার ছুটির প রিমান একই রকম ও একই সময়ে হয় না। একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, তার স্ত্রী মাদ্রাসার শিক্ষক, তার এক ছেলে হাইস্কুলে পড়ে, এক মেয়ে কলেজে পড়ে গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন, ঈদের ছুটিতে ছেলে মেয়ে তাদের বাবা মায়ের সাথে মামা বাড়িতে বা কোথাও বেড়াতে যেতে চায়; কিন্তু তা কোনোক্রমেই সম্ভব হয় না। একজনের ছুটি শুরু তো আরেকজনের ছুটি শেষ।

কেন একই ক্যাম্পাসে গড়ে ওঠা বিভিন্ন শিক্ষাপ প্রতিষ্ঠানের গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন ছুটি ভিন্ন রক মের ও ভিন্ন সময়ে হয়? গ্রীষ্মকাল, শীতকাল, ঈদ কি একেক প্রতিষ্ঠানে একেক সময়ে আসে? সারাদেশে ভিন্ন সময়ে তো গ্রীষ্মকাল, শীতকাল, ঈদ আসে না ? এ বছর ২০২৩ সা লে ঈদুল আযহা হাইস্কুলের ছুটি ৯ দিন, গ্রীষ্মকালীন ১০ দিন আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঈদুল আযহা ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি এক ত্রে মাত্র ১২ দিন। শীতকালীন অবকাশ হাইস্কু লের ১১ দিন আর প্রাথ মি কে মাত্র ০৩ দিন। বি শেষভা বে লক্ষণীয় একই ক ্যাম্পা সে যেসব প্রতিষ্ঠান প্রথম থে কে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প রিচা লিত হয় তারা ৭৬ দিন, মাদ্রাসা ৬০ দিন, ক লেজ পর্যা য়ে ৭১ দিন আর পাশ্ববর্তী প্রাথ মিক বিদ ্যাল য়ে পড়া শিক্ষার্থীরা ৫৪ দিন ছু টি ভোগ কর বে। কেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সকল বিষয়ে এত বৈষম্য?

সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত নিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথ মিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণাল য়ের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী প্রাথ মিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, হাইস্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন ছু টি, শীতকালীন ছু টি, ঈদের ছু টি, পূজার এবং অন্যান্য সব ধরনের ছুটির অভিন্ন তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা সম য়ের দাবি। কি শোর কি শোরী দের নৈ তিকতা অবক্ষয় রো ধে সামাজিক ও পা রিবা রিক বন্ধন সুদৃঢ় কর তে প রিবা রের সা থে থাকা আবশ্যক তাই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠা নে অভিন্ন ছু টি হওয়া আবশ্যক।

এ ক্ষে ত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠা নের অভিন্ন ছুটিতে সরকা রের কোন বাড় তি অর্থের প্রয়োজন পড় বে না।

রাজনীতিতে এখন কোনো 'আদর্শ' আছে কি?

॥ ড. হাসনান আহমেদ ॥

বেশ কয়েকদিন থেকেই ব্যবসায়িক রাজনীতি ও রাজনীতির ব্যবসা শব্দগুচ্ছদ্বয় মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ হাড় কাঁপানো কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের দাপটে শব্দযুগল মাথার মধ্যে আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ দেশের রাজনীতির ধারা পরিবর্তনে শব্দযুগলের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এ পরিষ্কার ধারণা রাজনীতিকরাই দিতে পারেন। তারাই এ চলতি অবস্থার প্রবর্তক, ধারক ও বাহক। তবে একথা সত্য যে, এদেশের রাজনীতির বেশিরভাগটাই পচে নষ্ট হয়ে গেছে। এ দিগ্‌ভ্রান্ত-লক্ষ্যভ্রষ্ট রাজনীতি দিয়ে এ দেশের মুক্তিকামী শান্তিপ্রিয় মানুষের ভালো কিছু আশা করা পশ্চিম গগনে অন্ধবেগে ধেয়ে-আসা কালবোশেখি ঝড়ো মেঘের কাছে শ্রাবণঘন অবিরাম-ঝরা শ্রান্ত-মেদুর বর্ষা চাওয়ার শামিল।

রাজনীতি এ দেশের অনেক অনিষ্টের আঁতুড়ঘর। রাজনীতিকে সুষ্ঠু ধারায় নিয়ে আসা এ দেশের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ। মানুষের স্বভাব একবার নষ্ট হয়ে গেলে কদাচিৎ আবার ভালো পথে ফিরে আসে।

সামনে নির্বাচন। বাজারে রাজনীতির ধারা পরিবর্তনের কথা উঠছে। তাই আমার মাথায়ও বিষয়টি ঘুরপাক খাচ্ছে। সেদিন তো এক লেখায় ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেই ফেলেছি, এদেশে রাজনীতিই আমাদের মূল সমস্যা এবং দেশের জন্য একটা বিপদও বটে। কথাটা কিন্তু সর্বাংশে সত্য। 'রাজনীতি' একটা ভালো শব্দ, এটাকে আমরা পচিয়ে ফেলেছি। রাজনীতির বিষবাষ্প আমাদের সামাজিক শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, অফিস-আদালত-প্রশাসন, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, অর্থব্যবস্থাকে ক্রমেই ধ্বংস করে ফেলছে। একথা সবাইকে মানতেই হবে। এটা দলীয় তর্কের ঊর্ধ্বে। এটাকে আগে মেরামত করা দরকার। আমরা আগেভাগে বেশি কিছু বলতে গেলেই কমেডিয়ান কাজলের কৌতুকের মতো কেউ আবদার ধরে বসেন, 'কলা ছুললে ক্যানো, বুজিয়ে দেও'। কলার চোঁচা ছেলা ছাড়া যে খাওয়া যায় না, এটা আমরা কেউ কেউ বুঝতে চাই না। ছেলা কলা বোজানোও যায় না। আবার আমরা কখনো-সখনো এসব কথা বুঝেও না বোঝার ভান করি। এখানেই যত বিপত্তি। 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই।'

আসলে কথাটা 'ব্যবসায়িক রাজনীতি' নাকি 'রাজনীতির ব্যবসা' তা আমার কাছেও পরিষ্কার নয়। তাই এ দুটো শব্দগুচ্ছের অবতারণা। এ দেশে এসব কেন জানি গোলমেলে হয়ে গেছে। শব্দযুগল হতে পারে সমার্থক অথবা ভিন্নার্থক। এ নিয়ে মাথাটা আমি বেশি ঘামাতে চাচ্ছি না। শব্দগুচ্ছদ্বয়ের বাস্তব প্রয়োগ এ দেশে পুরোপুরি হচ্ছে দেখে উদ্বেগ বাড়ছে তাই।

সকালেই একটা পত্রিকায় খবরের হেডলাইনটা এরকম পড়লাম : 'সরকারি সার/৫৮২ কোটি টাকার সার আত্মসাৎ'। খবর থেকে জানলাম, সার আত্মসাৎকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক সাবেক সংসদ-সদস্য ও সার সমিতির সভাপতি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দাবি, তিনিই মূলত দেশে সারের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করেন। এ দেশে যাদের নিয়ে যত অর্থ কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির খবর পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ব্যবসায়ী। ব্যবসার সঙ্গে তারা জড়িত। সঙ্গে রাজনৈতিক পদ-পদবিও কখনো থাকে। রাজনীতি এখন ব্যবসার টাকার কাছে নতজানু হয়ে গেছে। রাজনীতি এখন টাকা কামানোর হাতিয়ার, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর রক্ষাকবচ। অনেক ব্যবসায়ী অবৈধ পথে ব্যবসা করছেন, আবার রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করছেন। রাজনৈতিক তরিকা মোতাবেক কাজ করছেন।

কোথাও কোথাও সরাসরি রাজনীতিও করছেন। আমি একথা বলছি না যে, ব্যবসায়ীরা রাজনীতি করতে পারবেন না। বিষয়টি হচ্ছে, অনেক ব্যবসায়ীই ব্যবসায় রাজনৈতিক পুঁজি খাটাচ্ছেন। অতি অল্প সময়ে অঢেল টাকার মালিক হচ্ছেন। রাজনৈতিক দাপট দেখিয়ে যা খুশি তা-ই করছেন। ভাবছেন না এতে কার লাভ, কার ক্ষতি। দেশের আর্থিক সুবিধাকে শুষে পকেটে ভরছেন। এদের বিচার-আচারও সহসা হয় না। খোদা-না খাস্তা, বিচারের আওতায় আনা হলেও বিষয়টি বিচারের দীর্ঘসূত্রতার ফাঁদে ফেলে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এটিও এক ধরনের প্রহসন।

আমার অনেক ছাত্র ব্যবসায়ী। আমি নিজেও ব্যবসা শেখাই। অনেক ছাত্র বলে, 'স্যার, এ দেশে ব্যবসার অবস্থা ভালো না। রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়া ব্যবসা ভালো চলছে না, রাজনীতি করে ব্যবসা আনতে হয়।' তাই ব্যবসায়ীরা রাজনীতি (?) শুরু করেছে। 'রথ দেখা কলা বেচা' দুটোই চলছে। ব্যবসায়িক রাজনীতির 'রৌদ্রছায়ার লুকোচুরির খেলা'র নাটক এ দেশে অবিরাম মঞ্চস্থ হচ্ছে। পত্রিকার মাধ্যমেই সব খবর পাচ্ছি। পত্রিকার উদাহরণ বেশি দিতে গেলে জায়গা সংকুলান হবে না।

এটাকে ব্যবসায়িক রাজনীতি বলব, নাকি রাজনীতির ব্যবসা বলব? কার লাভ পাঠকমহল ভালো জানেন। কার ক্ষতি এটাও প্রতিটা ভাত-খাওয়া লোক ভালো করেই বোঝেন। আবার দেশব্যাপী অধিকাংশ পণ্যের ভেজালের মহোৎসব চলছে। ব্যবসার মাঠে নীতি-নৈতিকতার বড্ড খরা চলছে। ব্যবসায়ীদের ইমান-আমান, মূল্যবোধ, হালাল পেশার অহংকার এ খরায় ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আমার প্রশ্ন, এভাবে কি একটা দেশ চলা উচিত?

আমার অনেক ছাত্র রাজনীতিতে ঢুকেছে। বেশ ভালোই করছে। তাদের কাছে অনেক কথাই শুনি। ছোটবেলা থেকে বইপত্রে পড়ে আসছি, রাজনীতি মানে জনসেবা, সমাজসেবা, দেশসেবা, নিজের স্বার্থকে মানুষের জন্য ত্যাগ করা-এমন অনেক কিছু। রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রেও হয়তো তা-ই লেখা আছে। ছাত্রদের অনেকেই খোলামেলা কথা বলে। রাজনীতির বাস্তবতা ভিন্নরূপ। রাজনীতি করতে হলে মিথ্যা বলা ও টাকা ছাড়া নাকি এক পাও এগোনো যাচ্ছে না। পদ পেতে গেলেও টাকা, নির্বাচনে প্রার্থী হতে চাইলেও টাকা, নির্বাচন করতেও টাকা। আবার নির্বাচনে পাশ করেও টাকা কুড়ানোর আম-ধরাধরির খেলা। বর্তমানে রাজনীতিই একটা টাকার খেলা। অঢেল টাকা কামানোর জন্য রাজনীতি কিংবা রাজনীতির জন্য টাকা-দুটো কথাই এ দেশে সমভাবে খাটে। এ নিয়ে আমার মতো চুনোপুঁটির কিছু করার নেই, তাই দু-এক কথা লিখে সান্ত্বনা খুঁজি। এ দেশের এমপিদের শতকরা কত ভাগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তার একটা খতিয়ান টিআইবি কয়েক বছর আগে গবেষণার ফল হিসাবে দিয়েছিল। সে হিসাব এক বছরে ভুলে গেছি। জানতে ইচ্ছে করে, এ দেশে রাজনীতি কি বর্তমানে একটা পেশা, নাকি ব্যবসা? নাকি ব্যবসা ও পেশা দুটোই? কোনো কোনো ছাত্র ব্যবসায়িক রসিকতা করে বিজ্ঞাপনের সুরে বলে, 'কী লবণ দেবেন? লবণের আবার রকম কীয়ের? ভালো-মন্দ দুইট্যাই আছে।' আরও জানতে ইচ্ছা করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইতে রাজনৈতিক দলের যে কার্যাবলি পড়েছিলাম, সেগুলো কি ভুলে যাব? আমি গ্রামের মানুষ। গ্রামে-গঞ্জে সব জায়গাতেই ছাত্রদের কথার সত্যতা পাচ্ছি, রাজনীতি একটা রমরমা ব্যবসা। মিথ্যার বেসাতি। লাঠিয়াল বাহিনী পোষার ব্যবসা। নিজের চোখ ও কানকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারিনে!

বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ ইত্যাদির ঢেউ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। এসব কিছুর জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে দেশের মুক্তবাজার অর্থনীতি ও 'জনকল্যাণবাদ'। এ দেশও মনে হয় অনেক 'বাদ'কে বাদ দিয়ে ফেলেছে। আমাদের দেশেও রাজনৈতিক দলের আদর্শের কথা দলীয় গঠনতন্ত্রে থাকলেও বাস্তবে প্রয়োগ নেই বললেই চলে। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় আমিও ওগুলো নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করতে পরামর্শ দিই। আমি বলি ভিন্ন কথা।

কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো দলীয় জোট নির্বাচনের আগে ক্ষমতায় গেলে তারা দেশের উন্নতি ও জনকল্যাণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেবে, কীভাবে নেবে-সবটুকুই এ দেশের নাগরিকদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখিত ও দফা আকারে জানাতে হবে। ভোটাররা সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবেন। ভোট দেবেন রাজনৈতিক আদর্শ দেখে নয়, কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি দেখে, সম্পদ লুটতরাজ করা লোকের কর্মসম্পৃক্ততা দেখে। রাজনীতিতে কি বর্তমান ধারাই থাকবে, নাকি নতুন কোনো ধারার প্রবর্তন করা হবে? জানা দরকার, ভোটব্যবস্থায় নিজের ভোট নিজে দেওয়ার সুব্যবস্থা থাকবে, না থাকবে না? অনেক কিছুই জানা দরকার। আমাদের যেহেতু কোনো ফোরাম নেই, পত্রিকার মাধ্যমেই আমরা প্রয়োজনীয় কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে পারি। দেশের মানুষ নির্বাচনের পরও কাজের সঙ্গে কথা মিলিয়ে দেখে পরবর্তী দিনের সিদ্ধান্ত নেবে।

সেক্ষেত্রে বিএনপির প্রকাশিত ২৭ দফার পরিবর্তে তাদের আরও বিস্তারিত কথা বলতে হবে। অনেক বিষয় আছে, যা না বলা রয়ে গেছে। দেশের সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে, ব্যবসায়িক রাজনীতির অস্তিত্ব থাকবে, নাকি ঢেলে সাজাতে হবে; রাজনীতিকরা আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবেন, নাকি দেশসেবা-সমাজসেবার ওল্ড মডেল (?) নীতি আঁকড়ে ধরে সামনে এগোবেন-সব কথা খোলামেলা জানাতে হবে। এ দেশের নিকষ-কালো রাজনীতিকে কীভাবে খোলনলচে বদল করে ভালো করা হবে সে কথাও লিখতে হবে। গলাটা একটু ঝেড়ে কাশতে হবে। সব কথাই লিখিতভাবে প্রকাশ করতে হবে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলও তাদের দেশ পরিচালনার নীতিমালা-কর্মসূচি নিয়ে জনগণের সামনে আসতে পারে। দলীয় কর্মপদ্ধতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তুলে ধরতে পারে। কীভাবে নির্বাচন করতে চায় তা আগে আগে বলতে পারে। দলীয় সংঘাত এড়িয়ে যেতে পারে। দলীয় রাজনীতির অধীনে নির্বাচন হলে সে নির্বাচন কেমন হবে-এটি সাধারণ মানুষের কাছে ওপেন সিক্রেট। 'আগুনে যার ঘর পুড়েছে সিঁদুর-রাঙা মেঘ দেখে তার ভয়।' এ নিয়ে অযথা তর্কাতর্কি ও বিবাদ-বিসম্বাদ না করাই ভালো। তারা অনেক অনেক অবকাঠামোগত উন্নতি করেছে, এগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে।

ফার্সি ভাষার নামকরা এক কবির একটা কবিতা পড়েছিলাম। সারকথাটা এরকম : বিড়ালের যদি পাখা গজাতে দেওয়া হতো, তাহলে ঘরের চালে বসবাসকারী শান্তিকামী চড়ুইপাখিগুলোর জীবনসংহার হয়ে যেত। এ দেশের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণের স্বার্থে বিড়ালের পাখা গজাতে দিতে আমরা রাজি নই। এ দেশের প্রতিটি সচেতন মানুষের এ বোধোদয় যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই সবার জন্য মঙ্গল। সব রাজনৈতিক দলীয়প্রধানের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন কোনোভাবেই বিড়ালের পাখা গজাতে না দেন।

লেখক: প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক

তাই যিশুখ্রিষ্টের জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা যখন বড়দিনের উৎসব পালন করি, তখন যেন এ ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষাটি গ্রহণ করি। মানুষকে মানুষ হিসাবে ভালোবাসতে পারি। বড়দিনে আমরা একে অন্যকে উপহার দিই। কিন্তু যিশুর শিক্ষা আমাদের আরও গভীরে নিয়ে গিয়ে একে অপরের জীবনে উপহার হয়ে ওঠার কথা বলে।

নামাজের সময়-সূচী

জানুয়ারি	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ফজর	৫.৫৯	৫.৫৯	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮
সূর্যোদয়	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৮
জোহর	১২.০৩	১২.০৪	১২.০৪	১২.০৫	১২.০৫	১২.০৫	১২.০৬
আসর	৩.০৬	৩.০৭	৩.০৮	৩.০৯	৩.১০	৩.১১	৩.১২
মাগরিব	৪.৪৭	৪.৪৮	৪.৪৯	৪.৫০	৪.৫১	৪.৫২	৪.৫৩
এশা	৬.০৮	৬.০৯	১.০৯	১.১১	১.১২	১.১৩	১.১৪

বিশেষ ঘোষণা

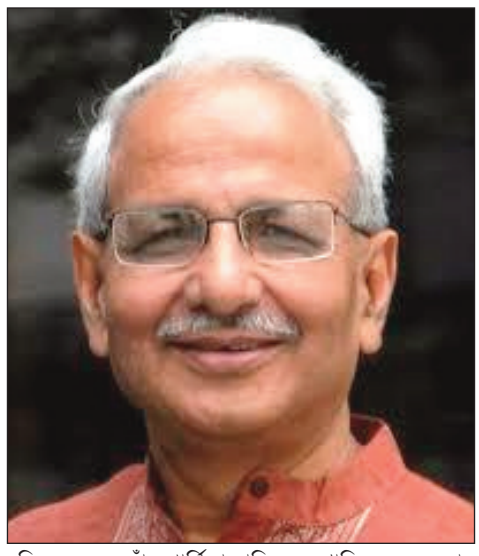
নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

গাইবান্ধা উপনির্বাচন যে বার্তা দিল

বদিউল আলম মজুমদার



বহুল আলোচিত গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি) আসনের পুনর্ঘোষিত উপনির্বাচন বুধবার সম্পন্ন হলো। সমকালসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমসূত্রে ইতোমধ্যে জানা গেছে- উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী হয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষে ভোটের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু উপনির্বাচন ঘিরে কিছু প্রশ্নের উত্তর এখনও মিলছে না।

দেখা যাচ্ছে, গাইবান্ধার দুই উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন নিয়ে গাইবান্ধা-৫ আসন। ৪ জানুয়ারির এই নির্বাচনে মোট ১৭ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দুজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া কয়েক প্লাটুন র‍্যাব, অস্ত্রধারী আনসার সদস্য ছাড়াও ১ হাজার ৩২০ জন পুলিশ সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছে। তাই উপনির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তেমন অবনতি কিংবা কেন্দ্র দখল বা সহিংসতার খবর আমরা পাইনি।

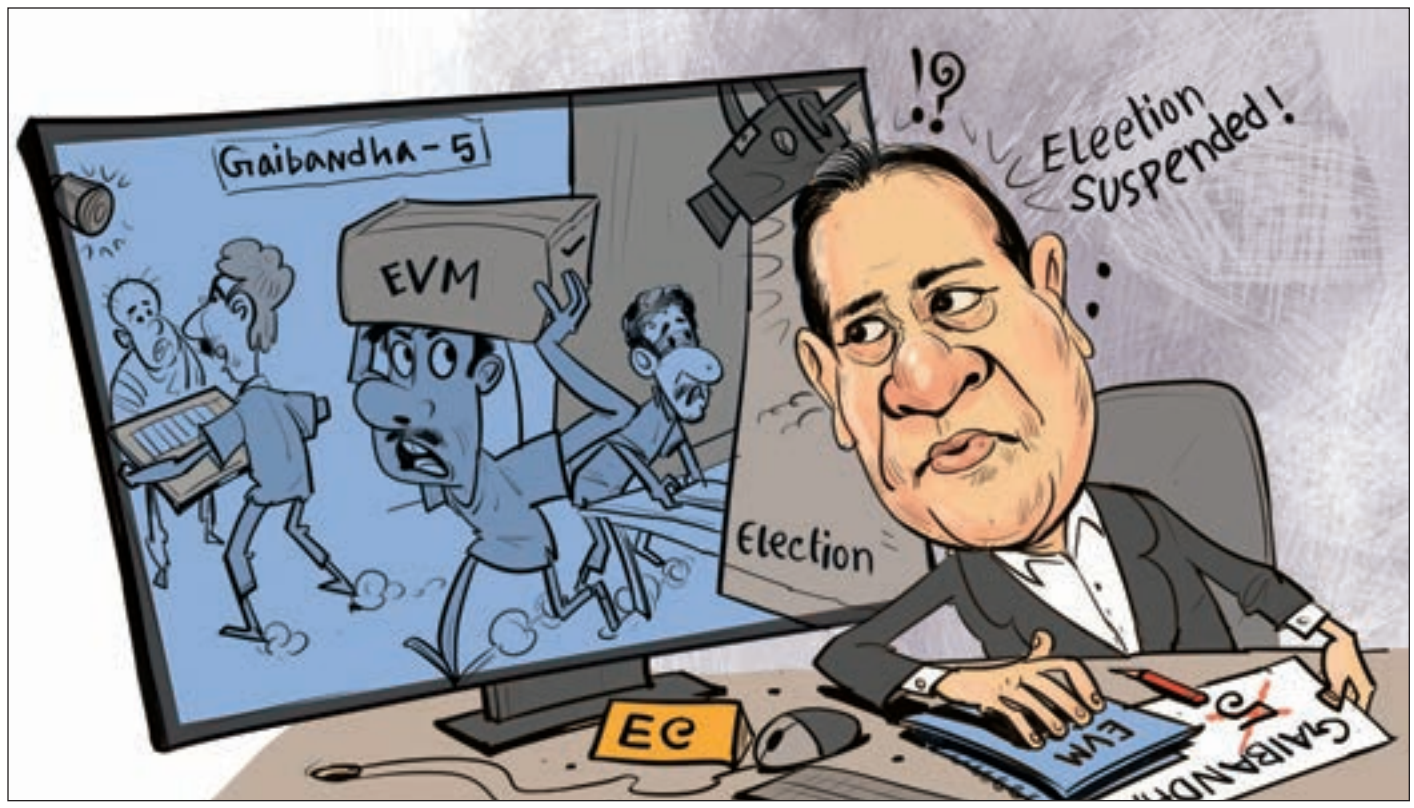
এ আসনে ইভিএমে ১৪৫টি কেন্দ্রে ৯৫২টি বুথে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ না থাকায় ৯টি কেন্দ্রে জেনারেটরের মাধ্যমে ইভিএম চালানো হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল। উপনির্বাচনে এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৯৮ জন। উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পাঁচ প্রার্থী ছিলেন- আওয়ামী লীগের মাহমুদ হাসান রিপন, জাতীয় পার্টির (জাপা) গোলাম শহীদ, বিকল্পধারার জাহাঙ্গীর আলম, স্বতন্ত্র নাহিদুজ্জামান ও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। ফলাফলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মাহমুদ হাসান রিপন জয়ী হয়েছেন। তবে স্বতন্ত্র প্রার্থী নাহিদুজ্জামান ভোট কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করে আগেই ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ঢাকায় নির্বাচন ভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল দাবি করেছেন, উপনির্বাচনে শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু ভোট হয়েছে।

এটা ঠিক, গাইবান্ধা-৫ উপনির্বাচনে খোলা চোখে প্রতিপক্ষের প্রতি হামলা-মামলা বা কেন্দ্র দখলের মতো ঘটনা আমরা দেখতে পাইনি। উপনির্বাচন ঘিরে সহিংসতাও হয়নি। স্বীকার করতেই হবে, এটা অবশ্যই ইতিবাচক দিক। সাম্প্রতিক বিভিন্ন নির্বাচন ও উপনির্বাচনে যে ধরনের চিত্র দেখা গেছে, গাইবান্ধায় তা অনুপস্থিত।

আমরা জানি, জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া এ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। গত বছরের ২৩ জুলাই তিনি মারা যান। এর পর নির্বাচন কমিশন এই আসনকে শূন্য ঘোষণা করে নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করে। গত ১২ অক্টোবর এই আসনে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ মাঝপথে বন্ধ করে দেয় নির্বাচন কমিশন। তখন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ভোট চলাকালে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে ৫১টি ভোটকেন্দ্রে ব্যাপক অনিয়ম দেখতে পেয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইসি। পাশাপাশি এই নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ১৩৪ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছিল কমিশন। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নির্বাচন মাঝপথে আটকে দেওয়ার নজির সৃষ্টি করে ইসি প্রশংসাও পেয়েছিল।

নতুন বছরের ৪ জানুয়ারি এই উপনির্বাচন ও এর ফলাফল ঘিরে যেসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটির উত্তর যদি না পাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে নির্বাচন ও ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একই পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

বিশেষভাবে এই কথাটি বলতেই হবে- উপনির্বাচনটিতে ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়েছিল ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও প্রভাব বিস্তারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে। কিন্তু যেসব অভিযোগ নিয়ে ভোট গ্রহণ বন্ধ হলো, সেগুলোর প্রতিকার কি পাওয়া গেছে? আমরা দেখছি, শুধু ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যে প্রার্থীর পক্ষে অনিয়মগুলো ঘটেছিল, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অথচ নির্বাচন কমিশন আইন অনুসারে কোনো প্রার্থী অনিয়ম করলে তাঁর প্রার্থিতা বাতিলসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে। এমনকি আসনটিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রার্থী আনুষ্ঠানিক অভিযোগও করেছিলেন। দৃশ্যত সেসব অভিযোগের ভিত্তিতেই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়েছিল। তারপরও কমিশনের তরফ থেকে ওই প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি।



আমরা এই উপনির্বাচনের দিকে তাকালে আরও কয়েকটি বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখি। যেমন শুরু থেকেই এই উপনির্বাচনটি বাতিল, নাকি স্থগিত- কমিশন তা পরিস্কার করেনি। বাতিল হলে ফের তপশিল ঘোষণা করতে হতো। আবার স্থগিত করলে প্রথমে যে ৫১টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছিল, সেই ভোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হতো। অর্থাৎ শুধু স্থগিতকৃত কেন্দ্রেই ভোট করতে পারত। তা না করে প্রথম দফা উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে জয়ী করে নিতে যে আয়োজন করা হয়েছিল, এবারও পরোক্ষভাবে যেন সেই ধারাই অব্যাহত রইল। এর পর এই উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৩৫ শতাংশের মতো। অর্থাৎ কমিশন ভোটারদের আস্থা পেতে ব্যর্থ হয়েছে। যার কারণে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কিংবা আগেই সবার জানা হয়ে গিয়েছিল- ভোট যেভাবেই হোক; আওয়ামী লীগ প্রার্থীই জয়ী হবেন। তাই ভোটার উপস্থিতি কম ছিল। আবার এই নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা নিয়ে বিড়ম্বনার খবর সামনে এসেছে।

গত ১২ অক্টোবর ভোট গ্রহণের মাঝপথে নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়ার পর ১৩ অক্টোবর ইসি সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের কমিটি করা হয়েছিল। কিন্তু কমিটি কী প্রতিবেদন দিল, সে সম্পর্কে দেশবাসী কিছু জানল না। যাঁদের দোষী করে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কমিশন চাইলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারত, কিন্তু তা দেখা যায়নি। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা বিধিমালা ১৯৯১ অনুযায়ী কমিশন চাইলে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। এখানে এমন কিছু ঘটেনি।

মোটা দাগে গাইবান্ধার উপনির্বাচন নিয়ে আমরা অপ্রাপ্তির দিকে যদি তাকাই, তবে বলতে পারি- এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন তার সামর্থ্য প্রমাণে আন্তরিকতা দেখাতে পারেনি। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে কমিশনের ব্যবস্থা নেওয়ার উপলক্ষ তৈরি হলেও, তা ঘটেনি।

তাই ভবিষ্যতে নির্বাচনের সময় কমিশনের সামর্থ্য বা ক্ষমতা কতটুকু প্রয়োগ করা হবে, তার সম্যক ধারণা পাওয়া গেল।

সবশেষে, নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের অযৌক্তিকতা ও অসারতার বিষয়টি আরও পরিস্কার হলো। অর্থাৎ ইভিএমের বিরুদ্ধে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ দখলে নিয়ে ভোটের ফলাফল প্রভাবিত করা, সাধারণ মানুষের ইভিএমে অভ্যস্ততা না থাকাসহ অন্যান্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে। আগামী নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারবিষয়ক সিদ্ধান্ত এখান থেকে পাওয়া সহজ হবে।

লেখক: সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)



হ্যারির আত্মজীবনী

নিছক দুই ভাইয়ের মল্লযুদ্ধ নয়

॥ গ্যাবি হিনস্লিফ ॥

আমার ছোট বোন যখন খুব অল্পবয়স্ক ছিল, তখন একদিন আমি তাকে ধাক্কা মেরেছিলাম। সৌভাগ্যবশত সে তখন প্রত্যাঘাত করার মতো শক্ত-সামর্থ্য ছিল না। তবে ওটা ছিল আমাদের মধ্যে মারামারির শুরু, সমাপ্তি নয়। আমরা পরস্পরকে চিমটি কাটতাম, চড় মারতাম, সামান্য কারণেই মারামারি শুরু করতাম। আমরা ভাইবোনেরা খেলনা নিয়ে, পুডিংয়ের বড় অংশের দখল নিয়ে মারামারি করতাম; নতুন জামাকাপড় নিয়েও আমরা পরস্পরের সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হতাম। বড় হয়ে ভুলেও গেছি ওই সব মারামারি আসলে কী নিয়ে ছিল। তবে একটু গভীরে গিয়ে ভেবে দিখেছি, ওইগুলো আসলে ছিল কে বেশি ভালোবাসা পাবে তা নিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের পরিবারে আমরা কেউ কারও প্রিয়পাত্র ছিলাম না; সম্ভবত যে কারণে আমরা বড় হয়েও এমনকি আমৃত্যু একে অপরকে ভালোবাসতে পেরেছি। কিন্তু প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্স হ্যারি আমাদের মতো ভাগ্যবান নন। এ কারণেই হ্যারির নতুন বই 'স্পেয়ার' অনুসারে; বইয়ের শিরোনামটিও কি সাংঘাতিক- তিন বছর আগেও যখন দুজনেই পূর্ণবয়স্ক তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছিলেন।

মারামারিটাও ছিল স্পষ্টতই হ্যারির স্ত্রী মেগানকে নিয়ে। হ্যারি বেশ ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন- তাঁর ভাই মেগানকে বলতেন অসুবিধাজনক ও বদমেজাজি ও বাতিলযোগ্য; অনেকটা আমরা কানাঘুষায় ইতোমধ্যে যা শুনেছি; সংবাদমাধ্যমেও যা এসেছে। তবে বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে যখন উইলিয়াম সিংহাসনের উত্তরাধিকার হিসেবে ভাব দেখাচ্ছেন বলে হ্যারি অভিযোগ তোলেন। উইলিয়াম এমন একজন, যাঁকে কেন্দ্র করেই সবকিছু আবর্তিত হবে। উইলিয়ামের বিরুদ্ধে হ্যারি যেসব অভিযোগ করছেন সেগুলো যে কোনো সহোদর যুগলের মধ্যেই ঘটতে পারে; তবে যে কারণে এসব একটা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে তা হলো, এর মাঝখানে আছে সিংহাসনের উত্তরাধিকার।

পছন্দ করুন বা না করুন, অথবা আপনি আর একমুহূর্ত এসব শুনতে না চাইতে পারেন; তবে এটা মানতে হবে, হ্যারি ও মেগান সাম্প্রতিক সময়ে এমন কিছু প্রশ্ন তুলেছেন, যেগুলো একটু বেখাপ্পা লাগলেও সত্যি সত্যিই জনস্বার্থবাহী। মিশ্র বর্ণের রাজকীয় এক বিয়ে সম্পর্কে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে তাঁরা দেশের সামনে একটা দর্পণ তুলে ধরেছেন। তাঁরা রাজপরিবারের সঙ্গে মিডিয়ার দীর্ঘ মাঝে মাঝে কুজ্ঝটিকাময় সম্পর্কের বিষয়েও কিছু তেতো সত্য তুলে ধরেছেন, যেখানে রাজপরিবারের কোনো কোনো বিষয়ে মিডিয়াকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনধিকার চর্চা করতে দেওয়া হয়েছে স্রেফ জনগণের কথা ভেবে, যারা রাজপরিবারটিকে সোনায় মুড়ে রেখেছে আর পরিবারটিও তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু হ্যারির বইটি তাঁকে এমন এক অসুস্থ পরিস্থিতিতে নিয়ে গেছে, যেখানে প্রকাশ্যে লিনেন কাপড় ধোয়াটাকে মোটেও পরিবর্তনের সম্ভাবনার স্মারক বলে মনে করা যায় না এবং রাজনীতিটা একেবারেই ব্যক্তিগত কিছু হয়ে যায়।



কিন্তু প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্স হ্যারি আমাদের মতো ভাগ্যবান নন। এ কারণেই হ্যারির নতুন বই 'স্পেয়ার' অনুসারে; বইয়ের শিরোনামটিও কি সাংঘাতিক- তিন বছর আগেও যখন দুজনেই পূর্ণবয়স্ক তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছিলেন।

প্রাসাদের এক কুটিরে দুই ভাইয়ের ঘুসাঘুসিটা দুঃখজনক সন্দেহ নেই; তবে তা হাস্যকরভাবে খুবই তুচ্ছ একটা বিষয়; কোনো ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই এমনটা বলা যায়। তাঁদের মায়ের মৃত্যুর সময় তাঁরা ছিলেন খুবই ছোট। তবে তখনও অন্তত এটুকু বলা যেত, তাঁরা একজন অপরজনের সঙ্গে যূথবদ্ধ। আর এখন আমরা বলতে পারি, আসলে তাঁরা তা ছিলেন না। হ্যারির কষ্টটা যে রয়ে গেছে তা বোঝা যায় যখন তিনি এ সপ্তাহে প্রচারিতব্য সাক্ষাৎকারের ট্রেলারে তাঁকে যেমনটা বলতে দেখা গেছে, তাঁর বাবা ও ভাইকে ফেরত পেতে চান। তবে তা যে হবে না, তাও বলে দেওয়া যায়। ছোট যুবরাজের ট্র্যাজেডি হলো, কোনো কিছু পাওয়ার জন্য তিনি যত কঠিন যুদ্ধ করছেন, বিষয়টা তাঁর পরিবারের মতো তাঁর বড় ভাইয়ের কাছেও গুরুত্ব পাওয়ার কথা, ততই তা হাত ফসকে দূরে চলে যাচ্ছে।

উইলিয়াম সবকিছু ঠিকঠাক চলছে এমন একটা ভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না; হ্যারিকেও শৈশব থেকেই রাজপরিবারের নিয়ম অনুসারে সব সমালোচনাকে নীরবে হজম করে আসতে হয়েছে, যেগুলো অন্যথায় তাঁর ভাইয়ের ওপর বর্তাতো। এসবের পেছনে উদ্দেশ্য একটাই- রাজপরিবারের অস্তিত্ব টেকানো; যে কোনো মূল্যে তা করতে হবে, এমনকি এর ফলে সেই অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ ছোট ভাই হ্যারি বাতিলের খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হলেও। হ্যারির জন্মই হয়েছে প্ল্যান বি বা মূল খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতিতে বিকল্প খেলোয়াড় হিসেবে। উপরন্তু, এ অবস্থানটাও তিনি ততদিন পেয়েছেন, যতদিন বড় ভাইয়ের কোনো সন্তান হয়নি। গত কয়েক শতাব্দী ধরে সেখানে দেখা গেছে এত কিছুর পরও রাজপরিবারের সদস্যরা মিলেমিশে থেকেছেন; কিন্তু ওই প্রায় সামন্ত রীতিনীতি হ্যারিকে রাজপ্রাসাদের স্থান করে দিতে পারেনি। হ্যারির এই দুঃখগাথা থেকে যদি আদৌ কিছু শিক্ষার নেওয়ার থাকে তা হলো, ক্ষমতার উত্তরাধিকার যেখানেই আছে সেখানেই গভীর অসুস্থ কিছু আছে; অন্তত অভিভাবকদের এ শিক্ষাটা মনে রাখতে হবে।

মনস্তত্ত্ববিদ ডরোথি রোই একবার লিখেছিলেন, সহোদরদের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেষ কথা হলো, একজন আরেকজনকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে মেনে নিচ্ছে কিনা। কারণ তারা এমন এক পরিবেশে বেড়ে ওঠে, যেখানে ক্ষোভ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জয়-লজ্জা, ভালোবাসা ও ঘৃণা সবই অমোচনীয় শিক্ষা হিসেবে পাওয়া যায়। এগুলো আরও তীব্র হয়ে ওঠে যখন কে কাকে অধিকারহারা করবে এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ বাধে; আর রাজমুকুটের মধ্যে যে অপরিসীম ক্ষমতা লুক্কায়িত থাকে তা নিয়ে এ যুদ্ধ বাধলে তো কথা নেই। সহোদরেরা সবকিছুর ওপর যা পেতে চায় তা হলো ন্যায্যতা; আরও সূক্ষ্মভাবে বললে, তারা চায় অন্যজন যাতে পিতামাতার মনোযোগের আকর্ষণের যুদ্ধে এগিয়ে না থাকে। যে কোনো সন্তানের জন্য অন্য সহোদরের চেয়ে কম ভালোবাসা প্রাপ্তি আসলেই বিপর্যয়কর। এর নেতিবাচক প্রভাব অনেক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। অন্য সব অতিরিক্ত সন্তানের জন্য যেমন, তেমনি হ্যারির জন্যও আমার প্রার্থনা তিনি যাতে শান্তি খুঁজে পান, যা তিনি স্পষ্টতই খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

লেখক: গার্ডিয়ান পত্রিকার কলামিস্ট; দ্য গার্ডিয়ান থেকে ভাষান্তরিত

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনতে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন জেলার মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ২ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplle@gmail.com, Web: www.k-lplle.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

চীন-আরব বিশ্বঃ বাইডেন শি

॥ মোঃ বজলুর রশীদ ॥

সৌদি আরব প্রথম আরব-চীন শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করল গত ৯ ডিসেম্বর ২০২২, যা মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের জন্য বেইজিংয়ের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও একটি বিরল ঘটনা। এই শীর্ষ সম্মেলন সমস্ত আরব রাষ্ট্র ও চীনকে একত্রিত করেছে। অনেক পর্যবেক্ষকই চীনের শি জিনপিংয়ের সাফল্যের কথা বলেছেন ও ছয় মাস আগে বাইডেনের মধ্যপ্রাচ্য, রিয়াদ সফরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। তখন বাইডেন ইসরাইলের পক্ষে লবিং করে সৌদি আরব সফর করেছিলেন।

দীর্ঘ দিন ধরে পশ্চিমা বিশ্লেষকরা বলে আসছেন, চীনা কূটনীতি কেবল মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সফল হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের কথা বলতে গেলে, বেইজিংয়ের এই অঞ্চলে তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

পশ্চিমারা শত বছর ধরে তথ্য-উপাত্ত ও রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে যে ছক ও পরিকল্পনা করেছে বেইজিং তা পারবে কেন? তারা মনে করেন, আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্কোন্নয়নও চীনের পক্ষে সম্ভব নয়, কৌশলগত বন্ধনের সম্ভাবনাও নেই। এমন একটি কাটছাঁট সিদ্ধান্ত ইদানীং সমাপ্ত হয়েছে।

চীনের বিষয়ে জো বাইডেন ট্রাম্পের চেয়েও আরো বেশি বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন বলে মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বলেছিলেন। ড. মাহাথির যুক্তরাষ্ট্রের একজন বড় সমালোচক। বিশেষত ইসরাইলকে সহায়তা করার জন্য তার এই সমালোচনা। তবে তিনি বাইডেনের প্রশংসা করে বলেন, তার সময় অনেক সম্পর্কের উন্নতি হবে যা ট্রাম্পের আমলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় ১২ বছর আগে, জো বাইডেন যখন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি তার নাতনী নাওমিকে নিয়ে দুপুরের খাবারের জন্যে 'চাওগান' রেস্টুরেন্টে ঢোকেন। চীনের এই রেস্টুরেন্টটি পর্যটকদের কাছে প্রিয়। শি জিনপিং তখন চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। বলতে গেলে তিনি সর্বক্ষণ বইডেনকে সঙ্গ দিয়েছেন, বাইডেনের হাসিমাখা ছবি অনেকবার চীনা পত্রিকায় ছাপা হয়। বাইডেন ২০১১ সালে ছয় দিনের চীন সফরে ছিলেন। ওবামা প্রশাসন লম্বা সফরের ব্যবস্থা করে যাতে শির সাথে বাইডেন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করতে পারেন। এই সফরে দু'ব্যক্তিত্ব ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটান বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। ছয় দিনের সফরে তিন দিন জো বাইডেন রাজধানীতে কাটান এবং শির সাথে দফায় দফায় কথা বলেন। পুরো সফরেই শি জিনপিং কাউন্টারপার্ট হিসেবে বাইডেনকে সময় দিয়েছিলেন। চীনের পত্র-পত্রিকায় তাদেরকে 'দুই বন্ধু' উল্লেখ করেও নিবন্ধ ও ছবি ছাপা হয়। আজ সময়ের পরিবর্তনে দু'জন দুপ্রান্তে। এখন কেউ কাউকে বন্ধু বলেন না।

শি জিনপিংয়ের মধ্যপ্রাচ্যে সফর ও সৌদি আরবের নেতৃত্বের সাথে খোলাখুলি বৈঠক অনেক বিস্মিত প্রতিফলনকে মুছে দিয়েছে। আরব বিশ্বের অবিসংবাদিত আঞ্চলিক নেতা, সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের আমন্ত্রণে চীন-আরব রাষ্ট্র শীর্ষ সম্মেলন ও চীন-উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি রিয়াদ ভ্রমণ করেন। ধনী আরব বিশ্বে প্রভাব সম্প্রসারণ ও প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেও পশ্চিমাদের বিশাল প্রাচীর ভেঙে চীন প্রবেশ করতে পারছিল না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে প্রথম বিদেশ সফরে সৌদি আরব গিয়েছিলেন। মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল। বাইডেনও গুরুত্বপূর্ণ সফরে সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন কিন্তু প্রিন্স সালমানের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়। বিশ্বের মোড়লদের প্রচুর কালো সোনা দরকার। তাই সৌদি আরব ও তেল সংস্থাগুলোর সাথে বন্ধুত্ব করা পররাষ্ট্রনীতির একটি বিশেষ দিক। কিছু অমিল হলেই সবাই এই সোনায় হাত দেয়; ফলে এই অঞ্চল বহু দশক ধরে বিরোধ ও সশস্ত্র সঙ্ঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে আছে।

কিছু কিছু বিশ্লেষক অনেক দিন ধরে বলে আসছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অপরিশোধিত তেল দখলের লড়াই। এমনকি ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর পার্ল হারবারে আমেরিকান নৌঘাঁটিতে জাপানি বিমানের ব্যাপক আক্রমণ, যে প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের সূচনা করেছিল, সেটিও তেলের কারণের সাথে যুক্ত। ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের তেলসমৃদ্ধ দ্বীপগুলো দখল করার জাপানের আকাঙ্ক্ষা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশকে যুদ্ধ বলয়ে টেনে আনে। এটি আশ্চর্যজনক নয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তার সম্প্রসারণকে এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করার চেষ্টা করেছিল যে, তেল যেকোনো দেশের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই মূল্যবান সম্পদ যথেষ্ট ছিল না। ২০১০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বিদেশী বাজারে তার তেলের প্রায় ৬০ শতাংশ কিনেছিল।

মার্কিন তেল ও গ্যাস শিল্পে শেল এই ইস্যুতে গুরুতর সমন্বয় সাধন করেছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই বিশ্ব বাজারে তেলের বৃহত্তম সরবরাহকারী হয়ে ওঠার পরে বা পারস্য উপসাগরে মার্কিন নির্ভরতা হ্রাসের পরে ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ও এই অঞ্চলের দেশগুলোর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমর্থন হ্রাস করতে শুরু করেন। এর ফলে ধীরে ধীরে প্রথমে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে এবং পরে জো বাইডেনের আমলে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কমতে শুরু করে।



চীনা দক্ষতার সাথে এই পরিস্থিতির সুযোগ নেয়। বিশেষ করে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'নতুন যুগে চীন-আরব সহযোগিতা' শীর্ষক বিশাল প্রতিবেদনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে জোর দেয়া হয়েছে, চীন ও আরব রাষ্ট্রগুলো ইতোমধ্যে সার্বভৌমত্বের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা, অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ও ক্ষমতার রাজনীতি এবং আধিপত্যবাদ প্রতিরোধের অনুরূপ অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে কার্যত কৌশলগত পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করা গেছে।

এটি উল্লেখ করা উচিত, চীন বেশ দীর্ঘ সময় নিয়ে আস্তেধীরে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদ ধারণার বিরুদ্ধে কাজ করেছে। আর তাই, আরব দেশগুলোর সাথে একত্রে আমেরিকার কর্তৃত্ব প্রতিহত করার ওপর বেইজিংয়ের বিশেষ জোর আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে চীনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করেছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনের ওপর সাম্প্রতিক তীব্র আক্রমণ এবং আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের নানাবিধ নির্দেশনায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর উন্মুক্ত প্রত্যাখ্যান, চীনের এগিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে।

এ পরিস্থিতিতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যপ্রাচ্য সফর ও সর্বশেষ চীন-আরব যোগাযোগ স্পষ্টতই প্রমাণ করে, চীন দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে আসতে চেয়েছে এবং এসেছে। অচিরেই বাস্তবায়নের জন্য বেইজিং যে যৌথ প্রকল্প প্রস্তাব করেছে তা কেবল আর্থিক ও বাণিজ্য সহযোগিতাই নয়, একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্বও এর মধ্যে রয়েছে। যেমন- সৌদি আরব বেশ কয়েকটি বড় চীনা উচ্চ-প্রযুক্তি সংস্থার জন্য তার বাজার উন্মুক্ত করছে, বিশেষত হুয়াওয়ে, যা সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাপ ও সীমাবদ্ধতার ভেতর রয়েছে। সৌদি আরবের পক্ষ থেকে এ ধরনের উন্মুক্ততা বেইজিং ও পারস্য উপসাগরের দেশগুলোর, বিশেষ করে রিয়াদের মধ্যে উচ্চ স্তরের বিশ্বাস কাজ করছে।

আরো উল্লেখযোগ্য হলো- বেইজিং ও রিয়াদের যৌথ নিরাপত্তা আলোচনা, যা দীর্ঘদিন ধরে রিয়াদ ও ওয়াশিংটনের মিথস্ক্রিয়ায় চলমান ছিল। ছোটখাটো থেকে বড় বড় ঘটনা এই বন্ধনে আঘাত করেছে। কিছু দিন আগে সৌদি কয়েক শ' নৌ-ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ শিবির থেকে ওয়াশিংটন বের করে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। সৌদি আরবকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তা নতুন মোড় নিতে চলেছে। বেইজিং মধ্যপ্রাচ্যে এ ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশ নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, প্রথমবারের মতো চীনের সীমানার বাইরেও এই ধরনের গ্যারান্টি দিতে তারা প্রস্তুত।

সৌদি আরব ছাড়াও ধুঁকে ধুঁকে চলা ইরাক চীনের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে আগ্রহ ও প্রস্তুতি দেখিয়েছে। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল সুদানি প্রথম চীন-আরব রাষ্ট্র শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে রিয়াদে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাথে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় উভয় দেশের নেতারা শুধু দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কই নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতা ও টেকসই অংশীদারিত্বের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসার মত প্রকাশ করেছেন এবং উপায় নিয়েও প্রাথমিক আলোচনা করেছেন।

রিয়াদে অনুষ্ঠিত প্রথম চীন-আরব শীর্ষ সম্মেলনের সময়, স্থানীয় কর্মকর্তারা ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ ও এর জনগণের সমস্যা শেষ করতে অর্থনৈতিক এবং মানবিক সহায়তার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য চীনের কাছে সাহায্যের অনুরোধ করেছিলেন। এটি স্পষ্টতই বেইজিংয়ের আঞ্চলিক কর্তৃত্বের স্বীকৃতিকেই প্রমাণ করে না; বরং চীনের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ও এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করে। তবে এটিও সঠিক যে, ইয়েমেনে কার্যক্রমে চীনকে শিয়াইজম ও ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারেস্টের মোকাবেলা করতে হবে।

যদিও ওয়াশিংটনে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কৌশলগত যোগাযোগের সমন্বয়কারী জন কার্বির একটি অত্যন্ত স্পষ্ট বিবৃতিতে, বেইজিংয়ের মধ্য প্রাচ্যের নীতির তীব্রতা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছিল, তবুও রিয়াদে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনার দিকটি আরব বিশ্বে বেইজিংয়ের কর্তৃত্ব ও প্রভাবের নিঃশর্ত পরিবৃদ্ধির প্রমাণ করে। শুধু চীনই নয়, পারস্য উপসাগরীয় আরব দেশগুলো সম্প্রতি আত্মবিশ্বাসের সাথে পারস্পরিক পুনর্মিলনের জন্য তাদের পদক্ষেপ আরো জোরদার করার দিকে অগ্রসর হয়েছে, সহযোগিতার জন্য নতুন অংশীদারদের সন্ধান করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবেও সঙ্ঘাত তীব্রতর করেছে। তথাকথিত 'আরব ন্যাটো' হালে পানি পায়নি। ওয়াশিংটন নিজেই দ্রুত বর্ধনশীল তরুণ জনগোষ্ঠীকে চাকরির সুযোগ দিতে আগ্রহী। তদুপরি, তারা তাদের নিজস্ব অধিকারে একটি স্বাধীন মেরু হিসেবে বিবেচিত ও সম্মানিত হতে চায়। এমতাবস্থায় বৈশ্বিক প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে এবং চীনের সাথে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে নিতে হবে।

আরব-চীন সম্পর্ক খুব কৌশলগত এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। আরবরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিষ্কার দৃষ্টিসম্পন্ন; তারা ইতোমধ্যে তাদের কৌশলগত দিক নির্ধারণ করেছে। তারা পুরোপুরি বুঝতে পারে, বর্তমান শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যরা তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যা-ই ভাবুক না কেন, আরবরা কৌশলগতভাবে স্বায়ত্তশাসিত থাকার জন্য এবং বৃহৎ ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের ক্ষমতার সব কিছু করবে। তারা কাউকে তাদের নিজস্ব ভূ-রাজনৈতিক লাভের জন্য একটি বন্ধনী বা যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেবে না।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার



যদিও ওয়াশিংটনে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কৌশলগত যোগাযোগের সমন্বয়কারী জন কার্বির একটি অত্যন্ত স্পষ্ট বিবৃতিতে, বেইজিংয়ের মধ্য প্রাচ্যের নীতির তীব্রতা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছিল, তবুও রিয়াদে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনার দিকটি আরব বিশ্বে বেইজিংয়ের কর্তৃত্ব ও প্রভাবের নিঃশর্ত পরিবৃদ্ধির প্রমাণ করে। শুধু চীনই নয়, পারস্য উপসাগরীয় আরব দেশগুলো সম্প্রতি আত্মবিশ্বাসের সাথে পারস্পরিক পুনর্মিলনের জন্য তাদের পদক্ষেপ আরো জোরদার করার দিকে অগ্রসর হয়েছে, সহযোগিতার জন্য নতুন অংশীদারদের সন্ধান করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবেও সঙ্ঘাত তীব্রতর করেছে। তথাকথিত 'আরব ন্যাটো' হালে পানি পায়নি।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Portchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

জানুয়ারী ২০২৩ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জানুয়ারী ২০২৩ সালের প্রকাশিত ভিসা বুলেটিন। নিম্নে জানুয়ারী এর পারিবারিক ভিসার প্রাপ্যতা প্রকাশ করা হলো।

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ ডিসেম্বর ০১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানেরা এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা।

এঃ (এফ-২এ) পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরাঃ চলতি।

বিঃ (এফ-২বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের পুত্র ও কন্যাগণ (২১ বছর বয়সী বা তদুর্ধ বয়সের পুত্র ও কন্যাঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) বয়স্ক ইউএস সিটিজনদের ভাই বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭

ইমিগ্রেশন কেস ফাইল করার ব্যাপারে আবারো আপনারা অনেকেই আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন। যদিও আমরা প্রয়োজন অনুভব করে নিকট অতীতে এ ব্যাপারে কিছু তথ্যা প্রকাশ করেছি। আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে আবারও কিছু প্রকাশ করা হলো।

উপযুক্ত ফরমঃ

ইমিগ্রেশন ফরম সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার পরই কেবল কেস শুরু হতে পারে। প্রতিটি কেসের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ফরম পূরণ করতে হবে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ প্রায়ই ফরম সংশোধন করে থাকে। নতুন ভার্সন প্রবর্তন করার পর পুরাতন ভার্সনের ফরম আর গৃহিত হয় না। পুরাতন ফরম ব্যবহার করলে তার কেস গৃহীত হবে না। অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হবে। ফরম পূরণ করার জন্য প্রত্যেক ফরমেই নির্দেশনাবলী দেয়া থাকে।

প্রত্যেক ফরমের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা রয়েছে। নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট পাওয়া না গেলে বিকল্প ডকুমেন্টের কথাও বলা হয়েছে।

তারপর প্রত্যেক ফরমের সঙ্গে প্রসেসিং ফি লাগবে। ইমিগ্রেশন আবেদন তখনই গ্রহণ করবে যখন সঠিক ফি প্রদান করা হবে। যদি নির্দিষ্ট ফি এর বেশি প্রদান করা হয় তখন আবেদন ফেরত পাঠিয়ে দেবে। আবেদন করার সময় ফি চেক করে নিতে হবে। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে ফি সম্পর্কে জানা যাবে।

কোথায় আবেদন ফাইল করতে হবে?

ইমিগ্রেশন মেইলের মাধ্যমেও আবেদন গ্রহণ করে। কোনর কোন ক্ষেত্রে অন লাইনেও আবেদন করা যায়। তবে নিশ্চিত হতে হবে যে সঠিক ঠিকানায় আবেদন মেইল করা হয়েছে কিনা। ইউএস সিআইএস'র ওয়েব সাইটে সঠিক ঠিকানা পাওয়া যাবে। আপনার নিজ ঠিকানা অনুযায়ী আবেদন করার ঠিকানা নির্ধারিত হবে। ইউএস পোস্ট অফিস অথবা এক্সপ্রেস মেইলেও আবেদন করা যাবে। অনেক সময় এক্সপ্রেস মেইলের



ঠিকানার ইউএস পোস্ট অফিসের ঠিকানা থেকে পৃথক হয়। আর একটি এনভেলাপে একটি করে আবেদন পাঠানোর পরামর্শ থাকবে আমাদের। যেমন একজন ইউএসসিটিজেন তার মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে চান। সেক্ষেত্রে তাকে দুটি আই-১৩০ ফরম পূরণ করতে হবে। এবং ইমিগ্রেশন ফি এর জন্য দুটি পৃথক চেক পাঠাতে হবে। এক সঙ্গে দুটি ফরম মেইল করতে চাইলে উভয় ফরম আলাদা করে পাঠানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

অধিকাংশ ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ করা সহজ এবং সাধারণ। কিন্তু প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো। ফরম, ফি এবং মেইলিং ঠিকানা নির্দিষ্ট থাকে না। মাঝে মাঝে ঠিকানা পরিবর্তন হয়। আর প্রয়োজনে অভিজ্ঞ প্রশেনালের সঙ্গে পরামর্শ করলে ভুল পদক্ষেপ এবং সময় থেকে মুক্ত থাকা যায়। এক্ষেত্রে ইউএসসিসআইএস'র ওয়েব সাইটে সাধারণ তথ্য এবং ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায়। তবে প্রয়োজনে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য আমরা বলে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে এম, চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমার ২ সন্তান ও আমি গ্রিনকার্ডধারী। আমার ২ সন্তানসহ এদেশে এসেছিলাম। তারপর তাদের নিয়ে দেশে চলে যাই। তারপর আমি সময়মতো এদেশে ফিরে এসেছি কিন্তু আমার সন্তানদের সময়মতো এদেশে ফিরে আসেনি। আমার সন্তানেরা এখন এদেশে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু তারা তো বিনা অনুমতিতে বছরের বেশি সময় বাংলাদেশে অবস্থান করে তাদের গ্রিনকার্ড নষ্ট করে ফেলেছে। এ ব্যাপারে এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে তাদের এদেশে আনার কোন উপায় আছে কিনা?

এম, চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার সন্তানেরা বিনা অনুমতিতে ২ বছরের বেশি সময় বাংলাদেশে অবস্থান করেছে। একজন পার্মনেন্ট রেসিটেন্টকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে। ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএসএ'র বাইরে এক বছরের কম সময় অবস্থান করতে পারেন। পুনঃ প্রবেশের অনুমতি নিয়ে এদেশের বাইরে গেলে অনুমতি ইস্যু হবার তারিখ থেকে ২ বছর পর্যন্ত এটা বৈধ থাকে। গ্রিনকার্ড বৈধ থাকবে যদি এটা ধরে রাখা যায়।

সাধারণত একজনর গ্রিনকার্ডধারী ৬ মাসের কম সময় এদেশের বাইরে অবস্থান করে ফিরে আসার সময় ইমিগ্রেশন অফিসার কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেনা।

আপনার সন্তানেরা তাদের গ্রিনকার্ডের স্ট্যাটাস হালিয়ে ফেলেছে। আমাদের পরমার্শ হচ্ছে গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে আপনি আপনার সন্তানদের জন্য আবার আবেদন করতে পারেন। গ্রিনকার্ডধারী তাদের অবিবাহিত সন্তানদের জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি তো একজন গ্রিনকার্ডধারী সে কারণে আপনি আপনার সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন। গ্রিনকার্ডধারীরা তাদের বিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন না। তবে ২১ উর্ধ্ব অবিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য প্রয়োজন বোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

নতুন বছরে বৈশ্বিক মন্দা কি সত্যিই বাড়বে?

॥ জেফরি ফ্র্যাঙ্কেল ॥

২০২২ সালে বিশ্ব মন্দায় পড়ার উপক্রম হয়েছিল বটে। তবে কেউই নিশ্চিত ছিলেন না, আদৌ যদি মন্দায় পড়ে তবে কবে পড়বে। এখন বিগত বছর শেষে এবং নতুন বছরের শুরুতে আরেকটি অনুমান উদ্ঘাটনে আদাজল খেয়ে লেগেছেন অর্থনীতিবিদরা। তা হলো, মন্দায় পড়বে না তো ২০২৩ সাল?

বিশ্বের নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদরা ২০২২ সালের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন একটি কাজে। সেটি হচ্ছে, ২০২২ সালের ঠিক কোন সময়টায় অর্থনৈতিক মন্দায় পড়বে পৃথিবী তা অনুমানে।

২০২২ সালে বিশ্ব মন্দায় পড়ার উপক্রম হয়েছিল বটে। তবে কেউই নিশ্চিত ছিলেন না, আদৌ যদি মন্দায় পড়ে তবে কবে পড়বে। এখন বিগত বছর শেষে এবং নতুন বছরের শুরুতে আরেকটি অনুমান উদ্ঘাটনে আদাজল খেয়ে লেগেছেন অর্থনীতিবিদরা। তা হলো, মন্দায় পড়বে না তো ২০২৩ সাল?

ধারণাটি বিশ্লেষণ করা যাক। ২০২২ সালের শুরুতে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মন্তব্য করেছিলেন, মন্দা চলছে যুক্তরাষ্ট্রে। তবে একাধিক গবেষণানির্ভর প্রতিবেদন থেকে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মার্কিন শ্রমবাজার যে মাত্রায় দৃঢ় তাতে করে এমনকি বছরের প্রথমার্ধেও আমেরিকার অর্থনীতি মন্দায় পড়তে পারে, তেমন আশঙ্কা ক্ষীণ।

আমি মনে করি, চলতি বছরও মার্কিন বাজারের তেমন হেরফের হবে না। ফলে অনেকে যদিও মনে করেন একটি পতন অবশ্যম্ভাবী, আমি বিশ্বাস করি, মার্কিন অর্থনীতির মন্দায় পড়ার আশঙ্কা কম। আমার বরং ধারণা, ফেডারেল রিজার্ভ এবং অন্যান্য বড় ব্যাংক যে হারে দ্রুত সুদের হার বাড়াচ্ছে, তাতে করে মন্দা যদি হয়ও ২০২৩ সালে মন্দার আশঙ্কা আধাআধি; তবে পরবর্তী দুই বছরের (২০২৪-২০২৫ সাল) যে কোনো সময়ে হতে পারে মন্দা।

ইউরোপীয় অর্থনীতি বর্তমানে শক্ত ধাক্কা খেয়েছে ক্রমাগত জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে। পরপর দুই কোয়ার্টার ক্রমবৃদ্ধির বদলে ক্রমহ্রাস হয়েছে ইউরোপের জিডিপি। ফলে ২০২৩ সালে মন্দায় পড়তে পারে তারা। এদিকে আমি মনে করি, ইউরোপের যতটা না খারাপ অবস্থা তার চেয়ে বেশি কাহিল চীন।

ইউরোপীয় অর্থনীতি এখন যেসব সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, একই সমস্যা রয়েছে চীনা অর্থনীতিরও। তবে চীনের একটা বাড়তি সমস্যা হচ্ছে, চীনের আবাসন খাত বিপর্যয়ের মুখে রয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। এদিকে নতুন করে ক্রমাগত কোভিড রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিও বেইজিংয়ের বড় মাথাব্যথার কারণ; বিশেষত টিকার মাধ্যমে কোভিড নিয়ন্ত্রণে কর্ণপাত না করে তারা পুনরায় উন্মুক্ত করতে চাচ্ছে অর্থনীতি।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, চার দশক ধরে চীন যে অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল, ২০২৩ সালে তার প্রবৃদ্ধি হবে ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে কম। তবে সেক্ষেত্রেও ২০২৩ সালের প্রথম দুই কোয়ার্টারে চীনা অর্থনীতি সংকুচিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

কারণ, ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটকালেও চীনের জিডিপি প্রবৃদ্ধি যখন ৮ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছিল, তখনও চীনের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সেভাবে কমতে দেখিনি আমরা। বর্তমান সূত্র হচ্ছে-কোনো অর্থনীতি পরপর দুই কোয়ার্টার নেতিবাচক জিডিপি প্রবৃদ্ধির শিকার হলে ওই অর্থনীতিটি মন্দায় পড়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়। এ সূত্রে কিন্তু চীনকে মন্দায় ফেলা কঠিনই হবে।

এটা বাস্তব যে, এরই মধ্যে অর্থনৈতিক ঝামেলায় পড়েছে বেশকিছু দেশ। আমার দৃষ্টিতে সেগুলো যতটা বৈশ্বিক অর্থনীতির নানা শক্তির প্রভাবে, তার চেয়ে বেশি অভ্যন্তরীণ নীতি প্রণয়নে ত্রুটির কারণে। এসব ত্রুটির বিষয়ে কিন্তু আগে থেকে সতর্কও করা হয়েছিল কিছু দেশকে।

উদাহরণ হিসাবে বলি, ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত অপ্রয়োজনে ইউরোপ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে রুশ গ্যাসের ওপর। ফলে ক্রেমলিন যখন ইউক্রেনে আক্রমণ চালায়, দুর্বল হয়ে পড়ে ইউরোপীয় অর্থনীতি। আবার চীনের জিরো-কোভিড নীতি যদি মান্ধাতার আমলের হয়, কোভিড নীতি বলে কোনো বস্তু ছিল না ইউরোপে। ফলে ইউরোপের সংযম নীতিকৌশল মৃত্যুর সংখ্যা থামিয়ে রেখেছিল সাময়িকভাবে। এর প্রভাব অর্থনীতিতে স্পষ্ট হয় ২০২১-২২ সালে।

যুক্তরাষ্ট্রের কথা যদি বলি, ২০২২ সালে অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে অসংখ্য ভুল রয়েছে তাদের। দেশটি ইচ্ছাকৃতভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় গত বছর। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে উপেক্ষা করে প্রকাশ্যে। অথচ এ সংস্থাটিকেই কার্যকর করে তুলতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাঠামোর উন্নয়নে কয়েক দশকের উল্লেখযোগ্য পরিশ্রম ছিল তাদের। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি ভুল ছিল।

অথচ সেটি সংশোধনের তেমন কোনো উদ্যোগই নেননি জো বাইডেন। তিনি অবশ্য মোক্ষম বাণিজ্য অস্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন ইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্টকে। তবে আমার সমালোচনা হচ্ছে, আইনটি একদিকে ইউরোপের বাজারে অস্থিতিশীলতা বাড়াবে; একই সঙ্গে খর্ব করবে বিশ্ব বাণিজ্যের একাধিক শক্ত কাঠামোকে। এখনো হয়তো ফেডের সুদের হার বৃদ্ধির প্রভাব তেমন প্রতিভাত নয়, তবে লক্ষণ বলে এটি বুদবুদ এবং বেশিক্ষণ টিকবে না।

২০২২ সালের জানুয়ারিতে ওয়ালস্ট্রিট চূড়ায় ছিল। স্টক বাজার সেখান থেকে নামতে শুরু করে মার্চের পর। এদিকে বন্ড, আবাসন এবং অন্যান্য বাজার সম্পদ যেগুলো রয়েছে, সেগুলো আগামী বছরও তেমন ভালো করতে পারবে না মুদ্রানীতির কারণে। আবার ডিসকাউন্ট রেট কম হওয়ায় এবং সুদের হার শূন্যের নিচে চলে যাওয়ায় ভবিষ্যৎ আয়ের ওপর পড়বে নেতিবাচক প্রভাব। শেয়ারবাজারে ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো বিপজ্জনক সম্পদ যুক্ত হয়েছিল গত বছর। ২০২২ সালের শেষ প্রান্তে তাদের ক্ষতিকর প্রভাবও দেখেছি আমরা। চলতি বছরও সেটি অব্যাহত থাকবে বলে মনে হয়।

সর্বোপরি আমি যেটা মনে করি তা হচ্ছে, ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতির পথ মসৃণ হবে না; তবে মন্দায় পড়বে না এটি। প্রবৃদ্ধি হয়তো ধীর হবে, তবে সেটিকে মন্দা বলা যাবে না। দুই বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কোনো সিঙ্গেল কোয়ার্টারেও প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হতে দেখিনি আমরা।

পরপর দুই কোয়ার্টার তো কল্পনাতীত। সেদিক থেকে কিন্তু ১৯৭৪ ও ১৯৮১ সালের জ্বালানি তেলঘটিত অর্থনৈতিক সংকটকেও আমি ঠিক মন্দা বলতে রাজি না। এমনকি আপাতদৃষ্টিতে যখন মন্দা চলছে বলে মনে হয়, তখনও অগ্রসর অর্থনীতির নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিকে ভারসাম্যে নিয়ে আসে উদীয়মান অর্থনীতির ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি।

ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে ২০২১ সালের ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বদলে ২০২৩ সালে হয়তো প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ২ শতাংশ হবে। তবে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দায় পড়বে বলে মনে হয় না।

প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে ভাষান্তর : জায়েদ ইবনে আবুল ফজল

জেফরি ফ্র্যাঙ্কেল: অধ্যাপক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র





শকুনি, বিচিত্র বীর্যের বংশধর ও ব্রহ্মাস্ত্র কাহিনী

গোলাম মাওলা রনি

ব্রহ্মাস্ত্র শব্দটি শোনেননি এমন বাংলাভাষী মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর এবং কথায় কথায় শব্দটি ব্যবহার করে নিজের পান্ডিত্য জাহির করার মতো বিজ্ঞ লোকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কিন্তু আপনি যদি ব্রহ্মাস্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ইতিহাস জিজ্ঞাসা করেন তবে ব্যাপক পড়াশোনা ও গবেষণা ছাড়া কেউ শব্দটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবেন না। মহাকালের রাজনীতি, মানবসভ্যতা, রাজতন্ত্র, ন্যায়তন্ত্র ও মানুষের অনাদি বিচারবোধ- ক্রোধ এবং কামের সাথে ব্রহ্মাস্ত্রের যে একটি আদি সম্পর্ক রয়েছে তা আমিও ইতঃপূর্বে জানতাম না। সুতরাং আরো অনেক মানুষের মতো আমিও কথাবার্তায় ব্রহ্মাস্ত্র শব্দটি ব্যবহার করতাম ঠিক নিম্নবর্ণিত কাহিনীর মতো।

কাহিনীটি আমার নিজের জীবনের। যখন আমি চাকরি করতাম জার্মান মালিকানাধীন একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে। আমার ইমিডিয়েট বস ছিলেন বিদেশে লেখা-পড়া করা অতি উচ্চবংশীয় জনৈক যুবক যিনি বাংলাদেশের কূটকৌশল কর্মস্থলের নোংরামি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। আর আমাদের দু'জনের বস ছিলেন অতিশয় সুন্দরী, বদরাগী ও কথায় কথায় খারাপ ব্যবহার করা জনৈক ব্রিটিশ বাংলাদেশী মহিলা। ভদ্র মহিলা কথায় কথায় আমার ইমিডিয়েট বসকে বকা দিতেন কিন্তু আমাকে স্নেহ করতেন। আমরা সবাই বড়সড় একটি হলরুমে বসতাম। কিন্তু অফিসের নিয়ম মতে ২০-২৫ জন এক রুমে বসে কাজ করা সত্ত্বেও কোনো শব্দ হতো না। প্রয়োজন মতো আমরা অত্যন্ত নিচুস্বরে ইন্টারকমের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে কথা বলতাম। আমার ইমিডিয়েট বস হঠাৎ একদিন ইন্টারকমে বললেন, রনি! আপনি তো আমার সাবঅর্ডিনেট। কেন আপনি সারাক্ষণ ওই মহিলার কাজে ব্যস্ত থাকেন। এখন থেকে আপনি সর্বদা আমার কাজ করবেন। জবাবে আমি বললাম, আপনি যদি আমাকে প্রয়োজনীয় কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে পারেন তবে আমার জন্যও ভালো হবে। তিনি বললেন, আমার টেবিলে তো অত কাজ নেই। তার চেয়ে বরং আমরা ইন্টারকমে পরস্পরের সাথে কথা বলে সময় কাটাব যাতে ওই মহিলা আপনাকে অথবা আমাকে ব্যস্ত রাখার সুযোগ না পান। আমি পাল্টা প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সাথে আমি ইন্টারকমে এতক্ষণ কী কথা বলব। তিনি বললেন, আমরা মহিলার বিরুদ্ধে কূটনামি করব- তাকে গালিগালাজ করব। আমি বললাম, ওকে প্রথমে আপনি শুরু করুন। তিনি বললেন, ও একটা ধুমসি- একটা মাঙ্গি! আমি আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলাম, ধুমসি এবং মাঙ্গির অর্থ কী! তিনি বেশ অসহায়ত্ব নিয়ে বললেন, ভাইরে- আমি তো শব্দগুলোর অর্থ জানি না, তবে আমার অনুমান ওগুলো খুবই খারাপ কিছু হবে।

আমার চাকরি জীবনের ধুমসি ও মাঙ্গির মতোই ব্রহ্মাস্ত্র সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান-গরিমা ও জানা শোনায় অস্পষ্টতা থাকতে পারে। এই শব্দটি সম্পর্কে মহাভারত-রামায়ণ-বেদ-পুরাণসহ হাজার বছরের বৈদিক সাহিত্যে এতসব কাহিনী রয়েছে যার কিয়দংশ পড়ার পর আমি রীতিমতো হতবাক হয়ে গেছি। একজন রাজা- তার প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপতির মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও পৃথিবীর কল্যাণের সাথে ব্রহ্মাস্ত্র কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তার বিষদ বর্ণনা রয়েছে মহাভারতে। আজকের নিবন্ধে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব বিষয়গুলো বর্ণনার জন্য।

ব্রহ্মাস্ত্র বলতে সাধারণত বোঝায় অসাধারণ একটি মারণাস্ত্র যার অলৌকিক গুণাবলি রয়েছে। এই অস্ত্র বিশেষ ধ্যান-ইবাদত-বন্দেগি এবং বিশেষ অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। এই অস্ত্রের কার্যকারিতা অব্যর্থ এবং যার ওপর ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ করা হয় তার ধ্বংস অনিবার্য ও অস্ত্রধারীর বিজয় নিশ্চিত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, মানব ইতিহাসে কেউ কোনো দিন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেননি। স্পষ্ট করে বলতে হলে বলতে হয়, এই অস্ত্র প্রয়োগের দরকার হয়নি। কারণ যার কাছে এই অস্ত্র থাকত তিনি কোনো যুদ্ধ ছাড়াই বিজয়ী হতে পারতেন। ব্রহ্মাস্ত্রের ধারককে তার প্রতিপক্ষরা যমের মতো ভয় পেত এবং লাখ লাখ সৈনিক ও প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কোনো বিশাল সেনাবাহিনী ব্রহ্মাস্ত্রের সামনে দাঁড়ানোর কথা কল্পনাও করতে পারত না।



প্রাচীন ভারতীয় বেদশাস্ত্র অনুযায়ী, কোনো রাজা-সেনাপতি অথবা সৈনিক যাদেরকে ক্ষত্রিয় বলা হতো- তাদের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র থাকত না। ব্রহ্মাস্ত্র কেবল ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পন্ডিত বিজ্ঞ বা আলেমদের কাছেই থাকতে পারে। কারণ, রাজা-সেনাপতি-সৈনিক অর্থাৎ ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধা। তারা রাগী-অত্যাচারী-আবেগি-বিলাসী-হেঁয়ালি অভ্যাসে অভ্যস্ত এবং নেতিবাচক অর্থে অহঙ্কারী-স্বার্থপর-লোভী-প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কুকর্মে নিদারুণ পারদর্শী। এ জন্য হিন্দুধর্মের পুরাণে যে বিশ্বস্রষ্টার কথা বলা হয়েছে তিনি কোনো দিন ক্ষত্রিয়দের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র দেননি। কারণ ক্ষত্রিয়রা এটি পেলে তামাম দুনিয়া ধ্বংস করে ফেলবে মুহূর্তের মধ্যে।

মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী, কুরু যুগে ব্রহ্মাস্ত্রের আদি গুরু ছিলেন পরশুরাম। তিনি এই বিদ্যা তার শিষ্য দ্রোনাচার্যকে শিখিয়েছিলেন এবং মানবকুলের অস্ত্রবিদ্যার ভার দ্রোনাচার্যকে দিয়ে গভীর বনে চলে গিয়েছিলেন অধিকতর তপস্যার জন্য। পরশুরাম যখন অরণ্যে তখন তার শিষ্য দ্রোনাচার্য হস্তিনাপুর রাজ্যের রাজকুমারদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেলেন। রাজা বিচিত্র বীর্যের বংশধর পান্ডব ও কৌরবের সন্তানরা পরবর্তীতে যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন সেটি ইতিহাসের বিখ্যাত মহাভারতের যুদ্ধ। পান্ডব বংশের পাঁচ রাজকুমার এবং কৌরব বংশের ১০০ রাজকুমারসহ কর্ণ নামক একজন মহাবীরকে দ্রোনাচার্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরে পান্ডব ও কৌরবদের যুদ্ধ যখন অনিবার্য হয়ে পড়ল তখন কর্ণ তার অস্ত্রগুরু দ্রোনাচার্যের কাছে গিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র লাভের অভিপ্রায় জানালেন। কর্ণের প্রস্তাবে দ্রোনাচার্য যারপরনাই বিরক্ত হলেন এবং বললেন, তুমি ক্ষত্রিয় বংশজাত। ব্রহ্মাস্ত্র ধারণের মতো জ্ঞান প্রজ্ঞা আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং বিবেচনাশক্তি তোমার নেই। এটি কেবল ব্রাহ্মণরাই ধারণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, তুমি এই অস্ত্রশস্ত্র লাভ করলে অন্যায়ভাবে অর্জুনকে মেরে ফেলবে। দ্রোনাচার্যের কথা শুনে কর্ণের ভীষণ রাগ হলো। তিনি হস্তিনাপুর ত্যাগ করে ব্রহ্মাস্ত্রের আদি গুরু পরশুরামের খোঁজে জঙ্গলে চলে গেলেন এবং বহু চেষ্টায় পরশুরামকে খুঁজে পেয়ে তার শিষ্যত্ববরণের নিবেদন করলেন। কর্ণের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে পরশুরাম তাকে অস্ত্রবিদ্যা শেখালেন এবং যেহেতু কর্ণ নিজের বংশপরিচয় গোপন রেখে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন সেহেতু পরশুরাম কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্রের বিদ্যাও শেখালেন।

বিদ্যা লাভের পর কর্ণ যখন হস্তিনাপুরে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেলেন তখন হঠাৎ একটি দৈব দুর্ঘটনায় সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। ঘটনার দিন পরশুরামের সাথে কর্ণ গভীর অরণ্যে পরিভ্রমণ করছিলেন। দীর্ঘ ভ্রমণে পরশুরাম পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং শিষ্য কর্ণের উরুতে মাথা রেখে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। এমন সময় বিষাক্ত একটি সাপ কর্ণকে দংশন করে। সর্পবিষে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নড়াচড়া করলেন না। কিন্তু তার শরীর নীল হয়ে গেল এবং তিনি বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তার চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে লাগল এবং সেই অশ্রু পরশুরামের মুখের ওপর পড়ল। পরশুরাম নিদ্রাভঙ্গের জন্য মহা বিরক্ত হলেন এবং কর্ণের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করলেন।

কর্ণ যখন বললেন যে, সর্প দংশিত হওয়ার পরও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং সব যাতনা নীরবে সহ্য করেছেন কেবল পরশুরামের ঘুম নির্বিঘ্ন করার জন্য। অস্ত্রগুরু পরশুরামের সেবায় ও সন্তুষ্টির জন্য কর্ণ যা করেছিলেন তা শোনার পর যেকোনো মানুষের অন্তর বিগলিত হওয়ার কথা। কিন্তু পরশুরাম উল্টো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি রক্তচক্ষু বিস্ফোরিত করে কর্ণকে প্রশ্ন করলেন, সত্যি করে বলো তুমি কে! কী তোমার পরিচয়। আমি নিশ্চিত তুমি ব্রাহ্মণ নও- তুমি ক্ষত্রিয়। কারণ সর্পবিষে ভারাক্রান্ত হয়ে ধৈর্য ধারণ ব্রাহ্মণের শরীরের পক্ষে অসম্ভব। কেবল ক্ষত্রিয় রক্ত-মাংসের শরীরের পক্ষেই সুতীব্র বেদনা সহ্য করে স্থির থাকা সম্ভব!

পরশুরামের কথার উত্তরে কর্ণ সব কিছু খুলে বলতে বাধ্য হন। তখন পরশুরাম তাকে তাড়িয়ে দেন এবং বিদায় বেলায় অভিশাপ দেন, ব্রহ্মাস্ত্রের বিদ্যা কর্ণের কোনো কাজে আসবে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র যুদ্ধ, কৌশল ভুলে যাবে। এই কাহিনীর সাথে পরবর্তীকালে মহাভারতের যুদ্ধ, পান্ডবদের বিজয় এবং কৌরবদের পরাজয়ের মাধ্যমে কর্ণের যে করুণ পরিণতি হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করলে আধুনিককালের যুদ্ধবিশারদরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যান।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষপ্রান্তে চলে এসেছি। এবার ব্রহ্মাস্ত্র সংক্রান্ত মহাভারতের কাহিনীর চৌম্বক অংশ ও বর্তমান জমানায় সেই কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা বলে নিবন্ধের ইতি টানব। আমরা সবাই জানি, রাজা বিচিত্র বীর্যের দুই পুত্র পান্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্র। পান্ডুর পাঁচ পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রের ১০০ পুত্র। পান্ডুর পুত্রদের মধ্যে অর্জুন, যুধিষ্ঠির ও ভিম ইতিহাসবিখ্যাত। অন্য দিকে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে দুঃশ্বাসন, দুর্যোধন সমধিক পরিচিত। পঞ্চপান্ডবের মা কুন্তীর গর্ভে জন্ম নিয়ে মহাবীর কর্ণ নিয়তির নির্মম পরিহাসে কৌরবদের সাথে লালিত পালিত হতে থাকে। রাজ্য সিংহাসন, ক্ষমতা, যুদ্ধ, নীতি-নৈতিকতা, কূটনীতি, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদির সমন্বয়ে মহাভারতে যেভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তা মহাকালের রাজনীতির ইতিহাসের এক অনন্য দলিল। আজকের দিনের ভোট ডাকাতি জালজালিয়াতি ও রাতের ভোট- কথায় কথায় সংবিধানের দোহাইয়ের আদি ইতিহাসও আপনি মহাভারতে পেয়ে যাবেন। কৌবরদের প্রধানমন্ত্রীর নাম ছিল শকুনি যিনি সম্পর্কে কৌরব রাজপুত্রদের মামা ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শকুনি জানতেন, তার ভাগিনাদের যুদ্ধ করার বীরত্ব নেই। জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন পান্ডবদের তুলনায় অতি নগণ্য। তাই তিনি কৌশলে জাল-জালিয়াতি, জুয়ার মাধ্যমে পান্ডব ও কৌরবদের মধ্যে অভিনব জয়-পরাজয়ের এক পরিকল্পনা তৈরি করলেন। শকুনি প্রধানমন্ত্রী যখন কৌরবদের পরামর্শ দিলেন যে, পান্ডবদের সাথে জুয়া খেলায় তাদের বিজয় নিশ্চিত তখন উৎসুক ভাগিনারা জিজ্ঞেস করলেন সেটি কিভাবে সম্ভব। শকুনি উত্তর দিলেন, পান্ডবরা বীর। তাদের বাহাদুরি যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধা কখনো জুয়া খেলতে পারে না এবং তাদের মস্তিষ্কে জুয়ার কৌশল ঢোকে না। অন্য দিকে, যুদ্ধকে যারা ভয় পায় তারা সর্বদা জুয়ায় সফলতা লাভ করে। যেহেতু তোমরা যুদ্ধে পান্ডবদের মতো পারদর্শী নও সুতরাং একমাত্র জুয়ার কোর্টই তোমাদের ভরসা।

শকুনির পরামর্শে যে ঐতিহাসিক জুয়ার আসর বসেছিল এবং যেভাবে জুয়ার আসরে পান্ডবরা পরাজিত হয়ে সর্বস্ব খুইয়েছিলেন সেই ইতিহাস মহাকালে দেশ-বিদেশে যে কতবার ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। অন্য দিকে জুয়া খেলায় বিজয়ী হয়ে কৌরবরা শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি ভোগ করেছিল এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কিভাবে নির্বংশ হয়েছিল তা বিস্তারিত বলতে গেলে বর্তমান জমানা নিয়ে আরো একখানা মহাভারত রচিত হয়ে যাবে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

আমার ইমিডিয়েট বস হঠাৎ একদিন ইন্টারকমে বললেন, রনি! আপনি তো আমার সাবঅর্ডিনেট। কেন আপনি সারাক্ষণ ওই মহিলার কাজে ব্যস্ত থাকেন। এখন থেকে আপনি সর্বদা আমার কাজ করবেন। জবাবে আমি বললাম, আপনি যদি আমাকে প্রয়োজনীয় কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে পারেন তবে আমার জন্যও ভালো হবে। তিনি বললেন, আমার টেবিলে তো অত কাজ নেই।

শান্তির জন্য একটি মানবিক পৃথিবী চাই

॥ জালাল উদ্দিন ওমর ॥

মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে আরো একটি বছর এবং নতুন একটি বছর সবার সামনে উপস্থিত। বিদায় ২০২২, স্বাগত ২০২৩। এভাবেই চলতে থাকবে জীবনের গতি। বহমান এই সময়কে যথাযথ কাজে লাগাতে পারলেই জীবনে সুখ, শান্তি আসে আর সমৃদ্ধি আসে। জীবন হয়ে ওঠে অর্থবহ ও মূল্যবান। অন্য দিকে সময়কে যথাযথ কাজে না লাগিয়ে যদি অপচয় করি এবং ব্যয় করি মূল্যহীন কাজে, জড়িত হই হিংসা, হানাহানি, মারামারি এবং যুদ্ধ বিগ্রহে তাহলে জীবন হয়ে পড়ে পশ্চাৎপদ ও দুর্বিষহ। তাই সবারই উচিত চলমান সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহার এবং এর থেকে সর্বোত্তম ফসল তুলে আনা। প্রয়োজন জীবনকে সুখী করা এবং শান্তিতে বসবাসের জন্য একটি মানবিক পৃথিবী গড়ে তোলা। সুতরাং বিদায়ী বছরকে পর্যালোচনা করে এর ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যেমন সবার জন্য জরুরি, ঠিক তেমনি নতুন বছরকে যথাযথ কাজে লাগানোর সঠিক পরিকল্পনা নেয়াও অপরিহার্য।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং মহাবিশ্বের এই পৃথিবীতেই শুধু মানুষের বসবাস। মানুষের জীবন ধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবই সৃষ্টিকর্তা এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টা মানুষকে দিয়েছেন বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং চিন্তার স্বাধীনতা। আজকের পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের যত উন্নতি তার সবই মানুষেরই অবদান। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের জীবনে আজ সুখ এবং শান্তি নেই। শান্তিময় জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন মানুষের মাঝে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য এবং মানবিকতা। মানুষের মন থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা এবং বিভেদ দ্বন্দ্ব দূর করতে হবে। তাহলে সমাজে, রাষ্ট্রে এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

বিভিন্ন কারণে বিশ্ব আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এসব সমস্যা কিন্তু মানুষেরই সৃষ্টি। সুতরাং শান্তির স্বার্থে মানুষকেই আজ এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

প্রথমেই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্বের দেশে দেশে বহু মানুষ আজ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিশ্বব্যাপী মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ সর্বজনীন মানবাধিকারের নীতিমালা গ্রহণ করে। সেই থেকে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার দিবস পালিত হয়ে আসছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম ঔৎকর্ষ সত্ত্বেও বিশ্ব থেকে যুদ্ধ নির্মূল এবং বন্ধ হয়নি। সব সময় এই পৃথিবীর কোনো না কোনো অঞ্চলে অতীতেও যুদ্ধ চলেছে এবং বর্তমানেও যুদ্ধ চলছে। একটি যুদ্ধ শেষ না হতেই পৃথিবীতে আরেকটি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বর্তমানে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ চলছে সিরিয়ায় এবং যুদ্ধ চলছে ইয়েমেনে। ইরাকে এবং আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলেছে। ইরাকে প্রায় এক দশক এবং আফগানিস্তানে প্রায় চার দশক ধরে যুদ্ধ চলেছে। এ দুটি দেশে কয়েক লাখ মানুষ মারা গেছে। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা যুদ্ধে এসব দেশে ধ্বংস হয়েছে বাড়িঘর, অফিস আদালতসহ বিভিন্ন অবকাঠামো। নিহত এবং পঙ্গুত্ব বরণ করেছে কয়েক লাখ মানুষ। যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচার তাগিদে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে ভিনদেশে উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করছে অগণিত মানুষ। যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায় শিশু, মহিলা এবং বয়স্ক জনগণ। যুদ্ধে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখাও বন্ধ হয়ে যায়। জাতিসঙ্ঘের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বে উদ্বাস্তুর সংখ্যা এখন প্রায় ছয় কোটি এবং এদের পরিচয় এখন শরণার্থী। এ সবই হচ্ছে যুদ্ধের উপহার। এসব যুদ্ধে যেসব অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে তার মূল্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। অথচ এই সব অর্থ অস্ত্র এবং যুদ্ধের পেছনে ব্যয় না করে যদি মানবতার কল্যাণে ব্যবহৃত হতো, তাহলে পৃথিবী থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা বহু আগেই দূর হয়ে যেত। পৃথিবীজুড়ে শান্তি বিরাজ করত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ইতোমধ্যেই জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ৭৭ বছর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। শান্তিও প্রতিষ্ঠা হয়নি। জাতিসঙ্ঘ যুদ্ধ বন্ধে বরাবরই ব্যর্থ হয়েছে। ফিলিস্তিনের হাজারো মানুষ বছরের পর বছর উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করছেন। বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে প্রত্যাবাসনেও জাতিসঙ্ঘ ব্যর্থ।

মাদক, বিশ্বব্যাপী মানবজাতির জন্য আজ ভয়াবহ এক সমস্যার নাম। দেশে দেশে মহামারী আকারে আজ মাদকের আগ্রাসন ছড়িয়ে পড়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষই সর্বনাশা মাদকের ছোবলে আক্রান্ত। বস্তি থেকে প্রাসাদ এবং বলিউড থেকে হলিউড সর্বত্রই মাদকের উপস্থিতি বিদ্যমান। মাদকাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সংসার কোনোটাই সম্ভব নয়। সুতরাং মাদকের কবল থেকে যেকোনোভাবেই হোক মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। মাদক বর্জন করে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন গড়তে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সব মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ এবং প্রয়াস। রাষ্ট্রের উদ্যোগে মাদকের উৎপাদন এবং বিপণন বন্ধ করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন আজ আরেকটি ভয়াবহ সমস্যা। ঘরে বাইরে সর্বত্রই নারীরা আজ নির্যাতনের শিকার। যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক মেয়ের জীবনে ভয়াবহ দুর্ভোগ নেমে এসেছে। অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

নারী নির্যাতন বন্ধে প্রতি বছর ৮ মার্চ বিশ্বব্যাপী নারী দিবস পালন করলেও, নির্যাতন কিন্তু কমছে না বরং বাড়ছে। এর কারণ হচ্ছে আমরা ধর্ম পরিত্যাগ করছি। আর ধর্ম ছাড়া মানুষ কখনো নৈতিক চরিত্রে সমৃদ্ধ হতে পারে না। আধুনিকতার নামে ধর্ম পরিত্যাগ করার ফলে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে চারিত্রিক মাধুর্য, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবিকতা। ফলে অপরাধ, নারী নির্যাতন এবং যৌন নিপীড়ন বাড়ছে। সত্যিকার অর্থেই যদি নারী নির্যাতনমুক্ত এবং নারীর প্রতি সহিংসতামুক্ত একটি সমাজ চাই তাহলে ধর্মের অনুশীলন করতে হবে এবং ধর্মীয় অনুশাসনই শুধু নারীর প্রতি সহিংসতা এবং যৌন নির্যাতন বন্ধ করতে পারে।

এই পৃথিবীতেই আমাদের বসবাস। তাই এই পৃথিবীতে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের নিজেদের স্বার্থে মানবিক সমাজ গঠন করতে হবে। মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শোষণ বঞ্চনা বন্ধ করতে হবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ চিরদিনের জন্য বন্ধ করতে হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

আজ যুদ্ধ করতে হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে। অস্ত্র নির্মাণে অর্থ ব্যয় না করে সেই অর্থ আজ বিপন্ন মানুষের জীবন মান উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে হবে। মানবিকতা ছড়িয়ে দিতে হবে সবখানে। পৃথিবীর বিরাট এলাকার মানুষ আজ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্নভাবে ক্ষতির মুখোমুখি। এসব মানুষের পাশে দাঁড়ানোই হবে সত্যিকারের মানবিকতা। শান্তিতে বসবাসের জন্য একটি মানবিক পৃথিবী চাই এবং সবাই মিলে মিশে শান্তিতে বসবাস করতে চাই।

লেখক: প্রকৌশলী ও উন্নয়ন গবেষক

বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে শিশুরা ঝুঁকি

॥ ডা. সেলিনা সুলতানা ॥

২০২২ সালের শেষে আবারও সারা বিশ্বে বেড়েছে করোনার সংক্রমণ। চীনে জিরো কোভিড নীতি প্রত্যাহারের পরই ব্যাপকভাবে বেড়েছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা।

হাসপাতালগুলোয় আক্রান্তদের জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। শুধু চীন নয়; জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল, ফ্রান্স, বেলজিয়ামসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবারও বাড়ছে সংক্রমণ। বিবিসির মতে, এমন বাস্তবতায় সতর্কতার অংশ হিসাবে ৫ জানুয়ারী থেকে চীন, হংকং ও ম্যাকাও থেকে আগত যাত্রীদের জন্য কোভিড পরীক্ষার প্রয়োজন হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে অটিস্টিক শিশু ও তাদের অভিভাবকদের সব ধরনের সহায়তার জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় ডাক্তার, থেরাপিস্ট ও সাইকোলজিস্টরা নিয়োজিত আছেন। মানসিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্যারেন্টস কাউন্সেলিংও দেওয়া হচ্ছে। তারপরও অভিভাবকদের চিন্তা থাকছে তাদের অটিস্টিক শিশু নিয়ে।

এ বিশেষ শিশুরা তাদের নিজেদের রক্ষার জন্য ডঐঙ (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) গাইডলাইন ফলো করা শুরু করেছে, তাদের অভিভাবক বা সহায়তাকারীর সহায়তায়। সহায়তাকারী ভালোভাবে নিরাপদ থাকলেই শিশুটিও নিরাপদে থাকবে। সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে নিয়মিত কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে, সহায়তাকারীর হাত পরিষ্কার করতে হবে অবশ্যই অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে।

যিনি বিশেষ শিশুর সঙ্গে থাকবেন, যেমন বাবা-মা বা সাহায্যকারী, তাকেও পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় এ শিশুটির সহায়তা শুরুর আগে নিয়মিত হাত ধুয়ে নিতে হবে। সহায়তাকারী যদি করোনাভাইরাসের উপসর্গ অনুভব করেন, তাহলে জরুরি ভিত্তিতে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এবং হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। যখন তিনি হাসপাতালে ভর্তি হবেন, তখন অবশ্যই বিশেষ শিশুটির জন্য পরবর্তী একজন নির্ভরযোগ্য সেবাদানকারীর (বাসা বা থেরাপি সেন্টার) থেকে সহায়তা নিতে হবে, যাকে সব শিখিয়ে দিতে হবে।

তাকে শিশুটির যত্নের যাবতীয় তথ্যাবলি অভিভাবকের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে শিশুটির সঙ্গে কাজ করতে হবে মাস্ক পরে। শিশুটির সহায়তাকারীকে কাশি বা হাঁচির সময় অবশ্যই ভাঁজ করা কনুইয়ে হাঁচি দিতে হবে। শিশুটিকে সহায়তার জন্য তাকে কাশি বা হাঁচির সময় টিসু ব্যবহার শেখাতে হবে এবং ব্যবহারের পর ময়লা ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে হাত আবার জীবাণুমুক্ত করতে হবে। শিশুটি না পারলে যিনি সহায়তা করবেন তাকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। কখনই তিনি চোখে বা মুখে হাত জীবাণুমুক্ত না করে স্পর্শ করবেন না। সহায়তাকারী নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এ কাজগুলো পালন করবেন।

প্রাপ্তবয়স্ক মানসিক প্রতিবন্ধী বা অটিজমে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক শিশুটি যখন কাজ করে, তারা অসুস্থবোধ করলে যেন বাসায় থাকে, এটি নিশ্চিত করতে হবে। ধূমপান করার অভ্যাস থাকলে তা পরিহার করতে প্রতিবন্ধী শিশুটির অভিভাবক বা সহায়তাকারীকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ধূমপান শরীর বা ফুসফুসকে দুর্বল করে দেয়, যা ভাইরাসের সংক্রমণকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কোনো প্রয়োজন ছাড়া তিনি বাইরে বের হবেন না এবং মানুষের সমাগম থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন, যেমন মার্কেট, বাজার, অনেক লোক সমাবেশ যেখানে।

অনেক বিশেষ শিশু বা অটিজম আক্রান্ত প্রতিবন্ধীর চলাফেরার জন্য সহায়তাকারী যন্ত্রের (অংংরংঃরাব উবারপব) প্রয়োজন হয়, যেমন হুইলচেয়ার, লাঠি। এগুলোকে সাবানপানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। যদি অটিজম আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক, প্রতিবন্ধী শিশুটি আক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

সেক্ষেত্রে যেসব ডাক্তার এসব নিয়ে কাজ করছেন, তাদের বেছে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তারাই বুঝতে পারবেন চিকিৎসার পাশাপাশি এদের মানসিক প্রশান্তি ও থেরাপি দেওয়া কীভাবে সম্ভব। এখানে একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমওয়ার্ক কাজ করবে; থেরাপিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, কাউন্সেলর, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সঙ্গে থাকবেন।

একটি সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে একটি বিশেষ শিশুর আক্রান্ত হওয়াকে খুব বেশি পার্থক্য করা যাবে না। শুধু একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, সাধারণ শিশুটিকে বোঝানো যাবে ভাইরাসটি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর কী কী নিয়মকানুন তাকে মেনে চলতে হবে।

কিন্তু বিশেষ শিশুটিকে বিশেষ ব্যবস্থায় বোঝাতে হবে এবং তাকে নিরাপদ রাখার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিতে হবে। বিশেষ শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক বিশেষ শিশুটিকে সুস্থ রাখার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দিতে হবে। প্রচুর পরিমাণে পানি, তরল খাদ্য, ভিটামিন সি-যুক্ত পুষ্টিকর খাবার খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে, যাতে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

করোনা প্রতিরোধে টিকা কর্মসূচি চলছে। অবশ্যই বয়স অনুযায়ী টিকা নিতে হবে সব শিশুকে।

ডা. সেলিনা সুলতানা : কনসালটেন্ট: নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এবং চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্ট, বেটার লাইফ হসপিটাল; সাবেক অটিজম বিশেষজ্ঞ

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

নতুন বছরে শিশুশিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা

॥ ড. মো: কামরুজ্জামান ॥

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দুই কোটির বেশি। মাধ্যমিক স্তরে এক কোটির বেশি। উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত ২৯ লাখের বেশি। আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষার্থী প্রায় ২২ লাখ। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ। কওমি মাদরাসায় প্রায় ১৪ লাখ। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে শিশু ও তরুণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার কোটি।

অন্য দিকে, শিক্ষিত তরুণ বেকারের সংখ্যা চার কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার। অর্থাৎ দেশের মোট জনশক্তির অর্ধেকই তরুণ ও শিশু। আর এ কথা স্পষ্ট, একটি দেশের মূল চালিকাশক্তি হলো শিশু ও তরুণরা। কিন্তু আজ এ শিশুশক্তির বড় একটি অংশ হতাশাগ্রস্ত। ঠিকমতো হাঁটতে শেখার আগেই আমাদের শিশুদের স্কুলে ভর্তি করা হয়। স্কুলে ভর্তি করার পর তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয় মস্তবড় এক ভারী ব্যাগ। আত্মস্থ ও মুখস্থ দু'টি শব্দ একাডেমিক অঙ্গনে সবার কাছেই পরিচিত। আর শিক্ষিতজন মাত্রই এটি জানেন, পড়াশোনার ক্ষেত্রে আত্মস্থ শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ শব্দটি মুখস্থ শব্দ থেকে অনেক বেশি টেকসই। শব্দটির মহিমা অনেক ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও শিশুশিক্ষার্থীদের সাথে এ শব্দটির পরিচিতি নেই বললেই চলে। আমাদের শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি নিয়ে কোনো কথা বলেন না। মুখস্থ বিদ্যা দিয়েই শিশুর মেধা যাচাই করা হয়। বুদ্ধি, বিচক্ষণতা বা সৃজনশীলতা দিয়ে তাদের মূল্যায়ন করা হয় না। আমাদের দেশে যার যত মুখস্থ শক্তি সে তত বেশি মেধাবী হিসেবে বিবেচিত। এভাবে একজন শিশু তিন বছর বয়স থেকেই বর্ণমালা মুখস্থ করতে থাকে। বর্ণমালার পাশাপাশি তারা কবিতাও মুখস্থ করে। শিশুটি হাঁটতে শেখার আগেই কবিতা ও ছড়া মুখস্থ করে ফেলে। শিশুটির বাবা-মা আহ্লাদে গদগদ হয়। বাবা-মা গর্ব ও পুলক অনুভব করেন। তারা গর্ব করে বলেন, 'আমার সন্তান হাঁটতে শেখেনি কিন্তু দেখো, এটুকু বয়সে কত সুন্দর ছড়া মুখস্থ বলতে পারে'!

সন্তানকে কবিতা শেখানোর মাধ্যমেই আমাদের অভিভাবকরা তাদের কৃতিত্ব জাহির করেন। মূলত এখানেই শিশুর মেধা অর্ধেক পচে যায়। মুখস্থ বিদ্যা মেধার বাহক নয়, ধারকও নয়। 'আত্মস্থ' করার বিষয়টিই মেধার ধারক ও বাহক। কিন্তু এর সাথে একজন শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে কলেজে ভর্তির পর। শিশুরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তখনো তারা মুখস্থ বিদ্যা চালিয়ে যেতে থাকে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হয়েই বিসিএসের প্রস্তুতি নিতে থাকে। সেখানেও আত্মস্থ করার কোনো বালাই নেই। শুরু হয় বিসিএস গাইড মুখস্থের নির্মম প্রতিযোগিতা! ফলে আমাদের শিশুরা বড় হয়ে দাপুটে আমলা হয়। তারা জনগণের সেবক না হয়ে নৈতিকতাবিবর্জিত শাসকে পরিণত হয়। ঠিক এ কারণে দেশে ৫১ বছরেও একজন বিশ্বমানের বিজ্ঞানী তৈরি হয়নি। মূলত দেশে শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা বরাবরই অবহেলিত। স্বাধীনতার পাঁচ দশকেও একটি টেকসই শিক্ষানীতি তৈরি হয়নি। উল্টো গত ৫০ বছর ধরে আমাদের শিক্ষা কারিকুলামকে নানাভাবে টানাহেঁচড়া করা হয়েছে। ক্ষমতাসীনরা ইচ্ছেমতো এটিকে কাটাছেঁড়া করেছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

সময় গড়ালেও এক অজানা কারণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়নি। স্বাধীনতা-পরবর্তী কোনো সরকারই এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। শিক্ষাব্যবস্থায় হযবরল অবস্থা বিরাজমান। শিশুরা একদিকে বইয়ের চাপে নুয়ে পড়ছে। অন্যদিকে মুখস্থ বিদ্যার কারণে মেধাহীন হয়ে যাচ্ছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তিকেই মেধার মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে যে তাদের মেধাকে ধ্বংস করা হচ্ছে আমরা সেদিকে খেয়াল রাখছি না। আবার জীবনমুখী শিক্ষা না থাকায় তারা বেকারত্বের কশাঘাতে জর্জরিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ নীতিহীন রাজনীতির অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। দেশ সেরা বুয়েট আজ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিরীহ, মেধাবী আর ভদ্র ঘরের সন্তানরা বুয়েটে ভর্তি হতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষকরাও আজ সবচেয়ে



অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। শিক্ষার্থীদের হাতে তারা নাজেহাল হচ্ছেন, প্রহৃত হচ্ছেন, এমনকি তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে। এসবই আমাদের শিক্ষার দৈন্যের ফল।

আমরা শিশুদেরকে সারা দিনই বই নিয়ে পড়ে থাকতে বলি। প্রাথমিকের একটি শিশুকে স্কুল থেকে হোমওয়ার্ক দেয়া হয়! শিশুটি যখন হোমওয়ার্ক প্রস্তুত করতে ব্যস্ত তখন বাসায় হাজির হন আবাসিক শিক্ষক! শিশুটির খেলা ও বিশ্রামের কোনো সুযোগ নেই। শুধু পড়া আর পড়া। পড়া না পারলে তাকে জোর করে আমরা মুখস্থ করাই, গলধঃকরণ করাই! ফলে আমাদের শিশুরা গণিতের মতো বিষয়ও মুখস্থ করে। কারণ, পরীক্ষায় তো পাস করতে হবে। পেতে হবে জিপিএ-৫। এভাবে আমরা শিশুদের মাথা নষ্ট করছি। আমরা তাদের মেধা, মননশীলতা ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ বাধাগ্রস্ত করছি, তাদের সুকুমারবৃত্তি এভাবেই আমরা তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের সম্বিত ফিরে আসছে না!

আমরা দেশকে উন্নত করতে চাচ্ছি কিন্তু শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে চাচ্ছি না। দেশকে উন্নত করতে চাইলে আগে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। শিক্ষার উন্নয়ন মানেই জাতির উন্নয়ন। আর জাতির সামগ্রিক উন্নতিই হলো দেশের উন্নতি। শুধু রাস্তাঘাট, মেট্রোরেল ও সেতু নির্মাণ কোনো দেশের উন্নয়নের মাইলফলক হতে পারে না। এটি উন্নয়নের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অথচ এগুলো নিয়ে আমরা মাত্রাতিরিক্ত উৎসব-আয়োজন করছি।

ইউনিসেফের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশে বর্তমানে ১০ লাখ পথশিশু রয়েছে। তবে প্রকৃত হিসাবে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি। অন্য এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশে পথশিশুর সংখ্যা ২৫ লাখ। এদের মধ্যে ২০ লাখেরই শীতের কাপড় নেই। ১০ লাখ শিশু আছে যাদের শোবার ঘর নেই। তারা রাস্তায় আয় করে, রাস্তায় ব্যয় করে এবং রাস্তায়ই ঘুমায়। ৯ লাখ এমন শিশু আছে যাদের টয়লেট ও গোসলখানা নেই। ছয় লাখ শিশু অসুস্থ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকলেও তাদের দেখার কেউ নেই। ছিন্নমূল এসব শিশু এ বয়সেই জীবন সংগ্রামের কঠিন পথ বেছে নেয়। তারা ফুল বিক্রি, বিড়ি বিক্রি, রিকশা চালানো, হকারি করা, কুলিগিরি, বুননকর্মী, হোটেল শ্রমিক, মাদকবাহক, আবর্জনা সংগ্রাহক, লোহা ঝালাই ইত্যাদি নানা ধরনের পেশায় জড়িয়ে পড়ে। তারা সকাল ৮টা থেকে ১২-১৩ ঘণ্টা কাজ করে। এসব শিশুশ্রমিক মাসে সর্বোচ্চ ৫০০-৬০০ টাকা আয় করে। মালিকপক্ষের কাছে নূন্যতম কোনো মানবিক দাবি তুলতেই তাদেরকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়। শিশুদের অনেকে নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। ছেলে শিশুদের রাজনৈতিক মিছিল, শোডাউন, হরতালে পিকেটিং, ভাঙচুর ও ককটেল নিক্ষেপে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর মেয়ে শিশুদেরকে অল্প বয়সেই পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হতে বাধ্য করা হচ্ছে।

কোনো কোনো হিসাবে দেশে ১০ কোটি ৫৫ লাখ মানুষ দরিদ্র। তারা শিশুদের খাবার দিতে পারে না। সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে পারে না। এসব শিশু দৈনন্দিন মৌলিক অধিকার পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে।

সংবিধানে সব নাগরিকের সমঅধিকারের কথা বলা থাকলেও এসব শিশু সব অধিকার থেকেই বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। সরকার 'পথশিশুদের উন্নয়ন কার্যক্রম' নামে একটি সংগঠন পরিচালনা করছে। এটি তাদের জন্য একটি 'শেল্টার হোম' হলেও প্রয়োজনের তুলনায় সেটি মোটেই যথেষ্ট নয়।

দেশে বেকারত্ব হু হু করে বাড়ছে। শিক্ষিত শিশু ও তরুণরা দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের চিত্র যখন এমন তখন ক্ষমতাসীনদের বিলাসিতা সচেতন বিবেকের কপালে চিন্তার ভাঁজ এঁকে দিয়েছে। ক্ষমতাসীনদের বেলাগাম বিলাসিতা হতদরিদ্র মানুষগুলোর হৃদয়ে দ্রোহ জাগিয়ে দিয়েছে। বেকার তরুণদের মনের মধ্যে তুষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

দেশে এখন ভয়ঙ্কর বৈষম্য বিরাজ করছে। নতুন প্রজন্মের মনের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা জন্ম নিয়েছে। দেশে বন্যার মতো ধেয়ে এসেছে অনৈতিকতার ছোবল। এ ছোবলে আক্রান্ত হয়ে নির্জীব হয়ে পড়েছে বাংলার উঠতি বয়সী শিশু ও কিশোর। পর্নোগ্রাফির পাশাপাশি দেশে যুক্ত হয়েছে মাদকের মহোৎসব। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ মাদকের মরণ নেশায় মত্ত হয়ে পড়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মতে, দেশে মাদকাসক্ত মানুষের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় এক কোটি। তবে প্রকৃত হিসাবে এ সংখ্যাটি আরো অনেক বেশি হতে পারে। ১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী মানুষের মধ্যে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় ৩৬ লাখ। এদের মধ্যে সাত থেকে ১৮ বছর বয়সী মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ! আর বর্তমানে মাদক সেবক শিশুর সংখ্যা অগণিত। আগেরকালে মাদকদ্রব্য সাধারণত নাগালের বাইরে ছিল। রাজধানী ও বিশেষ শহরগুলোতে এটি অতি গোপনে সরবরাহ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এটি দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে এখন মাদকের ব্যবসায় জমজমাট আকার ধারণ করেছে। তরুণ-তরুণীরা মাস্টার্স পাস করে এখনো কোনো চাকরি পায়নি। তারা বাড়ির সবার কাছে বোঝায় পরিণত হয়ে পড়েছে। কলেজ, স্কুলগুলোতেও একই অবস্থা। যারা মাদক এড়িয়ে চলতে চায় তাদেরকে মাদকসেবীরা 'আনস্মার্ট' ও গেয়ো 'খ্যাত' বলে অপমান করছে। কোমলমতি শিশুরা এসব অসঙ্গতির নিরসন চায়। তারা আনন্দের জন্য পড়তে চায়। ভালো লাগা ও ভালো মানুষ হওয়ার জন্য পড়তে চায়। তারা লেখাপড়াকে উন্নত বিশ্বের মতো বিনোদননির্ভর পেতে চায়। পরীক্ষা ও মুখস্থনির্ভর লেখাপড়ার চাপ থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চায়। তারা সবাই জীবন ও কর্মমুখী শিক্ষা চায়। তারা নৈতিকতা ও ধর্মশিক্ষার বাস্তবায়ন দেখতে চায়। তারা পরিবার, জাতি ও দেশের জন্য বোঝা হতে চায় না; বরং তারা সম্পদ হতে চায়। নতুন বছরে শিশুশিক্ষার্থীদের এ প্রত্যাশাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার। এ বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা সময়ের অনিবার্য দাবি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি কামনা করছি।

লেখক: কলামিস্ট ও অধ্যাপক, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

দাদা আলী শেখ ও বাংলার স্মৃতি

॥ মিজানুর রহমান মিন্টু ॥

শতবর্ষ আয়ুপ্রাপ্ত আমার দাদা হজরত আলী শেখ ২০২১ সালের পয়লা জানুয়ারি ইন্তেকাল করেন। পয়লা জানুয়ারি ছিল তার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। এ লেখা আমার দাদাকে মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত কিংবা বিখ্যাত অথবা পরিচয় করিয়ে দিতে নয়। এ লেখা পড়ে কেউ অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের দাদা-দাদী বা নানা-নানীর জীবনস্মৃতি রোমন্থন করে নবাগত পাঠকদের ইতিহাস সচেতন করতে পারেন।

আমার দাদার জন্ম বিংশ শতাব্দীর প্রথমসিকিতে (আনুমানিক ১৯১০-১৯২০) অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন মুসলিম খেলাফত বিদায়ের সময়ে ব্রিটিশ ভারতের ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের ঘিওর সদর অন্তর্গত কালিগঙ্গা বা ইছামতি নদীর তীরবর্তী গ্রাম মাইলেগীতে। তার পিতামহ মোহাম্মদ ফটিক আলী শেখ মাইলেগী গ্রামের বাসিন্দা তৎকালীন গয়না বা নৌকায় করে কলকাতাসহ নানা প্রান্তে পাটসহ বিভিন্ন পণ্য বিপণন ও ব্যবসায় করতেন। সেই সময় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌকা। আবার ঢাকা জেলার বেশির ভাগ অঞ্চল বছরের প্রায় ছয় মাস পানির নিচে থাকত। সম্ভবত সেই কারণে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দারা ভাটির দেশের পূর্বাঞ্চলের মানুষদের ব্যঙ্গ করে 'বাঙাল বা বাঙ্গাল' বলে ডাকত। এ মনোভাব আজও খুব পরিবর্তিত হয়নি। মূর্খ ও অর্ধ শিক্ষিতদের একইভাবে 'বাঙাল বা বাঙ্গাল' বলা হয়।

বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা (কুমিল্লা), নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যাকাশে দুর্দিনের ঘনঘটা শুরু হয়েছিল ১৭০৩ সালে মুর্শিদকুলি খান বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে স্থানান্তর করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গেলে। ১৭৫৭ সালে জগৎশেঠ ও মীর জাফর আলী খানের বেঈমানি সবার জানা। এর সাথে যোগ হয়েছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার দুর্বল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। সে সময় প্রকৃতিও যেন পূর্ববঙ্গের মানুষের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। ১৭৬২ সালে ভূমিকম্পের ফলে যমুনা নদীর উৎপত্তি হলে বাংলার পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড হতে আলাদা হয়। এতে যোগাযোগব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। ওই সময় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর ভূপ্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়। চাষাবাদযোগ্য জমি প্রায় ছয় মাস পানির নিচে থাকত। বছরে একটি মাত্র ফসল হতো। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানরা তাদের জমির মালিকানা হারিয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। আরবি-ফারসি ভাষার যে ব্যাপক ব্যবহার ছিল তা হ্রাস পায়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা জমির মালিকানা হাতে পায়। তখন মুসলমান জমিদার ছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র। পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'গবসড়রৎং'-এ তাদের পরিবারের জমিদারি অধিগ্রহণের ইতিহাস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

আমি আসলে কবির কবিতা কিংবা গল্প উপন্যাস নিয়ে কোনো আলোচনায় যাচ্ছি না। ব্যক্তি লোদীকে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করবো কেবল। কেনোনা ব্যক্তি লোদী কবি লোদীর চেয়ে কোনো ভাবেই আলাদা নন। কবি লোদী মূলত দেশে থাকা কালীন সময়েই কবি হিসেবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেই অর্থে তিনি বাংলা ভাষার কবি, কোনো ভাবেই প্রবাসী কবি নন, যদিও ২০০৬ থেকে তিনি আমেরিকার নিউ ইয়র্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আমি ২০০৫ থেকে। তবে আমরা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে এখানকার সাহিত্য কর্মের সাথে জড়িত হই ২০১৩ সালে।

তবে মুসলমানদের অবস্থা এমনই নিম্নপর্যায়ে পতিত হয় যে তারা হিন্দুদের বাড়ির সামনে দিয়ে জুতা পায়ে এবং ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে পারতেন না। গরু কোরবানি দেয়া প্রায় নিষিদ্ধ ছিল এবং নামের আগে শ্রী ব্যবহার করা অনেকের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়।

মানুষেরা ঢাকা জেলা ত্যাগ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন জীবিকার তাগিদে। উত্তাল পদ্মা, যমুনা দিয়ে পালতোলা নৌকা চলত, তখন পদ্মার বুকে জেগে ওঠা বিশাল চরাঞ্চলে সাদা সাদা কাশবন ও পলিবাহিত উর্বর ভূমি দেখে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে রাজশাহী ও নতুন স্থাপিত হার্ডিঞ্জ ব্রিজের (১৯১০-১৯১৫ নির্মিত) পশ্চিমাঞ্চল থেকে শুরু করে প্রায় আজকের বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত চরাঞ্চলে বসতি গেড়েছিলেন। সে সুবাদে মোহাম্মদ ফটিক শেখও বর্তমান রাজশাহী জেলার বাঘা ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের চরাঞ্চলে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস শুরু করেন।

তখনকার দিনে বাঙালি মুসলমানরা যেহেতু জমিজমার মালিক ছিলেন না বললে চলে, সেই সুবাদে ফটিক শেখের খুব বেশি জমিজমা থাকার কথা নয়। ফটিক শেখ ঘিওরের জমিজমা ফেলে এ চরাঞ্চলে এসে রাতারাতি অনেক উর্বর পতিত জমির মালিক বনে যান। তখন আমার দাদা হজরত আলী শেখের বয়স দুই-চার বছরের বেশি হবে না। এ গ্রামে আসার পরে ফটিক শেখ দম্পতির ঘরে দ্বিতীয় সন্তান সরব আলী শেখের জন্ম হয়, যিনি ২০০০ সালের পয়লা রমজান অর্থাৎ ডিসেম্বরে ইন্তেকাল করেন। তার বড় মেয়ে তারাজান শেখ ঘিওরের মাইলেগীতে স্বামী-সংসারে বসবাস করছেন। এখানে উল্লেখ্য যে তারাজান শেখের দাদি শাশুড়ি তার বাবা ও চাচাকে (আমার দাদা) শিশু বয়সে লালন পালন করেছেন।

এই জোতাশাহী গ্রামে দুই-ভাই স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনের শৈশবকাল শুরু করেছিলেন। তাদের মা দ্বিতীয় সন্তান জন্মের আনুমানিক এক বছরের মধ্যে কলেরা রোগে মারা যান। ফটিক শেখ দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে মহা সমস্যার সম্মুখীন হলেন। একদিকে দেশান্তরী হয়ে ভিন দেশে এসে স্ত্রী বিয়োগ, অন্য দিকে দুই সন্তানকে দেখাশোনা ও লালন-পালনের মছিবত নিয়ে আবার মানিকগঞ্জ বা ঘিওরের পৈতৃকভূমিতে ফিরে গেলেন। ফেরার এক বছরের মধ্যে তিনিও কলেরা রোগে প্রাণ হারান। ঠিক তার এক শতাব্দী পর করোনা মহামারীর মধ্যে বার্ধক্যজনিত কারণে আমার দাদা হজরত আলী শেখ শতাব্দীর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করে আমেরিকা প্রবাসী কলেজ শিক্ষক নাতির জন্য আর দীর্ঘ অপেক্ষা না করে পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের আরকানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটি মিডসাউথে অধ্যাপনায় নিয়োজিত

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

দেশে এখন ‘মাকাল’ ফলের বৃক্ষরোপণের মহোৎসব চলছে

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥

নতুন বছরে অর্থাৎ চলতি ২০২৩ সালে বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও নৈতিকতার স্বরূপ কোন রূপ নিয়ে হাজির হবে তা হয়তো সবাই অল্পবিস্তর বুঝতে পারছেন গেল বছরের (২০২২ সালের) অভিজ্ঞতার আলোকে। এ বছর মানুষের চাওয়া ও প্রাপ্তি এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, গত বছর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ বছর কি সেই ব্যবধান ঘুচবে? ঘোচার ক্ষীণতম সম্ভাবনা হয়তো নেই; বরং তা আরো বিস্তৃতই হবে। তবে গেল বছরের শেষ পর্যন্ত দেশে আর্থসামাজিক অবস্থার ক্রমাগত যে নিম্নমুখিতা দেখা গেছে, এ বছর এমন কিছু উন্নতির সম্ভাবনা নিতান্ত কারণ কম যে, এ তো কোনো জাদুমন্ত্রের তেলেসমাতির বিষয় নয়, রাতকে দিনে পরিণত করা যাবে। অর্থাৎ এমন কোনো পদক্ষেপ ‘পজিশনের’ পক্ষ থেকে গ্রহণ করা, কোনোভাবেই সম্ভব নয় যা রাতকে দিনের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং তাদের যোগ্যতা দক্ষতা সক্ষমতা রাতারাতি এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। প্রশাসন এই মুহূর্তে একটা ইউটার্ন দিতে পারে, সেটা ভাবাই যায় না। যা কিছু বলা হলো সে পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নিতে হবে, এ বছর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ, স্বস্তি, প্রশান্তি পাওয়ার কোনো অবকাশ নেই, সব তথৈবচ।

দেশের প্রধান অপজিশন বিএনপি যে ২৭ দফা দিয়ে রাষ্ট্র মেরামতের কথা বলে জনগণকে যে প্রত্যয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা অর্জনের প্রথম ধাপ হচ্ছে, একটা প্রশ্নমুক্ত অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবি আদায় করে নেয়া। অবশ্য সেটা চাইলে যে পাওয়া যাবে তা কিন্তু নয়। সে জন্য প্রতিপক্ষকে তাদের চলমান আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তুলতে হবে। অবশ্য প্রতিপক্ষের আশাবাদী হওয়ার একটা ইতিবাচক দিকই হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচিতে জনগণের মানসিক প্রস্তুতি এবং রাজপথে তাদের উপস্থিতি খুব আশাব্যঞ্জক। জনগণ অনেক এগিয়ে এসেছে, এ কথা এ জন্যই বলতে হয়, বিএনপি যেসব সমাবেশ ইতোমধ্যে করেছে সে সব জমায়েতে মানুষের ঢল নেমেছিল। সেখানে শুধু তাদের নেতাকর্মীরাই ছিল না, বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ তাতে সমবেত হয়েছিল, শত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে। এটা একেবারেই নতুন সংযোজন। সে জন্য এখান থেকে তাদের নিয়ে বিএনপি এগিয়ে যেতে পারলে হয়। কেননা জনগণের অভিপ্রায় ও বিএনপির প্রত্যয় এখন প্রায় একবিন্দুতে এসে উপনীত হয়েছে। সহজ যোগ অঙ্কের মতো যেমন দুই দুই চার হওয়া স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি জনগণ ও বিএনপির যে সম্মিলন ঘটেছে ও ঐক্য তৈরি হয়েছে, এমন ঐক্য তৈরির পেছনের কারণ হচ্ছে উভয়ের পিঠ দেয়ালে এসে ঠেকেছে। তাই কারো আর পিছনে হটার কোনো সুযোগ নেই বলে বোদ্ধা সমাজ মনে করে। তা ছাড়া পিছু হটার অর্থই নির্ঘাত এক ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হয়ে যাওয়া।

তা ছাড়া এ বছর সব দলের জন্যই নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার বছর। সেদিকটাও সামনে রেখে এটা নির্দ্বিধায় অনুমান করা খুব সহজ যে, চলমান আন্দোলনের সঙ্কটে অবশ্যই তার গতিবেগ আরো বাড়বে। অপর দিকে, মানুষের প্রয়োজন ও প্রাপ্তির যে বিরাট ব্যবধান তাতে জনগণ এখন ‘চিঁড়াচ্যাপটা’ হয়ে আছে। এসব কারণেই সরকারের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপিকে জনগণ নানা কারণেই পক্ষশক্তির নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তা ছাড়া বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ২৭ দফা খুব একটা নতুন জিনিস না হলেও জনগণ সময়ের এক মহৌষধ বলে মনে করছে। তাই ২৭ দফা নিয়ে হেলাফেলা করে কারো পক্ষেই সেটা উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। সর্বোপরি দেশের কোটি মানুষের সম্পদে হিসাবে সেটা পরিণত হয়েছে। অপর দিকে যে কথাগুলো বলতে চাই সেটা কিছু আগেই অবশ্য কিছু বলেছি যে, সরকারের হাতে এমন কোনো আলাদিনের চেরাগ নেই যে, মুহূর্তে সব ইতিবাচক করে তুলতে পারে। তাছাড়া অদূরভবিষ্যতে যে নতুন অর্থনৈতিক সঙ্কট রাষ্ট্রের দিকে ধেয়ে আসছে তাতে সার্বিক পরিস্থিতিটা অনিবার্যভাবে বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠতে যাচ্ছে। সেজন্য জনজীবনের দুর্ভোগের মাত্রাই শুধু বাড়বে না, ক্ষোভের পরিমাণও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে তারা আরো প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের বৈদেশিক ঋণের দায় পরিশোধ করতে এমনিতেই সরকারই নুইয়ে পড়েছে। তার ওপর এ বছর থেকে আরো বিরাট অঙ্কের বৈদেশিক ঋণের মূল অর্থ ও সুদের একটা বড় কিস্তি দেশের দেনার সাথে যোগ হবে। তাতে দেশের নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আরো একটা বড় চাপ তৈরি হতে চলেছে যাতে দিশাহারা হয়ে যাবার মতোই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সেজন্য সরকারের কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর শক্তিটুকু নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার কোনো উপায়ই সরকারের থাকবে মনে হয় না। এমনিতেই দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের ভারসাম্য একেবারেই নেই বললেই চলে। এখন বিশ্বপরিস্থিতির কারণে পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের ঘাটতি এতটাই যে, সরকারের পক্ষে জরুরি প্রয়োজনের সব পণ্য আমদানি করতে ব্যাংকগুলো বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করতে পারছে না। এর অনিবার্য পরিণতি দেশে সব আমদানিজাত পণ্যের মূল্যস্ফীতি যে পরিমাণে বেড়েছে তাতে আরো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং সে আঘাত লাগবে জনগণের বুকে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরো কমে যাবে। জনজীবনের দুর্ভোগ দুর্ভাবনা ও ক্ষোভের পারদ দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী হতে বাধ্য। এদিকে বাড়তি ঋণের বোঝা কাঁধ থেকে নামানো খুব সহসা সম্ভব হবে বলে মনে করা যায় না। তাই দেশের সার্বিক পরিস্থিতির হয়তো এতটা অবনতি ঘটতে পারে যা কি না জনগণকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে যে, তিলে তিলে নিঃশেষ হবার চেয়ে, পরিবর্তনের প্রহর গুনতে রাজপথে বাঁচার দাবি নিয়ে সোচ্চার থাকাই বরং শ্রেয়। জনগণের রাজপথে থাকার এমন প্রত্যয় যদি সৃষ্টি হয় তবে বিএনপির আন্দোলন অদূরভবিষ্যত্যের ক্ষুব্ধ সমুদ্রের গর্জনের মতোই হয়ে উঠতে পারে।



এখানে একেবারে হালের আরো একটি তথ্য সংযোজন করা জরুরি বলে উপলব্ধি করেছি। সম্প্রতি কয়েকটি দৈনিকের খবরে এই প্রকাশ, এ বছর বিশ্বের অর্থনীতি খুব খারাপ সময় পার করবে। এমন পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা। কিন্তু কতটা গভীর হবে সেটা নিয়ে উদ্বেগ ছিল সবার। এখন বিশ্ব অর্থনীতি আরো মন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও তারা যদি পাল্টা কিছু করতে বাধ্য হয় তবে দেশ এক মহাদুর্যোগের মধ্যে গিয়ে যে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সব সময় পক্ষ-শক্তিকে যত বিপদ অস্থিরতার আসুক, মস্তিষ্ককে শীতল শান্ত রাখা তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। জনগণ এ পর্যন্ত কিন্তু পক্ষশক্তিকে তেমন সংযত থাকা শৈলী অনুসরণ করতে দেখেনি। যাই হোক বরং এটাই লক্ষণীয়, এখন পক্ষশক্তি কিন্তু আরো কঠিন পথ অনুসরণ করে চলতে শুরু করেছে। তবে এখন কৌশলটা হয়তো কিছু ভিন্ন হবে বলে মনে হচ্ছে। প্রতিপক্ষের মূলশক্তিকে এই মুহূর্তে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রেখে তাদের সহযোগী শক্তিগুলোকে একে একে ধরে পঙ্গু করে দেয়ার পথ অনুসরণ করছে। গত বছর ৩০ ডিসেম্বর প্রধান প্রতিপক্ষের গণমিছিলের কর্মসূচি ছিল, সেদিন এক সহযোগীর ওপর প্রচন্ড ক্র্যাকডাউনের আলামত লক্ষ করা গেছে। এভাবে ধীরে ধীরে এক এক ছোট বড় সহযোগীদের শায়েস্তা করা শেষ হলে মূল প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হওয়া সহজ হতে পারে।

তা ছাড়া এ বছর সব দলের জন্যই নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার বছর। সেদিকটাও সামনে রেখে এটা নির্দ্বিধায় অনুমান করা খুব সহজ যে, চলমান আন্দোলনের সঙ্কটে অবশ্যই তার গতিবেগ আরো বাড়বে। অপর দিকে, মানুষের প্রয়োজন ও প্রাপ্তির যে বিরাট ব্যবধান তাতে জনগণ এখন ‘চিঁড়াচ্যাপটা’ হয়ে আছে। এসব কারণেই সরকারের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপিকে জনগণ নানা কারণেই পক্ষশক্তির নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তা ছাড়া বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ২৭ দফা খুব একটা নতুন জিনিস না হলেও জনগণ সময়ের এক মহৌষধ বলে মনে করছে।

সেটা প্রভাব ফেলবে মারাত্মকভাবে। মোদ্দা কথা বাংলাদেশের জন্য আরো একটি উদ্বেগের কারণ যোগ হলো। সব মিলিয়ে এটাই সাব্যস্ত হয় যে, এ দেশের মানুষ ক্রমাগত এক আঁধার রজনীতে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে। অথচ রাষ্ট্রতরীর কাণ্ডারীদের এ থেকে ‘বেল আউটের’ ভাবনা না থাকলেও কথার ফুলঝুরি তৈরি করা হচ্ছে ছেলে ভোলানোর মতো করে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা পুঞ্জীভূত হবার পরিপ্রেক্ষিতে যে শিরঃপীড়া এখন পক্ষশক্তিকে যতটা বেচান করে তুলেছে সম্মুখের আসন্ন দিনগুলোতে হয়তো তাদের শিরঃপীড়া আরো বাড়বে। আশঙ্কা হচ্ছে, সে সময় যদি বিস্তৃত তাদের বর্তমান সময়ের চেয়ে হিতাহিত জ্ঞানে বন্ধ্যত্বতা আরো বেড়ে যায় এবং তাদের কঠোর কঠিন পথ ধরে এগিয়ে যাওয়াকেই বেছে নেয়; সেজন্য প্রতিপক্ষের নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে এখন যেভাবে অমানবিক পন্থায় মোকাবেলা করে চলছে খোদা না করুক পক্ষশক্তির এমন আচরণ যদি তাদের প্রতিপক্ষের ধৈর্য-সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করে এবং

২০২২ সালের শেষার্ধ থেকে এভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দিনকাল। এখন ২০২৩ সাল নির্বাচনের প্রস্তুতির বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগের সংসদ নির্বাচনের যে পথ পদ্ধতি দেশের মানুষ দেখেছে সেটা এখনো স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচন দিনটি ছিল ৩০ ডিসেম্বর, সেদিন আওয়ামী লীগ ‘গণতন্ত্র রক্ষা দিবস’ হিসাবে পালন করে, পক্ষান্তরে বিএনপি দিনটিকে গণতন্ত্র হত্যা দিবস হিসেবে পালন করে। কেন এই দুই পক্ষ-এমন ভাবে দিবস পালন তা হয়তো সবাই উপলব্ধি করেন। অথচ জনগণ আশা করে আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে যেন সবাই যদি মিলিতভাবে গণতন্ত্র সুসংহত করার মতো করে সানন্দে পালন করতে পারে। সেজন্য পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তিকে সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্রের বিজয়ের জন্য কাজ করতে উদ্যোগী হতে হবে। তবে এ কথা ঠিক, এজন্য অবশ্যই পক্ষশক্তির দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। সেভাবেই তাদের আগামী নির্বাচনের সময় অ্যাক্ট করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না, এই দেশের জন্মের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল নির্ভেজাল গণতন্ত্র, এর পূর্বাপর কোনো বিশেষণ জুড়ে দেয়ার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না।

আজ দেশের অবস্থা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, কেবল গণতন্ত্রই এ থেকে রক্ষা করতে পারে। সংবিধানে তা এভাবেই সন্নিবেশিত রয়েছে ‘প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, সেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।’ এই ধারার যে সৌরভ সৌন্দর্য্য সেটা বস্তুত ৫১ বছর বয়সী বাংলাদেশের রাজনৈতিক-নেতৃত্ব তার ঘ্রাণ নেয়া ও স্বস্তির মর্মটা উপলব্ধি করতে পারেনি। অবশ্য বিএনপি গণতন্ত্রের মূল চেতনাটি ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়েই আছে সন্দেহ নেই। সেটা কারো পক্ষেই অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সংসদের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বিএনপি দেশের একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। সংবাদপত্রের মুখে যে শক্ত ছিপি এঁটে দেয়া হয়েছে, বিএনপি তার অবসান ঘটায়। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৭৫ তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকারই সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সংবাদপত্র দলনের সব ব্যবস্থাই করেছিল। দ্বিতীয় যে পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে, স্বচ্ছ প্রশ্নমুক্ত নির্বাচনের জন্য নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে সংযোজন করেছিল বিএনপিই। এই ব্যবস্থাও সংবিধান থেকে রহিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই। গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি যে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন তার পথে কাঁটা বিছিয়েছে আজকের পক্ষশক্তিই। ক্ষমতাসীন দল তাদের ক্ষমতা সংহত করার কাজেই সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকায় এই জনপদের সামাজিক অস্থিরতা ও নৈতিক অবক্ষয় পানির ধর্মের মতোই ঢালুর দিকে নেমে যাওয়া শুরু করেছে। সেভাবে সামাজিক অব্যবস্থা নৈতিক অবক্ষয় এতটা দ্রুত বেগে নিম্নমুখী হয়েছে সেটা বলে শেষ করা যাবে না। একটা উদাহরণ দিয়ে এই নিবন্ধের ইতি টানা হবে।

এখন দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে। বিদেশে বর্তমান কেউকেটাগণ বিপুল অর্থ ব্যয়ে বাড়ি কেনা শুরু করেছেন, সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের জমা করা টাকার পাহাড় তৈরি হয়েছে। জানি না, এসব কিসের আলামত? তবে কিছু প্রশ্ন মনে জাগছে, বাড়ি কেনা বাবদ ও সুইস ব্যাংকে রাখা টাকার পাহাড় কি এ দেশের নিরন্ন মানুষের তিলে তিলে গড়া সঞ্চয়ের অর্থ নয়? শোনা যায় সবকিছু আজ শূন্য, ‘খোগলা’। বেলুন শুধু বাতাস দিয়ে ফোলানো যায়। দেশকে আজ শুধু বাতাস দিয়ে ফুলিয়ে রাখা হয়েছে। বাতাস বেরিয়ে গেলেই সব চুপসে যাবে। এসব ঘটছে শুধু ন্যায়-নীতি নৈতিকতার অভাবজনিত কারণেই। আজকে উপরে যে অপরাধ ও অন্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা অব্যাহত থাকার কারণ, এখন অন্যায় অপরাধকে আর কোনো অন্যায় ও অনিয়ম বলেই মনে করার মতো বোধ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সমাজপতিদের নেই। সমাজ থেকে যে শিক্ষা এখন পাওয়া যায় সেখানে ন্যায়পরায়ণতা শুদ্ধাচার নৈতিকতার কোনো অনুশীলন নেই। সমাজে এখন মাকাল ফলের বৃক্ষ রোপণের মহোৎসব চলছে।

এখানেই আমার শৈশব

॥ জয়নুল আবেদীন ॥

১৬ এপ্রিল। বাসা থেকে বেশ দূরে নাতি-নাতনিসহ সবাই গিয়েছিলাম নেচার পার্কে। চ্যাফোর্ড গর্জেস নেচার পার্ক হলো প্রায় ২০০ একরের প্রকৃতির রিজার্ভ যা ইংল্যান্ডের চ্যাফো হাড্রেডে অবস্থিত। পার্কের বেশির ভাগ এলাকা চক মাটি দ্বারা গঠিত। নুড়ি এবং চকের জন্য এই এলাকা ব্যাপকভাবে খনন করা হয়েছিল। চকমাটির উপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে বিডনি বেচ, ব্লাডার ক্যাম্পিয়ান মৌমাছি অর্কিডসহ ৯ প্রজাতির অর্কিড রয়েছে। এখানে আছে খড়কুটো বালুকাময় পরিসরে বিপুল সংখ্যক অস্বাভাবিক পোকামাকড়, রয়েছে বনভূমিতে গ্রেট ক্রেস্টেড নিউটস, স্লোওয়ার্ম, অ্যাডার, বাদুড়, কিংফিশার এবং স্যান্ডমার্টিনসহ বিস্তৃত প্রাণী। রয়েছে ৮১ হেক্টর পরিমাণ পার্কেরও লাখো বছরের ইতিকথা। এটি ওয়েস্ট থুরক এবং চ্যাডওয়েল-সেন্ট-মেরিতে প্রায় দুই লাখ বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্সদের দখলীয় প্রাচীনতম স্থান। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, প্রায় ১০ হাজার বছর আগে মেসোলিথিক যুগে যসতি স্থাপন, কৃষিকাজ এবং শিল্প বিকাশেরও ইঙ্গিত বহন করে এলাকা। প্রায় জনবিরল এলাকা। ছিটেফোঁটা বাড়িঘর। এক স্থানে গাড়ি পার্ক করে ঢালু পথ। অসাবধানে পা ফেলতে গেলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রবেশপথের শুরুতেই নির্দেশিকা।

ঢালু পথ ধরে ক্রমেই নিচের দিকে হাঁটছি। হাঁটছি তো হাঁটছিই, হাঁটা আর শেষ হয় না। হাঁটতে হাঁটতে বহু নিচে নেমে দেখি এক বন। বনের মাঝখানে ছোট্ট জলাশয়। জলাশয়ে সাঁতার কাটছে চেনা-অচেনা অসংখ্য জলচর পাখি। শৈশবে আমাদের বিল-ঝিল ঝোপ-জঙ্গলে এসব পাখি দেখেছিলাম। দেখেছিলাম কোড়া, ডাহুক, ধনেশ, ঘুঘু, কানি বক, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, গাঙচিল আর কত পাখি! ঘুঘুই দেখেছি কয়েক প্রকার। এদের সবাই এখানে। জলাশয়ের চার পাশে নানা উচ্চতার গাছ, গাছের গোড়ায় ঝোপ-জঙ্গল। ডাহুক বাসা বাঁধে ঝোপে, বক বাসা বাঁধে উঁচুগাছের মগডালে আর মাছরাঙা মাটিতে গর্ত করে ডিম পাড়ে। যেখানে গিয়ে প্রথম জলাশয় শেষ হয়েছে সেখানে সমতল ভূমি। সমতলভূমির দক্ষিণে আরো একটি বড় জলাশয়। দুই জলাশয়কে এক করেছে কালভার্ট। ভূমির সমান কালভার্টের নিচ দিয়ে দুই জলাশয়ে পানি চলাচল করতে পারে। অবাধে চলাচল করতে পারে জলচর পাখিও। কালভার্টের সিঁড়ি করা হয়েছে হাঁসসহ জলচর পাখ-পাখালির জন্যই।

বড় জলাশয়ের চার পাশেও একই রকম ঝোপ-জঙ্গল পাখির বাসা। ঝোপ-জঙ্গল ও গাছে পাখির কুজন, বাচ্চার চিৎকার চেঁচামেচি। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ। ভিন্ন জগতে পাখ-পাখালিই সব। মনুষ্যজগত ছেড়ে যেন ভুল করে পাখ-পাখালির জগতে ঢুকে পড়েছি আমরা। এখানে হাঁসেরা সাঁতার কাটছে, ডিমে তা দিচ্ছে লক্ষ্মীপেঁচা, মগডালে বসে রোদ পোহাচ্ছে সারস। এক সময় আমাদের দেশেই ছিল এরা। বাচ্চাসহ বংশ রক্ষার জন্য কোনো চেষ্টাই নাকি রাখেনি। সব পাখির বাসা বানানোসহ নির্ভয়ে বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। একদিন গাছ নির্মূলসহ বন্দুকের গুলি, বিষটোপ ও ফাঁদ পেতে যেসব পাখির বংশ ধ্বংস করেছি, সেসব পাখির প্রেতাত্মারাই যেন খুঁজে নিয়েছে নিসর্গের এই নিরাপদ স্থান। যেন এখানেই আমার শৈশব। কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে কবি জীবনানন্দ দাশের-

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও- আমি এই বাংলার পারে
র'য়ে যাব; ....দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে ভোরে'

আমরা যে ঢালু বেয়ে নেমেছি তার বিপরীত দিকে জলাশয়ের খাড়া পাড়। খাড়া পাড়ের গর্তেই মাছ রাঙার বাসা। গর্তের মুখে মাথা বের করে বসে রয়েছে মাছরাঙা। পাড়ের উপরে নতুন ডিজাইনের কয়েকটা বাড়ি। বাড়ি সম্পর্কে জানা গেল, ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫০ দশকের শেষ পর্যন্ত এ এলাকার বড় একটি অংশই বাড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক কয়েকটি হাউজিং এস্টেট প্রতিষ্ঠান আবাসনের জন্য চ্যাফোর্ড গর্জেস নেচার পার্ক দখল করে চ্যাফোর্ড গর্জেস লিমিটেড নাম দিয়েছে বলে জানা যায়।

লেখক: আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক

GRAND OPENING SALE



Regular Chicken



Chicken Leg

FREE PARKING

Rohu



3kg Upto $2.19 lb
4kg Upto $2.39 lb
5kg Upto $2.89 lb

Mrigel



3kg Upto $3.19 lb
4kg Upto $2.99 lb
5kg Upto $3.89 lb

Hilsa



12 Up $9.99 lb



$29.99
Riceland Parboiled Rice 20 lb



$20.99
Roshni Basmati Rice 20 lb



$15.99
Bilash Premium Parboiled Rice 20 lb



$19.99
Laxmi Sella P Basmati Rice 20 lb



$20.99
Begum Basmati Rice 20 lb



$21.99
Rupsha Basmati Rice 20 lb



$21.99
Neela Parboiled Basmati Rice 20lb



$17.99
Ruposhi Basmati Rice 20lb



$20.99
Shapla Minicate rice 20lb



$11.99
Bahar E L Grade Basmati Rice 10lb


$2.99 lb
Beef with Bone


$9.99 lb
Baby Goat

AFTAB
Super Market

144-01 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Phone: (718) 301-8510
Email: Aftabsm8@gmail.com
Website: aftabsm.com

৩৭ বছর পর পূর্ণ হলো জালালাবাদবাসীর স্বপ্ন

















(শেষের পাতার পর)

উল্লেখ্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বিদায়ী কমিটির সভাপতি হেলাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ ও কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলামের (বর্তমান সাধারণ সম্পাদক) প্রচেষ্টায় কুইন্সের এস্টোরিয়ায় প্রায় সাড়ে ৮ লাখ ডলারে ভবনটি ক্রয় করা হয়। সংশ্লিস্টদের মতে এই ভবন ক্রয়ে সবচেয়ে বেশি অবদান মইনুল ইসলামের। ভবন ক্রয় ছিলো তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও। যদিও ভবনটি ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ে মইনুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনেকেরই নানা অভিযোগ ছিলো। তারপরও ভবনটি হয়েছে এতেই অনেকে খুশি। আর এই ভবন উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে মইনুল ইসলামের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলো।

এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি শওকত আলীর সভাপতিত্বে 'জালালাবাদ ভবন' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ট্রাষ্টি বোর্ডের সাবেক সদস্য মনজুর আহমেদ চৌধুরী, সিলেট সদর থানা সমিতির সভাপতি রানা চৌধুরী, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল খান আসাদ ও সাবেক (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

৩৭ বছর পর পূর্ণ হলো জালালাবাদবাসীর স্বপ্ন

















(১৮ পাতার পর)

প্রচার সম্পাদক এম এ করিম সহ জুনেদ খান, খলিল আহমেদ, আসাদ উদ্দীন, শেফাজ, শেখ জামাল, দুলাল মিয়া (হাজী এনাম), এম এন মজুমদার, এ এফ এম মিসবাহউজ্জামান, আব্দুল জব্বার, মাসুক মিয়া, পংকি মিয়া, মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী, রুমানা আহমেদ, মনির আহমেদ, জালাল আহমেদ, শাহ মিজান, ফারুক শামীম, মোদাব্বির হোসেন, আব্দুল রাজা, হাজি আব্দুল জব্বার, শামসুল ইসলাম, আযম চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ভবন ক্রয়ের জন্য বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন যতদিন থাকবে, মইনুল ইসলামের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তারা সকল দ্বিধা-বিভক্তি ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে এসোসিয়েশনকে আরো শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জবাবে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম আজ জালালাবাদবাসীদের স্বপ্ন পুরণ হলো। এজন্য তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের ভুল-ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু ভবন হয়েছে। এই ভবন সকল জালালাবাদবাসীর। তিনি বলেন, জালালাবাদ ভবনের মর্টগেজ মাসে সাড়ে ৫ হাজার ডলার। ২টি ফ্লোর থেকে ভাড়া পাচ্ছি বা পাবো মাসে সাড়ে ৬ হাজার ডলার। এ দিক থেকে আমরা লাভে আছি। ভবনের ওয়াকিং বেজমেন্ট সংগঠনের অফিস হিসেবে ব্যবহার হবে। জালালাবাদ ভবন চলবে নিজস্ব আয় থেকেই। বেজমেন্টের হল রুমটি সিলেটের ১১টি উপজেলাবাসীর জন্য উন্মুক্ত। তারা বিনা অর্থে এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান সহ বর্তমান কমিটির অনেকেই ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন।

এদিকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইনক এর প্রচার সম্পাদক ফয়সল আহমদ কর্তৃক ৭ জানুয়ারী, শনিবার প্রেরীত 'ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবনকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র ভবনের নামে অপ-প্রচারের প্রতিবাদে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র প্রতিবাদ' শীর্ষক এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে:

'যুক্তরাষ্ট্রস্থ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নিজস্ব কোন ভবন নেই। বর্তমান কার্যকরী কমিটি, প্রাক্তন কার্যকরী কমিটি কিংবা সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ কারো দ্বারা এ ধরনের প্রক্রিয়াও গ্রহণ করা হয়নি। কতিপয় ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজস্ব নামে ক্রয়কৃত ভবনকে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভবন হিসেবে পরিচিতি দিতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে বলে আমরা জ্ঞাত হয়েছি। আমরা জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর কার্যকরী কমিটি এ ধরনের হীন উদ্দেশ্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ ধরনের অযাচিত উদ্যোগ প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের লালিত সুশৃংখল ও ঐতিহ্যবাহী মানবিক সংগঠনকে বিতর্কিত এবং বিশৃঙ্খল সংগঠনে পরিণত করার স্বার্থান্বেষী অপচেষ্টা বলে মনে করি। কোন অপশক্তি দুষ্টচক্র কর্তৃক বৃহত্তর সিলেটবাসীর ঐক্য- সংহতির প্রতীক, বিশ্বময় সমাদৃত এ মহতি সংগঠনের নামে অপপ্রচার থেকে সাবধানতা ও দূরত্ব বজায় রাখতে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।'



১৫ বার ভোটের পর ইউএস কংগ্রেসের স্পিকার ম্যাকার্থি

(প্রথম পাতার পর)

ম্যাকার্থি। কিন্তু তার দলীয় কয়েকজন নেতার সমর্থন না থাকায় প্রয়োজনীয় ভোট না পাওয়ায় ১৪ বার ব্যর্থ হন তিনি। ইউএস কংগ্রেসের স্পিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে গত ১০০ বছরেও স্পিকার নির্বাচন করতে গিয়ে কখনোই দ্বিতীয় দফা ভোট গ্রহণ করতে হয়নি। এর আগে ১৮৫৬ সালে স্পিকার নির্বাচন করতে গিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েছিল মার্কিন কংগ্রেস। সেবার মোট ১৩৩ দফা ভোট গ্রহণ করতে হয়েছে। এতে সময় লেগেছিল প্রায় ২ মাস।

৪৩৫ আসনবিশিষ্ট কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসে রিপাবলিকানদের দখলে রয়েছে ২২২টি আসন। ১০টি আসন কম নিয়ে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের দখলে রয়েছে ২১২টি আসন। একটি আসন খালি। রিপাবলিকানদের কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন থাকলেও দলীয় প্রার্থী দলের কয়েকজন নেতার বাধার কারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট পাননি ম্যাকার্থি।

রিপাবলিকান দলের অন্তত ২০ জন সদস্য ম্যাককার্থির বিরোধিতা করেছেন। তবে শেষ অবধি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমর্থন পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের ৬৪তম স্পিকার হিসেবে নির্বাচন হয়েছেন।

ইতোমধ্যে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

শতাব্দীর রেকর্ড ভাঙল ইউএস কংগ্রেস

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে গত ১০০ বছরেও কংগ্রেসের ইতিহাসে এমনটি হয়নি। প্রথম রাউন্ডের ভোটে স্পিকার নির্বাচনে ব্যর্থ হয়েছে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ। ফলে মঙ্গলবার রাতে অনুষ্ঠিত ভোটে প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার হতে পারেননি কেউ-ই। গেল নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় বিরোধী রিপাবলিকান পার্টি। আর সেই রিপাবলিকানদের মধ্যেই বিভাজনের কারণে প্রথম রাউন্ডের ভোটে স্পিকার হতে পারেননি দলের প্রার্থী কেভিন ম্যাকার্থি।

১৯২৩ সালের পর এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ প্রথম রাউন্ডের ভোটে স্পিকার নির্বাচন করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত স্পিকার ঠিক না করেই কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের অধিবেশন মুলতবি করতে হয়।

স্পিকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিনিধি পরিষদ নতুন কোনো কাজ করতে পারবে না। ফলে কোনো প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নকক্ষকে কয়েক দফা ভোটাভুটির ভেতর দিয়েই যেতে হবে।

অপরদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার পপ্রতিনিধিত্ব করা ম্যাকার্থি পরে যদি স্পিকার নির্বাচিত হনও, তা হলেও তাকে রিপাবলিকান কট্টরপন্থি নেতাদের সামলাতে বেগ পেতে হবে।

প্রথম রাউন্ডে টানা তিনবার ভোটাভুটি হয়। কিন্তু কোনোবারই ম্যাকার্থি প্রয়োজনীয় ২১৮ ভোট সংগ্রহ করতে পারেননি। অথচ নিম্নকক্ষে ২২২ আসন রিপাবলিকানদের দখলে। কট্টর ডানপন্থি ১৯ রিপাবলিকান ম্যাকার্থির বিপক্ষে এককাট্টা ছিলেন।

তবে প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যালঘু ডেমোক্র্যাটদের এদিন নতুন নেতা হাকিম জেফরিসের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ থাকতেই দেখা গেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বুধবার কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের সদস্যরা স্পিকার ঠিক করতে ফের ভোটাভুটির আয়োজন করবেন। তবে এবারও যে সহজে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে এমন ইঙ্গিত এখনো পাওয়া যায়নি। এদিকে এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি থেকে কীভাবে উত্তরণ হতে পারে, তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত দিয়ে যাচ্ছেন দেশটির রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

২৬৪ স্কুল ছুটি দিয়ে প্রতিমন্ত্রীর পুত্রের

(প্রথম পাতার পর)

পালনের জন্য রোববার রৌমারী রাজিবপুর ও চিলমারী উপজেলার ২৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘোষণা করা হয় সাধারণ ছুটি। এ নিয়ে বইছে আলোচনা সমালোচনার ঝড়। বিব্রত পরিস্থিতিতে পড়েছে প্রশাসন।

অভিযোগে জানা যায়, শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক দিতে হয়েছে ৫০০ টাকা করে চাঁদা। এক হাজার তিনশ শিক্ষকের কাছ থেকে উত্তোলন করা হয়েছে প্রায় ৬ লাখ টাকা। এ টাকায় ফ্রিজ, স্বর্ণসহ দেওয়া হয় দামি দামি উপহার।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম নিজেও মন্ত্রীর ছেলের বিয়ের দাওয়াত পালনের কথা স্বীকার করে বলেন, এই তিন উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহ বিদ্যমান থাকায় কোমলমতি শিশুদের কষ্টের কথা চিন্তা করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা নিজেদের ক্ষমতায় একদিনের সংরক্ষিত ছুটি ঘোষণা করেছেন। প্রধান শিক্ষকগণ বছরে ৩ দিন ছুটি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। সেই সংরক্ষিত ছুটি থেকে আজকের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বিষয়টি শিক্ষা বিভাগ অবহিত আছে। তবে অফিসিয়ালি কেউ স্বীকার করছেন না- মন্ত্রী মহোদয়ের ছেলের বিয়ে উৎসবের কারণে এ সাধারণ ছুটি।

শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা বলছেন, অজ্ঞাত কারণে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী, রাজিবপুর ও চিলমারী উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে ঝুলছে তালা। শিক্ষকরা বলছেন প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে স্কুল ছুটি। এসব নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভি-ভাবকদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

জানা গেছে, ৮ জানুয়ারি রোববার সরকারি ছুটির দিন না থাকলেও অজ্ঞাত কারণে চিলমারী উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ঝুলছে তালা। অভিযোগ উঠছে কোন দিবস বা জরুরি কারণ ছাড়াই বিদ্যালয় বন্ধ রেখেছে কর্তৃ পক্ষ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখালেও এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীরা বলছে প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বন্ধ দেওয়া হয়েছে।

সরেজমিন রোববার মজাইডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ রাধাবল্লভ, রাণীগঞ্জ বাজার, ফকিরেরহাট, খালেদা শওকত পাটওয়ারী, চর খরখরিয়া, নিরিশিং ভাজ, রানীগঞ্জ মদন মোহন, খরখরিয়া ১নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘুরে একই চিত্র পাওয়া গেছে। সব প্রতিষ্ঠানে ঝুলছে তালা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে ফোনে কথা হলে অনেকে বলেন শৈত্যপ্রবাহের কারণে, আবার অনেকে বলেন সংরক্ষিত ছুটি, আবার কেউ কেউ স্বীকার করেছেন প্রতিমন্ত্রী ছেলের বিয়ের দাওয়াতের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে কোনো শিক্ষকই নিজের নাম পরিচয় প্রকাশে রাজি হননি।

ফকিরেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী বিপুল, আমির হোসেনসহ বেশ কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা হলে তারা বলে- প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের ছেলের বিয়ের জন্য বন্ধ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের বাড়ি কুড়িগ্রামের রৌমারীতে। তিনি কুড়িগ্রাম-৪ আসনের (রৌমারী, রাজীবপুর ও চিলমারী) সরকারদলীয় সংসদ সদস্য। রোববার (৮ জানুয়ারি) প্রতিমন্ত্রীর রৌমারীস্থ বাসভবনে তার একমাত্র ছেলে সাফায়েত বিন জাকিরের বিবাহোত্তর বৌভাত অনুষ্ঠিত হয়। চিলমারী উপজেলার বালাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বাসিন্দা আব্দুল হাই সরকার বলেন, আজ কোনো সরকারি ছুটি নয়। তারপরও স্কুলে ক্লাস হয়নি। প্রতিমন্ত্রীর ছেলের বিয়েতে স্কুল বন্ধ রেখে দাওয়াত খেতে যাওয়ায় স্কুল বন্ধ। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। সরকারের তো একটা নিয়ম আছে। কিন্তু এখানে ক্ষমতার নিয়মই বড় হয়েছে।

মদন মোহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকার অভিভাবক দিলিপ কুমার ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, শিক্ষক খুঁজতে আইছেন তাহলে রৌমারী যান। আজ কোনো শিক্ষককে বিয়ে বাড়ি ছাড়া পাওয়া যাবে না। কারণ বিয়েতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। আর এ জন্য শিক্ষকদের চাঁদাও দিতে হয়েছে জন প্রতি ৫০০ টাকা।

আরেক শিক্ষক বলেন, আমাদের বলা হয়েছে একটা ক্লাস নিয়ে দাওয়াতে যেতে। তবে কোনো ক্লাস নেওয়া হয়নি। বিয়ের উপহার কেনার জন্য সবার কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে চাওয়া হয়েছিল। পরে ৩০০ টাকা করে নেওয়া হয়।

চিলমারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু সালেহ সরকার বলেন, আমি রৌমারীতে মন্ত্রীর ছেলের বিয়ের দাওয়াতে আছি। এখন ব্যস্ত আছি পরে কথা বলব।

চিলমারী উপজেলা সরকারি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক আনছারী স্বীকার করেন, শিক্ষা অফিসারের সম্মতিতে প্রধান শিক্ষকগণ স্ব-স্ব বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ছুটি থেকে একদিনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সব শিক্ষক চাঁদা তুলে বিয়ের দাওয়াত খেতে যাই।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ বলেন, তিন উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছুটি চলছে তা তিনি অবহিত হয়েছেন। তিনি বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর রংপুর বিভাগীয় উপ-পরিচালক মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, প্রধান শিক্ষকদের হাতে বছরে তিন দিন সংরক্ষিত ছুটি দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তারা বছরের যে কোনো সময় এই ছুটি দিতে পারেন।

জ্বালানি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর

(প্রথম পাতার পর)

তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে জ্বালানি নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের সমাধানের বিষয়টি। জ্বালানির বাজারে মেক্সিকো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কঠোর করে বাণিজ্য চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন কি না, তা নিয়ে আলোচনা করবেন নেতারা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে জ্বালানি নিয়ে একটি যৌথ চুক্তি রয়েছে, যা ইউএস-মেক্সিকো-কানাডা অ্যাগ্রিমেন্ট (ইউএসএমসিএ) নামে পরিচিত।

মেক্সিকোর জাতীয়তাবাদী নীতি নিয়ে গত জুলাই মাস থেকে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরে তা আনুষ্ঠানিক বিরোধে রূপ নিয়েছে। ইউএসএমসিএ লঙ্ঘন নিয়ে ওয়াশিংটন ও অটোয়া মেক্সিকোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাদর যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কোম্পানির বিরুদ্ধে বৈষম্য দেখিয়েছেন। এর পরিবর্তে তিনি মেক্সিকোর রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি ও জাতীয় জ্বালানি কমিশনকে সুবিধা দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিযোগ, মেক্সিকোর আমলাতান্ত্রিক বিলম্ব তাদের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে।

বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আলোচনা শুরু হলেও অগ্রগতি থমকে আছে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র গত বছর বিরোধ নিষ্পত্তির সময়সীমা বাড়ায়। ইউএসএমসিএ চুক্তি অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে প্যানেলকে রায় দেওয়ার জন্য ডাকা যেতে পারে।

মেক্সিকো যা বলছে-

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ওবাদর বলেছেন, তাঁর দেশ কোনো আইন ভঙ্গ করেনি, তাই বিরোধে কিছুই ঘটবে না। ওব্রাদর মূলত জাতীয় সার্বভৌমত্বের নামে বিদ্যুতের বাজার সংশোধন করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বিদ্যুৎ গ্রিডের সঙ্গে পাওয়ার স্টেশন সংযোগের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সরকারি কোম্পানিগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দুর্নীতি নির্মূলে তাঁর অভিযানের অংশ হিসেবে প্রায়ই জ্বালানি খাতে বিদেশি ও বেসরকারি অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে আসছেন ওব্রাদর। তিনি অভিযোগ করেন, আগের সরকারগুলো বেসরকারি স্বার্থের দিকে বেশি খেয়াল রেখেছিল।

ওবাদর আরও বলেন, বিদ্যুৎ অভ্যন্তরীণ বিষয়। আর মেক্সিকোর তেল ও গ্যাসে তাঁদের অবিচ্ছেদযোগ্য মালিকানা রয়েছে। তবে সমালোচকেরা বলছেন, বিদেশি সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে যে নীতির কথা ওবাদর বলেন, তা তাঁর কার্যক্রমের সঙ্গে মেলে না।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, কোনো প্যানেলকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে এ বিরোধে হেরে যাবে মেক্সিকো। এটি মেক্সিকোর জন্য ব্যয়বহুল হবে। শাস্তি হিসেবে মেক্সিকো শুল্কারোপ করতে পারে। তবে বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব কোনো প্যানেলের কাছে যাওয়ার আগে তা সমাধান করে নেওয়ার কথা বলেছে মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র।

গত অক্টোবরে মেক্সিকোর জ্বালানিমন্ত্রী পদত্যাগ করলে আলোচনা থেমে যায়। মেক্সিকোর নতুন দল এ নিয়ে কাজ শুরু করলেও তা এখনো বেশি দূর এগোয়নি।

একদিনে ৬০০ ইউক্রেনীয় সেনা হত্যার

(প্রথম পাতার পর)

সেনাদের ব্যারাকে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। তবে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই দাবির ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হতে পারেনি বলে জানিয়েছে। রাশিয়ার দাবির বিষয় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি ইউক্রেন।

শহরটির মেয়র বলেন, রাশিয়া ক্রামাতোরস্ক শহরকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। শহরের বিভিন্ন ভবনে হামলা চালানো হলেও এতে কেউ নিহত হননি বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লিখেছেন তিনি।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, চলতি বছরের শুরুতে দোনেৎস্ক অঞ্চলের মাকিভকা শহরের রাশিয়ান ব্যারাকে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিশোধে ক্রামাতোরস্কের একাধিক ভবনে হামলা চালানো হয়েছে। ইউক্রেনের ওই হামলায় কমপক্ষে ৮৯ জন রুশ সেনার প্রাণহানি ঘটেছিল।

এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় বলেছে, ইউক্রেনীয় সেনাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার জন্য নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। যে দুটি ভবনে হামলা চালানো হয়েছে, তার একটিতে ইউক্রেনের ৭০০ এবং অন্যটিতে ছয় শতাধিক সেনা ছিল।

'ইউক্রেনের সেনা ইউনিটগুলোর অস্থায়ী স্থাপনায় ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফলে দেশটির ৬ শতাধিক সেনা ধ্বংস হয়েছে।'

রাশিয়ার এই দাবি যদি সত্যি হয়, তাহলে গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারী মস্কোর আক্রমণ শুরুর পর একদিনে ইউক্রেনের সেনাদের সবচেয়ে বড় প্রাণহানির ঘটনা হবে এটি।

টানা প্রায় সাড়ে ১০ মাস ধরে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে রাশিয়া। দীর্ঘ এই সময়ে ইউক্রেন কোনো যুদ্ধবিরতি দেখেনি, এমনকি বড়দিনের উৎসবের সময়ও না। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বেশ আকস্মিকভাবেই গত বৃহস্পতিবার ইউক্রেনে ৩৬ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এ জন্য তিনি ৬ ও ৭ জানুয়ারি ইউক্রেনে হামলা চালানো থেকে রুশ সৈন্যদের বিরত থাকার নির্দেশ দেন। রাশিয়া ও ইউক্রেনে বসবাসরত অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা যেন নির্বিঘ্নে বড়দিন পালন করতে পারেন; সেটি নিশ্চিত করতে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

তবে ইউক্রেন এই যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি ভ্লাদিমির পুতিনের এই সিদ্ধান্তকে কৌশলগত চক্রান্ত বলেও আখ্যায়িত করেছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। পুতিনের স্বঘোষিত যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও সম্মুখ সমরে গোলাবর্ষণ চলেছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেন।

যুক্তরাষ্ট্রের 'নতুন নিষেধাজ্ঞার' সামালাতে ৭

(প্রথম পাতার পর)

একটি বিশেষায়িত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও তার সিনিয়র কর্মকর্তাদের ওপর একতরফা নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সরকার ও তার প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে সরকারি সংস্থা-ব্যক্তির ওপর একই প্রেক্ষাপটে বা অন্য কারণে আরও নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এ অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা ঠেকাতে প্রস্তুত থাকার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি সময় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আপনাদের (দূতদের) প্রতি আহবান জানাচ্ছি। সময়ে সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হালনাগাদ তথ্য ও নির্দেশনা দেবে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাট-ালিয়ন (র‍্যাব) ও বাহিনীটির সাবেক-বর্তমান ৭ কর্মকর্তার ওপর ২০২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ফের একই ধরনের নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না সরকার। এমন প্রেক্ষাপটে এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের বাড়তি সতর্কতামূলক ওই চিঠি দেয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র।

বলা হয়েছে, 'একতরফা নিষেধাজ্ঞার' মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার এবং সব মিশন প্রধানকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সচিব ৭ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন। একই সঙ্গে ২০২৩ সালে বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের কাজের অগ্রাধিকারের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর ওই চিঠি মিশনগুলোতে পাঠানো হয় বলে নিশ্চিত করেছে সূত্র। গত ১০ ডিসেম্বর থেকে নতুন নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে এমন আলোচনার মধ্যেই সচিবের চিঠি পাঠানোর বিষয়টি সামনে এলো। যা নিয়ে রাজনীতি এবং কূটনৈতিক অঙ্গনে তোলপাড় শুরু হয়েছে। যদিও বারবারই সরকারের তরফে মন্ত্রী সচিবরা নতুন নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা মৌখিকভাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন। পররাষ্ট্র সচিব চিঠি পাঠানোর একদিন পর অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথম দিনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূত বলেন, পররাষ্ট্র সচিবের নির্দেশনার চিঠি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক দু'টোই একসূত্রে গাঁথা। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের বাড়তি উদ্যোগ নিতে তাগিদ দেয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কোনো দেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি। মিশন প্রধানদের কাছে পাঠানো চিঠিতে মাসুদ বিন মোমেন সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করতে বলেছেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের জন্য ২০২৩ সালে করণীয় সংক্রান্ত ষষ্ঠ নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যেকোনো কূটনীতিক মিশনের মৌলিক কাজ হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যদিয়ে দৈনন্দিন কাজ এগিয়ে নেয়া। তবে বর্তমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আরও বাড়তি কাজের চাহিদা রয়েছে। নির্দেশনায় আরও বলা হয়, আমাদের একটি বিশেষায়িত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও তার সিনিয়র কর্মকর্তাদের ওপর একতরফা নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সরকার ও তার প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে সরকারি সংস্থা-ব্যক্তির ওপর একই প্রেক্ষাপটে বা অন্য কারণে আরও নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এজন্য নিষেধাজ্ঞা ঠেকাতে প্রস্তুত থাকার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি সময় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। সময়ে সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আপনাদের হালনাগাদ তথ্য ও নির্দেশনা দেবে। চিঠি পেয়েছেন এমন একাধিক বাংলাদেশি মিশন প্রধান মানবজমিনকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা সরকারের জন্য অস্বস্তি তৈরি করেছে। নতুন করে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা রয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে ওয়াশিংটনের গভীর উদ্বেগ সরকারের জন্য নতুন এক অস্বস্তি সামনে এনেছে। এই প্রেক্ষাপটে ১ জানুয়ারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সমন্বয় সভা হয়। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরকারের সব পক্ষ যাতে অভিন্ন সুরে কথা বলে, সে বিষয়টি আলোচিত হয়। রাষ্ট্রদূতদের কাছে পাঠানো পররাষ্ট্র সচিবের চিঠি তারই ধারাবাহিকতা বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা। উল্লেখ্য, চলতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের একাধিক সফর রয়েছে বাংলাদেশে। রাজনৈতিক ওই সব সফরে বিদ্যমান দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন বিশেষত নিষেধাজ্ঞা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়ার আভাস মিলেছে। (দৈনিক মানবজমিন)

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

ইউএনএ ও সাপ্তাহিক হককথা'র ১৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) ও সাপ্তাহিক হককথা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিলো ১ জানুয়ারী। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আদর্শকে সামনে রেখে ২০০৬ সালের এই দিনে মিডিয়া দু'টি যাত্রা শুরু করে। সেই হিসেবে ২০২৩ সালের নতুন বছরে অর্থাৎ ১ জানুয়ারী ইউএনএ ও হককথা'র ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ১৮ বছরে পদার্পন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ অফিসে কেক কাটার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়।

স্থানীয় সময় রোববার (১জানুয়ারী) সকালে বাংলাদেশ অফিসে কর্মরত সাংবাদিকরা কেক কেটে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেন। এসময় বাংলাদেশ অফিসের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বরত সাংবাদিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে মর্নিং শিফটের দায়িত্বপ্রাপ্তরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে দু'টি মিডিয়ার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই বাংলাদেশ অফিসের সংবাদকর্মীদের মধ্যে উৎস-বমুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারী যাত্রা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) ও সাপ্তাহিক হককথা। হককথার মূল শ্লোগান হচ্ছে 'প্রবাসে দেশের রাজনীতি নয়'। প্রকাশনা শুরুর পর থেকেই নিয়মিতভাবে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক হককথা। তবে এক বছর প্রকাশনার পর বিশেষ পরিস্থিতিতে হককথা'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

হককথা'র প্রিন্ট প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলেও প্রবাসী বাংলাদেশীসহ কমিউনিটির স্বার্থে ২০১৩ সালের ২৬ জানুয়ারী আত্মপ্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক হককথা'র ওয়েব ভার্সন হককথা ডট কম (hakkatha.com)। ওয়েবসাইটে সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে আবারো পাঠকদের জনপ্রিয়তায় ফিরে আসে হককথা। এরই মধ্যে কমিউনিটির সংবাদ নিয়মিত ও সবার আগে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকের অনুরোধে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার পূনরায় নতুনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সাপ্তাহিক হককথা।

'করোনা পরিস্থিতি ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে 'কাগজেও যেমন, ওয়েবেও তেমন' শ্লোগান নিয়ে প্রকাশিত হককথা ই-মেইল (পিডিএফ ফাইলে পুরো পত্রিকা), ই-পেপার-https://epaper.hakkatha.com, ফেসবুক পেইজ ও ইউ-টিউভ চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠকের হাতে যাচ্ছে। এছাড়াও নিউইয়র্কের স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে হককথা'ই প্রথম Conversational Platform (Customer Engagement Through Conversational Messaging) ব্যবহার করে Facebook, Instagram, WhatsApp, Mobile SMS এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ সংখ্য প্রবাসী বাংলাভাষী পাঠকের কাছে পৌছে যাচ্ছে।

এছাড়াও রয়েছে ওয়েবসাইট (hakkatha.com)। বর্তমানে নিউইয়র্কের ৫ হাজারোধিক পাঠকের ই-মেইলে প্রতি সংখ্যা নিয়মিত হককথা প্রেরণ করা হচ্ছে এবং প্রতিদিন এই ই-মেইল সংযুক্তির সংখ্যা বাড়ছে। ফলে অফিস-আদালত, মাঠে-ময়দান বা ঘরে বসেও সহজেই হককথা পড়া যাচ্ছে।

অপরদিকে, ২০২২ সাল থেকে নতুনভাবে আরো গতিশীল হয়ে উঠেছে নিউইয়র্ক ভিত্তিক বাংলা সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ)। নতুন বছরে নতুন সাজে পাঠকের সামনে আসার জন্য ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে সংবাদ ইউএনএ কর্তৃপক্ষ। নতুন ওয়েবসাইট ও নতুন নতুন সেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারুণ্য নির্ভর নতুন টীম। খুব শিঘ্রই নতুন রুপেই দেখা মিলবে সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ)। ++++++++





মানুষ মানুষের জন্য
দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য

BANGLA CDPAP SERVICES

বাঙালীর জন্য বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্য

www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

ALEGRA®
HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

মানুষের জন্য দরদী সেবা আমাদের অঙ্গীকার

শুভ নববর্ষ ২০২৩ এর শুভেচ্ছা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে
আপনাদের আপন প্রতিষ্ঠান

বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার
এখন ওজোন পার্কে

আরো কাছাকাছি হোম কেয়ার সেবা
পৌঁছে দিতেই আপনাদের মাঝে আমাদের নতুন শাখা—
এটি আপনাদের *'কাচারি ঘর'*।

আপনজনদের
উত্তম সন্তুষ্টির জন্যে
তারিখ পরিবর্তন

শুভ উদ্বোধন

১৩ জানুয়ারি ২০২৩, শুক্রবার। সন্ধ্যা ৫:০০টা।

১১২৭ লিবার্টি এভিনিউ, ব্রুকলিন (ওজোন পার্ক), নিউইয়র্ক-১১২০৮।



বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্



তুমি

মতিন বৈরাগী

হিম হয়ে আসছে পায়ের পাতা তারপর হাটু-উরুদেশ
সারা দেহ ছুঁয়ে মগজ যেন শীতল পাথর
সারাটা শরীর ছুঁয়ে নেমে যায় বরফের নদী ।
মনে হয় আমি যেন প্রকান্ড বরফখন্ড, জমে আছি কতকাল
ঠিক তখন তুমি আসছো, স্নিগ্ধতার প্রবল দ্রবণ
তুমি আসছো আলোকস্পর্শ আকাশ মাটির বাসনা
গলে যাচ্ছে জমে যাওয়া ধমনির নদী । খুলে যাচ্ছে স্মৃতিপট ।

আমি তাকিয়ে আছি তোমার মুখের দিকে, তুমি হাসছো
এক ঝলক রোদ যেন মেঘলা আকাশের ।
বৃষ্টিরা থমকে গেছে দাঁড়িয়ে গেছে বৃক্ষেরা
ফুটছে বুনোফুল তোমার হীরকোজ্জ্বল হাসিটির মতো
আর নরম আলোয় আমি দেখছি তোমার মুখ; অপার্থিব
ভেসে যাচ্ছে বন্দীর পৃথিবী ।

তুমি দাঁড়িয়ে আছো নির্বিকার স্পর্শের মিঠেল সীমায়
আকাশের তারাগুলো জ্বলছে মানুষের কাঙ্খার অসীমে ।
যখন তুমি জেগে থাকো কারও হৃদয়ে; আলোর স্নিগ্ধ ডানা
ধুয়ে যায় জীবনের অন্ধকার আর যতো বোবা কান্না ।

পথ

জাফরুল আহসান

(বন্ধু আহমেদ ইকবাল ফিরোজ- তোকেই বলছি)

কুয়াশায় ঘেরা ঘন অন্ধকার মেঘে ঢাকা পথে
হেঁটে গেছি বার বার-
ঝরা পাতার স্তুপ, ডানা ভাঙা পাখি
খুঁজে ফিরে পাপ পূণ্য নাকি স্মৃতি?
বিস্তীর্ণ পথে কুয়াশায় জড়ানো হাহাকার-
দমকা বাতাসে পাতা ঝরে গেলে
বাউলের কণ্ঠে বিরহের প্রতিধ্বনি;
আমি হেঁটে যাই সামনে
ঝরা শিউলির চাদরে ঢাকা আঙ্গিনা,
পথের পাশটা কেমন ভেজা স্যাঁতস্যেঁতে;
পাশাপাশি বাঁকহীন সহজ সরল রেখার পথটা
শুয়ে আছে;
হলুদ লাল বাতির পাশ কাটিয়ে আমি হাঁটছি ।
সুহৃদ-স্বজন-প্রিয়জন আমার
আঁধার ছাপিয়ে রঙধনু বৃষ্টি হবে না জানি
বাঁকহীন সহজ সরল রেখার পথটা
আমার মতোই শুয়ে থাকে একাকি ।

সিংক্রনিক অ্যাসিংক্রনিক

আশরাফ হাসান

এক হাতে জান্নাত আর অন্য হাতে জাহান্নাম
দাজ্জাল দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে গৃহে গ্রামে নগরে
সিংক্রনিক অ্যাসিংক্রনিক প্রলোভন
ট্যাক্সট ম্যাসেজ, লিংক, মুহুর্মুহু ফোন কল
ম্যাসেঞ্জারের বৈঠকখানায় মোমের মতো গলে যাওয়া
উপচে পড়া উড়াল প্রেমের বেওয়ারিশ ঢেউ
ফ্যান্টাসি নাইট, ফান মিউজিক, যুগল ড্যান্স
বিয়ার শ্যাম্পেনের ঝাঁঝালো গন্ধে বুঁদ হওয়া দাজ্জাল
দুহাতে বিক্রয় করে বেহেশত ও দোযখ
বৈকালিক ছায়ার মতো ঝুলে থাকা সময়ে
ভালোবাসার অভিধান বিলি করে গৃহপালিত দাজ্জাল
শ্রমসিদ্ধ হাত হতে অধীনতার দামে কিনে নেয় বসন্তবাতাস
প্রেতাত্মার হাসির মতো আধ্যাত্মিক ডানায়
ঘুরে বেড়ায় দাজ্জাল
সীমাহীন ইলেক্ট্রিক শকের টিউবে কলাকৈবল্য ঢেলে দেয়
স্নায়ুর অলিগলিতে আসন পেতে বসে থাকে একচক্ষু রাজহাঁস ।
কে বলে সে আসেনি এখনো
ইথারে অগ্নিজিহবা ছড়িয়ে দিয়ে হাঁটছে প্রেমিকার মতো ।

শহীদের উত্তরাধিকার প্রজন্ম

বদরুজ্জামান জামান

তোমরা মুছে ফেলতে পারো স্মৃতিগুলো,
আমি স্মৃতিগুলো নিয়েই বাঁচবো
আমি শহীদের উত্তরাধিকার প্রজন্ম ।
যারা পিতার রক্তাক্ত লাশ, মা-বোনের সম্ভ্রম
আর ভাইয়ের লাশ কিংবা পঙ্গুত্বের দৃশ্যাবলী মুছতে
দালাল কিংবা বেঈমানসখ্য জীবনাচার রচে দম্ভোক্তি দেখায়
ইতিহাসের নিকৃষ্ট জীব তারা,
আমি মানুষ আর অমানুষের পার্থক্যের অংক কষি এখানে ।
দীর্ঘ নয় মাসের একটি যুদ্ধ, এত রক্তপাতকে যারা গন্ডগোল বলে
আমি মানুষের তালিকা থেকে মুছে ফেলি তাদের নাম,
জল্লাদের শানিত তরবারির উৎসব তো তাদের দেহেরই প্রাপ্য ।
শহীদের রক্তে সিক্ত এ মাটি তাদের লাশ গ্রহণ করতে পারে না
তারাও প্রজন্ম উত্তরাধিকারসূত্রে বাঁচে ধিকৃত হয়ে ঘৃণাস্তূপে ।
এতযন্ত্রণা এতদগ্ধতা পুষেও যখন দেখি
এই প্রজন্ম লাল সবুজের পতাকা হাতে বেড়ে উঠছে
তখন আশান্বিত হই বাংলাদেশের সমৃদ্ধি নিয়ে ।

অধরাশ্রেয়সী

মাসুম হাসান খান

গোধূলির সবটুকুন রং লেগেছে তোমার গায় ।
তোমার রক্তিমতা নিয়েই বুঝি সেজেছে পলাশ শিমুল,
আয়ত দুচোখের কার্নিশে ছড়ানো মেঘের পালক
রাজহংসী গ্রীবাদেশে ঢেউ খেলে যায় এলোচুল বন্যা,
বৃষ্টিস্নাত গোলাপপাপড়ির মতো ওষ্ঠযুগলে তোমার
উপমাহীন হয়ে পড়ে কবিতার পংক্তিমালা;
মায়াময় মুখ ছুঁয়ে কী দারুণ পুতুলচিবুক!
নিবিড়ছন্দে পথ হেঁটে যাও অধরাশ্রেয়সী
তোমার কটিদেশের ভাঁজেভাঁজে চিরলপেটের স্নিগ্ধ
মোহনায়, স্বপ্নবিহ্বল হয়ে পড়ে কতো মাতাল প্রেমিক,
তুমি হাসলে মধুপুর্ণিমার চাঁদ হাসে, দুচোখে ফাগুন ভাসে.....
অরোরার ঝলকে ঝলকে প্রতিশ্রুত তোমারই মুখ ।

জীবন ও ছেঁড়া পাতার গল্প

রবিউল রতন

এই যে জীবন একবার আসে-একবার যায়,
চিরতরে চলে গেলে,
এই রূপের গঠন, কখনো কেউ কি ফিরে পায়?

তবু একমুঠো ভালোবাসার আশ্বাসে
এই পৃথিবীর পথে,
কত ডেকেছি, কত খুঁজেছি,
তবুও তুমি দিলে না দেখা! তাই একা একা
অব্যক্ত কথার বীজ বুনে যাচ্ছি তোমাদের চরাচরে ।

আহা, এমন জীবন আর কি কখনো ফিরে পাবো!
বুকের ভেতর জেঁকে থাকা গান,
টুকরো টুকরো কথাগুলি,
চোখে ঝুলে থাকা অসংখ্য স্মৃতি দৃশ্য,
বুকের জেলখানায় কতকাল বিনিদ্র!
অথচ আজো, বন্ধু বলে কেউ বলেনি কথা ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549


Fresh
FDA Registered Facility
আমেরিকায় তৈরী
ফ্রেশ রুটি
ফ্রেশ পারাটা
আটা, ময়দা, কর্ন ও চালের
রুটি/পারাটা
বিশ্বখ্যাত শেফ টমি মিয়া'র রেসিপিতে তৈরী
সম্পূর্ন অটোমেটিক মেশিনের ব্যবহার, স্বাস্থ্যকর,
১০০% হালাল এবং কোনরকম কেমিকেল ব্যবহার করা হয় না।
সৈয়দ আল আমিন (রাসেল)
ম্যানেজিং পার্টনার
আলী আহসান
ম্যানেজিং পার্টনার
718-701-9527, 347-691-1210
freshfoodbeverage@gmail.com
214-17 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

আস্থা-অনাস্থার অর্থনৈতিক যাত্রা

॥ মুঈদ রহমান ॥

বাংলাদেশের অর্থনীতি নতুন বছরে কেমন হবে, তা নিয়ে ১ জানুয়ারী অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে যুগান্তর।

এ সাক্ষাৎকারে যুগান্তরের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কেমন কাটবে এ বছরের অর্থনীতি, বড় ধরনের কোনো শঙ্কা আছে কিনা, মূল্যস্ফীতি কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে, প্রবৃদ্ধি ও রিজার্ভ নিয়ে সরকারের ভাবনা কী, আইএমএফের ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ পাওয়ার অগ্রগতি কতদূর এবং ব্যাংক খাতের দুর্বলতা দূরীকরণে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কিনা।

অর্থমন্ত্রী প্রশ্নগুলোর যে জবাব দিয়েছেন তার সারমর্ম দাঁড়ায়, বিশ্বে যে অবস্থা বিরাজ করছে, আমরা এর বাইরে যেতে পারব না। অন্য দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমাদের অর্থনীতি। ফলে শুধু আমাদের দেশ নয়, বিশ্বের সব দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এখন ভাবতে হয়। তবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই আতঙ্কে আছে, কারণ আগামী দিনে আরও কোনো ভয়াবহ পরিস্থিতি আসে কিনা।

আমরা বলেছি, জানুয়ারিতে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। পরিস্থিতি সেদিকেই যাচ্ছে। এখনো দেশের অর্থনীতি বিপদমুক্ত ও স্থিতিশীল। এ স্থিতিশীলতার হাত ধরে নতুন বছরে এগিয়ে যাব। মোট-ামুটি এই ছিল অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য। বরাবরের মতোই আমাদের আশ্বস্ত করার স্বভাবসুলভ প্রয়াস।

আমাদের শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটগুলোর সঙ্গে বৈশ্বিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে থাকে; কিন্তু তা আংশিক ও পক্ষপাতদুষ্ট। যেমন, আমাদের দেশের মূল্যস্ফীতির কারণ হিসাবে বিশ্ববাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে দায়ী করে নিজেকে নিরপরাধ কিংবা নিরুপায় হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। বিশ্ববাজারের প্রভাবটি অমূলক নয়। তবে লক্ষণীয়, যে উদাহরণটি দেওয়া হয় না তা হলো, অর্থনৈতিক সংকটের দায় স্বীকার করে পদ থেকে সরে দাঁড়ানো। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলো সাম্প্রতিক সময়ের ব্রিটেন।

অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়ায় সেখানে তিন মাসের মধ্যে তিনজন প্রধানমন্ত্রীর মুখ দেখা গেছে। প্রথমে বরিস জনসন পদত্যাগ করলেন; ৪৫ দিন ক্ষমতায় থাকার পর লিজ ট্রাস আত্মসম্মান রক্ষার্থে পদত্যাগ করলেন। এরপর এ পদে অধিষ্ঠিত হলেন ঋষি সুনাক।

আমরা কিন্তু অনেক বড় সমস্যা-সংকটেও পদত্যাগের সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নই। আমাদের শাসকরা তাদের অবস্থান থেকে বয়ান-বর্ণনা দেন, আর আমরা বঞ্চিতরা আমাদের অবস্থান থেকে তার মূল্যায়ন করি।

নতুন বছরের অর্থনীতি কেমন হবে? এ প্রশ্নকে আরও বেশি স্পষ্ট করা প্রয়োজন : এক. দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে নতুন বছরটি কেমন হবে; দুই. গেল ২০২২ সালের তুলনায় সার্বিক অর্থনীতির অবস্থা ২০২৩ সালে কেমন হতে পারে। প্রথমটির উত্তর হলো, সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা, সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন নির্ভর করে রাজনৈতিক কমিটমেন্টের ওপর এবং তা একদিনে বা এক বছরে সাধনযোগ্য নয়। প্রয়োজন শাসন কাঠামোর পরিবর্তন। দীর্ঘ ৫০ বছরেও আমরা সেই কাঠামো তৈরি করতে পারিনি। তাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হলেও বণ্টনজ-নিত বৈষম্যের কারণে উন্নয়নের সুফল সার্বিক জনগোষ্ঠী ভোগ করতে পারেনি। উন্নয়নের সুবিধা ভোগ করেছে এবং করছে একটি ক্ষুদ্র শ্রেণি। মাত্র দুজন কোটিপতি দিয়ে যাত্রা শুরু করা স্বাধীন বাংলাদেশে এখন কোটিপতির সংখ্যা ১ লাখ ২০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে পুঁজির কেন্দ্রিকতা আর আয়-বৈষম্য। আর বর্তমানে রাজনীতির যে ধারা, তাতে করে গরিবের ভাগ্য খুব সহসা সুপ্রসন্ন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় প্রশ্নটিই সাধারণত বছর শেষে কিংবা নতুন বছরের শুরুতে আলোচিত হয়। আমরাও সেদিকটাতেই আলোকপাত করতে চাই।

২০২২ সালে মূল্যস্ফীতির প্রচন্ড চাপের মধ্যে অতিবাহিত করেছে বাংলাদেশ। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে অসহনীয়ভাবে। দুটি কারণে এমনটি হয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে বাজার মনিটরিংয়ের কাজটি করা যায়নি। ফলে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী মানুষের এ অসহায়ত্বের সুযোগটি কাজে লাগিয়েছে। অন্য কারণটি হলো আন্তর্জাতিকভাবে পণ্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন। তাই বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি আক্রমণ করেছে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে। ধারণা করা হচ্ছে, নতুন বছরে এর প্রকোপ কিছুটা হ্রাস পাবে। কারণ, এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কমতে শুরু করেছে। আশা করা যাচ্ছে, জ্বালানি তেল ও অন্যান্য পণ্যের দাম বিশ্ববাজারে আগামীতে আরও কমবে। তাছাড়া ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের নেতিবাচক দিকটিও গেল বছরের মতো প্রতিফলিত হবে না। কারণ হিসাবে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বলছেন, ওই যুদ্ধের প্রাথমিক ধকলটি সামলানোর অভিজ্ঞতা এ বছর কাজে লাগাতে পারলে যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব কমে আসবে।



নতুন বছরের কৃষির অবস্থা বলতে গিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেছেন, 'বিশ্ব খাদ্য সংকট যাই থাক না কেন, আমাদের দেশে খাদ্য সংকট তীব্র হবে না। কৃষি খাতে সরকার যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার ফলে এ সক্ষমতা আমাদের তৈরি হয়েছে। আমনের ভালো উৎপাদন হয়েছে। বোরোতেও যেন তেমনটি হয়, সেজন্য জ্বালানি, সার ও কৃষিঋণের প্রতি সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্ব দিচ্ছে। এ নীতি সমর্থন অব্যাহত থাকলে বোরো উৎপাদনও ভালো হবে। তবে হাওড় অঞ্চলে বাঁধ মেরামত ও সম্প্রসারণে বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে।' তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, কৃষির ভালো অবস্থা কিংবা ভালো ফলন মানেই কৃষিমজুরের ভালো অবস্থা নয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ও ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ইরি) যৌথ এক গবেষণা প্রতিবেদনে কৃষিমজুরদের ক্রয়ক্ষতা কমে যাওয়ার চিত্র উঠে এসেছে। ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপক হিসাবে চাল ক্রয়ের সক্ষমতাকে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ২০১৯ সালের পর থেকে গত চার বছরে দৈনিক মজুরিভিত্তিক কৃষিশ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা ৩৬ দশমিক ৫৬ শতাংশ কমে গেছে। ২০১৫ সাল থেকে কৃষিমজুরের ক্রয়ক্ষমতা বাড়তে থাকে এবং ২০১৯ সালে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। এরপর থেকে ক্রয়ক্ষমতা কমতে কমতে বর্তমানে ২০১৫ সালেরও নিচে নেমে গেছে। ২০১৫ সালে একজন শ্রমিক তার দৈনিক শ্রমলব্ধ মজুরি দিয়ে ১০ দশমিক ১ কেজি চাল কিনতে পারতেন। ২০১৬ সালে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং দৈনিক মজুরি দিয়ে তা ১০ দশমিক ৬ কেজিতে উন্নীত হয়। এভাবেই ২০১৯ সালে তা সর্বোচ্চ ১৩ দশমিক ৪ কেজিতে দাঁড়ায়। এর পরের বছর থেকেই কমতে থাকে কৃষিশ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা। ২০২০ সালে একজন কৃষিশ্রমিক দৈনিক মজুরি দিয়ে চাল কিনতে পারতেন ৯ দশমিক ১ কেজি; ২০২১ সালে তা নেমে আসে ৮ দশমিক ৬ কেজিতে আর ২০২২ সালে তা ৮ দশমিক ৫ কেজিতে নেমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে খানাপ্রতি বার্ষিক ব্যয়ের প্রায় ৩৪ শতাংশ যায় খাদ্যের পেছনে। এ খাদ্যব্যয়ের ৪১ শতাংশের বেশি ব্যয় হয় চাল কেনা বাবদ। গত তিন বছরে দেশে চালের দাম বেড়েছে ৬৭ শতাংশ, যা গোটা এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। তাই চালের দাম বৃদ্ধি নিুআয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে। সুতরাং যাদের জন্য কৃষি খাত সক্ষমতা অর্জন করেছে, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাও সরকারের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

গেল বছরের চেয়ে এ বছরের অর্থনীতি খানিকটা ভালো হওয়ার পেছনে যুক্তি আছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল ও বঙ্গবন্ধু টানেল দৃশ্যমান হয়েছে। প্রাক্কলন অনুযায়ী শুধু পদ্মা সেতুর কারণেই জিডিপিতে ১ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি যোগ হবে। আর উল্লেখিত তিনটি প্রকল্প মিলে জি-ডিপিতে অতিরিক্ত প্রায় ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। তবে এ প্রবৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষ কতটা ভোগ করবে, সে প্রশ্ন তো থেকেই যায়।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ নিয়েই ২০২২ সাল শেষ হয়েছে। গত বছর প্রতি মাসে গড়ে ১ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ কমে গেছে। গত এক দশকে এটাই ছিল অর্থনীতির ওপর সবচেয়ে বড় চাপ। সেই আশঙ্কা এখনো কাটাতে পারছি না আমরা। যদিও অর্থমন্ত্রী আশ্বস্ত করে বলেছেন, রিজার্ভ এখন ৩৪ বিলিয়ন ডলার। উন্নয়ন সহযোগীদের হিসাবমতে, কমপক্ষে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর রিজার্ভ থাকতে হয়। এ কথায় আশ্বস্ত হতে পারলে ভালো লাগত, কিন্তু তা হতে পারছি না। রিজার্ভের প্রকৃত হিসাব উল্লেখিত অঙ্কের চেয়ে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার কম হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। তাছাড়া আমাদের রিজার্ভের পরিমাণ তো এক বছর আগেও ৪৮ বিলিয়ন ডলার ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনও আমাদের উদ্বেগকে সমর্থন করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) ৩ হাজার ২৫৩ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করা হয়েছে। এর বিপরীতে রপ্তানি করা হয়েছে ২ হাজার ৭৪ কোটি ডলার। তার মানে হলো, ১ হাজার ১৭৯ কোটি বা ১১ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়েছে বাংলাদেশ। এক ডলার সমান ১০২ টাকা হিসাবে বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১ লাখ ২০ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা। যদি ২০২৩ সালে রেমিট্যান্সের প্রবাহ আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি না পায়, তাহলে বছর শেষে রিজার্ভের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে সন্দেহ নেই। সুতরাং, ২০২২ সালের অর্থনৈতিক চাপকে সঙ্গী করেই আমরা ২০২৩ সালে যাত্রা করেছি।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়



ফিলিস্তিনের সবুজ উদ্যান যেভাবে গিলছে ইসরায়েলীরা

জালাল আবু খাতের

অনেকে দল বেঁধে বনভোজন করতে আসেন। কেউ হাঁটতে আসেন। তবে সম্প্রতি নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে। এখানে যেসব ইসরায়েলি জোর করে বসতি গেড়েছেন, তাঁদের অনেকে সশস্ত্র অবস্থায় ইসরায়েলী সেনাদের সমর্থন নিয়ে উদ্যানে ঘুরতে আসা লোকদের নানাভাবে হয়রানি করছেন এবং তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

রামাল্লার উত্তর-পশ্চিমে জিবিয়া গ্রামের কাছে একটি বিশাল সবুজ উদ্যান আছে। অধিকৃত পশ্চিম তীরের ঘনবসতিপূর্ণ জীবনের ব্যস্ততা থেকে স্থানীয় ফিলিস্তিনিরা একটু স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলতে বহু আগে থেকে এই উদ্যানে বেড়াতে আসেন। ছুটির দিনে অনেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুরতে আসেন।

অনেকে দল বেঁধে বনভোজন করতে আসেন। কেউ হাঁটতে আসেন। তবে সম্প্রতি নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে। এখানে যেসব ইসরায়েলি জোর করে বসতি গেড়েছেন, তাঁদের অনেকে সশস্ত্র অবস্থায় ইসরায়েলী সেনাদের সমর্থন নিয়ে উদ্যানে ঘুরতে আসা লোকদের নানাভাবে হয়রানি করছেন এবং তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

¯'নীয় লোকজন বলছেন, তাঁদের হয়রানি করা শুরু হয়েছে আজ থেকে চার বছর আগে। ওই সময় সেটেলাররা ওই এলাকায় একটি অবৈধ 'খামার ফাঁড়ি' প্রতিষ্ঠা করেন। খামারটি বানানোর অনুমতি নেওয়ার সময় বলা হয়েছিল, সেখানে গবাদিপশু পালন করা হবে। তবে বাস্তবে স্থানীয় ফিলিস্তিদের এবং দর্শনার্থীদের অবাধে উদ্যানে ঢোকা থেকে বিরত রাখতেই এ খামার করা হয়েছে।

গত কয়েক বছরে জিবিয়ার উদ্যানে ইসরায়েলী সেটেলারদের সহিংসতার কয়েকটি ঘটনা ইসরায়েলী সংবাদপত্রে এসেছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে হারেৎজ পত্রিকা একটি ফিলিস্তিনী পরিবারকে নিয়ে প্রতিবেদন ছেপেছিল। সেই প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, পরিবারটি ফিলিস্তিনি, কিন্তু তাঁরা ইসরায়েলের নাগরিক। তাঁরা সেখানে যাওয়ার পর সেটেলাররা তাদের হয়রানি করে।

এক পর্যায়ে ইসরায়েলের সেনারা তাঁদের সেখান থেকে বের করে দেয়। এর কয়েক সপ্তাহ পরই আবার একই ধরনের ঘটনা ঘটে। আবার আরেকটি ফিলিস্তিনী পরিবারকে হয়রানি করা হয়। সেটেলাররা এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে তাঁদের কাছে আইডি কার্ড দেখতে চান এবং একপর্যায়ে সেখান থেকে তাঁদের চলে যেতে বলেন।

একই বছরের অক্টোবরে নূর নামের আমার এক বন্ধু তাঁর অন্য তিন বন্ধুকে নিয়ে সেখানে শুক্রবারের বনভোজন করার সময় সেটেলারদের নিশানায় পড়ে যান। তিনি আমাকে বলেছেন, তাঁরা সবে খাওয়া শুরু করেছেন; এমন সময় একজন সেটেলার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের দিকে অ্যাসল্ট রাইফেল তাক করেন এবং সেখান থেকে তাঁদের 'অবিলম্বে চলে যেতে' বলেন। নূর বলেছেন, তাঁরা যখন খাওয়া ফেলে উদ্যান ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখনো ইসরায়েলি লোকটি রাইফেল তাক করে তাঁদের ছয় মিনিট ধরে অনুসরণ করেছিলেন।

এমন পরিস্থিতিতে আমি একদল সাংবাদিক এবং স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে জিবিয়ায় গিয়েছিলাম নভেম্বরের শেষের দিকে। একজন ফিলিস্তিনি চাষির জলপাই চাষ ও ফসল আহরণের তথ্য ও ছবি নেওয়ার জন্য মূলত আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। জলপাই তোলা শুরু হওয়ার কিছু সময় পরে চারজন ইসরায়েলী সেনার পাহারায় আটজন সশস্ত্র সেটেলার আমাদের ঘিরে ফেলেন।

গত শুক্রবার বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আবারও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েলে আরও কট্টর শাসক এলেন। এখন অবৈধ সেটেলাররা পশ্চিম তীরে আরও দ্রুততায় ফিলিস্তিনিদের জমি চুরি করার চেষ্টা করবে। আমাদের জিবিয়া উদ্যানকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তা পারবে না। এই মাঠ, এই উদ্যান এই জমি আমাদের। আমাদের যত ভয়ভীতি দেখানো হোক, আমরা আমাদের মাটি ছেড়ে যাব না।

তাঁরা বলতে লাগলেন, আমরা নাকি ওই কৃষককে জলপাই তোলাতে, ফসল কাটাতে অংশ নিয়ে তাঁদের সমস্যায় ফেলেছি। এই বলে তাঁরা আমাদের চলে যেতে বলছিলেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকা কৃষক ওই জমির বৈধ মালিক ছিলেন। এ কারণে আমরা সরে গেলাম না। সেখান থেকে আমাদের সরাতে পাশের একটি পাহাড়ে উঠলেন। এ সময় তাঁরা সবাই মুখোশ পরে ছিলেন। তাঁরা আমাদের দিকে পাথর ছুড়তে শুরু করলেন।

তাঁরা জলপাই পাড়তে আসা কৃষক, সাংবাদিক ও স্বেচ্ছাসেবকদের পার্ক করা গাড়িও ভাঙচুর করলেন। আমি যখন সেই অবৈধ দখলদার লোকগুলোর পাথরের আঘাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছিলাম, তখন আমি একটি আলের মতো জায়গা থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। আর একটা ধাতব রডের মতো কিছু একটা আমার পায়ে বি× হয়েছিল। আমি কোনোরকমে দৌড়ে গাড়ির ভেতর ঢুকে দ্রুত সেখান থেকে গাড়ি চালিয়ে চলে আসতে পেরেছিলাম। পরে শুনেছি, ওই দিন ওই সেটেলারদের পাথরের আঘাতে সেখানে থাকা ১১টি গাড়ি ভেঙে গিয়েছিল।

‡খয়াল করার বিষয়, মুখোশধারীরা যখন আমাদের গাড়ি ভাঙচুর করছিলেন, তখন ইসরায়েলি পুলিশ পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তারা এগিয়ে আসেনি। কারণ তারা আদতে এখানে শান্তি বজায় রাখার জন্য নিয়োজিত হয়নি। তাদের এখানে মোতায়েন করা হয়েছেই উসকানি দেওয়া এবং সেটেলারদের অবৈধ কাজকে সমর্থন দেওয়ার জন্য। এই কথিত খামারগুলোতে যে ইসরায়েলিরা বসত করেন, তাঁরা কখনো একা একা হামলা করেন না। তাঁদের এই হামলায় ও হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডে পুলিশের পূর্ণ সমর্থন থাকে।

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

জেরুজালেমভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা বি'সেলেমএর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখানে অবৈধভাবে বসতি গাড়া ইসরায়েলিরা স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের কোণঠাসা করতেই হয়রানিমূলক কাজ করে থাকে। সরকারের জমি দখলপ্রক্রিয়ার পরিকল্পনার এটিও একটি অংশ। তারা বলেছে, ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলী সেটেলাররা কমপক্ষে ৬৫টি খামার করেছে এবং জোর করে করা এসব খামার বানানোর মাধ্যমে ২ হাজার ৮৬ হেক্টর জায়গা তারা দখল করে নিয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারিতে সেখানে খালেদ নোফাল নামের এক ফিলিস্তিনিকে এ অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা গুলি করে মেরেছে। তারা খালেদকে মারার পর পুলিশকে বলেছে, খালেদ তাদের সেই অবৈধ খামারে নাকি ঢুকতে চেয়েছিলেন। তাদের সমর্থন করে ইসরায়েলি পুলিশ চার বছরের কন্যার পিতা খালেদকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়েছে।

গত শুক্রবার বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আবারও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েলে আরও কট্টর শাসক এলেন। এখন অবৈধ সেটেলাররা পশ্চিম তীরে আরও দ্রুততায় ফিলিস্তিনিদের জমি চুরি করার চেষ্টা করবে। আমাদের জিবিয়া উদ্যানকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু শেষ পয©šÍ তারা তা পারবে না। এই মাঠ, এই উদ্যান এই জমি আমাদের। আমাদের যত ভয়ভীতি দেখানো হোক, আমরা আমাদের মাটি ছেড়ে যাব না।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনূদিত

জালাল আবু খাতের জেরুজালেমের একজন বাসিন্দা







সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, সংখ্যালঘিষ্ঠতা

॥ সেলিম খান ॥

নির্বাচন কমিশনের ভাষ্যমতে, শেষ পর্যন্ত একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়ে গেল গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচনে। জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়ার মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়। গত ১২ অক্টোবর প্রথম দফা উপনির্বাচনে প্রশাসনিক ও ক্ষমতাসীন দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনিয়মের কারণে পাঁচ প্রার্থীর মধ্যে চারজনই ভোট বর্জন করেন। এরপর সিসিটিভি ক্যামেরায় অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় ভোট গ্রহণের মাঝপথে নির্বাচন বন্ধ করে দেয় ইসি।

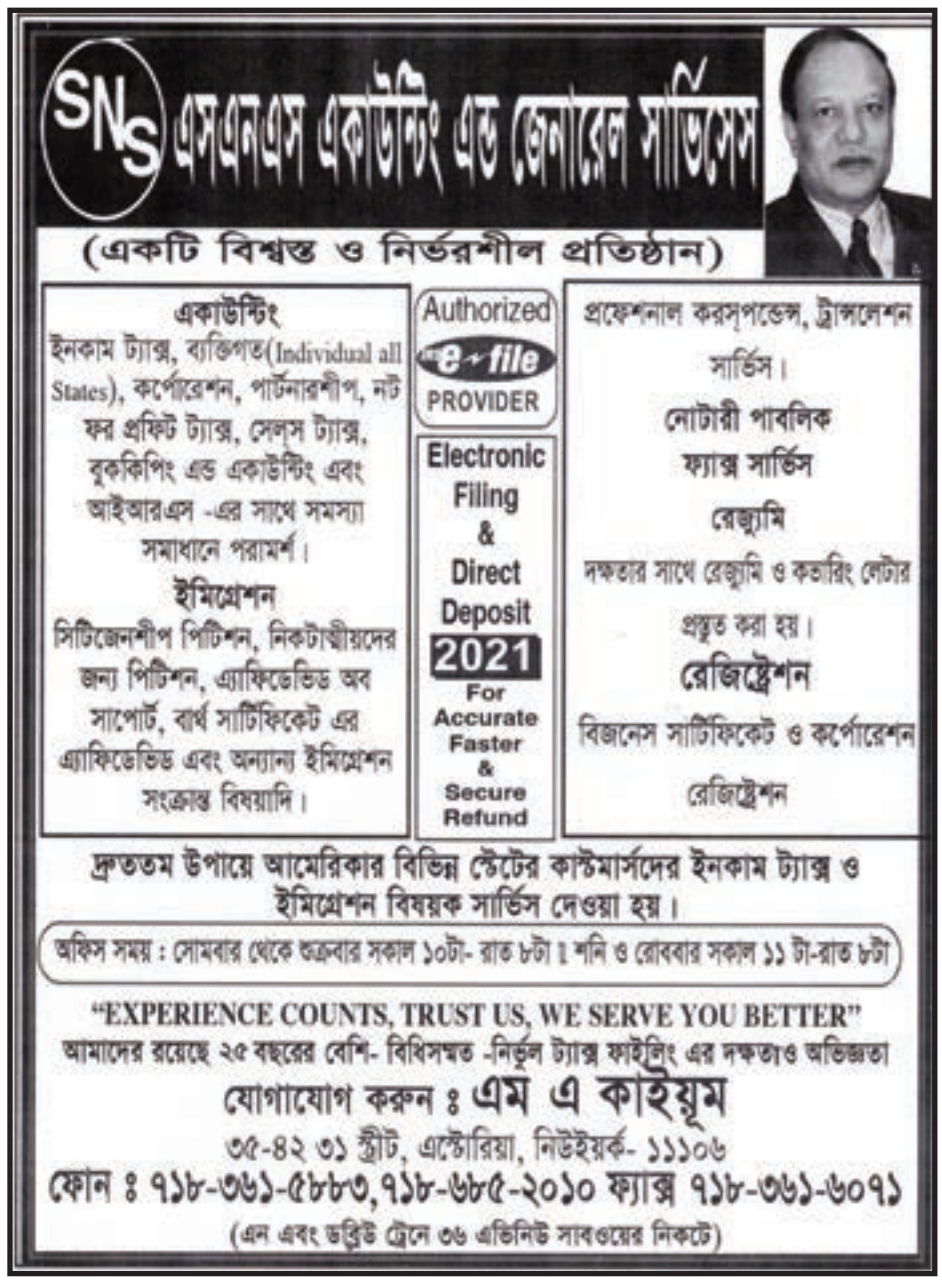
গত ৪ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোটাররা প্রচন্ড শীতের মধ্যেও কেন্দ্রে গেছেন। তাঁদের ভোট দিতে পেরেছেন। কোনো অনিয়ম ধরা পড়েনি ইসির সিসিটিভি ক্যামেরায়। এ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, সিসি ক্যামেরা অনেক তীক্ষ্ণষ্ট ও কার্যকর হচ্ছে। কেন্দ্রের ভেতর ও বাইরে আগের চেয়ে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

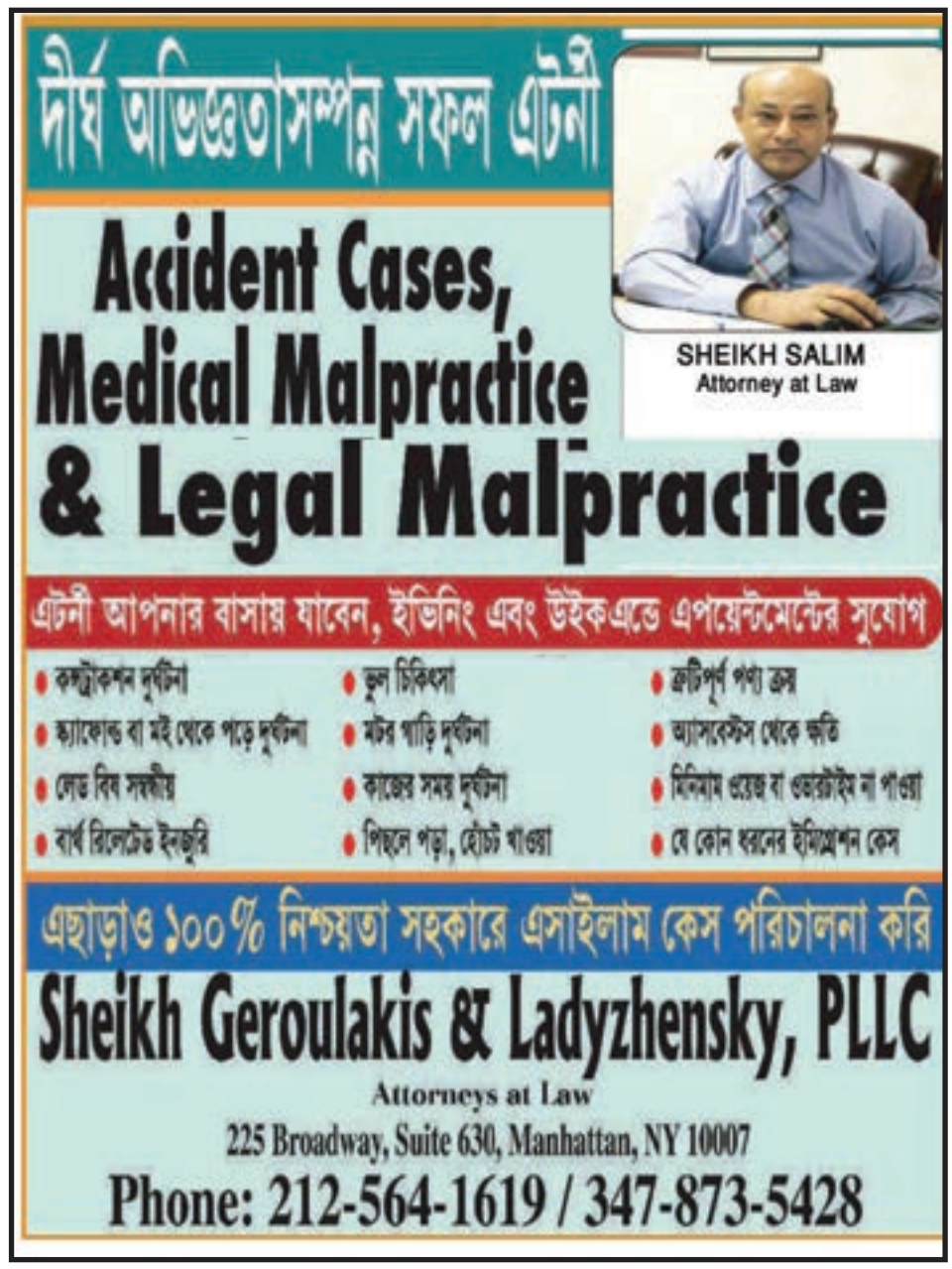
এবার মোট ১৪৫ কেন্দ্রের ৯৪৫টি বুথে ভোট নেওয়া হয়েছে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন তথা ইভিএমে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ না থাকায় ৯টি কেন্দ্রে জেনারেটরে ইভিএম সচল রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে সিইসি বলেছেন, এতে ধীরগতি ছিল না। কোনো অভিযোগও উত্থাপিত হয়নি। ভোট গ্রহণে দেরি হচ্ছে বা আঙুলের ছাপ মিলছে না- এমন কোনো অভিযোগ ইসি পায়নি। যদিও ভোট নেওয়ার যান্ত্রিক এই উপায় নিয়ে দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ অন্য কিছু রাজনৈতিক দল, এমনকি ভোটারের মধ্যেও নানা আপত্তি রয়েছে। আগের দফায় স্থানীয় প্রশাসন ও খোদ ইসি কর্মকর্তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হলেও এবার এ ব্যাপারে সন্তুষ্টি জানিয়েছেন সিইসি। সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত গাইবান্ধা-৫ আসনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রতি ইউনিয়নে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং দুজন বিচারিক হাকিম দায়িত্ব পালন করেন। সেই সঙ্গে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ছিল পাঁচ প্লাটুন বর্ডার গার্ড, সশস্ত্র আনসার ও ১ হাজার ৩২০ জন পুলিশ সদস্য। সব মিলিয়ে কিছু প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও এই নির্বাচন অনুষ্ঠানে পাস নম্বর দিতেই হয় ইসিকে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের বিচারে এই নির্বাচনের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। খোদ সিইসির ভাষ্যমতে, ভোট পড়েছে কমবেশি ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ ৬৫ শতাংশ ভোটার মতামতই জানাতে পারেননি বা আসেননি। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থীকেই তাঁরা যোগ্য বিবেচনা করেননি বা প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থায় অনাস্থা জানিয়েছেন।

ধরে নেওয়া যায়, প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা প্রার্থী ও দলের প্রতি সমর্থন রাখা ভোটাররাই প্রচন্ড শীত ও বিরোধী পক্ষের হুমকি-ধমকি উপেক্ষা করে ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন। প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থায় আস্থা রাখতে পারেননি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা চার প্রার্থীর কাউকেই যোগ্য মনে করেননি- এমন ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যাননি।

এটা ঠিক, যাঁরা ভোট দিয়েছেন, সেই ৩৫ শতাংশ ভোটারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট আওয়ামী লীগ প্রার্থী পেয়েছেন। প্রচলিত অর্থে সেটিই তো ওসংখ্যাগরিষ্ঠতা! কিন্তু বাকি ৬৫ শতাংশ ভোটার প্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে থাকায় এই ওসংখ্যাগরিষ্ঠতা মূলত সংখ্যালঘিষ্ঠতারই নামান্তর।

লেখক: সাংবাদিক







Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1881
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ইসরায়েলের মাধ্যমে রাশিয়াকে কি বার্তা দিল যুক্তরাষ্ট্র?

স্টিফেন ব্রায়েন

ইসরায়েলের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইলি কোহেন তাঁর কার্যালয়ের বিশ্রাম কক্ষের চাবি হাতে পাওয়ার আগেই একটি উঁচু পর্যায়ের কূটনৈতিক সংলাপ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ৪ জানুয়ারী তিনি রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে টেলিফোনে সংলাপ করেন। এর আগের দিনই টেলিফোনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্টনিও ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে টেলিফোন আলাপে অংশ নেন।

সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, লাভরভের দিক থেকে প্রথম কোহেনের কাছে টেলিফোন সংলাপের অনুরোধটি আসে। কোহেন কথা বলার আগে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন হলো, যুক্তরাষ্ট্র কোহেনের মাধ্যমে লাভরভের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু কোনো পক্ষই এখন পর্যন্ত জানায়নি বার্তাটি কী ছিল।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সংলাপের খবরটি প্রকাশিত হলে ইউক্রেন সরকার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়। তারা দাবি করে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত ছিল সবার আগে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবার সঙ্গে কথা বলা।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়তো ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু লাভরভের কাছ থেকে টেলিফোন পাওয়ার আগপর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা যে নেয়নি, সেটা দৃশ্যমান। এ প্রেক্ষাপটে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি হুমকি দিয়ে বলেছেন, ইসরায়েল যদি এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে সমন্বয় না করে, তাহলে তারা ভবিষ্যতে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেবে।

এই হুমকির ব্যাপারটি দৃশ্যত এড়িয়ে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নেড প্রাইস মন্তব্য করেছেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে ইসরায়েলের একটি সম্পর্ক আছে। রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক যেমন, তার চেয়ে ইসরায়েলের সম্পর্ক ভিন্ন। ব্যাপারটা এ পর্যন্তই।'

প্রাইস আরও বলেন, 'আমরা ধারাবাহিকভাবে একটি বিষয় দেখছি যে বিশ্বের অনেকগুলো দেশ রাশিয়াকে তাদের অবৈধ, প্ররোচনাহীন ও অন্যায্য যুদ্ধ থেকে সরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় যুক্ত রয়েছে।' প্রাইসের এই বিবৃতি বলছে যে ইসরায়েলের মাধ্যমে লাভরভের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের বার্তা পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো, ইউক্রেন সংঘাত সমাধানের একটি যোগাযোগ তৈরি করা।

এই ফাঁকে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরও শোচনীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছে। গত কয়েক দিনে ইউক্রেনের আক্রমণে কয়েক শ সৈন্য হতাহতের ঘটনাসহ বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রাশিয়ার। এসব ঘটনা মস্কোকে সতর্কবার্তা দিচ্ছে। সম্ভবত ইসরায়েলের মাধ্যমে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সংলাপ সুড়ঙ্গের শেষে আলোকশিখার মতো একটি সুযোগ। কিন্তু সব পক্ষই যদি এতে সমর্থন দেয় (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র), তাহলেই কেবল এটি আলোর মুখ দেখতে পাবে।

ইউক্রেন সংকট নিরসনে মধ্যস্থতা করার এটিই প্রথম প্রচেষ্টা নয়। ২০২২ সালের মার্চ মাসে ইসরায়েলের

এই ফাঁকে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরও শোচনীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছে। গত কয়েক দিনে ইউক্রেনের আক্রমণে কয়েক শ সৈন্য হতাহতের ঘটনাসহ বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রাশিয়ার। এসব ঘটনা মস্কোকে সতর্কবার্তা দিচ্ছে। সম্ভবত ইসরায়েলের মাধ্যমে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সংলাপ সুড়ঙ্গের শেষে আলোকশিখার মতো একটি সুযোগ। কিন্তু সব পক্ষই যদি এতে সমর্থন দেয় (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র), তাহলেই কেবল এটি আলোর মুখ দেখতে পাবে।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নাফতালি বেনেট মস্কোয় যান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে কথা বলতে। মস্কো থেকেই তিনি সরাসরি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেন। এরপর মস্কো থেকে বার্লিন যান জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের সঙ্গে আলোচনা করতে।

যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গে সমন্বয় করে বেনেটের ওই প্রচেষ্টা চলেছিল। পুতিনের সঙ্গে তাঁর আলোচনা তিন ঘণ্টা ধরে চললেও শেষ পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক ফলাফল আসেনি।

পরবর্তী সময়ে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনায় মধ্যস্থতা করতে দেখেছি তুরস্ককে। যা হোক, একপর্যায়ে ইউক্রেন এ প্রক্রিয়া থেকে পিছিয়ে আসে। গত কয়েক মাসে অনেকবার খবরের শিরোনাম হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র চাইছে জেলেনস্কিকে আসন্ন শান্তি আলোচনার ব্যাপারে রাজি করাতে। কিন্তু জেলেনস্কি অনমনীয়ভাবে সেটা প্রত্যাখ্যান করে আসছেন। চাপের মুখে জেলেনস্কি একটি 'শান্তি পরিকল্পনা' প্রস্তাবও করেন। জেলেনস্কির প্রস্তাব অনুসারে রাশিয়াকে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।

যথারীতি সেই প্রস্তাব রাশিয়ার দিক থেকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নিরাপত্তা কাউন্সিল যেখানে কট্টর অবস্থান নিয়েছে, সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কূটনৈতিক সমাধানের কথা বলছে।

ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়–দুই সংস্থারই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভ্যান জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইসরায়েল সফরে যাবেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। যাহোক চলমান উদ্যোগটির সঙ্গে কেবল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জড়িত।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বাত্মক হামলা শুরু করলেও মার্চ মাস থেকেই ইউক্রেনে রাশিয়ার অগ্রযাত্রা থমকে যেতে শুরু করে। তখন একটি আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, রাশিয়া কি যুদ্ধের গতিমুখ নিজেদের দিকে ঘুরাতে ইউক্রেনে আরও সৈন্য সমাবেশ করবে? এ প্রকিয়ায় মস্কো কি বেলারুশকে সঙ্গী করে নেবে? রাশিয়া সে পথে পা না বাড়ানোয় ইউক্রেন সরকারের মধ্যে দৃঢ়বিশ্বাস জন্ম হয়েছে যে তারা যুদ্ধে বিজয়ী হবে এবং রাশিয়াকে তাদের ভূখণ্ড থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু সেটা করার জন্য ইউক্রেন পশ্চিমাদের কাছ থেকে আরও বেশি ও আরও উন্নত অস্ত্র চাইতে শুরু করে। এতে পশ্চিমাদের অস্ত্রভান্ডারে অনেকটা টান পড়ে। তাইওয়ান ইস্যুতে চীনের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারে তাদের অস্ত্রভান্ডার অনেকটাই শূন্য হয়ে যায়।

রাশিয়া এর মধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছে, ইউক্রেনকে যদি পশ্চিমারা আরও অস্ত্র দেয়, তাহলে অস্ত্র পরিবহনের বহরে বোমা হামলা করতে পিছপা হবে না তারা। এ ছাড়া ইউক্রেন নয়, ন্যাটোর সঙ্গে যুদ্ধ করছে মস্কো–এ কথা রাখঢাক ছাড়াই বলে আসছে মস্কো।

রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের বাইরে চিন্তা করলেও ইসরায়েল রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চায়। ইসরায়েল ও আন্তর্জাতিক ইহুদি সম্প্রদায় রাশিয়ার ইহুদিদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। মস্কোয় ইহুদিদের সাবেক প্রধান ধর্মযাজক এখন নির্বাসিত। দেরি হওয়ার আগেই ইহুদিদের তিনি রাশিয়া ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ইরানের সঙ্গে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান সামরিক সম্পর্ক নিয়েও ইসরায়েলের উদ্বেগ রয়েছে। নেতানিয়াহু সরকার এরই মধ্যে সিরিয়ার দামেস্ক বিমানবন্দরে একটি অভিযান চালিয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে তাদের শান্তিচুক্তি কতটা কার্যকর রয়েছে, সেটা পরীক্ষার জন্যই সম্ভবত এই অভিযান।

এই ফাঁকে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরও শোচনীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছে। গত কয়েক দিনে ইউক্রেনের আক্রমণে কয়েক শ সৈন্য হতাহতের ঘটনাসহ বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রাশিয়ার। এসব ঘটনা মস্কোকে সতর্কবার্তা দিচ্ছে। সম্ভবত ইসরায়েলের মাধ্যমে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সংলাপ সুড়ঙ্গের শেষে আলোকশিখার মতো একটি সুযোগ। কিন্তু সব পক্ষই যদি এতে সমর্থন দেয় (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র), তাহলেই কেবল এটি আলোর মুখ দেখতে পাবে।

স্টিফেন ব্রায়েন সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসির সিনিয়র ফেলো

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ মনোজ দে

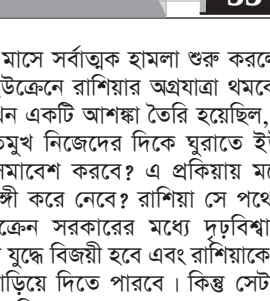
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাবার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

লটারিতে ১০৫ কোটি টাকা, ভাগ হবে ১৮ বাংলাদেশীর মাঝে

ঢাকা ডেস্ক: আমি তখন গাড়ির স্টেয়ারিং-এ বসা। গাড়ি চালাচ্ছিলাম। এ সময় এক বন্ধুর পরপর অনেকগুলো ফোন। ফোন রিসিভ করার পর ওপাশ থেকে বন্ধুদের উল্লাস। বললো, আমি ১০৫ কোটি টাকা লটারিতে জিতেছি। প্রথমে আমি বিশ্বাস করিনি। এরপর আরেকটি নম্বর থেকে ফোন দিয়ে একই খবর জানালো। তখন লটারির র‍্যাফেল ড্র লাইভ হচ্ছিল। আমি লাইভ অনুষ্ঠানও দেখিনি। এরপর একজন বিদেশি নারী ফোন দিয়ে আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, তুমি ১০৫ কোটি টাকা লটারি বিজয়ী হয়েছো।

এ সময় আমি গাড়ি থামিয়ে ফেসবুক এবং ইউটিউব থেকে নিজের লটারি নম্বর বারবার মিলিয়ে নিলাম। কিছু সময়ের জন্য আমি ভাষা হারিয়ে ফেলি। পুরো বিষয়টি আমার কাছে স্বপ্নের মতো লাগছিল। ভাগ্যের চাকা বদলাতে গত ৯ বছর ধরে নিয়মিত লটারির টিকিট ক্রয় করছি। সর্বশেষ গত ১০ই ডিসেম্বরে নববর্ষের প্রথম বিগ র‍্যাফেল ড্র এর টিকিটটি ক্রয় করি এবং ৩রা জানুয়ারি সেটি ড্র হয়। সৃষ্টিকর্তা যে এভাবে মুখ তুলে তাকাবেন কল্পনাও করিনি। মানবজমিনের সঙ্গে আলাপকালে এভাবেই নিজের উচ্ছাস প্রকাশ করছিলেন আবুধাবিতে পিকআপ এবং ফ্যামিলি ট্যাক্সি চালক প্রবাসী বাংলাদেশি মো. রায়ফুল ইসলাম। রায়ফুল বলেন, আমরা মোট ২০ জন ব্যক্তি মিলে এই লটারির টিকিট ক্রয় করি। এদের মধ্যে ১৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক, একজন ভারতীয় এবং একজন পাকিস্তানি। লটারিটা আমরা ২০ বন্ধু মিলে মোট ১ হাজার দিরহাম দিয়ে ২০টি শেয়ারে ক্রয় করি।

লটারিতে জেতা ১শ' ৫ কোটি টাকা আমাদের মধ্যে ২০ ভাগ হবে। এর দুটি অংশ যাবে ভারত এবং পাকিস্তানে। লটারির ক্রয়ের শেয়ারে রায়ফুলের ১৭৫ দিরহাম, অন্যদের ২৫, ৫০, ১০০, ২০০সহ বিভিন্ন অনুপাতে বিনিয়োগ রয়েছে। লটারিতে বিনিয়োগ করা অন্যদের মধ্যে রয়েছে মো. আফতাব, মাহবুব, মো. রুবেল, মিজান, জসিম, হেলাল, ইলিয়াস। টাকার অংশ কীভাবে বণ্টন হবে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, লটারিতে যে যত দিরহাম বিনিয়োগ করেছেন ড্র এর অর্থ সে অনুযায়ী প্রত্যেকের মাঝে বণ্টন করা হবে। ইতিমধ্যে আমার পাসপোর্ট, ফোন নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স, লটারির নম্বরসহ প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট নিয়েছে লটারি কোম্পানি। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশে পাড়ি জমানো প্রবাসী রায়ফুল বলেন, একযুগ ধরে বিদেশে আছি। প্রথমে একটি কোম্পনিতে কাজ নিয়ে বিদেশে যাই। সেখানে কাজের পাশাপাশি ড্রাইভিং শিখি। পরবর্তীতে একজন অ্যারাবিয়ান নাগরিকের নামে একটি পিকআপ গাড়ি ক্রয় করি। যেহেতু আমি ওই দেশের নাগরিক না তাই নিজের নামে গাড়ি ক্রয়ের সুযোগ নেই। নিজের খেয়ালখুশি মতো গাড়ি চালাই। মাঝেমধ্যে অ্যারাবিক নাগরিক এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্নস্থানে আনা-নেয়া করি। তিনি বলেন, এই অর্থ এবং সাফল্য শুধু আমার একার কিংবা ২০ জনের নয়। এটা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের। বিদেশে আসার পর থেকে অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসাসহ দুস্থদের নানাভাবে আর্থিক সহায়তা করে আসছি। এই অর্থটা হাতে পেলে আত্মীয়, প্রতিবেশী, এতিমখানা, গরিব, দুস্থ, অসহায়, ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীসহ জণকল্যাণে এবং সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করবো। অর্থ পাওয়ার পর একেবারে দেশে ফিরে আসবেন কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেইনি। তবে অর্থের কিছু অংশ দিয়ে আবুধাবীতে কিংবা বাংলাদেশে ব্যবসা করবো। নিজের থাকার জন্য সুন্দর একটি ঘর তৈরি করবো। একমাত্র মেয়েকে কোরআনে হাফেজ বানাবো। রায়ফুল বলেন, আমরা তো দুটি অর্থের মুখ দেখতে পরিবার নিয়ে সুখে থাকতে মূলত বিদেশে আসি। এভাবে গাড়ি চালিয়ে বা কাজ করে তো জীবনে তেমন উন্নতি করা যাবে না। সেই চিন্তা থেকেই ভাগ্য পরিবর্তনের আসায় গত ৯ বছর ধরে নিয়মিত লটারি কিনে যাচ্ছি। সর্বশেষ আল্লাহ মুখ তুলে তাকিয়েছেন। চলতি বছরের শুরুর দিকে দেশে আসার কথা রয়েছে বলে জানান তিনি। স্বামীর এতবড় অর্জনে রীতিমতো বাকরুদ্ধ রাইফুলের স্ত্রী। স্ত্রী ইশরাত জাহান বলেন, মঙ্গলবার রাত ১০টায় রাইফুলের ফোন থেকে হঠাৎ একটি ফোন আসে। তখন পর্যন্ত জানতাম না এতবড় একটি খুশির সংবাদের অপেক্ষায় আমরা। রাইফুল জানায়, আল্লাহ আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। লটারিতে প্রায় শতকোটি টাকা জিতেছি। তার লটারি বিজয়ের সংবাদে আমাদের এলাকা থেকে শুরু করে নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষজন বাড়িতে আসছে। এই অর্জনে তারাও অনেক খুশী। এবার আল্লাহ আমদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। ওর বাবার ইচ্ছা ৮ মাস বয়সী একমাত্র মেয়ে ফাতিমা তুজ জোহরাকে কোরআনে হাফেজ বানাবেন। নোয়াখালীর হাতিয়ার চরকিং ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ চর ঈশ্বর গ্রামের হাজী আসলাম মিয়ার বাড়ির মৃত খুরশিদ আলমের ছেলে। ইশরাত বলেন, ২০২১ সালের ২৪শে মে পারিবারিকভাবে আমাদের বিয়ে হয়। আমরা দু'জনেই এসএসসি পাস করার পর আর পড়াশোনা করিনি। চার ভাই বোনের মধ্যে রায়ফুল তৃতীয়। বড় ভাই বাবুল অসুস্থ হওয়ায় ওভাবে কোনো কাজ করতে পারছেন না। মেজ ভাই মো. সাইফুল ইসলাম নোয়াখালীতে একটি মাদ্রাসায় ইমামতি করেন। সবার ছোট ভাই রুবেল উদ্দিন সৌদি আরব থাকেন। তিনি বলেন, জানুয়ারির শেষের দিকে দেশে আসার কথা রয়েছে। রায়ফুলের বাবা মো. খোরশেদ আলম পেশায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের ক্লার্ক ছিলেন। মা নুরজাহান বেগম এবং বাবা দু'নেই মারা গেছেন। স্বামীর অবর্তমানে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে রায়ফুলের স্ত্রী বর্তমানে বাবারবাড়িতে থাকেন। রায়ফুল ইসলামের শ্যালক মেহেদী হাসান হৃদয় বলেন, রায়ফুলের সঙ্গে আমার একমাত্র বোনের দুই বছর আগে বিয়ে হয়। তাদের একটি মেয়ে রয়েছে। তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করেন।

বোন জামাইয়ের লটারি জয়ের খবরে আমরা সবাই খুব আনন্দিত এবং উচ্ছসিত। হাতিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি আলহাজ মোহাম্মদ আলী বলেন, হাতিয়ার অনেকেই বিভিন্ন দেশে রয়েছেন। তবে রায়ফুলের মতো ভাগ্য কারও হয়নি। আমরা অনেক খুশি হয়েছি। রায়ফুলের পরিবারসহ সবার সুন্দর দিন কামনা করছি। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১৯৯২ সালে আবুধাবী এয়ারপোর্ট ও শহরের প্রমোশনের জন্য 'বিগ টিকিট' লটারি চালু করা হয়। প্রতি মাসে এই লটারির ড্র হয়। প্রথমস্থানের জন্য পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ প্রতি মাসে পরিবর্তন হয়। ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে জানুয়ারির প্রথম পুরস্কার ছিল ৩৫ লাখ দিরহাম। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় শত কোটি টাকার বেশি।





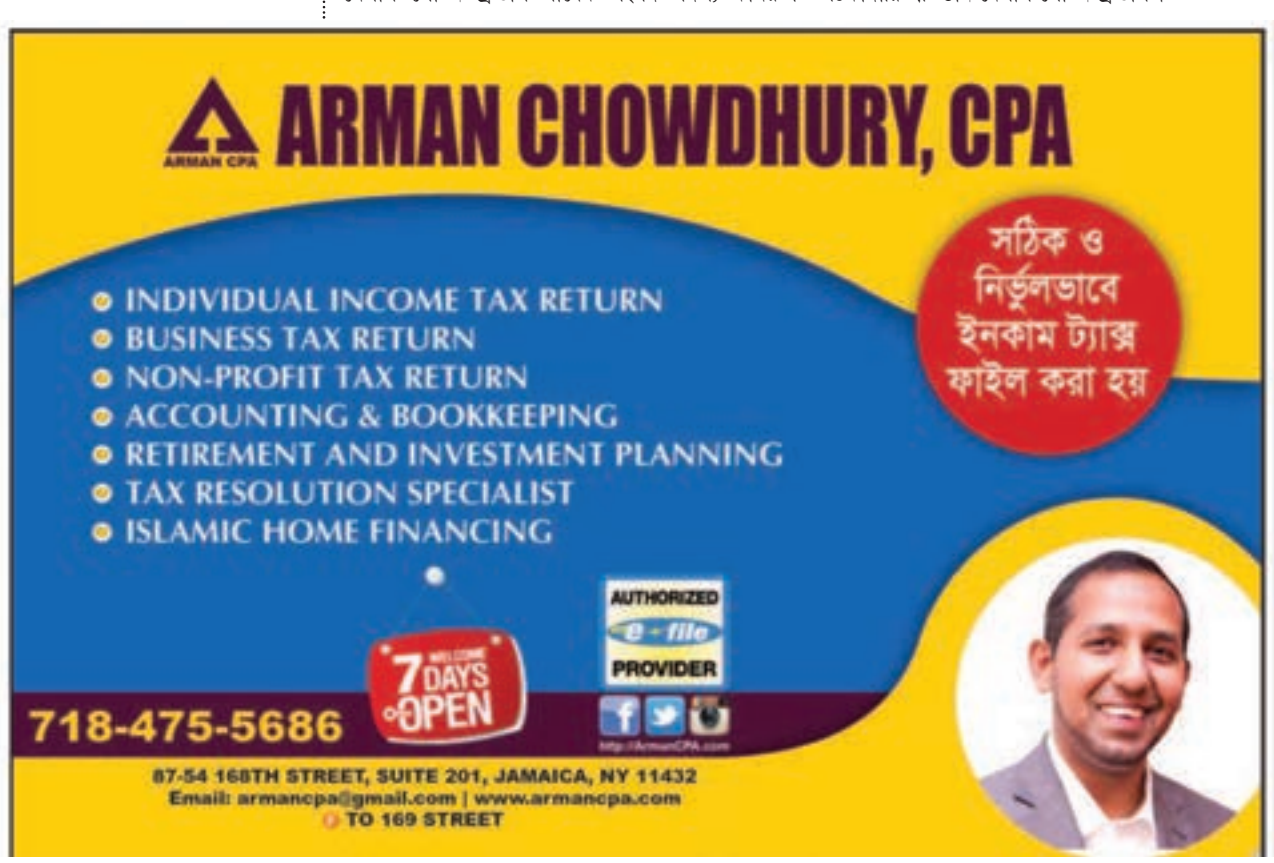
সৈয়দ রুহুল ইসলামের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে দোয়ার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিতা সৈয়দ দুদু মিয়া, আলহাজ্ব আব্দুস সত্তার সিদ্দিকী, হারুনুর রশিদ, তালুকদার আব্দুল জব্বার সিদ্দিকীসহ পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

৫৮২ কোটি টাকার সার আত্মসাতের অভিযোগ দুদককে তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

ঢাকা ডেস্ক: ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স পোটন ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে আমদানি করা ৭২ হাজার টন সার আত্মসাতের অভিযোগ তদন্ত করতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)কে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে দুদককে ৬০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত রুলসহ এ আদেশ দেন। এ ছাড়া, আদালত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসআইসি) চেয়ারম্যানকে এই অভিযোগের বিষয়ে ২০ জানুয়ারীর মধ্যে আদালতে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। সরকারিভাবে আমদানি করা ৭২ হাজার টন সার বন্দর থেকে খালাসের পর গুদামে পৌঁছে না দিয়ে আত্মসাৎ করে পরিবহনের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স পোটন ট্রেডার্স। এতে সরকারের ৫৮২ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

মেসার্স পোটন ট্রেডার্স সাবেক সংসদ সদস্য কামরুল আশরাফ খানের (পোটন) মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। কামরুল আশরাফ খান সার ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশনের (বিএফএ) সভাপতি। এ সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন আদালতের নজরে আনেন আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন। পরে আমিন উদ্দিন মানিক সাংবাদিকদের জানান, এ বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত রুল জারি করে এই আদেশ দিয়েছেন। দুদককে এ বিষয়ে ৬০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। আর বিসিআইসি চেয়ারম্যানকে এই অভিযোগের বিষয়ে ২০শে জানুয়ারির মধ্যে আদালতে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারিভাবে আমদানি করা ৭২ হাজার টন রাসায়নিক সার বন্দর থেকে খালাসের পর গুদামে পৌঁছে না দিয়ে আত্মসাৎ করেছে পরিবহনের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স পোটন ট্রেডার্স।





বেগম রোকেয়ার ধর্ম ভাবনা

ড. মাহবুবা রহমান

বেগম রোকেয়া একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও ধার্মিক মহিলা ছিলেন। তার প্রবন্ধগুলো পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে, তিনি কিভাবে চরম বিপদের সময় মহান আল্লাহকে অন্তর দিয়ে ডেকেছেন। তিনি বলতেন, যদি আমাকে আল্লাহ রক্ষা করেন তখন পৃথিবীর কেউ আমাকে কিছু করতে পারবে না। শিক্ষার অভাবে মুসলমান সমাজ নানাবিধ কুসংস্কার- জালে জড়িয়ে পড়ে। ইসলামের মূল আদর্শ সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্বের নীতি থেকে ভারতীয় মুসলিম তথা বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় তখন অনেক দূরে সরে যায়। ধর্মীয় অনুশাসনের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রসার ছিল ব্যাপক। আর সত্যিকার সাহসী সংস্কারের অভাব ছিল প্রকট। সেই সময় বেগম রোকেয়া সত্যিকার অর্থে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও মহৎ শিক্ষাবিদের দায়িত্ব পালন করেন। তার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে, মুসলিম মহিলাদের কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনা, যাকে ইসলামের মূল শিক্ষা বলে মনে করা হয়।

বিশ্বাসী নারী : বেগম রোকেয়া তার লেখনীতে নারী-পুরুষকে ইসলামের মৌল ধারার দিকে নিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন; দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, কিভাবে ধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। তার লেখনী দেখে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, তিনি প্রচণ্ড আল্লাহভক্ত ও ইসলামের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল নারী ছিলেন। অবরোধবাসিনীতে আমরা দেখতে পাই, তিনি বিভিন্ন স্থানে মহান রাব্বুল আলামিনকে অত্যন্ত সম্মানজনক ভাষায় স্মরণ করেছেন; দুর্দশাগ্রস্ত নারীসমাজের মুক্তির জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন; ইনশাআল্লাহ বলা, কারো মৃত্যুতে ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়া, সোবহান আল্লাহ বলা। 'পঁয়ত্রিশ মন খানা' ছোট গল্পে তিনি বলেন শুকুর আলহামদুলিল্লাহ, ইত্যাদি।

অন্যত্র 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে তিনি বলেন-

'তামাম জাহান যদি হয় এক দিকে,
কি করিতে পারে তার আল্লাহ যদি থাকে।'

বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ বেগম রোকেয়ার অত্যন্ত প্রিয় একজন ছাত্রী ছিলেন। তিনি তার 'রোকেয়া জীবনী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তৎকালীন সমাজে স্কুলের কাজ করতে গিয়ে বেগম রোকেয়াকে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, 'স্কুলের বিরুদ্ধে কত দিকে কত প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাহা একমাত্র আল্লাহ জানেন। একমাত্র ধর্মই আমাদিগকে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতেছে।'

অন্যত্র স্কুলের ১৮ বছর পূর্তিতে তিনি বলেন, ".... আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি- কুরআন শরিফের এই বচনটিই আমি জীবনের পরতে পরতে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলাম।'

এই পুণ্যশীলা মহীয়সী মহিলার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের অন্য এক পুরাতন ছাত্রী তার বহু যত্ন ও সাধনায় গঠিত এক আদর্শ বালিকা রওশন আরা বলেন, 'মনে পড়ে, তার আদেশ মতো দৈনিক ক্লাস আরম্ভের আগে বিস্তীর্ণ হলে আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইতাম। তিনি একটি দোয়া পড়িতেন, আমরা সকলে তার সঙ্গে যোগ দিতাম। ওই দোয়াটি তিনি যখন পড়িতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি হৃদয় দিয়া আমাদের সেদিনের সাফল্যের জন্য খোদাকে ডাকিতেন। সে যে কি গভীর আন্তরিকতাভরা আবেদন, তাহা বুকের মধ্যে অনুভব করা যায়- মুখে বলা যায় না!'

বেগম রোকেয়া তার 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে বলেন, "এখন মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা যাউক। মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের 'অর্ধেক' অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্য। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা 'আড়াইজন' হই! আপনারা 'মহম্মদীয় আইনে' দেখিতে পাইবেন যে, বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা-পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোনো ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিংবা জমিদারি পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন, কার্যত কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।".... যদি ধর্মগুরু মোহাম্মদ সা: আপনাদের হিসাব-নিকাশ লয়েন যে, 'তোমরা কন্যার প্রতি কিরূপ ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ?' তবে আপনারা কি বলিবেন?... তাই তিনি দুঃখ করে বলেন, আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এ দুর্দশা।"

মুসলিম সমাজে নারীরা উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক। কিন্তু নারীর উত্তরাধিকারের প্রতি শতভাগ অবহেলা দেখে তিনি মতিচূরের (প্রথম খন্ড) 'গৃহ' প্রবন্ধে মহানবী সা:- কে এভাবে ডেকেছেন, 'হায় মোহাম্মদ সা:! তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্ত পিতৃ সম্পত্তিতে অধিকারিণী করিয়াছ, কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যরা নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্বনাশ করিতেছে! আহা! 'মহম্মদীয় আইন' পুস্তকের মসি-রেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই। আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের নহে।'

রোজা মুসলমানদের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। এই মর্মে মহান আল্লাহ সবাইকে সংযমী হয়ে চলতে বলেছেন; বেশি বেশি করে সাহায্য করতে বলেছেন এবং ফেতরা দিতে বলেছেন। বেগম রোকেয় তার 'রসনাপূজা' প্রবন্ধে বলেন, 'মহাত্মা মোহাম্মদ সা: হয়তো বলিয়াছিলেন যে, রোজার সময় আহার পরিমিত করায় যে খরচ বাঁচিয়া যায়, তাহা দ্বারা আপন দরিদ্র প্রতিবেশীর সাহায্য করো (ফেতরা দাও); কিন্তু বঙ্গীয় মোসলেমরা তাহার ভক্তশিষ্য, তাই উল্টা চাল চালেন; তাহার উপদেশের বিপরীত কার্য করেন। সুতরাং অন্যান্য মাসের ব্যয় অপেক্ষা রমজান মাসে তাহাদের ব্যয় বৃদ্ধি হয়। আমার এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নাই- পাঠিকারা আপন আপন জমা-খরচ মিলাইয়া দেখিবেন, অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান শরিফের খরচ বেশি কিনা।'

এভাবে মহানবী সা:-কে তিনি স্মরণ করেছেন বারবার।

কুরআনের মাহাত্ম্য ও অধ্যয়নের তাগিদ : আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি ইসলাম ধর্মে একজন বিশ্বাসী মহিলা ছিলেন এবং কুরআন-সুন্নাহর সত্যিকার প্রয়োগ ও বিধানের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। নিম্নে তার লেখনী থেকে কয়েকটি উদাহরণ



দিলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে- মতিচূরের (প্রথম খন্ড) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'আমাদের জন্য এ দেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এরূপ-প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কুরআন শরিফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলোর অর্থ বুঝাইয়া দেয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখির মতো আবৃত্তি করো।'

মতিচূরের (দ্বিতীয় খন্ড) 'সৌরজগৎ' প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'গও। আমিও সহঙ্কারে বলি, তোমার স্ত্রীর বিশ্বাস (ঈমান) টলিতে পারে কিন্তু আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অটল!

জাফ। আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অস্থায়ী হইল কিসে?

গও। যেহেতু তিনি আপন ধর্মের কোনো তত্ত্বই অবগত নহেন। কেবল টিয়াপাখির মতো নামাজ পড়েন, কোনো শব্দের অর্থ বুঝেন না। তাহাকে যদি তুমি স্বর্ণপিঞ্জিরে আবদ্ধ না রাখো, তবে একবার কোনো মিশনারি মেমের সহিত দেখা হইলেই তিনি মনে করিবেন 'বা:! যিশুর কি মহিমা!' সুতরাং সাবধান! যদি পার তো লৌহসিন্দুকে বন্ধ রাখিও।

মতিচূরের (দ্বিতীয় খন্ড) 'নার্স নেলী' প্রবন্ধে সত্যিকার গল্পেও তিনি উপরে সৌরজগৎ প্রবন্ধের আশঙ্কার বাস্তবতা দেখিয়েছেন। 'নার্স নেলী ছিল কুলীন মুসলিম। অসুস্থতার সময় এ গেরস্থ ঘরের বউকে 'পাদ্রীমাগীরা ফুসলিয়ে খ্রিষ্টান করে ওকে ঘরের বার করেছে।' তার আগের নাম বদলে নেলী রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে জানা যায় 'নেলী নাকি দিব্বি কুরআন পড়তে পারে।' তখন লেখিকার নিজের অনুভূতি নিম্নরূপ ছিল, 'নেলী কোরান শরীফ পাঠ করিতে পারে শুনিয়া আমার মনে আরো কেমন খট্‌কা লাগিল। না জানি, সে কোন মুসলমান কুলে কালী দিয়া পতিত হইয়াছে! হায়! কোরান শরীফের এই অবমাননা। খ্রিষ্টান নেলী, মেথরানী নেলী যে হস্তে ঘৃণিত রক্ত পুঁজ পরিপূর্ণ বালতি পরিষ্কার করে, সেই হস্তে কোরান শরীফ স্পর্শ করে।' কার্যত নেলী এখানে মেথরের কাজ করে, কিন্তু হাসপাতালের কর্ত্রীগণ তাহাকে নার্স বলিয়া ডাকেন।

শামসুন নাহার মাহমুদ তার রোকেয়া জীবনী গ্রন্থে বলেন, কতবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'শৈশব হইতে আমাদিগকে কোরান মুখস্থ করানো হয়, কিন্তু শতকরা নিরান্নব্বই জন তাহার একবর্ণেরও অর্থ বলিতে পারে না। যাঁহারা অর্থ শিখিয়াছেন, তাঁহারাও শোচনীয়রূপে ভ্রান্ত। ইসলামের মর্ম তাঁহাদের কাছে এক বর্ণও ধরা পড়ে নাই, ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে :' এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সুন্দর উপমা দিতেন। তিনি বলিতেন 'নারিকেলের চমৎকার স্বাদ তাহার দুর্ভেদ্য আরোপের ভিতরে আবদ্ধ। অন্ধ মানুষ সেই কঠিন আবরণ ভেদ করিবার চেষ্টা না করিয়া সারাজীবন শুধু ত্বকের উপরিভাগটাই লেহন করিয়া মরিল।

বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি-এর সভানেত্রীর অভিভাষণে বলেন, 'মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরান শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কোরান শিক্ষা অর্থে শুধু টিয়া পাখীর মত আরবী শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরানের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে। সম্ভবত এজন্য গভর্নমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাশ না করিলে আমাদের সমাজ মেয়েদের কোরান শিক্ষাও দিবে না! যদি কেহ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থাপত্র লয়, কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থাপত্রখানাকে মাদুলীরূপে গলায় পরিয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করিয়া পাঠ করে, তাহাতে কি সে উপকার পাইবে? আমরা পবিত্র কোরান শরীফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন কার্য করি না, শুধু তাহা পাখির মত পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি।' এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি শুধু কুরআন তিলাওয়াত সমর্থন করতেন না, বরং তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা জরুরি মনে করতেন যাতে লোকেরা কোরানকে জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করতে পারে। এমনকি তিনি কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি আইনের পক্ষে ছিলেন। তিনি শুধু নারীদের কুরআন বুঝে পড়ার কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, এক্ষেত্রে পুরুষদের দৈন্যদশাও ব্যক্ত করেছেন, 'কিছু দিন হইল, মিসর হইতে আগত বিদুষী মহিলা মিস্ যাকিয়া সুলেমান এলাহাবাদে এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতাদানকালে বলিয়াছিলেন, 'উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরানের অর্থ বুঝেন, তাঁহারা হাত তুলুন। তাহাতে মাত্র তিনজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়াছিলেন। কোরান-জ্ঞানে যখন পুরুষদের এইরূপ দৈন্য। তখন আমাদের দৈন্য যে কত ভীষণ, তাহা না বলাই ভালো।'

পরিশেষে তিনি বলেন, 'আমার অমুসলমান ভগিনীগণ! আপনার কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরান শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামীর পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামী হইতে বহুদূরে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম ও সমাজ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য কোরান শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।'

বেগম রোকেয়ার ছোট গল্প 'তিন কুঁড়ে' তে আমরা দেখতে পাই একজন বোম্বায়ে মহিলা স্কুল পরিদর্শন কালে লেখিকাকে বলেন, 'আপনারা কোরান শরীফ পড়েন কি? না, শুধু তাবিজ (হেমায়েল শরীফ) করে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন?'

মোট কথা পবিত্র কুরআনকে বুঝে পড়ার জন্য তিনি আরবি ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। লেখিকার বড় বোন ৬৭ বছর বয়সে রীতিমতো আরবি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বড়বোন করিমুন্নেসার এক চিঠি রোকেয়া তার 'লুকানো রতন' (রো-র পৃ: ২৮৭)- এ উদ্ধৃত করেছেন এভাবে, 'মন্ত্রপাঠের মতো কোরানের বুলি আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তি হয় না, তাই আমি যথাবিধি আরবি পড়িতেছি।'

নৈতিক শিক্ষা হচ্ছে, একটা জাতির মেরুদন্ড। যে জাতির মধ্যে নৈতিক শিক্ষা নাই সে জাতি বেশি দিন পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে পারে না।

বেগম রোকেয়ার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল বাঙালি মুসলিম সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। মহানবী সা: মুসলিম উম্মাহকে কুরআনের নির্দেশানুযায়ী চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বাঙালি মুসলিম সমাজ পবিত্র কুরআনের নির্দেশ থেকে সরে গিয়ে নিজেদের মতানুযায়ী মুসলিম নারী সমাজকে তাদের প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাই তিনি ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম প্রবন্ধে চমৎকার করে তুলে ধরেছেন মুসলিম সমাজের অধঃপতনের কথা। তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমরা পবিত্র কুরআনের নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করছি না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়েছেন, একজন মানুষকে জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত কিভাবে চলতে হবে। বেগম রোকেয়া তাঁর 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' প্রবন্ধে বলেন, ছেলে বেলায় আমি মার মুখে শুনতুম, 'কোরান শরীফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে।' সে কথা অতি সত্য; অবশ্য তার মানে এ নয় যে, খুব বড় আকারের সুন্দর জেলদ বাঁধা কোরআন খানা আমার পিঠে ঢালের মত করে বেঁধে নিতে হবে। বরং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, কোরআন শরীফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা প্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কোরআন শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।' আলহামদুলিল্লাহ। যদি মুসলিম সমাজ বেগম রোকেয়ার মতো পবিত্র কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীকে শান্তিময় করে তুলতে পারত।

কিন্তু এখন আমরা বর্তমান সমাজের দিকে তাকালেই দেখতে পাব, আমাদের মাঝে নৈতিকতার বড় অভাব যার পরিণাম স্বরূপ আমাদের সমাজের মধ্যে বিরাজ করছে নানা রকম অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা, ইত্যাদি। তা আমাদের সমাজকে দ্রুত অধঃপতনের দিকে ধাবিত করছে। তাই ইসলামী চিন্তাবিদ বেগম রোকেয়ার কণ্ঠের সাথে সুর মিলিয়ে বলছি, বেগম রোকেয়ার কর্ম ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আমরাও যদি পবিত্র কুরআন অর্থ ও তাফসিরসহ শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের জীবনে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে পারি, তাহলে আমরাও আমাদের দেশ ও জাতিকে নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

লেখক: সাবেক বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকাধ



নিউইয়র্কে জাসাস'র ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বক্তারা

খালেদা জিয়াসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী





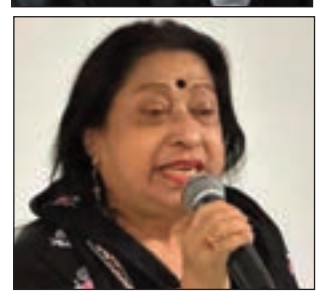


















বিশেষ প্রতিনিধিঃ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস)-এর ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সমাবেশ করেছে। নিউইয়র্কের জ্যামাইকার হিলসাইডস্থ স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে গত ২৯ ডিসেম্বর এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে জাসাস ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের আহ্বায়ক ও সাবেক জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সায়েমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় জাসাসের আহবায়ক ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য চিত্রনায়ক হেলাল খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ স্মাট, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু। যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য সচীব জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের যুগ্ম আহবায়ক মোঃ আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে দোয়া পরিচালনা করেন জাসাস-এর সাবেক ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা নূর নবী।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ও যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি বাবর উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভূইয়া, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, বিএনপি নেতা ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মার্শাল মুরাদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি সাবেক নেতা এ এস এম রেজা, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা দলের সভানেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, সাবেক কেন্দ্রীয় যুবদলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক এম এ বাতেন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস-এর সাবেক সভাপতি ও বিএনপি'র জনশক্তি বিষয়ক সম্পাদক,



বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ আব্দুল মালেক, নিউইয়ক স্টেট বিএনপির নব নির্বাচিত সদস্য ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী, যুগ্ম সদস্য সচিব রিয়াজ আহমেদ, এ জি এম জাহাঙ্গীর, নাসির উদ্দিন, লং আইলেন্ড বিএনপি'র সভাপতি মিয়া আলম পাখী, নিউজার্সী স্টেট সভাপতি কাউসার আহমেদ, সাবেক কেন্দ্রীয় জাসাসের যুগ্ম আহবায়ক দারাদ আহমেদ, কেন্দ্রীয় জাসাসের যুগ্ম আহবায়ক শরিফ মাহমুদুল হক সঞ্চয়, মৌলভীবাজার জেলা বিএনপি নেতা শাহ রকিব আলী, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাওসার আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে বলেন, তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় বলেই স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করছে এবং বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের দমন-নিপীড়ন করছে। বক্তারা দলীয় চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধামন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও মির্জা আব্বাসহ সকল বন্দীদের মুক্তি দাবী এবং আওয়ামী লীগ সরকারকে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী করেন। পাশাপাশি বক্তারা ঐক্যবদ্ধভাবে বিএনপিকে শক্তিশালী করার উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা আতিকুল আহাদ, সাইফুর খান হারুন, মিজানুর রহমান মিজান, আবু চৌধুরী, আয়নুল হায়দার চৌধুরী, কোকো স্মৃতি পরিষদ ইউএসএ'র সভাপতি সাহাদত হোসেন রাজু, জাসাসের ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন কমিটির আহবায়ক ও নিউইয়র্ক স্টেট জাসাসের সভাপতি মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন, প্রধান সমন্বয়কারী ও যুক্তরাষ্ট্র আহবায়ক কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক শেখ হায়দার আলী, উদযাপন কমিটির সদস্য সজীব চৌধুরী ফয়ছল, সদস্য সচিব ও নিউইয়ক সিটি জাসাস'র সভাপতি হাসান মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাইনুল হোসেন বাবু, সদস্য ও সিনিয়র সভপতি এমদাদ রহমান তরফদার, যুগ্ম আহবায়ক ও উদযাপন কমিটির সদস্য সুলতানা খানম, যুক্তরাষ্ট্র আহবায়ক কমিটির সদস্য ডা. নার্গিস রহমান, তানভীন ফাতেমা রিয়া, সদস্য ফয়ছল আহমেদ, তারেক আহমেদ, রাজ ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মাকসুদুল হক, শিল্পী আকতার, মারিয়া আকতার মৌ, সালেহ আহম্মেদ খোকন, মামুন চৌধুরী, মোঃ রহমান পিন্টু, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম শাহিন, সাংগঠনিক সম্পাদক কাইয়ুম আহমেদ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মোফাজ্জল ভূইয়া, যুগ্ম সম্পাদক রুহেল আমিন, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জনি, ছাত্রনেতা দেওয়ান মেহরাজ রেজা চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি সাইদুর রহমান খান ডিউক, ফোরামের সাধারণ গোলাম হোসেন মুকুট, মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর বিএনপি নেতা মোহাম্মদ মাসুক মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কয়েস আহমেদ, জামালুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর আজাদ, মাসুক মিয়া, আহম্মেদ শাহাদাৎ, জিল্লুর রহমান, মম জসিম, মোঃ মান্নান, রুবেল আহমেদ, মামুন সরকার, বাদল মির্জা, নুর ইসলাম, মিলন মামা, আখি মামানী, নোমান চৌধুরী, রুবেল আহমেদ প্রমুখ।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

কুমিল্লা সমিতি'র নতুন কমিটি অভিষিক্ত

(শেষের পাতার পর)

কুমিল্লাবাসি ও কমিউনিটি নেতৃবিন্দ ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলওয়াত এবং পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত । পুরো অনুষ্ঠানটি তত্তাবধানে ছিলেন কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির সহ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী এবং সিঃ সহ-সভাপতি সিরাজুল হক জামাল ।

কুমিল্লা প্রবাসীদের মিলনমেলায় পরিনত হওয়া এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেবিবিএ এর সভাপতি ও মুলধারার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব গিয়াস আহমেদ । তিনি বলেন, কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক প্রবাসে একটি আদর্শ সংগঠন । এ দেশে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে ।এ সংগঠনের কর্মকর্তারা সৌহার্দ-সম্প্রীতির মাধ্যমে সংগঠনকে পরিচালিত করছেন ।

গেষ্ট অব অনার ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টিবোডের সদস্য এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি ও মফিজুর রহমান ,বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এটর্নি মঈন চৌধুরী ও মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ার, কুমিল্লা সমিতির প্রধান উপদেষ্টা হাজী আবু তাহের ভুইয়া, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ, সাবেক ছাএনেতা ভিপি জহিরুল ইসলাম মোল্লা, সাবেক নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশ সোসাইটির রুহুল আমিন সরকার, কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি শাহআলম, রূপসী চাদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাসুম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তা আক্তার হোসেন বাবুল, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা কাজী তোফায়েল ইসলাম, এম কে জামান, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি, সাবেক ছাত্রনেতা ভিপি জসিম উদ্দিন, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রুহুল কুদ্দুছ খোকন, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ জাহাঙ্গীর



আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাওলানা কুতুবউদ্দিন মাহমুদ, আল-আমিন সুমন, ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী, মোঃ আমির হোসেন কামাল, বরুড়া এসোসিয়েশনের সভাপতি সুলেমান মজুমদার, বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশনের সভাপতি মশিউর রহমান মজুমদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মসিউর রহমান, আব্দুল লতিফ, হোসরেয়ারা রমিজ এন্ড আমিন ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মোঃ রমিজ উদ্দিন, নুরে আলম ও ঢাকা ফার্নিচারের কর্ণধার মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমঙ্গীর খান আলম ।

অনুষ্ঠানে জামাল আহমেদ জনি বলেন, প্রবাসে কুমিল্লা সমিতিকে আমরা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । এই সংগঠন আমাদের প্রাণের সংগঠন । সুতরাং এই সংগঠনের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে ।

রুহুল আমিন সিদ্দিকী নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকান্ডের সাথে কুমিল্লাবাসীর গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে । সোসাইটির প্রতিটি অনুষ্ঠানে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ।

এছাড়া বক্তব্যে অতিথিরা নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দিত করেন এবং আগামীতে কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট ইনকের প্রসার ও সেবামুলক কাজে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন ।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কুমিল্লাবাসীর উপস্থিতি ও করতালির মধ্যদিয়ে নব-নির্বাচিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা হাজী আবু তাহের ভূঁইয়া । অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির পক্ষথেকে কুমিল্লার কৃতিসন্তান এ্যাড. জামাল আহমেদ জনি, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, আবুল কালাম ভুইয়া এবং ডাঃ শাহনাজ লিপিকে বিশিষ্ট সন্মাননা সুচক ক্রেষ্ট প্রদান করা হয় ।

কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট ইনক আয়োজিত অভিষেক ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীর এম আলম, মোঃ কবির হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার গিয়াসউদ্দিন, মোঃ ওমর ফারুক, মোঃ নাছির উদ্দিন, মোঃ ইকবাল হোসেন, জিনিয়া আমিন মুনমুন, এ.কে.এম. কামাল উদ্দিন খান, মোস্তাক আহমেদ, সেলিম আহমেদ, ইঞ্জি. সাইফুল ইসলাম, সাইদুজ্জামান রিংকু, রাতুল ইসলাম রাব্বি, মোঃ রাসেল সরকার, মোঃ মনির হোসেন, মোঃ কামাল উদ্দিন হারুন, মোঃ আল-আমিন প্রমুখ ।

সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি মোঃ বদরুল হক আজাদ বলেন, আপনারা আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমরা আপনাদের সহযোগিতায় যথাযথভাবে তা পালন করার চেষ্টা করবো । সাধারণ সম্পাদক মোঃ আল আমিন অনুষ্ঠানকে সফল এবং স্বার্থক করার জন্য যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । অনুষ্ঠান শেষে সাংকৃতিক পর্বে অংশগ্রহণ করেন প্রবাসের স্বনামধন্য শিল্পীবৃন্দ ।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

ব্যবসা-বাণিজ্যে আল্লাহর স্বরণ বজায় রাখুন

(শেষের পাতার পর)

অবস্থা । ব্যবসা চলছে তুমুল, চোখে মুখে আনন্দ ঠিকরে পড়ছে। প্রচুর গ্রাহকের ভিড়। দু'হাতে টাকা পয়সা নিয়ে শেষ করা যাচ্ছে না। এখন কি সালাতের জন্য উঠা যায়? আগে ব্যবসা, সালাত পরে পড়ে নেয়া যাবে। অথবা সালাতই পড়ে না। সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের কাছে আল্লাহর এই আয়াতটি পেশ করা হলো। সার্বিক ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য আয়াতটির ওপর আমল করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ এবং সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে।" (সুরা নূর:৩৭)

মু'মিনের জীবন হবে যিক্‌র নির্ভর। অর্থাৎ যখন যে কাজ করবে সে সময় অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করবে। বিসমিল্লাহ্ বলে কাজ শুরু করবে এবং কাজের পরতে পরতে আল্লাহর স্মরণ থাকবে। জীবনের প্রতিটি কাজ করতে হবে আল্লাহর নির্দেশিত এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পন্থায়। যখনই কোন কাজ করবে তখনই আল্লাহ নির্দেশ ও তাঁর রাসুলের প্রদর্শন মোতাবেক হচ্ছে কি না তার চিন্তা করার নামই যিক্‌র। আমাদের ধারণা আল্লাহর যিক্‌র বলতে শুধুমাত্র নির্ধারিত কিছু কালিমা নির্ধারিত সময়ে ও সালাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ ধারণা ভুল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারপর যখন সালাত শেষ হয়ে যায় তখন ভু-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিকমাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (সুরা জুম'আ:১০)

তোমরা রিযিক তালাশের জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়ো কিন্তু নিজেদের কাজ-কর্ম ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়েও আল্লাহকে ভুলে যেও না। বরং সর্ববস্থায় তাঁকে স্মরণে রাখো এবং তাঁকেই স্মরণ করতে থাকো। আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, জীবনের সকল কাজকর্মে সমস্ত ব্যাপারেই সবসময় যেন মানুষের মুখে আল্লাহর নাম এসে যায়। মানুষের মনে আল্লাহর চিন্তা পুরোপুরি ও সর্বব্যাপী আসন গেঁড়ে না বসা পর্যন্ত এ ধরণের অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না। মানুষের চেতনার জগৎ অতিক্রম করে যখন অচেতন মনের গভীরদেশেও এ চিন্তা বিস্তৃত হয়ে যায় তখনই তার অবস্থা এমন হয় যে, সে কোন কথা বললে বা কোন কাজ করলে তার মধ্যে আল্লাহর নাম অবশ্যই এসে যাবে। আহার করলে বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করবে। আহার শেষ হলে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাবে এবং ঘুম ভাঙ্গবে আল্লাহর নাম নিতে নিতে। কথাবার্তায় তার মুখে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশা'আল্লাহ, মাশা'আল্লাহ, সুবহানা'আল্লাহ, যাযাকাল্লাহ, হাইয়্যাকাল্লাহ, আল্লাহ হাফিজ এবং এ ধরণের অন্যান্য বাক্য বার বার উচ্চারিত হতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যাপারে বার বার আল্লাহর সাহায্য চাইবে। প্রত্যেক নিয়ামত লাভ করার পর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। বিপদ আসার পর তাঁর রহমতের প্রত্যাশী হবে। প্রত্যেক সংকটে তার দিকে মুখ ফিরাবে। কোন খারাপ কাজের সুযোগ এলে তাঁকে ভয় করবে। কোন ভুল বা অপরাধ হয়ে গেলে তাঁর কাছে মাফ চাইবে। যে কোন প্রয়োজন ও অভাবের মহুর্তে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। মোট কথা উঠতে বসতে এবং দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মে আল্লাহর স্মরণ হয়ে থাকবে তার কণ্ঠলগ্ন। এটি ইসলামী জীবনের প্রাণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এবং নিজের রবের নাম স্বরণ করেছে তারপর সালাত পড়েছে।" (সুরা আ'লা:১৫) অর্থাৎ আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ করা এবং মুখে তা উচ্চারণ করাও বুঝানো হয়েছে। এই উভয়টিই যিকরুল্লাহ বা আল্লাহকে স্মরণ করার অন্তর্ভূক্ত হবে। কেবল স্মরণ করে ক্ষান্ত হলে হবে না বরং নিয়মিত সালাতও পড়তে হবে। সালাতের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে আল্লাহ হলো, আমাদের ইলাহ ও রব। তাঁর আনুগত্য করতে আমাদের সদায় প্রস্তুত থাকতে হবে। এ আয়াতে দুটি কথা বলা হয়েছে। প্রথমে আল্লাহকে স্মরণ করা তারপর সালাত পড়া। মনে রাখতে হবে যে, আল কুরআনের পরিভাষায় সালাত আল্লাহকে স্মরণ করার বড় মাধ্যমে। এই অনুযায়ী আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করার পদ্ধতি করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা: সালাতের যে পদ্ধতি প্রচলন করেছেন তার সকল অংশই কুরআনের ইশারা, ইংগিত থেকে গ্রহণ করেছেন। সালাতের প্রতিটি অংশেই আল্লাহর স্মরণ আর স্মরণে ভরপুর।

যারা সৎবৃত্তির পথে চলার ইচ্ছা করে আল্লাহ বলেছেন, আমি তাকে চলার পথ সহজ করে দিবো। এর মানে হচ্ছে, যখন সে সৎবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, এটি তার উপযোগী পথ এবং দুস্কৃতির পথ তার উপযোগী নয়, আর যখন সে কার্যত আর্থিক ত্যাগ ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে এ কথা প্রমাণ করবে যে, তার এই স্বীকৃতি সত্য তখন আল্লাহ তা'আলা এ পথে চলা তার জন্য সহজ করে দিবেন। এ অবস্থায় তার জন্য আবার গোনাহ করা কঠিন এবং নেকী করা সহজ হয়ে যাবে। হারাম অর্থ-সম্পদ তার সামনে এলে সে তাকে লাভের সওদা মনে করবে না। বরং অনুভব করবে, এটা জলন্ত অংগার, একে সে হাতের তালুতে উঠিয়ে নিতে পারে না। ব্যভিচারের সে সুযোগ পাবে। কিন্তু তাকে সে ইন্দ্রিয় লিপ্সা চরিতার্থ করার সুযোগ মনে করে সেদিকে পা বাড়াবে না। বরং জাহান্নামের দরজা মনে করে তা থেকে দূরে পালিয়ে যাবে। সালাত তার কাছে কঠিন মনে হবে না বরং সালাতের সময় হয়ে গেলে সালাত না পড়া পর্যন্ত তার মনে শান্তি আসবে না। যাকাত দিতে তার মনে কষ্ট হবে না। বরং যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত নিজের ধন-সম্পদ তার কাছে নাপাক মনে হবে। মোট কথা, প্রতি পদে পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পথে চলার সুযোগ ও সুবিধা সে লাভ করতে থাকবে। অবস্থাকে তার উপযোগী বানিয়ে দেয়া হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"অথচ এ পথটিই তোমাদের রবের সোজা পথ। আর তাঁর নির্দশনগুলো তাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সুরা আনয়াম:১২৬) আল্লাহ আরো বলেন," আর সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহরই ওপর বর্তায়, যখন বাঁকা পথও রয়েছে।" (সুরা আন নাহল:৯) "নিসন্দেহে পথ নির্দেশ দেয়া তো আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আর আসলে আমি তো আখিরাত ও দুনিয়ার উভয়েরই মালিক।" (সুরা নাহল:১২-১৩)

সালাত আল্লাহর স্মরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এ জন্য কুরআন ও হাদিসে সালাতের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে অত্যাধিক। সালাতের ব্যাপারে গাফলতি তাদেরই হয় যারা দুর্ভাগা। যারা সৎ পথ থেকে বিমুখ হয়েছে তাদের জন্য সালাত কায়েম, যাকাত আদায় ও ইসলামী জীবন যাপন কঠিন হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহই তার এ পথকে কঠিন করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"কাজেই যে (আল্লাহর পথে) ধন সম্পদ দান করেছে,(আল্লাহর নাফরমানী থেকে) দুরে থেকেছে এবং যারা সৎবত্তিকে সত্য মেনে নিয়েছে, তাকে আমি সহজ পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো। আর যে কৃপণতা করেছে, আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং সৎবৃত্তিকে মিথ্যা গণ্য করেছে তাকে আমি কঠিন পথের সুযোগ-সুবিধা দিবো।" (সুরা লাইল:৫-১০)

ইসলামী জীবন যাপন তাদের জন্য কঠিন হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ পথে যে পাড়ি জমাতে চায় সে যদিও বৈষয়িক লাভ, পার্থিব ভোগ, বিলাস ও বাহ্যিক সাফল্যের লোভে এগিয়ে যায় কিন্তু এখানে তাকে নিজের প্রকৃতি, বিবেক, বিশ্ব জাহানের স্রষ্টার তৈরি করা আইন এবং তার চার পাশের সমাজ পরিবেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। সততা, ন্যায় পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, চারিত্রিকি পরিচ্ছন্নতা ও নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘন করে যখন সে সর্বপ্রকারে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও লোভ-লালসা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চালায়, যখন তার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হতে থাকে এবং সে অন্যের অধিকার ও মর্যাদার ওপর হস্তক্ষেপ করতে থাকে তখন নিজের চোখেই সে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবে পরিণত হয় এবং যে সমাজে সে বাস সেখানেও তাকে প্রতি পদে পদে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। সে দুর্বল এসব কার্যকলাপের জন্য তাকে নানা ধরণের শাস্তি ভোগ করতে হয়। আর সে ধনী, শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হলে সারা দুনিয়া তার শক্তির সামনে মাথা নত করলেও মনে মনে তার জন্য সামান্যতমও শভাকাংখা, সম্মানবোধ ও ভালোবাসার প্রবণতা জাগে না। এমন কি তার কাজের সাথী-সহযোগীরাও তাকে বজ্জাত-দুর্বৃত্ত হিসেবেই গণ্য করতে থাকে। আর এ ব্যাপারটি কেবলমাত্র ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না।

আর এ ধরণের লোককে আমি কঠিন পথে চলার সুবিধা দিবো, এ কথা বলার মানে হচ্ছে, তার থেকে সৎপথে চলার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া হবে। অসৎপথের দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হবে। অসৎকাজ করা যাবতীয় উপকরণ ও কার্যকারণ তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হবে। খারাপ কাজ করা তার জন্য সহজ হবে এবং ভাল কাজ করার চিন্তা মনে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই সে মনে করবে এই বুঝি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"নি:সন্দেহে সালাত একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ, কিন্তু আল্লাহ অনুগত বান্দার জন্য নয়।" (সুরা বাকারাহ:৪৫) আর মোনাফেকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:" তারা সালাতের দিকে এলেও গড়িমসি করে আসে এবং আল্লাহর পথে খরচ করলেও তা করে অনিচ্ছাকৃতভাবে।" (সুরা তাওবা:৫৪) এই অবস্থাটিকেই কুরআনের অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে :"আল্লাহ যাকে পথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য খুলে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশকে সংকীর্ণ করে দেন। এবং তাকে এমনভাবে সংকুচিত করেন যার ফলে (ইসলামের কথা মনে হলে) সে অনুভব করতে থাকে যেন তার আত্মা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবে আবিলতা ও অপবিত্রতা বেঈমানদের ওপর চাপিয়ে দেন।"(সুরা আনয়াম:১২৫) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে: "তাদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের ওপর জবরদস্তি আরোপিত জরিমানা মনে করে।"সুরা তাওবা: ৯৮)

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

জর্জিয়ায় মাকে হত্যার পর বাংলাদেশী

(শেষের পাতার পর)

কৃষ্ণাঙ্গ এক যুবতীর কয়েক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তৌফিক ওই যুবতীকে বিয়ে করবে বলে পরিবারকে জানায়। বিয়েতে পরিবারের সম্মতি না থাকায় তার মা-বাবার সাথে তৌফিকের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এ বিষয়টি নিয়ে পরিবারে প্রায়ই নানা কলহের সৃষ্টি হয়। ঘটনার দিন অর্থাৎ গত ২৯ ডিসেম্বর মায়ের সাথে আবারও ঝগড়া বাধে তৌফিকের। মা-ছেলের চরম বাক-বিতন্ডার এক পর্যায়ে মায়ের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং মাকে গুলি করে হত্যা করেন তৌফিক। এ সময় অন্য কেউ বাড়িতে ছিলনা। সন্ধ্যার দিকে তার ছোটভাই বাড়িতে এসে দরজা খুলেই ঘরের ভেতর মা ও ভাইয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মা ও ছেলের মরদেহ স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

তৌফিকের বাবার নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের ঝালকাঠি জেলায়। সম্প্রতি ক্রয় করা নিজের লাইসেন্সকৃত আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে মাকে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যা করেছেন বলে স্থানীয় প্রবাসীদের ধারনা। এ ব্যাপারে মেরিয়াট্টা পুলিশ ডিপার্টমেন্টে একটি অপমৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে।

এদিকে গত ৬ জানুয়ারী শুক্রবার স্থানীয় আত্তাকোয়া মসজিদ প্রাঙ্গনে জুমার নামাজের পর মা ও ছেলের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা ছাড়াও ভিনদেশি অনেক মুসল্লিরা অংশ নেন। পরে নিউটন কাউন্টিতে অবস্থিত মুসলিম কবরস্থানে মা ও ছেলের লাশ দাফন করা হয়।

ওটস খাওয়ার উপকারিতা

(শেষের পাতার পর)

এই খাবার খেলে মেলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি। সেই সাথে এতে থাকে অ্যাভিন্যানথ্রামাইড, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়।

ফাইবার ও অ্যাভিন্যানথ্রামাইড ছাড়াও ওটস খেলে মিলবে পর্যাপ্ত আয়রন, প্রোটিন, ভিটামিন 'বি'-সহ আরো অনেক পুষ্টি উপাদান। বিশেষ করে এতে থাকা ভিটামিন 'বি' কার্বোহাইড্রেট ভেঙে হজমপ্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক ওটস খেলে কী স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যাবে–

কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে : আমাদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ওটস। এতে থাকা বিটা গুটেন নামক বিশেষ ধরনের ফাইবার এই কাজে সাহায্য করে। আপনি যদি প্রতিদিন তিন গ্রামের মতো ওটস খেয়ে থাকেন তবে তা প্রায় ৮ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিশেষভাবে কার্যকরী ওটস। এতে থাকা বিটা গুটেন এই কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ফলে শরীরে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ সহজে বাসা বাঁধতে পারে না।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে : উচ্চ রক্তচাপ কিংবা নিম্ন রক্তচাপ দুটোই শরীরের জন্য ক্ষতিকার। তাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে ওটস। নিয়মিত ওটস খেলে তা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। সেই সাথে কমে মানসিক চাপ ও হাইপার টেনশনের ঝুঁকিও।

হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখে : হার্ট ভালো রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখে ওটস। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান শরীরের ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। যে কারণে কমে হার্টের অসুখের ঝুঁকি। তাই হার্ট ভালো রাখতে চাইলে নিয়মিত ওটস খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে :ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উপকারী খাবার হতে পারে ওটস। কারণ এটি লো ক্যালোরি ও সুগার ফ্রি হওয়ায় ডায়াবেটিস রোগীর জন্য বিশেষ উপকারী। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে নিয়মিত ওটস খেতে পারেন। সকালের নাশতায় ওটস রাখলে উপকার পাবেন। ইন্টারনেট।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব দেয়

(প্রথম পাতার পর)

গুরুত্বের সাথে স্মরণ করতে চাই"। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের পরিচয়পত্র গ্রহণকালে এক লিখিত মন্তব্যে তিনি একথা বলেন।

গম্প্রতি হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্টের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়পত্র পেশ করার সময় রাষ্ট্রদূত ইমরান প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা জানান।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে জো বাইডেন বলেন, দুদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন তার সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। তিনি বলেন, "আমার প্রশাসন দুদেশের সম্পর্ককে আরও গভীর করার জন্য আপনার সাথে কাজ করার জন্য আগ্রহী, কারণ আমরা আগামীর সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করব। ওয়াশিংটনে আপনাকে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত"।

প্রেসিডেন্ট তার লিখিত মন্তব্যে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে 'একটি অসাধারণ গল্প' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবিক, উদ্বাস্তু, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা, এবং সন্ত্রাস দমন, সামুদ্রিক এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

জো বাইডেন বলেন, বাংলাদেশ তার বৃহত্তর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক শক্তিতে প্রসারিত করেছে যা বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে একটি প্রধান অংশগ্রহণকারী হতে প্রস্তুত।

তিনি বলেন, "আমি আশা করি আমাদের দেশগুলি গণতান্ত্রিক শাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, শরণার্থী এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের সাফল্যে বিনিয়োগ করছি এবং সমস্ত বাংলাদেশিদের স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করার এবং তাদের দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষমতাকে সমর্থন করি"।

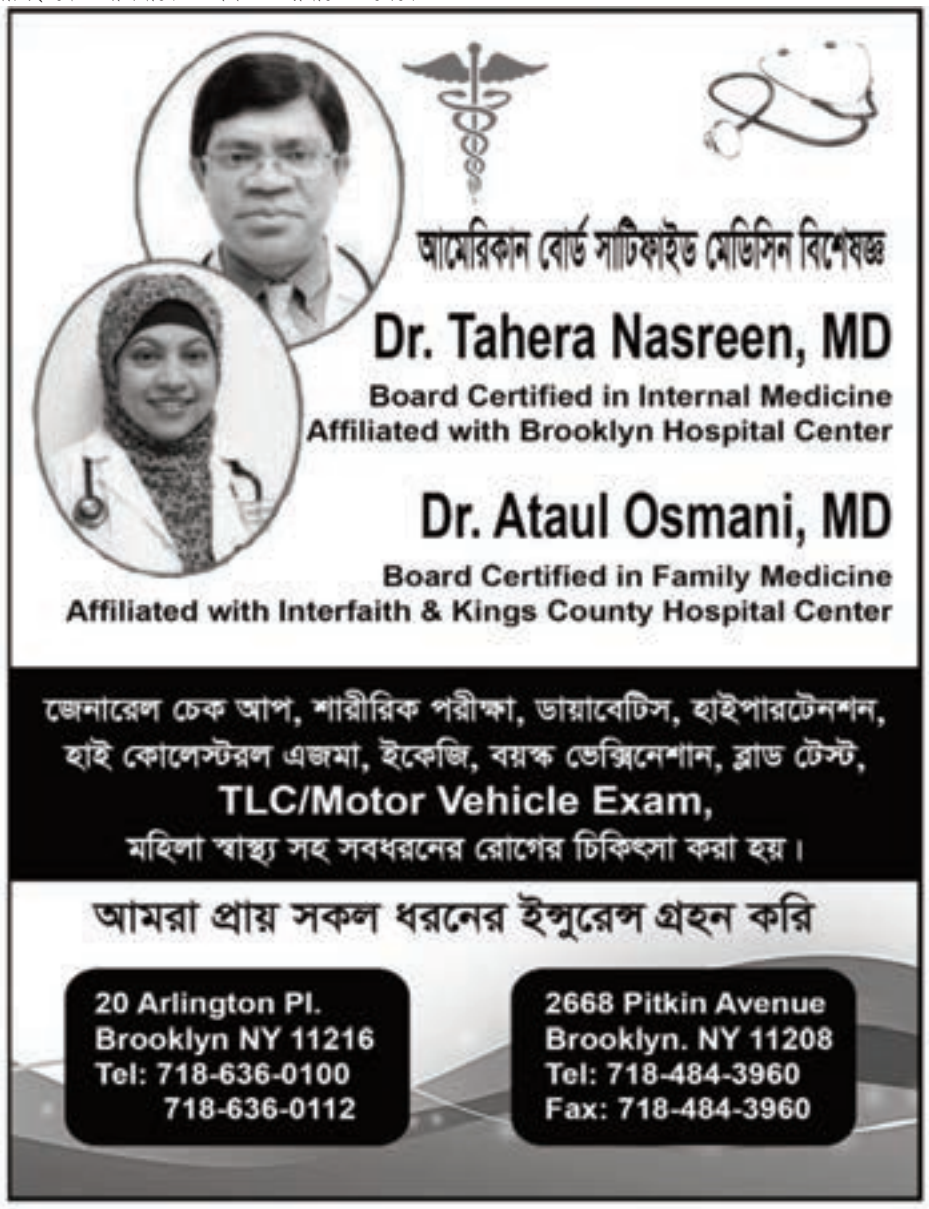
প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করে প্রেসিডেন্ট বলেন, তারা এই উদ্বাস্তু ও তাদের আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়কে সহায়তা এবং তাদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এই মানবিক সংকটের টেকসই ও স্থায়ী সমাধান খুঁজতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কোভিড-১৯ মহামারী বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, কোভিড-১৯ গ্লোবাল অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত। তিনি বলেন, "আমরা সামনের মাস এবং বছরগুলিতে আমাদের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব প্রসারিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"।

করোনভাইরাস মহামারীর পরে প্রথমবারের মতো হোয়াইট হাউজে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের ব্যক্তিগতভাবে পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমরানসহ বিভিন্ন দেশের ১০ জন রাষ্ট্রদূত এই পরিচয়পত্র পেশ করেন।

হোয়াইট হাউজ থেকে ফেরার পর রাষ্ট্রদূত ইমরান বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।









বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩
ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাইনিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা)
ডি-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বাসা ভাড়া

১১৮-১১ ২০১ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। বাসা খালি আছে। যোগাযোগ: নাঈম।
ফোন: ৯২৯-৪২৪-৬৬৩৪
ন-২১/২৮

আবশ্যক

মেইন শেফ আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি রেষ্টুরেন্টে আকর্ষণীয় বেতনে কাজ করার জন্য মেইন শেফ ও তান্দুরী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-২২৮-৯১৪১ (ওনার)
ডি-০৫/১২

বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯। ডি-০৫/১২

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯
ডি-০৫/১২

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮। অক্টো-৩১

আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক।
যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

রুমমেট আবশ্যক

ইস্টএলমাস্টের নরর্দানবুলেবার্ড এলাকার ৮১স্টিটের উপরে ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে দ্বিতীয় তলায় দুইজন রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-২৬/জা-০২

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

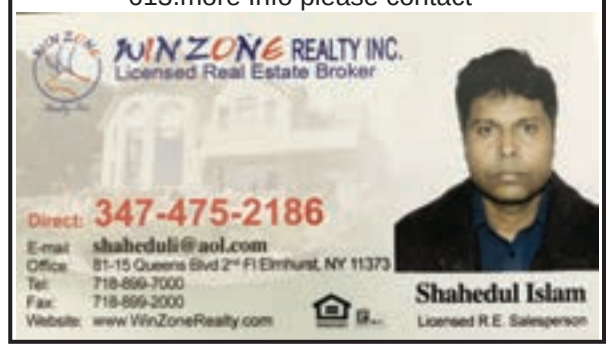
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





বাঙালী কইন্যার লেখনীতে বিশ্বজয়

(শেষের পাতার পর)

প্রকাশক সাইমন অ্যান্ড শুস্টার, যা বিশ্বের 'বড় পাঁচটি' প্রকাশনা সংস্থাগুলির মধ্যে একটি। তারা বাংলাদেশী-আমেরিকান শিক্ষক এবং লেখক প্রিয়াঙ্কা তসলিমের প্রথম উপন্যাস, 'দ্য লাভ ম্যাচ' গত ৩ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় প্রকাশ করেছে। প্রকাশনার আগে থেকেই এই উপন্যাসটি ছিল বহু কাঙ্খিত। ২০২৩ সালের বহুল প্রত্যাশিত বইয়ের তালিকায় স্থান করেছিল 'দ্যা লাভ ম্যাচ'। উপন্যাসটি ফিচার করেছে "টিন ভগ", "প-পসুগার" এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেস। একাধিক প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড রিভিউয়ার থেকে পেয়েছে তারকাচিহ্নত রিভিউ, নির্বাচিত হয়েছে মর্যাদাপূর্ণ জুনিয়র লাইব্রেরী গিল্ড গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড-এ। বর্তমানে জানুয়ারী মাসের অ্যামাজন এডিটর'স পিক এ বেস্ট ইয়াং এডাল্ট নভেল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।

এই উপন্যাসটি প্রকাশে আগ্রহ দেখিয়েছে বিশ্বের প্রথম সারির প্রকাশনা সংস্থাগুলো। তাই এটি একটি নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমান প্রকাশক সাইমন অ্যান্ড শুস্টার অর্জন করে। একাধিক আগ্রহী প্রকাশনা সংস্থার প্রবল আগ্রহের মধ্যে লক্ষাধিক ডলারে, ছয় অঙ্কের নিলামে প্রকাশক প্রিয়াঙ্কা তসলিমের উপন্যাসটির সত্ত্ব গ্রহন করেন। এটি কোন বাংলাদেশী প্রধান চরিত্র নিয়ে এবং বাংলাদেশী সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে প্রথম সারির ইংরেজি প্রকাশকের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস গুলির মধ্যে একটি। যা বাংলাদেশী সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের একটি নতুন দরজা খুলে দিল। এটি এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল যা বাংলাদেশী তরুন প্রজন্ম ও সম্ভাবনাময় তরুন লেখকদের করবে অনুপ্রাণিত।

আগামী ২ মার্চ থেকে আন্তর্জাতিকভাবে সারা পৃথিবীজুড়ে বইটির ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশ করবে সাইমন অ্যান্ড শুস্টার ইউ.কে। যুক্তরাষ্ট্রে বইটি বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতা থেকে পাওয়া যাবে বার্নস অ্যান্ড নোবেল, টার্গেট, অ্যামাজন, এবং ওয়ালমার্ট থেকে। আমেরিকা ও কানাডা



জুড়ে স্থানীয় বইয়ের দোকানেও পাওয়া যাবে কাঙ্খিত এই উপন্যাস-টি।

'দ্য লাভ ম্যাচ' হল একটি তারুন্যের গল্প যা ১২ থেকে ১৮ বা তার বেশি বয়সের পাঠকদের জন্য লেখা। উপন্যাস-টি আবর্তিত হয়েছে একটি বাংলাদেশী প্রধান চরিত্র এবং আমেরিকান বাংলাদেশী সংস্কৃতির আবহে। কাহিনী গতি পেয়েছে প্যাটারসন, নিউজার্সী, যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী প্রবাসী কমিউনিটির দৈনন্দিন যাপিত জীবনের টানাপড়েনে। অষ্টাদশী জাহরা খান এই গল্পের নায়িকা, যে প্রথম প্রজন্মের আমেরিকান অভিবাসী, যার শেকড় ও সংস্কৃতি জুড়ে আছে বাংলাদেশ। ত্রিভুজ প্রেমের এই গল্প রচিত হয়েছে জাহারা ও তার মাযয়ের আবেগঘন সম্পর্ক অনুসরণ করে। বাবার মৃত্যুর পর, সিলেটি বাংলাদেশী প্রবাসী সমাজে টিকেথাকা, জীবন সংগ্রাম ও তাদের একান্ত পথচলা এই গল্পের উপজীব্য। গ্রীষ্মকালে জাহরার কলেজে পড়া উচিত, কিন্তু তার পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে, তাকে পুরো সময় কাজ করতে হয়। জাহারার শান্ত গ্রীষ্ম একটি অপ্রত্যাশিত মোড় নেয় যখন তার মা একটি স্থানীয় বাংলাদেশী পরিবারে জাহরাকে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

অনেক ধুমধাম করে মুক্তি পায় "দ্যা লাভ ম্যাচ" যা ইতিমধ্যেই দারুন প্রশংসা কুড়িয়েছে ও পেয়েছে তুমুল পাঠক প্রিয়তা! নভেম্বর ১৮ তারিখ ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার্স অফ ইংলিশ-এ আলোচনা, ২ ও ৩ জানুয়ারী ভার্চুয়াল ইভেন্ট করার পর, প্রিয়াঙ্কা ৪ জানুয়ারী পেনসিলভানিয়ার বেনসালেমের নেশামিনি মল বার্নস অ্যান্ড নোবেলে একটি ইভেন্ট করেছিলেন এবং তারপরে ৬ জানুয়ারী ম্যানহাটনের বুকস অফ ওয়ান্ডারে লেখক অ্যানের সাথে আরেকটি লাইভ ইভেন্ট করেছিলেন। ১২ জানুয়ারি মনটিক্ল্যায়ার পাবলিক লাইব্রেরী, ৩ মার্চ নর্থ টেক্সাস টিন বুক ফেস্টিভাল এ উপন্যাসের ব্যাপারে সরাসরি আলোচনা করবেন ও পাঠকদের প্রশ্নউত্তর এর জবাব দিবেন। বইটির হার্ডকভারের দাম সাধারণত ১৯.৯৯ ইউএস ডলার কিন্তু বর্তমানে সীমিত সময়ের জন্য Target.com Ges Amazon.com উভয়েই বিক্রি হচ্ছে বিশেষ ডিস্কাউন্টে|

প্রিয়াঙ্কার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা নিউজার্সীর প্যাটারসনে এবং বর্তমানে কাছাকাছি থাকেন। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক। তিনি কিশোর বয়স থেকেই পড়তে পছন্দ করেন এবং তার বাবা-মা তাকে ঘুমানোর সময় গল্প বলতেন বা পরে শোনাতেন। তিনি হাইস্কুল থেকেই লেখার হাতেখড়ি নিয়েছেন তার চারপাশে ঘটে যাওয়া মুহূর্ত নিয়ে কিন্তু কলেজ পর্যন্ত বাংলাদেশী চরিত্রগুলি লেখেননি কারণ তিনি ভেবেছিলেন আমেরিকান দর্শকরা তাদের প্রতি আগ্রহী নাও হতে পারে। প্যাটারসনে তার পরিবারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

তার বাবা সেলিম চৌধুরী বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের শাহবন্দর পতন জমিদার বাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। তার মা হুসনে আরা আহমেদ সিলেটের তাজপুরের চান্দাইর পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। মাতৃভূমি থেকে হাজার মাইল দূরে বিশ্ব মানচিত্র আরও একবার নতুন করে চিনিয়ে দিতে পেরে তারা গর্বিত প্রিয়াঙ্কা তসলিমের বিশ্বজয়ী অর্জনে!



প্রবাসীদের বিক্ষোভ : বিচার দাবী

(শেষের পাতার পর)ক

রে হত্যাকারী পুলিশের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। একই সাথে তারা অভিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য সংশ্লিষ্ট নগর কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত বুধবার (জানুয়ারী ৪) দুপুরে পুলিশের গুলিতে সাইদ ফয়সাল ওরফে আরিফ (২০)-কে লক্ষ্য করে ক্যামব্রিজে পুলিশ গুলি করলে সে ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে বোস্টনের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির পর সন্ধায় সাইদ ফয়সাল মারা যান।

তবে পুলিশ দাবি করছে যে, সাইদ ফয়সালের হাতে একটা লম্বা ছুরি দেখতে পেয়ে তাকে সেটা নিচে নামাতে বলেন। কিন্তু সে সোজা পুলিশের দিকে ধেয়ে আসছিল ফলে পুলিশ তাকে গুলি করে।

এ ঘটনাটি মুহূর্তের মধ্যে বোস্টনসহ পার্শ্ববর্তী একালায় প্রবাসীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রবাসীরা।

এদিকে সাইদ ফয়সাল হত্যায় জড়িত দোষী পুলিশের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে ক্যামব্রিজ নগর ভবনের সামনে শতশত প্রবাসী জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানান। উক্ত সমাবেশে বোস্টন ও ক্যামব্রিজসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার নানা শ্রেনীপেশার প্রবাসীরা অংশ নেন। এ সময় 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে উক্ত এলাকা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাইদ ফয়সাল ওরফে আরিফকে পুলিশ কর্তৃক হত্যার ঘটনা আমরা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছি না। বাবা-মার একমাত্র ছেলে ফয়সালের করুণ মৃত্যুতে তার পরিবার ভীষন অসহায় হয়ে পড়েছে। তাদেরকে সান্তনা দেবার ভাষা আমাদের জানা নেই। তাই দোষী পুলিশদের অবিলম্বে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান প্রবাসী বক্তারা।

ক্যামব্রিজ সিটি মেয়র সুম্বুল সিদ্দিকি ও কাউন্সিলম্যান বু-রহান আজিম বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতাদের সাথে বসে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন নিউ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন (নিবাফ)-এর কর্মকর্তারা। ক্যামব্রিজ সিটি মেয়র ও কাউ-সিলম্যানের উদ্যোগে খুব শিগগির ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ও পুলিশ কমিশনারের সাথে তারা আলোচনা করবেন উল্লেখ করেন নিবাফ।

নিহত সাইদ ফয়সাল ওরফে আরিফের দেশের বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে বলে জানা গেছে। ইউনিভার্সিটি অব বোস্টন (ইউম্যাস)এ পড়াশশোনা করতেন। তার পরিবারের প্রায় সকলেই বোস্টনে বসবাস করেছেন।

'অবিবাহিত' রোনালদোর জন্য আইন পাল্টাবে সৌদি?

(শেষের পাতার পর)

এশিয়ার দেশটিতে তার সঙ্গে এসেছেন বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি। রেকর্ড পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সৌদির ক্লাবটিতে যুক্ত হলেও তাকে নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কারণ সৌদির মতো রক্ষণশীল দেশে বিয়ে না করে বান্ধবী-সন্তান নিয়ে বসবাস করছেন সিআর সেভেন।

সৌদি আরবের আইনে লিভ ইন নিষিদ্ধ। অর্থাৎ বিয়ের আগে কোনো নারী-পুরষ একসঙ্গে থাকতে পারবেন না। এখানেই আইন ভেঙেছেন রোনালদো আর জর্জিনা। একাধিক সন্তান থাকলেও তারা বিয়ে করেননি। অদূর ভবিষ্যতে বিয়ে করার সম্ভবনাও নেই বলেও গুঞ্জন আছে। আইন অনুযায়ী, লিভ ইন করলে তাদের জেল অথবা জরিমানা হতে পারে। কিন্তু রোনালদোর ক্ষেত্রে কিছুই হচ্ছে না। স্পেনের সংবাদমাধ্যম 'ইএফই'কে সৌদি আরবের একজন আইনজীবী বলেছেন, রোনালদো ও জর্জিনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মনে হয় না। যদিও আমাদের আইনে বিয়ে করা ছাড়া নারী ও পুরুষের একসঙ্গে থাকাটা নিষিদ্ধ, কিন্তু এমন বিষয় এখন কর্তৃপক্ষ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তবে হ্যাঁ, আইন তখনই প্রয়োগ করা হবে, যখন কোনো অপরাধ বা সমস্যার সৃষ্টি হবে তখন।

এখানেই নাকি আপত্তি জানাচ্ছে সৌদির জনগণ। ইএফইসহ বিশ্বের বেশ কিছু গণমাধ্যম দাবি করছে, সৌদি কর্তৃপক্ষ নাকি আইন সংশোধনের কথা ভাবছে! তবে সৌদির সেই আইনজীবী ইএফইকে বলেছেন, 'বিয়ে না করলে নারী-পুরুষের একসঙ্গে থাকায় নিষেধাজ্ঞার আইন এখনো বহাল আছে। তবে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ বিদেশিদের ক্ষেত্রে এখন আর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না।'

আইনজীবীর ভাষ্যমতে, আপাতত সৌদি কর্তৃপক্ষ রোনালদোর বিষয়টি দেখেও না দেখার ভান করবে। তবে ভবিষ্যতে কী হবে—সেটা অনিশ্চিত!

বিরতি ভেঙে অভিনয়ে ফিরলেন রিচি সোলায়মান

(শেষের পাতার পর)

জনপ্রিয়। সেই রিচি দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী তিনি। টেলিভিশন পর্দা থেকেও দূরে। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ঢাকায় অবস্থান করছেন রিচি। অভিনয়, নৃত্য ও মডেলিং মাধ্যম থেকে দূরে ছিলেন রিচি। দীর্ঘদিন পর অভিনয়ের জন্য ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন এক সময়ের দর্শকপ্রিয় এই অভিনেত্রী। জানা গেছে, সম্প্রতি মাহমুদ নিয়াজ চন্দ্রদ্বীপের 'মৎস্য কন্যা'য় কাজ করেছেন তিনি। মৎস্য কন্যা মূলত সমুদ্র উপকূলে জীবন জীবিকার তাগিদে সংগ্রাম করা এক মেয়ের গল্প।

মাহমুদ নিয়াজ চন্দ্রদ্বীপ বলেন, 'আসলে এ ধরনের গল্প নিয়ে কাজ করা একটু চ্যালেঞ্জিং হলেও রোমাঞ্চকর। পরিবেশের ওপর নানা অত্যাচারে জীব ও বৈচিত্র্যে নানান পরিবর্তনের দায় এবং ভুক্তভোগী হতে হয় নারীদের এমন গল্প নিয়েই নির্মাণ করেছি এই গল্পটি।'

রিচি ছাড়াও এতে আরো অভিনয় করেছেন সাবরিন আজাদ, সাদ্দাম মাল এবং সৈকত সিদ্দিক। পান্ডলিপি তৈরি আবদুল্লাহ মাহফুজ অভি এছাড়া চিত্রগ্রহণ হোসাইন আরমান। খুব শিগগিরই ফিকশনটি প্রচারে আসবে।



তিনি ছিলেন আলোকিত মানুষ আপাদমস্তক সাংবাদিক

(শেষের পাতার পর)

চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। খবর ইউএনএ'র।

বিশিষ্ট সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণে শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত সভায় বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক, নিউইয়র্ক বাংলা ডট কম সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণের সঞ্চালনায় ব্যতিক্রমী এই স্মরণ সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সাংবাদিক আবিদ রহমন।

সভায় স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন এর সিইও আবু তাহের (ভার্চুয়ালী), সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সিনিয়র সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের, বিশিষ্ট সাংবাদিক মনির হায়দার, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আব্দুল বাতেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিনহাজ আহমেদ, একেএম নূরুল হক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র বার্তা সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাক-এর বিশেষ প্রতিনিধি শহীদুল ইসলাম, টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র বিশেষ প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী, ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, বিশিষ্ট সাংবাদিক মনিজা রহমান, নিউজ প্রেজেন্টার আইরিন রহমান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ)-এর সাংবাদিক আবুল কাশেম, ছড়াকার সামস চৌধুরী রুশো, শো টাইম মিউজিক এর কর্ণধার আলমগীন খান, সাংস্কৃতিক কর্মী মোশাররফ হোসেন, গোপাল স্যানেল প্রমুখ।

সভায় মরহুম মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পুত্র রিয়াজ আহমেদ এবং মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর লেখা কবিতা পাঠ করেন পারভীন সুলতানা।

সভায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক মাহমুদ রেজা চৌধুরী, আজিজুল হক, গ্রাফিক্স ওয়ার্ড-এর শাকিল মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মাইন উদ্দিন আহমেদের পুত্র রিয়াজ আহমেদ বলেন, আব্বা বাংলাদেশ অবজারভার, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সহ বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকায় কাজ করতেন, কোথাও নিয়মিত বেতন হতো না। মাসের পর মাস অর্থকষ্টে থাকতে হতো আব্বাকে। সংসার চালাতে জীবনের বেশীরভাগ সময় আব্বাকে দিনে ও রাতে দুই শিফটে চাকরী করতে হয়েছে। অনেক কষ্ট করে তিনি আমাদের মানুষ করেছেন। তিনি তার পিতার মাগফেরাত কামনায় সবার দোয়া কামনা করেন। ছবি: নিহার সিদ্দিকী





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 9 // 2023

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বার সভাপতি-সম্পাদককে হাইকোর্টে তলব

ঢাকা ডেস্ক: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ ফারুককে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও অশালীন আচরণের ঘটনায় জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি তানভীর ভূঁইঞা, সম্পাদক (প্রশাসন) মো. আক্কাস আলী ও জুবায়ের ইসলামসহ তিন আইনজীবীকে তলব করেছেন হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চ আদালত অবমাননার রুলসহ এ আদেশ দেন। আগামী ১৭ জানুয়ারী হাইকোর্টে হাজির হয়ে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। গত ২ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে 'এজলাসে আদালতের বিচারক ও কর্মচারীদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও অশালীন আচরণের জন্য আদালত অবমাননার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রার্থনা' শীর্ষক একটি চিঠি পাঠান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের-১ এর বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ ফারুক। এ চিঠি প্রধান বিচারপতি বরাবরে উপস্থাপন করেন রেজিস্ট্রার জেনারেল।



ফিলাডেলফিয়া সিটির মেয়র প্রার্থী হেলেন জীম'র নির্বাচনী সভা ও ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত

পেনসিলভেনিয়র: ফিলাডেলফিয়া সিটির আগামী নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী বাংলাদেশী কমিউনিটির হিতৈষী এবং বর্তমান ফিলাডেলফিয়ার কাউন্সিল উইমেন 'হেলেন জীম' অংশগ্রহন করবেন বিধায় সর্বপ্রথম অফিসিয়ালী বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে মত বিনিময় এবং নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ সভা গত ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত সভাটির আয়োজক ছিলো 'ফ্রেন্ডস অব হেলেন জীম'-এর সদস্যবৃন্দ। সভায় পেনসিলভেনিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহন করেন। সভায় আগত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন স্বাস্থ্য কমিশনার এবং আমেরিকান পাবলিক হেলথ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ড. ওয়াল্টার সোউ। সভায় বক্তারা বলেন, মেয়র পদপ্রার্থী হেলেন জীম ফিলাডেলফিয়া শহরের সব ধরনের উন্নতি, শিক্ষার মান, ইমিগ্র্যান্টদের সুবিধা ও সন্মান ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে বহু বছর থেকে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। সেই ক্ষেত্রে মতবিনিময় সভাq বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সভায় হেলেন জীম বলেন, এটি হলো তার প্রথম তহবিল সংগ্রহের নৈশভোজ এবং তিনি কমিউনিটির উৎসাহ এবং সমর্থন দেখে কৃতজ্ঞতা এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সভায় শহরের ভবিষ্যত এবং অভিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমিকা এবং একীকরণ সম্পর্কে কমিউনিটি নেতাদের বিভিন্ন প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক। সবশেষে সভায় অন্যতম উদ্যোক্তা প্রফেসর ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন শিঘ্রই বাংলাদেশী কমিউনিটি থেকে আরো অনেক সহায়তা দিয়ে কমিউনিটির শক্তিশালী ভূমিকা রাখার আশা প্রকাশ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



কোরআন-গীতা-বাইবেল-ত্রিপিটকে হাত রেখে

শপথ নিলেন আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড'র নির্বাচিত সদস্য সুব্রত চৌধুরী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পবিত্র কোরআন, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটকে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করলেন বাংলাদেশী-আমেরিকান সুব্রত চৌধুরী। গত ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 'আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড'র নির্বাচিত সদস্য হিসেবে তিনি এ শপথ গ্রহণ করেন।

ঐদিন সিটি স্কুল বোর্ডের সভাকক্ষে সুব্রত চৌধুরীকে শপথ বাক্য পাঠ করান আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র। শপথ অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যরাও তার সাথে ছিলেন। এসময় হল ভর্তি বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোকজন তাকে করতালি ও হর্ষধবনির মাধ্যমে অভিনন্দিত করেন।

গত নভেম্বর মাসের আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড নির্বাচনে সুব্রত চৌধুরী প্রথম এশিয়ান আমেরিকান হিসাবে সর্বাধিক ভোট পেয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে বিজয়ী হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যে ক্যাসিনো সিটি হিসেবে পরিচিত এই সিটিতে দক্ষিণ এশিয়ান কমিউনিটির মধ্যে বাংলাদেশীরা সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে রয়েছে মূলধারার রাজনীতি ও প্রশাসনে।

উল্লেখ্য, সুব্রত চৌধুরী ২০১২ সালে অভিবাসীর মর্যাদা নিয়ে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। আটলান্টিক কাউন্টি গভর্নমেন্ট এর হিউম্যান সার্ভিসেস স্পেশালিস্ট পদে কর্মরত সুব্রত চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর থেকেই সংবাদ মাধ্যমের সাথে যুক্ত হয়ে কমিউনিটি সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য কমিউনিটির সর্বমহলে তিনি প্রশংসিতও হয়েছেন।

২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড এর সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণের সময়ও তিনি পবিত্র চার ধর্মগ্রন্থে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছিলেন।



নিউইয়র্কের ৭৯ স্কুলে 'হালাল খাবার' সরবরাহের সিদ্ধান্ত

(শেষের পাতার পর)

ব্যবস্থা এতদিন অনেকটাই কম ছিল। তবে এই খাতে সম্প্রতি নিউইয়র্কের সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস ও সিটি স্কুলের চ্যান্সেলর ডেভিড সি ব্যাঙ্কস ৫০ মিলিয়ন ডলার মূলধন বিনিয়োগের ঘোষণা দেন। এর মাধ্যমে শহরের ৭৯টি স্কুলের মধ্যাহ্নভোজে হালাল খাবার সরবরাহ করা হবে।

'ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স' প্রোগ্রামের আওতায় এই মূলধন বিনিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্কের ইসলামিক লিডারশিপ কাউন্সিলকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। শহরের কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস এই সিদ্ধান্তের জন্য মেয়র অফিস এবং সিটি কাউন্সিলের প্রশংসা করেছে। নাগরিক অধিকার সংস্থাটি শহরের বাজেটে হালাল খাবারের সরবরাহ বৃদ্ধিকে একটি ধারাবাহিক কর্মসূচিতে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছে। 'ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স'-এ দুটি প্রধান বিষয় রয়েছে। এর একটি হলো- খাবার বিতরণের পদ্ধতির উন্নতি করা অর্থ্যাৎ খাবার নেওয়ার সময় দীর্ঘ লাইন যেন না দিতে হয় সেইব্যবস্থা করা। অন্যটি হলো- বিকল্প খাবারের ব্যবস্থা থাকা, অর্থ্যাৎ হালাল খাবারের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

বর্তমানে নিউইয়র্কের ৭৯টি স্কুলে হালাল খাবার মিলছে। এছাড়া যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এতে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। হালাল খাবারে সাধারণত 'এইচ' অক্ষর দিয়ে লেভেল করা থাকে। এর অর্থ হলো- এই খাবার ইমামরা পরীক্ষা করেছেন এবং এর মধ্যে হারাম কোনো মিশ্রণ নেই। তিনি বলেন, 'এটি নিয়ে আমি উত্তর আমেরিকার ইসলামিক সার্কেল ও স্থানীয় বাংলাদেশী নেতাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কাজ করেছি। হালাল খাবারের প্রয়োজনীয়ত বিশাল। এর সঙ্গে আমরা সব মুসলিম বাচ্চাদের জন্য অন্তর্ভুক্ত করবো অসাধারণ পরিবেশ। এটি আমাদের আরও গর্বিত করবে।' হিলক্রেস্ট হাই স্কুল নিউইয়র্কের হালাল সার্টিফায়েড একটি স্কুল। এর সামনে থেকে নিউইয়র্ক সিটি

সিটি মেয়রের মুসলিম লিয়াজন মোহাম্মদ বাহে বলেন, 'এখানকার ক্যাফেটেরিয়ায় প্রায় সব খাবারই হালাল।







এমনটি আগে ছিল না।' তিনি বলেন, 'ইনশাআল্লাহ নিউইয়র্ক সিটির প্রত্যেক মুসলিম শিক্ষার্থী তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী খাবার খুঁজে পাবে। তারা ভালো কিছু এবং হালাল খাবার খেতে পারবে ও পড়ালেখায় মন দিতে পারবে। এখন যা ঘটছে তা নিয়ে আমরা খুব খুশি। সুন্দর ঘোষণাটিতে মেয়র নিজেই সমর্থন জানিয়েছেন। এটি মুসলিম কমিউনিটির জন্য সুন্দর বিজয়। ইনশাআল্লাহ আমাদের কমিউনিটির জন্য আরও বিজয় আসবে।'

আরেক নারী মিস আশরাফ বলেন, আমি নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলের একটি অংশ। তারপরও আমি কখনও হালাল খাবারের অপশন পাইনি। সবসময় হয় ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে, নয়ত সামান্য কোনো খাবার খেতে হয়েছে। মুসলিম শিক্ষার্থীদের হালাল খাবারের অপশনের সিদ্ধান্তের কারণে আমাদের কমিউনিটির জন্য আমি গর্বিত। তিনি বলেন, নিউইয়র্কের প্রতিটি স্কুলে হালাল খাবার থাকবে যা ইমামদের দ্বারা পরীক্ষিত। এছাড়া প্রত্যেক স্কুলে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যাতে এসব খাবার অন্য খাবারের সঙ্গে না মিশে যায়। আমাদের শিশুরা এখন আর স্কুলে গিয়ে ক্ষুধার্ত থাকবে না ইনশাআল্লাহ। বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনসহ যাদের বদৌলতে এমন সিদ্ধান্ত এসেছে আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করুন।

আইটিভিইউএসএ এর এর সিইও, ইমাম ও এনওয়াইএস চ্যাপ্লেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং ডিওই চ্যান্সেলর ব্যাঙ্কস আজ ঘোষণা করেছেন যে, ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স সিটি ৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। এর মধ্যে স্কুলগুলোকে হালাল খাবারের জন্য প্রত্যয়িত করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিউইয়র্কের ইসলামিক লিডারশিপ কাউন্সিলকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তারা এ পর্যন্ত ৭৯টি স্কুলকে সার্টিফাই করেছে। ৭৯টি পাবলিক স্কুল এখন তাদের মুসলিম ছাত্রদের হালাল খাবার অফার করে। মাশাল্লাহ! এটা আমাদের বাচ্চাদের অধিকার, আমাদের বিশ্বাস সব জায়গায় হালাল খাবার থাকবে। আমাদের এখনও আরও কাজ আছে। জুমার নামাজের আজান পরের ধাপ।

প্রসঙ্গত, কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স (সিএআইআর), আইটিভি ইউএস, ইন্টারফেইথ সেন্টার অব ইউএসএ, এমসিসিসহ আরও অনেকগুলো অর্গানাইজেশন মুসলমানের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের ইস্যুতে কাজ করে থাকে।

তথ্যসূত্র: এবিসি, এনওয়াই ওয়ান ও নিউইয়র্ক প্রশাসনের ওয়েবসাইট





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA


জর্জিয়ায় মা ও পুত্রের জানাযার দৃশ্য

জর্জিয়ায় মাকে হত্যার পর বাংলাদেশী যুবকের আত্মহত্যা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যে মাকে গুলি করে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যা করেছেন এক বাংলাদেশী যুবক। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের মেরিয়াট্টা শহরে গত সপ্তাহে এ ঘটনাটি ঘটলেও খবরটি শুক্রবার (৬ জানুয়ারী) প্রকাশ পায়। জানা যায়, বাংলাদেশী যুবক তৌফিক ইসলাম (২৯)-এর সাথে আমেরিকান (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ব্যবসা-বাণিজ্যে আল্লাহর স্বরণ বজায় রাখুন

জাফর আহমাদ

জহুরের সময় যায় যায়, আসরের ওয়াক্ত কাছাকাছি। আসরের সময়ও যায় যায়. সুর্য ডুবে ডুবে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

৩৭ বছর পর পূর্ণ হলো জালালাবাদবাসীর স্বপ্ন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অবশেষে নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইনক এর নিজস্ব ভবন উদ্বোধন হলো। অবসান হলো সকল জল্পনা-কল্পনার। রোববার (৮ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় ভবনটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর উদ্বোধন হয়। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী সিলেটবাসীসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণে নিউইয়র্কে সভা

তিনি ছিলেন আলোকিত মানুষ আপাদমস্তক সাংবাদিক

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণে নিউইয়র্কে সভা হয়েছে। ব্যতিক্রমী এই সভায় বক্তারা মরহুমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ব্যক্তিগত জীবনে মাইন উদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন আলোকিত মানুষ, আপাদমস্তক সাংবাদিক, নিভৃতচারী হাসিখুশি জেনটেলম্যান। তিনি তার কথায়, আচার-আচরণ বা ব্যবহারে কাউকে কোনদিন কষ্ট দিয়েছেন এমন কথা তার শত্রুরাও বলতে পারবেন না। বলা নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে অনেকটা বিনা চিকিৎসায় সাংবাদিক মাইন উদ্দিন অসময়ে-ই চলে গেলেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে নিউইয়র্কের সাংবাদিক মহল একজন ঘনিষ্ট স্বজনকে হারালো। উল্লেখ্য, ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাব ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম সদস্য মাইন উদ্দিন আহমেদ ৬৯ বছর বয়সে গত ১ জানুয়ারী রোববার দিবাগত রাত ১১টা ২৯ মিনিটে জ্যামাইকা মেডিক্যাল সেন্টারে (হাসপাতাল) (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়


বক্তব্য রাখছেন সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদের পুত্র রিয়াজ আহমেদ

খেলার খবর

'অবিবাহিত' রোনালদোর জন্য আইন পাল্টাবে সৌদি?

স্পোর্টস ডেস্ক: ইউরোপের দীর্ঘ ক্যারিয়ার শেষে পড়ন্ত বেলায় সৌদি আরবের দল আল নসরে যোগ দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

ওটস খাওয়ার উপকারিতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্বাস্থ্যকর খাবারের তালিকায় শুরুর দিকেই থাকে ওটসের নাম। বিভিন্ন ধরনের উপকারিতা পেতে এই খাবারের ওপর আস্থা রাখেন অনেকেই। ফাইবার সমৃদ্ধ (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বিনোদন

বিরতি ভেঙে অভিনয়ে ফিরলেন রিচি সোলায়মান

বিনোদন ডেস্ক: জনপ্রিয় অভিনেত্রী রিচি সোলায়মান। দেশের টিভি পর্দায় ছিলেন দারুণ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নিউইয়র্কের ৭৯ স্কুলে 'হালাল খাবার' সরবরাহের সিদ্ধান্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের স্কুলগুলোতে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য হালাল খাবারের (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪১পাতায়)



বাঙালী কইন্যার লেখনীতে বিশ্বজয়

হাসিব রশীদ: বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত তরুন লেখক প্রিয়াঙ্কা তসলিমের প্রথম উপন্যাস 'দ্যা লাভ ম্যাচ' এখন আমেরিকান পাঠকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। বিশ্বখ্যাত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ক্যামব্রিজে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর মৃত্যু

প্রবাসীদের বিক্ষোভ : বিচার দাবী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের ক্যামব্রিজে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বোস্টন ও ক্যামব্রিজ প্রবাসী বাংলাদেশীরা। বৃহস্পতিবার (৫ জানুয়ারী) দুপুরে ক্যামব্রিজ নগর ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে প্রবাসীরা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থী সাইদ ফয়সাল ওরফে আরিফকে গুলি (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

কুমিল্লা সমিতি'র নতুন কমিটি অভিষিক্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জমজমাট ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হয়েছে কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট ইনকের অভিষেক ও ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন। প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট ইনকের নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ বদরুল হক আজাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আল-আমিন, সহ সাধারন সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন এবং ইঞ্জি. মাইন-উদ্দীনের পরিচালনায় ১ জানুয়ারি ২০২৩ সন্ধ্যায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax: 718-262-0254
Email: Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com